শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রাগমন-বার্ত্তা পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ-সেন একটী কুকুরকে পারের খরচ দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। রাত্রে কুকুরকে ভাত না দেওয়ায়, সে প্রভুর নিকট চলিয়া গেল। শিবানন্দাদি পরদিন মহাপ্রভুর নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেই কুকুর প্রভু-প্রদত্ত নারিকেলশস্য-প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে ; পরে সেই কুকুর উদ্ধার পাইয়া (বৈকুণ্ঠে) গেল। এদিকে শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে যাত্রা করিয়া গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত একত্র আসিতে না পারিয়া কিছুদিন পরে নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের সহিত রহিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরূপের বিরচিত "প্রিয়ঃ সোহয়ং"-শ্লোক পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। একদিবস মহাপ্রভু রায়-রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি ভক্তবৃন্দের সহিত হরিদাসের বাসায় আসিয়া শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধ-মাধব' নামক দুইখানি নাটকের মুখবন্ধাদি শ্লোক শ্রবণ করিলেন। রামানন্দ-রায় উহাদের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া দুইখানি নাটকই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা স্থির করিলেন। চাতু-র্ম্মাস্যের পর গৌড়ীয়-ভক্তগণ প্রভুর আজ্ঞায় গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমদয়াল পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বন্দনা ঃ—

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

সজ্জনের কৃপা যাচ্ঞা ঃ—

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥ ২ ॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৩ ॥

এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥ ৪ ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

২। সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।

অনুভাষ্য

১। যৎকৃপা (যৎ যস্য চৈতন্যচন্দ্রস্য অনুকম্পা) পঙ্গুং (পদ-বিক্ষেপণশক্তিবিহীনং জনং) শৈলং (পরমোচ্চগিরিশিখরং) লঙ্ঘয়তে (উত্তারয়তি), মূকং (বাকশক্তিবিহীনং জনং) শ্রুতিং (বেদম্) আবর্ত্তয়েৎ (পঠয়তি), তম্ ঈশ্বরং পরমশ্বেরং (কৃষ্ণ-চৈতন্যং মহাপ্রভুম্) অহং বন্দে।

২। সন্তঃ (সাধবঃ) স্বকৃপা-যষ্টিদানেন (নিজদয়ারূপাবলম্বন-প্রদানেন) দুর্গমে (দুস্তরে) পথি (সংসারে) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) স্খলৎপাদগতেঃ (বিক্ষিপ্তচরণস্য পথভ্রষ্টস্য), অন্ধস্য (নয়ন-বিহীনস্য) মে (মম) অবলম্বনম্ (আশ্রয়পদং) সন্তু (ভবন্তু)।

৫। আদি, ১ম পঃ ১৫ (-াক দ্রষ্টব্য।

৬। আদি, ১ম পঃ ১৬ (-াক দ্রষ্টব্য।

৭। আদি, ১ম পঃ ১৭ (-াক দ্রষ্টব্য।

অন্ত্যলীলা বর্ণনারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলুঁ বর্ণন ।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে মধ্যলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে অন্ত্যলীলাসূত্র বর্ণিত ঃ—

মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১০ ॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥ ১১ ॥

অনুল্লিখিত সূত্রের সবিস্তারবর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র-অনুসারে ।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥ ১২ ॥

গৌড়ে প্রভুর বৃন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা ।
স্বরূপ-গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥ ১৩ ॥

শচীর শ্রবণ ও ভক্তগণের পুরীতে গমনোদ্যোগ ঃ—

শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শিবানন্দের নিকট যাবতীয় ভক্তের আগমন ঃ—

কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী ।
আচার্য্য, শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৫ ॥

সকলের তত্ত্বাবধায়ক শিবানন্দ ঃ—

শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান ।
সবারে পালন করে, দেয় বাসা-স্থান ॥ ১৬ ॥

শিবানন্দের ভগবদ্ভক্ত কুকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

এক কুক্কুর চলে শিবানন্দে-সনে ।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥ ১৭ ॥
একদিন একস্থানে নদী পার হৈতে ।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥ ১৮ ॥
কুক্কুর রহিলা,—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা ।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥ ১৯ ॥
একদিন শিবানন্দে ঘাটিতে রহিলা ।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥ ২০ ॥
রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে ।
'কুক্কুর পাঞাছে ভাত ?'—সেবকে পুছিলে ॥ ২১ ॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত, শুনি' দুঃখী হৈলা ।
কুক্কুর চাহিতে দশ-মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২২ ॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা ।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥ ২৩ ॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাঁহা না পাইল ।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥ ২৪ ॥
উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে ।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥ ২৫ ॥
সবা লঞা কৈলা জগন্নাথ-দরশন ।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥ ২৬ ॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা-স্থানে ।
প্রভু-স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥ ২৭ ॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত' কুক্কুরে ।
প্রভু-পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে ॥ ২৮ ॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা ।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ', বলেন হাসিয়া ॥ ২৯ ॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার ।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥ ৩০ ॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা ।
দৈন্য করি' নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥ ৩১ ॥

কুকুরের সিদ্ধি ও বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি ঃ—

আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা ।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥ ৩২ ॥

অলৌকিক লীলাময় প্রভু ঃ—

ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন ।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাঞা করিলা মোচন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন ও নাটক-রচনারম্ভ ঃ—

এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন ।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥ ৩৪ ॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা ।
মঙ্গলাচরণ 'নান্দী-শ্লোক' তথাই লিখিলা ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। পাসরিলা—ভুলিয়া গেল।

২২। চাহিতে—খুঁজিতে।

৩৪। কৃষ্ণলীলা-নাটক—কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক নাটক।

অনুভাষ্য

১০। পূর্ব্বগ্রন্থে—মধ্যলীলার প্রথম-পরিচ্ছেদে।

১৫। আচার্য্য—অদ্বৈত আচার্য্য।

৩৫। নান্দী—নাটকচন্দ্রিকায়—"প্রস্তাবনায়াস্ত মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা ।।

সানুজ শ্রীরূপের গৌড়ে যাত্রা ও সূত্রাকারে নাটকের পাণ্ডুলিপি রচনা ঃ—

পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে ।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥ ৩৬ ॥

গৌড়ে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঃ—

এইমতে দুইভাই গৌড়দেশে আইলা ।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপের পুরীতে প্রভুদর্শনে যাত্রা ঃ—

রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন ।
প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮ ॥

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তিহেতু বিলম্ববশতঃ প্রভুদর্শনার্থ গৌড়ীয়-যাত্রিগণের সহিত শ্রীরূপের সাক্ষাৎকারের অভাব ঃ—

অনুপমের লাগি' তাঁর বিলম্ব হইল ।
ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥ ৩৯ ॥

সত্যভামাপুরে সত্যভামাদেবীর উপদেশ-প্রাপ্তিই ললিতমাধব-রচনার মূল সূত্রপাত ঃ—

উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামাপুর'-নামে গ্রাম ।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥ ৪০ ॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী ।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি' ॥ ৪১ ॥
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন ।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥" ৪২ ॥

শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিলা বিচার ।
'সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥ ৪৩ ॥

একত্র বর্ণিত ব্রজ-পুরলীলার পৃথক্ নাটকাকারে বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা ।
দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥' ৪৪ ॥

পুরীতে সিদ্ধবকুল-মঠে ঠাকুর-হরিদাসের গৃহে উপস্থিতি ঃ—

ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে ।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥ ৪৫ ॥

ঠাকুরের স্নেহোক্তি ঃ—

হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ।
"তুমি আসিবে,—মোরে প্রভু যে কহিলা ॥" ৪৬ ॥

অকস্মাৎ হরিদাসকে দর্শন দিতে প্রভুর আগমন ঃ—

'উপল-ভোগ' দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে ।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে ॥ ৪৭ ॥

শ্রীরূপের প্রভুকে প্রণাম ও প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

"রূপ দণ্ডবৎ করে",—হরিদাস কহিলা ।
হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥ ৪৮ ॥

পরস্পর সংলাপ ঃ—

হরিদাস-রূপে লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে ।
কুশল প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৯ ॥

সনাতনের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও শ্রীরূপের সনাতনের সহিত সাক্ষাৎকারাভাব-জ্ঞাপন ঃ—

সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল ।
রূপ কহে,—"তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥ ৫০ ॥

তৎকারণ নির্দ্দেশ ঃ—

আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ, তিঁহো রাজপথে ।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নান্দী-শ্লোক—নাটকের আরম্ভে যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক পঠিত হয়, তাহাকে 'নান্দী'-শ্লোক বলে।

৩৬। কড়চা—খস্ড়া বা পাণ্ডুলিপি।

অনুভাষ্য

অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিংবা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্রকমলচকোরকুমুদাদিকম্।।" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৮২ সংখ্যায়—"আশীর্ব্বচন-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। লাগ্ না পাইল—শিবানন্দাদি ভক্তগণ প্রভুর নিকট যাইতেছেন শুনিয়া শ্রীরূপও তাঁহাদিগের সঙ্গে নীলাচলে যাইবেন

অনুভাষ্য

সংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে। দেবদ্বিজ-নৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।"*

৩৭। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও তদনুজ শ্রীঅনুপম।

৪০। কটক-জেলার অন্তর্গত জান্কাদেইপুরের নিকটে 'সত্যভামাপুর'-গ্রাম।

* *নাটকচন্দ্রিকায়—প্রস্তাবনার প্রারম্ভে নান্দী-কার্য্য শুভাবহ হইয়া থাকে। আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশের অন্যতম-সংযুক্তা নান্দী আট, দশ কিংবা দ্বাদশ-পদদ্বারা যুক্তা এবং প্রায়শঃ চন্দ্রনামাঙ্কিতা হইয়া মঙ্গলসূচকপদে শোভিতা হইয়া থাকে। চক্র, কমল, চকোর, কুমুদ প্রভৃতিই মঙ্গল। সাহিত্যদর্পণে—দেব, দ্বিজ, নৃপতি প্রভৃতির যে আশীর্ব্বাদ-সূচক বাক্য-সংযুক্তা স্তুতি নটগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে আনন্দ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহা নান্দী-নামে কথিতা হইয়া থাকে।*

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

প্রয়াগে শুনিলুঁ,—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে।"
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥ ৫২ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরূপের মিলন ঃ—

রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥ ৫৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক একদিন ভক্তগণকে শ্রীরূপের পরিচয়-প্রদান ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক সকল ভক্তের চরণ-বন্দন,
সকলের রূপকে আলিঙ্গন ঃ—

সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরূপকে কৃপা করিতে মহাপ্রভুর নিতাই ও অদ্বৈত-
প্রভুদ্বয়কে অনুরোধ ঃ—

"অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে।"
প্রভু কহে,—"রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥ ৫৬ ॥
তোমা-দুঁহার কৃপাতে ইঁহার হউ শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥" ৫৭ ॥

শ্রীরূপ—প্রভুর সকলভক্তেরই প্রীতিভাজন ঃ—

গৌড়ীয়া, উড়িয়া, যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥ ৫৮ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপকে প্রত্যহ দর্শনপ্রসাদ দান ঃ—

প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পান, দেন দুই জনে ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপ-সঙ্গে প্রভুর কৃষ্ণকথা ঃ—

ইষ্টগোষ্ঠী দুইজনে করি' কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥ ৬০ ॥

প্রভুকৃপালাভে শ্রীরূপের আনন্দ ঃ—

এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

ভক্তগণ লঞা কৈলা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বভক্তের আনন্দ-দর্শনে শ্রীরূপ-হরিদাসের আনন্দ ঃ—

প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্বভক্তজন।
দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্টাবশেষ-প্রাপ্তিতে উভয়ের প্রেম-নৃত্য ঃ—

গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৪ ॥

অন্য একদিন রূপের সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর কৃপাদেশই বিদগ্ধমাধব-রচনার মূলসূত্রপাত ঃ—

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে ॥ ৬৬ ॥

কেবলমাত্র ব্রজেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের অবস্থান ঃ—

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৪৬১)-ধৃত যামলবচন—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর বাক্যে শ্রীরূপের মনে মনে বিচার ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীসত্যভামা-দেবী ও প্রভু, উভয়েরই পৃথগ্‌ভাবে যথাক্রমে ললিত-
মাধব ও বিদগ্ধমাধব-নাটক লিখিতে আদেশ প্রদান ঃ—

'পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিলুঁ, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥ ৬৯ ॥

পূর্ব্বে একত্র বর্ণিত নাটকদ্বয়ের এক্ষণে পৃথগ্‌ভাবে কল্পন ও রচন ঃ—

পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি এবে করিমু গঠনা ॥ ৭০ ॥

নান্দী, প্রস্তাব ও বিষয় প্রভৃতি সমস্তই পৃথগ্‌ভাবে চিন্তন ঃ—

দুই 'নান্দী'-'প্রস্তাবনা', দুই 'সংঘটনা'।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥" ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বলিয়া আসিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎকার হইল না, তাঁহারা পূর্ব্বেই নীলাচল যাইতেছিলেন।

৫৩। তাঁহা—হরিদাসের বাসায় অর্থাৎ সিদ্ধবকুলে।

৬৭। যদুকুমার কৃষ্ণ—বাসুদেব-তত্ত্ব, অতএব তিনি—গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্ ; তিনিই মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

অনুভাষ্য

৬২। আইটোটা—গুণ্ডিচার নিকটবর্ত্তী উপবন।

৬৭। যদুসম্ভূতঃ (যদুকুলোৎপন্নঃ) কৃষ্ণঃ—অন্যঃ (ব্রজেন্দ্র-নন্দনাৎ অপরঃ) ; যঃ তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ (নন্দসুতঃ) সঃ তু বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য (বিহায়) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) নৈব গচ্ছতি।

৭০। দুই ভাগ—বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা এবং ললিতমাধবে পুরলীলা,—এই দুই ভাগ।

বিপ্রলম্ভভাবান্বিত প্রভুর মুখে শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরূপের তদ্ভাব-সূচক শ্লোক রচনা ঃ—

রথযাত্রায় জগন্নাথ-দর্শন করিলা ।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিলা ॥ ৭২ ॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি ।
সেই শ্লোকার্থ লঞা শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥

মধ্য, ১ম পঃ বর্ণিত হইলেও এক্ষণে পুনরায় সংক্ষেপে বর্ণন ঃ—

পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর উচ্চারিত গূঢ়-শ্লোকের মর্ম্মার্থ একমাত্র স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত সকলেরই দুর্ব্বোধ্য ঃ—

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে ।
কেনে শ্লোক পড়ে—ইহা কেহ নাহি জানে ॥ ৭৫ ॥

সেই শ্লোকের ভাবদ্যোতক পদাবলী গান করিয়া স্বরূপের প্রভুসন্তোষ-বিধান ঃ—

সবে একা স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে ।
শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥ ৭৬ ॥

শ্রীরূপের প্রভুর মনোমত শ্লোক-রচনা ঃ—

রূপ-গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায় ।
সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর উচ্চারিত শ্লোক ঃ—
কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ও পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৭৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্ ।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৯ ॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা ।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোসাঞি গেলা ॥ ৮০ ॥

প্রভুর রূপকৃত শ্লোক-পাঠে প্রেমাবেশ ঃ—

হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ।
চালে শ্লোক দেখি' প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥ ৮১ ॥
শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
হেনকালে রূপ-গোসাঞি স্নান করি' আইলা ॥ ৮২ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ।
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥ ৮৩ ॥

শ্রীরূপকে গাঢ় আলিঙ্গন ঃ—

"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?"
এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥ ৮৪ ॥

শ্লোক দেখাইয়া অজ্ঞতার ভাণে রহস্যপূর্ব্বক শ্রীস্বরূপকে শ্রীরূপ-কর্ত্তৃক স্বীয় মনোভাবাবগতির কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

সে-শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা ।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৮৫ ॥
"মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?"
স্বরূপ কহে,—"জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥ ৮৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রভুকৃপা-লাভানুমান ঃ—

অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান ।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা, করি অনুমান ॥" ৮৭ ॥

স্বরূপের নিকট প্রভুর প্রয়াগে রূপশিক্ষা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—'ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল ।
যোগ্যপাত্র জানি মোর কৃপা ত' হইল ॥ ৮৮ ॥
তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলুঁ উপদেশ ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥" ৮৯ ॥

স্বরূপের অনুমান যাথার্থ্য ঃ—

স্বরূপ কহে,—"যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ ।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবঁহি জানিলু ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। কেনে—কি ভাবে।

অনুভাষ্য

৭১। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৭ শ্লোকে—"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে।। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।" নটী, বিদূষক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী নট,—ইহারা সূত্রধারের সহিত যেখানে নিজ-কর্ত্তব্যব্যাপার-বিষয়ক প্রকৃত বৃত্ত-উত্থাপক মনোজ্ঞবাক্যদ্বারা পরস্পর সম্যক্‌রূপে আলাপ করে, তাহাকে 'আমুখ' বলিয়া জানিবে, উহাই 'প্রস্তাবনা' (অভিনয়ারম্ভক প্রস্তাব)।

৭৮। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৯। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ফলের দ্বারা তৎকারণানুমান ঃ—

ন্যায়-বচন—

"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥" ৯১ ॥

যেমন কারণ তেমন কার্য্য ঃ—

নৈষধীয়ে (৩।১৭) দময়ন্তীর প্রতি হংসবাক্য—

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥"৯২

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা ।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ৯৩ ॥

একদা শ্রীরূপের নাটক-লিখনকালে প্রভুর অকস্মাৎ আগমন ঃ—

একদিন রূপ করেন নাটক-লিখন ।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥ ৯৪ ॥

শ্রীরূপ-হরিদাসের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর উপবেশন ঃ—

সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা ।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর শ্রীরূপ-লিখিত পত্রখণ্ডগ্রহণ ও হস্তাক্ষর-দর্শনে সন্তোষ ঃ—

'ক্যা পুঁথি লিখ?' বলি' একপত্র নিলা ।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥ ৯৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা ঃ—

শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি ।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥ ৯৭ ॥

একটী শ্লোক দর্শনে প্রভুর প্রেমাবেশ ঃ—

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা ।
পড়িতেই শ্লোক, প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥ ৯৮ ॥

কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্যাস্বাদন-সূচক শ্লোক ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫) নান্দীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৯৯ ॥

শ্লোকশ্রবণে নামাচার্য্যের আনন্দ-নৃত্য ঃ—

শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী ।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥ ১০০ ॥

শ্লোকের অদ্বিতীয় কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-সূচনা ঃ—

"কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি ।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥" ১০১ ॥

প্রভুর মধ্যাহ্নস্নানে গমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ১০২ ॥

অন্য একদিন স্বরূপ-রামানন্দ-ভট্টাদির সহিত প্রভুর শ্রীরূপসমীপে আগমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়।

৯২। স্বর্গঙ্গার সুবর্ণমৃণালনালাগ্র ভোজন করিয়াই আমরা তদনুরূপ শরীর-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি ; কারণ, নিদানানুরূপই গুণগণ উদিত হইয়া থাকে।

৯৯। 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে ; যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় ; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

অনুভাষ্য

৯২। [হে দময়ন্তি,] স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং (স্বর্গাপ-গায়াঃ স্বর্গঙ্গায়াঃ মন্দাকিন্যাঃ হেমমৃণালিনীনাং স্বর্ণতুল্যপদ্মানাং) নানামৃণালাগ্রভুজঃ (বিবিধ-কোমল-পদ্মাগ্রভোজনশীলাঃ বয়ম্) অন্নানুরূপাং (ভুক্তসদৃশীং) তনুরূপঋদ্ধিং (দেহলাবণ্য-সমৃদ্ধিং) ভজামঃ (প্রাপ্নুমঃ) ; হি (যতঃ) কার্য্যং (ফলং) নিদানাৎ (আদি-কারণাৎ) গুণান্ অধীতে (প্রাপ্নোতি)।

৯৯। কৃষ্ণঃ ইতি বর্ণদ্বয়ী কিয়দ্ভিঃ (কিয়ৎপরিমিতৈঃ) অমৃতৈঃ [সহ] জনিতা (উৎপাদিতা), [তৎ অহং] নো জানে (ন বেদ্মি), [যতঃ সা হে নান্দীমুখি], তুণ্ডে (মুখে) তাণ্ডবিনী (তাণ্ডবং—'পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং' ইতি বাক্যাৎ 'নাট্যং', তৎ কুর্ব্বতী সতী) তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে (বহুবদনশ্রেণীনাং প্রাপ্তয়ে) রতিং (স্পৃহাং) বিতনুতে (প্রকাশয়তি) ; কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী (কর্ণ-পদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী) কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ (অর্ব্বুদসংখ্যা-মিত-কর্ণলাভায়) স্পৃহাং (বাঞ্ছাং) ঘটয়তে ; চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী (চেতঃ এব প্রাঙ্গণং তস্মিন্ সহচরী সতী) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়-সমূহানাং) কৃতিং (ব্যাপারং) বিজয়তে (পরাজয়তে, তদাবিষ্টং কারয়িত্বা চেষ্টাশূন্যং করোতি)।

পথে শ্রীমুখে শ্রীরূপের প্রশংসা-কীর্ত্তন ঃ—

সবে মিলি' চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরূপকৃত "প্রিয়ঃ সোহয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকের প্রশংসা ঃ—

দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥ ১০৫ ॥

রায় ও ভট্টসমীপে স্বয়ং প্রভুর শ্রীরূপগুণ বর্ণন ঃ—

সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥ ১০৬ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য ঃ—

'ঈশ্বর-স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

ভক্তের প্রতি ভগবানের ব্যবহার ঃ—
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৩৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোঽয়ম্ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের সগণ প্রভুকে প্রণাম ঃ—

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা, দেখি' দুই জন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈলা চরণ-বন্দন ॥ ১০৯ ॥

ভক্তবেষ্টিত প্রভুর নিম্নাসনে উভয়ের দৈন্যক্রমে উপবেশন ঃ—

ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ১১০ ॥
রূপ, হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥ ১১১ ॥

প্রভুর শ্রীরূপকে "প্রিয়ঃ সোহয়ং" শ্লোকপঠনে আদেশ ; শ্রীরূপের লজ্জা ও মৌন ঃ—

"পূর্ব্বশ্লোক পড়, রূপ", প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিলা ॥ ১১২ ॥

স্বরূপের শ্লোকপঠন, তচ্ছ্রবণে সকলের বিস্ময় ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥ ১১৩ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ১১৪ ॥

রামানন্দাদি ভক্তের অনুমান—প্রভুকৃপাফলেই শ্রীরূপকর্ত্তৃক প্রভু-ভাবাবগতি ঃ—

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে,—"তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥ ১১৫ ॥
আমাতে সঞ্চারি' পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে-সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥ ১১৬ ॥
তাতে জানি—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥" ১১৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপকে "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" শ্লোকপঠনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—কহ "রূপ, নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥" ১১৮ ॥

প্রথমে স্বকৃত শ্লোক-পঠনে লজ্জা, পরে পঠন ঃ—

বার বার প্রভু তাতে আজ্ঞা যদি দিলা।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিলা ॥ ১১৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মল-মতি, শীলতা-ধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু অপরাধসকলও দৃষ্টি করেন না ; অতিস্বল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।

অনুভাষ্য

১০৭। আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ—আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে প্রদানরূপ অনুগ্রহ পর্য্যন্ত করেন।

১০৮। অয়ং নির্ম্মলমতিঃ (নির্ম্মলা নৈসর্গিক-রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিতা মতিঃ যস্য সঃ) পুরুষোত্তমঃ (কৃষ্ণঃ,—'কমলেক্ষণঃ' ইতি পাঠান্তরে) শীলেন (সৎস্বভাবেন) ভৃত্যস্য (কিঙ্করস্য) গুরূন্ (মহতঃ) অপি অপরাধান্ ন পশ্যতি ; মনাক্ (ঈষৎ) অপি কৃতাং (অনুষ্ঠিতাং) সেবাং বহুধা (বহুপ্রকারতয়া) অভ্যুপৈতি (অঙ্গীকারোতি) ; পিশুনেষু (খলেষু দুর্জ্জনেষু বা) অপি অভ্যসূয়াং (দোষদৃষ্টিং) ন আবিষ্করোতি (ন প্রকাশয়তি)।

১১৪। মধ্য, ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৬। পূর্ব্বে—মধ্য, ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য।

১১৭। হৃদয়ানুবাদ—মনোভাব-কীর্ত্তন।

১২০। অন্ত্য, ১ম পঃ ৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১২০ ॥

রামানন্দপ্রমুখ ভক্তগণের তচ্ছ্রবণে বিস্ময়-সুখ ঃ—

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায় ।
শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥ ১২১ ॥

অদ্বিতীয় কৃষ্ণনামমাধুরী-দ্যোতক শ্লোক ঃ—

সবে বলে,—"নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার ।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥" ১২২ ॥

শ্রীরায়-রূপ-সংলাপ বর্ণন ; রায়কর্ত্তৃক মূলগ্রন্থের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি ?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ??" ১২৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক নাটকদ্বয়ের পরিচয়-প্রদান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে ।
ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥ ১২৪ ॥
আরম্ভিয়া ছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ।
দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া ॥ ১২৫ ॥

ব্রজলীলাত্মক-বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলাত্মক-ললিতমাধব ঃ—

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব ।
দুই নাটকে প্রেমরস অদভুত সব ॥" ১২৬ ॥

শ্রীরূপকে রায়ের বিদগ্ধমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

রায় কহে,—"নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি ?"
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥ ১২৭ ॥

জগন্মঙ্গলবিধাত্রী কৃষ্ণলীলা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে মঙ্গলাচরণে (১।১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥ ১২৮ ॥

রায়কর্ত্তৃক স্বাভীষ্টদেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

রায় কহে,—"কহ ইষ্টদেবের বর্ণন ।"
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর সনির্ব্বন্ধ আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"কহ না কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে ?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে ??" ১৩০ ॥

শ্রীরূপের আশীর্ব্বাদ শ্লোক-পঠন, তচ্ছ্রবণে প্রভুর বাহ্যে কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল ।
শুনি' প্রভু কহে,—'এই অতি স্তুতি হৈল ॥' ১৩১ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ১৩২ ॥

শ্লোকশ্রবণে ভক্তগণের প্রশংসা ঃ—

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া ।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা ॥ ১৩৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৮। এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয়সংসার-মার্গ-ভ্রমণজনিত তোমার অসত্তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন্। এই হরিলীলা-শিখরিণী চান্দ্রীসুধার মধুরিমাজনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১২৬। 'বিদগ্ধমাধব' ১৪৫৪ শকাব্দায় এবং 'ললিতমাধব' ১৪৫৯ শকাব্দায় রচিত হয়। ১৪৩৭ শকাব্দায় এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রসঙ্গে শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত শ্রীরূপগোস্বামীর আলাপ হইতেছে।

১২৭। এখন শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকৃত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১২৮। চান্দ্রীণাং (চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং) সুধানাম্ অপি মধুরিমো-ন্মাদদমনী (মধুরিমোন্মাদনাহেতু যঃ উন্মাদঃ—'অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনী' ইতি যোঽহঙ্কারঃ তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা) রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ (রাধাদীনাং প্রণয়াঃ এব ঘনসারাঃ কর্পূরাঃ তৈঃ) সুরভিতাং (সৌগন্ধ্যং, পক্ষে মনোহারিত্বং) দধানা হরি-লীলা-শিখরিণী (হরিলীলারূপা রসালা) সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) তে (তব) সন্তাপোদ্গমবিষমসংসার-সরণীপ্রণীতাং (সন্তাপানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ উদ্গমো যস্যাম্ এবম্ভূতা যা বিষমা দেবনর-স্থাবরত্ব-প্রাপক-লক্ষণা সংসাররূপা সরণী পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতাং) তৃষ্ণাং হরতু (দূরীকরোতু)।

১৩২। আদি ৩য় পঃ ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত বিদগ্ধমাধব-টীকা—'মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরি-লীলারসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বঃ যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ, পক্ষে, সিংহঃ স্ফুরতু। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুমবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাম্ ?—অনর্পিতচরীং কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। ননু কপিল-দেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং পূর্ব্বং কিং নোপ-দিষ্টম্ ? তত্রাহ—সকলরসসদ্ভাবেঽপি উন্নতঃ উজ্জ্বলঃ রসো

রায়কর্ত্তৃক বিদগ্ধমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয়-জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটকে লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তর-দান ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান ?"
রূপ কহে,—"কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক' নাম ॥" ১৩৪ ॥

নাটকচন্দ্রিকায় (১২)—
আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। অভিনয়কারী নায়কাদির (নাটকোল্লিখিত ব্যক্তি-গণের) নাম—'পাত্র'; যথা, সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৩ শ্লোকে—"দিব্যমর্ত্ত্যো স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ। সূচয়েদ্বস্তু-বীজং বামুখং পাত্রমথাপি বা।।" 'আমুখ'-শব্দের অর্থ,—যথা, নাটকচন্দ্রিকায়—"সূত্রধারো নটী ব্রূতে স্বকার্য্যং প্রতিযুক্তিতঃ। প্রস্তুতাক্ষেপিচিত্রোক্ত্যা যত্তদামুখমীরিতম্।।"* রামানন্দ-রায়ের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে, এই নাটকে অভিনেতা পাত্রদিগের সন্নিধান (রঙ্গস্থলে উপস্থিতি) কোন্ 'আমুখে' (প্রস্তাবনায়) হইয়াছে? শ্রীরূপের উত্তর,—কালসাম্যে (উপস্থিত সেই সময়ে) 'প্রবর্ত্তক' (রঙ্গস্থলে প্রবেশ)-রূপ আমুখেই পাত্র-সন্নিধান হইয়াছে।

১৩৫। উপযুক্ত (উপস্থিত) কালদ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হইয়া (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গপ্রবেশকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

অনুভাষ্য

যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ম্; তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপ-দিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ?—পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতিসমূহেন সন্দীপিতঃ। এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াম্ উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি, তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়ামুদিতঃ শচীনন্দন-স্বরূপসিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়তীতি ধ্বনিঃ।।"✤

১৩৪। অন্ত্য ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। আমুখ বা প্রস্তাবনা,—পাঁচপ্রকার; যথা সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৮ শ্লোকে—"উদ্ঘাত্যকঃ কথোদ্ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা। প্রবর্ত্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনা-ভিদাঃ।।" অর্থাৎ (১) উদ্ঘাত্যক, (২) কথোদ্ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্ত্তক, (৫) অবগলিত,—এই পাঁচ-প্রকারে নাটকের 'আমুখ' বা 'প্রস্তাবনা' হয়। নাটকচন্দ্রিকায়—

তস্যোদাহরণং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১০) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগম্ ।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। বসন্তকাল উদিত হইয়াছে; পৌর্ণমাসী নিশাকালে এই সময়ে নবানুরাগপ্রাপ্ত সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লীলা-সৌন্দর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ পরমসুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করাইবেন। এই শ্লোকের অর্থ দুইপ্রকার—অর্থাৎ, চন্দ্র-পক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

অনুভাষ্য

"ত্রীণ্যামুখাঙ্গান্যুচ্যন্তে কথোদ্ঘাত-প্রবর্ত্তকম্। প্রয়োগাতিশয়-শ্চেতি তথা বীথ্যঙ্গযুগ্মকম। উদ্ঘাত্যকাবলগিতসংজ্ঞকং মুনিনো-দিতম্।।" শ্রীরামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই কয় প্রকারের মধ্যে কোন্ প্রকারে নাটকের প্রস্তাবনা হইয়াছে?' তদুত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিলেন,—'উক্ত কয়প্রকারের মধ্যে 'প্রবর্ত্তক'-প্রকার গৃহীত হইয়াছে।' সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৯২ শ্লোকে—"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্‌যত্র বর্ণয়েৎ। তদাশ্রয়স্য পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্ত্তকম্।।" অর্থাৎ সূত্রধার উপস্থিত যে-কালকে আশ্রয় করিয়া বর্ণন করেন, যদি সেই কালাশ্রয়ে নটরূপী পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

১৩৫। কালসাম্যেন (প্রবৃত্তকালাশ্রয়েণ) আক্ষিপ্তঃ (প্রেষিতঃ সন্ উপস্থিতং কালম্ আশ্রিত্যেত্যর্থঃ) পাত্রস্য (নটস্য) প্রবেশঃ (এব, 'প্রবৃত্তিঃ' ইতি বা পাঠঃ) 'প্রবর্ত্তকং' স্যাৎ।

১৩৬। যস্মিন্ (বসন্ত-সময়ে) অসৌ গূঢ়গ্রহা (চন্দ্রজ্যোৎস্না-তিশয়েন গূঢ়াঃ আবৃতরশ্ময়ঃ গ্রহাঃ যস্যাং সা) পৌর্ণমাসী (তিথিঃ) নিশি উপোঢ়নবানুরাগম্ (উপোঢ়ঃ প্রাপ্তঃ নবঃ অনুগতঃ রাগঃ রক্তিমা যেন তং) পূর্ণং তমীশ্বরং (তম্যাঃ রজন্যাঃ ঈশ্বরং চন্দ্রং) রুচিরয়া (শোভনয়া) রাধয়া (বিশাখা-নক্ষত্রেণ সহ) রঙ্গায় (শোভার্থং) সঙ্গং (সঙ্গমম্) অয়িতা (প্রাপয়িতা), সঃ অয়ং

** সাহিত্যদর্পণে—যদি নাটক দেবতা-বিষয়ে হয়, তবে সেই নট দেবতা-রূপে, মনুষ্য-বিষয়ক হইলে মনুষ্য-রূপে এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য উভয়-বিষয়ক হইলে দেবতা ও মনুষ্য যে-কোন একটী রূপে বস্তুবীজ অথবা আমুখ কিংবা পাত্রের সূচনা করিবেন। 'আমুখ'—সূত্রধার প্রতিযুক্তি অনুসারে প্রস্তুত-বিষয়ের বিচিত্র উক্তিদ্বারা যে নিজকার্য্য নটীকে বলেন, তাহা 'আমুখ'-নামে কথিত হয়।*

✤ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্ফূর্ত্তি ব্যতীত হরিলীলার রসাস্বাদন সিদ্ধ হয় না—ইহাই অভিপ্রায়। 'বঃ' অর্থাৎ তোমাদিগের, হৃদয়রূপ গুহায় শচীনন্দন-রূপ শ্রীহরি, পক্ষে শচীনন্দন-রূপ সিংহ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক্—যে শচীনন্দন কলিকালে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' অর্থাৎ নিজভজন-সম্পত্তি করুণাবশতঃ সমর্পণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাহা কি-প্রকার? 'অনর্পিতচরীং' অর্থাৎ তাহা কাহারও দ্বারা পূর্ব্বে অর্পিত হয় নাই। যদি বল, কপিলদেব প্রভৃতি কি নিজ মাতৃগণকে ভগবদ্ভজন উপদেশ করেন নাই? সেস্থলে বলা হইতেছে, সমস্ত রস বিদ্যমান হইলেও উন্নতোজ্জ্বল রস যাহাতে, সেই ভক্তিসম্পত্তি তথা উজ্জ্বলরস-প্রধানা ভক্তি উপদিষ্ট হয় নাই—এই ভাব। সেই শচীনন্দন কি-প্রকার? পুরট

রায় কহে,—"প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি?"
রূপ কহে,—"মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥" ১৩৭ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৮) সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিকোক্তি—
ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৩৮ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৬) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—
অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩৯ ॥

রায় কহে,—"কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ?
পূর্ব্বরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন??" ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। প্ররোচনা—দেশ, কাল, নায়ক, সভ্যাদির প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গকে শ্রবণেচ্ছু করিবার প্রথাই 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন ; গোপবধূ-প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এই প্রবন্ধও নানাগুণে পল্লবিত ; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ ; অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডলের এই পরিপক্কাবস্থা উন্মীলিত হইয়াছে।

১৩৯। হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ আমা হইতেও এই হরিগুণবর্ণনময়ী রচনা অভিব্যক্তা (প্রকটিতা) হইয়া আপনাদের সিদ্ধার্থ (সিদ্ধ মনোরথ) বিধান করুক্। (অতি নীচ-জাতি) পুলিন্দকর্ত্তৃক সমিধসংঘৃষ্ট (অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে মথিত) অগ্নি কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা (মল) হরণ (নাশ) করিতে পারে না?

অনুভাষ্য

বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় (সমুপাগতঃ—এতেন কালবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; পক্ষে,—গূঢ়ঃ গ্রহঃ আগ্রহঃ যস্যাঃ সা ভগবতী পৌর্ণমাসী, তং প্রসিদ্ধং পূর্ণম্ ঈশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং রুচিরয়া শোভনয়া রাধয়া সহ রঙ্গায় কৌতুকরহস্যম্ আবিষ্কর্ত্তুং সঙ্গময়িতা)।

১৩৭। প্ররোচনা—(নাটকচন্দ্রিকায়)—'দেশকালকথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা।।" সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ২৮৬ শ্লোকে—"তস্যাঃ প্ররোচনা বীথী তথা প্রহসনামুখে। অঙ্গান্যত্রোন্মুখীকারঃ প্রশংসাতঃ প্ররোচনা।।"* —'প্রস্তুতাভিনয়েষু প্রশংসাতঃ শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যুন্মুখীকরণং প্ররোচনা" অর্থাৎ প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের প্রবৃত্তি-উন্মুখীকরণের নাম 'প্ররোচনা'।

১৩৮। অনর্গলধিয়াম্ (অপ্রতিহতবুদ্ধীনাং চতুরাণাং) ভক্তানাং নিসর্গোজ্জ্বলঃ (স্বরূপতঃ এব উজ্জ্বলঃ) বর্গঃ (সমূহঃ) উদগাৎ (উদয়ং প্রাপ্তবান্—এতেন পাত্রবৈশিষ্ট্যমুক্তম্) ; [এবং] বল্লববধূ-বন্ধোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সঃ অসৌ (বিদগ্ধমাধবস্বরূপঃ) প্রবন্ধঃ অপি শীলৈঃ (স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ) পল্লবিতঃ (বিস্তারিতঃ) ; [তথা চ অত্র গ্রন্থে সর্ব্বমেব বর্ণনং স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারময়ম্—এতেন বস্তু-বৈশিষ্ট্যমুক্তম্] , বৃন্দাটবীগর্ভভূঃ (বৃন্দাটব্যাঃ রাসপীঠস্বরূপা গর্ভ-ভূমিঃ) তাণ্ডববিধেঃ (নৃত্যবিধেঃ) চত্বরতাম্ (অঙ্গনতাং, নৃত্য-স্থলতাং বা) লেভে (প্রাপ্তবতী,—এতেন দেশবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ; অতঃ) অয়ং মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকঃ (মদ্বিধানাং মাদৃশজনানাং পুণ্যমণ্ডলস্য সুকৃতিনিচয়স্য পরীপাকঃ উৎকর্ষঃ) উন্মীলতি (প্রকাশতে)।

১৩৯। ভোঃ বুধাঃ (সভ্যাঃ,) প্রকৃতিলঘুরূপাৎ (প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুস্বরূপাৎ বরাকাৎ ; সরস্বতী তু গ্রন্থকর্ত্তুঃ তদ্ দৈন্য-মসহমানা তং রূপগোস্বামিনং স্তৌতি—প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিরূপয়তি ইতি নিবধ্নাতি ইত্যর্থঃ) মত্তঃ (সকাশাৎ) অভিব্যক্তা (প্রকাশিতা) ইয়ং হরিগুণময়ী (তদ্ বর্ণনময়ীত্যর্থঃ) কৃতিঃ (বিদগ্ধমাধবনাটকরূপিণী কবিতা) অপি বঃ (যুষ্মান্) সিদ্ধার্থান্ (সিদ্ধমনোরথান্ অভিলষিতান্) বিধাত্রী (বিধাতুং শীলং অস্যাঃ ইতি বিধানং কুর্য্যাৎ ইত্যর্থঃ, যতঃ) পুলিন্দেন (অতি-নীচাস্পৃশ্যজাতিনা) অপি সমিধং (কাষ্ঠম্) উন্মথ্য জনিতঃ (মথ-নেন সঙ্ঘর্ষণেন বা জাতঃ) অগ্নিঃ অপি হিরণ্যশ্রেণীনাং (সুবর্ণ-সমূহানাম্) অন্তঃকলুষতাং কিমু ন অপহরতি (দূরীকরোতি?—তথা চ যুষ্মাকমপ্যন্তর্বিরহদুঃখমেষা কৃতিরপহরত্যেবেত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪০। পূর্ব্বানুরাগ—পূর্ব্বরাগ ; বিকার—প্রণয়বিকার (দিব্যোন্মাদ-জনিত ব্যাধি) ; চেষ্টা—প্রেমোত্থ দৈহিক ক্রিয়া ; কামলিখন—গোপীদিগের প্রেমপ্রকাশিকা লিপি। প্রভু সেই প্রেমোৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীরূপ সকলই বলিলেন।

অর্থাৎ সুবর্ণ অপেক্ষাও সুন্দরকান্তি-সমূহদ্বারা সম্যক্ দীপিত। এইপ্রকার হইয়া পর্ব্বতগুহায় উদিত সিংহ যেরূপ তত্রস্থ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তোমাদিগের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দনরূপ সিংহ হৃদ্রোগ-রূপ হস্তিগণকে নাশ করিয়া থাকেন—এই অভিপ্রায়।

** (নাটকচন্দ্রিকায়—) দেশ-কাল-কথা, বস্তু ও সভ্যগণের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাগণকে উন্মুখীকরণই প্ররোচনা-নামে কথিত। (সাহিত্য-দর্পণে—) প্ররোচনা, বীথী, প্রহসন ও আমুখ—এই চারিটী অঙ্গের মধ্যে কবির কাব্য ও সভ্য প্রভৃতির সুখ্যাতি করিয়া শ্রোতাদের অভিনয়-বিষয়ে আকৃষ্ট করাকে প্ররোচনা বলা হয়।*

ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল ।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥ ১৪১ ॥

তত্র রত্যুৎপত্তিহেতুর্যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৯) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদ-পরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ১৪২ ॥

তত্র বিকারো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৮) ললিতা ও বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা ।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন,—কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে ; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে ; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

১৪৩। হে সখি, রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসান হইবে।

অনুভাষ্য

১৪০।কামলিখন—(উজ্জ্বলনীলমণিতে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ২৬ শ্লোক)—"স লেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ। যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে।।"

১৪২। [হে সখি,] একস্য (পরপুরুষস্য) 'কৃষ্ণ' ইতি নামাক্ষরং শ্রুতম্ এব [মম রাধায়াঃ] মতিং (স্ত্রীজনোচিতাং পাতিব্রত্য-বুদ্ধিং) লুম্পতি (ছিনত্তি,—প্রথমং কৃষ্ণনামাক্ষর-মাত্রং শ্রুত্বা পরমমধুরত্বেনানুভূয় তন্নামিনি কৃষ্ণে রতিমুবাহেত্যর্থঃ) ; অন্যস্য (দ্বিতীয়স্য পুরুষান্তরস্য) বংশীকলঃ (মুরলীধ্বনিঃ) [শ্রুতঃ সন্] সান্দ্রোন্মাদপরম্পরাং (ঘনীভূত-দিব্যোন্মাদধারাম্) উপনয়তি (প্রাপয়তি,—ততশ্চ বংশীনাদং পরম-মধুরত্বেনাস্বাদ্য তদ্বংশী-বাদিনি রতিমুবাহেত্যর্থঃ); পটে বীক্ষণাৎ হেতোঃ এষঃ (অপরঃ তৃতীয়-পুরুষান্তরঃ) স্নিগ্ধঘনদ্যুতিঃ (প্রীতিপ্রদমেঘপ্রভঃ) মে (মম) মনসি (হৃদয়ে) লগ্নঃ (একীভূতঃ সংসক্তঃ, সঙ্গতঃ ভবতি ; ততশ্চ কৃষ্ণাকারং চিত্রং নেত্রাভ্যাং সকৃদেবাস্বাদ্য তদ্ভেদেন তস্মিন্ রতি-মুবাহেত্যর্থঃ) ; ধিক্ কষ্টং ভোঃ, পুরুষত্রয়ে (কৃষ্ণাভিধে, মুরলী-নিনাদকারিণি, ইন্দ্রনীল-ঘনশ্যামরূপিণি নায়কত্রয়ে কুলাঙ্গানায়াঃ মম প্রথমং তাবৎ পরপুরুষে রতিরেবাযোগ্যা, কিমুত তৎত্রয়ে) মম

তত্র প্রাকৃত ভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৩) কৃষ্ণসমীপে মধুমঙ্গল-কর্ত্তৃক ললিতানীত শ্রীরাধিকালিখিত পত্র-পঠন—
ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্হি?? ১৪৪ ॥

তত্র চেষ্টা যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।১৫) পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি—
অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি ।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥১৪৫॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ ধারণপূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ ; আমি যে দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর। শ্লোকের সংস্কৃত ভাষান্তর—"ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে।।"

১৪৫। সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন ; গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন ; কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না।

অনুভাষ্য

রতিঃ অভূৎ ; [অতঃ হেতোঃ] মৃতিঃ (মৃত্যুঃ এব) শ্রেয়সী (কল্যাণাস্পদম্ ইতি) মন্যে [মৃত্যুং বিনা দুষ্পরিহরেয়ং রতির্ধিক্-কারিণ্যেবেতি ভাবঃ]।

১৪৩। হে সখি, ইয়ং রাধা-হৃদয়বেদনা—সুদুঃসাধ্যা, যত্র চিকিৎসা কৃতা অপি কুৎসায়াং পর্য্যবসতি (বেদনায়াঃ অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাৎ, তথা চ পুরুষত্রয়ে একক্ষণম্ এব বাসনাবত্যা মম একপুরুষানয়নেঽপি বেদনা ন যাস্যতীতি ভাবঃ)।

১৪৪। হে সুন্দর, তুমং (ত্বং) পড়িচ্ছন্দগুণং (প্রতিচ্ছন্দ-গুণং চিত্রপটরূপং) ধরিঅ (ধৃত্বা) মহ (মম) মন্দিরে বসসি (তিষ্ঠসি) ; জহ জহ (যথা যথা) চইদা (চকিতা সতী) পলাএম্হি (পলায়ে) তহ তহ (তথা তথা ত্বং) বলিঅং (বলিতং বলযুক্তং যথা স্যাৎ তথা) রুন্ধসি (রুণৎসি)।

১৪৫। হে ভগবতি পৌর্ণমাসি, অসৌ (রাধা) অগ্রে (সম্মুখে) শিখণ্ডখণ্ডং (ময়ূরপুচ্ছং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অচিরাৎ (আশু) উৎ-কম্পম্ আলম্বতে, গুঞ্জানাং তু বিলোকনাৎ (সন্দর্শনাৎ) সাস্রং (অশ্রুযুক্তং সন্) মুহুঃ পরিক্রোশতি ;—[অহং] নো জানে, কঃ

তত্র ব্যবসায়ো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৭) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্ ।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥ ১৪৬ ॥

রায় কহে,—"কহ দেখি ভাবের স্বভাব?"
রূপ কহে,—"ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক 'ভাব' ॥" ১৪৭ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।১৮) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

রায় কহে,—"কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।"
রূপ-গোসাঞি কহে,—"সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥" ১৪৯॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।৪) মধুমঙ্গলের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী ।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥ ১৫০ ॥

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (২।৪০) মধুমঙ্গলসমক্ষে শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি ।
কিংবা পামর-কাম-কার্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥ ১৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৬। যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তখন হে সখি, তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না ; তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারূপ একটী কার্য্য করিতে পার,—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার তনুকে চিরকাল রাখিও।

১৪৯। রায় প্রেমের 'সহজ' লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরূপ উত্তর করিলেন,—প্রেম-ধর্ম্মই 'সাহজিক'।

১৫০। স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রেমের প্রক্রিয়া এই-রূপ ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে ; (প্রিয়ের মুখে স্বীয়) নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণপূর্ব্বক (প্রভূত) আনন্দ প্রদান করে ; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তাহার কোন গুণ দেখিলে (তাহাতে প্রেমের) বৃদ্ধিও হয় না।

অনুভাষ্য

অয়ং নবীনগ্রহঃ অপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাম্ (অত্যাশ্চর্য্য-বিলাসমত্ততাং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) বালায়াঃ (রাধায়াঃ) চিত্ত-ভূমিং (হৃদয়ক্ষেত্রং) আবিশৎ (প্রবিষ্টবান্)।

১৪৬। হে বিশাখে, যদি কৃষ্ণঃ ময়ি অকারুণ্যঃ (নিষ্ঠুর) অভূৎ, তর্হি) তব কথং ময়ি আগঃ (অপরাধঃ ভবেৎ? তস্মাৎ) মুধা (ব্যর্থং) মা রোদীঃ ; হে সখি, পরং [তু] তমালস্য স্কন্ধে কলিতদোর্ব্বল্লরিঃ (কলিতা নিহিতা দোর্ব্বল্লরিঃ ভুজলতা যয়া সা) ইয়ং মে (মম) তনুঃ বৃন্দারণ্যে যথা চিরং (সদা) অবিচলা [সতী] তিষ্ঠতি, তথা ইমাম্ উত্তর-কৃতিম্ (অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম) কুরু [প্রাণত্যাগানন্তরং তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতা ভুজরূপলতা যস্যাঃ এবম্ভূতা মম তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে তিষ্ঠতি, তথা করণীয়া]।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫১। আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করত চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে কোনমতে শান্তি বা ধৈর্য্য-ভাব বিধানপূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়, আমি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একে-বারেই উন্মূলিত করিলাম।

অনুভাষ্য

১৪৭। ভাব—প্রেম।

১৪৮। মধ্য, ২য় পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫০। যত্র (প্রেম্ণি) স্তোত্রং (প্রশংসা-বাক্যং) তটস্থতাং (নিরপেক্ষতাং) প্রকটয়ৎ (দর্শয়ৎ সৎ) চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে ; নিন্দা অপি পরিহাসশ্রিয়ং (কৌতুকশোভাং) বিভ্রতী (ধৃতবতী সতী) প্রমদম্ (আনন্দং) প্রযচ্ছতি (দদাতি) ; কেনাপি দোষেণ ক্ষয়িতাং ন, গুণেন গুরুতাং ন চ আতন্বতী (বিস্তারয়িত্রী,—কমপি গুণাদিকম্ উপাধিম্ আলম্ব্য জায়তে চেৎ, তদা দোষ-দর্শনেন ক্ষীণো ভবতি, গুণদর্শনেন সমৃদ্ধো ভবতি, পরন্তু অত্র নিরুপাধিস্তু দোষগুণৌ নাপেক্ষতে)—কস্যচিৎ স্বারসিকস্য (সাহজিকস্য) প্রেম্ণঃ ইয়ং প্রক্রিয়া বিক্রীড়তি (হৃদয়ে খেলতি)।

১৫১। ইন্দুবদনা (চন্দ্রমুখী রাধিকা) মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা প্রেমাঙ্কুরং (নবায়মানং প্রেমাণং) ভিন্দতী [সতী] বিধুরে (দুঃখিতে বেদনাযুক্তে) স্বান্তে (নিজহৃদয়ে) শান্তিধুরাং (ধৈর্য্যাতি-শয়ং) বিধায় (অবলম্ব্য) পরাঞ্চিষ্যতি (বিমুখীভবিষ্যতি) ; কিংবা পামর-কাম-কার্মুকপরিত্রস্তা (পামরঃ দুর্দ্দান্তঃ কামঃ কন্দর্প তস্য কার্ম্মুকাঃ শরাঃ তৈঃ পরিত্রস্তা ভীতা সতী) অসূন্ (প্রাণান্) বিমোক্ষ্যতি (ত্যক্ষ্যতি); হা (কষ্টং ভোঃ) মৌগ্ধ্যাৎ (মোহাৎ)

বিদগ্ধমাধবে (২।৪১) বিশাখাকর্ত্তৃক প্রবোধ্যমানা শ্রীরাধার উক্তি—
যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্‌ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥ ১৫২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (২।৪৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—
গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমিব হি ন জানীমহি মনাক্ ।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥ ১৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫২। হে সখি, যাঁহার আলিঙ্গন-সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোক-দিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের অধ্যাসিত (আশ্রিত) যে (পাতিব্রত্য) ধর্ম্ম, তাহাকেও যাঁহার জন্য (আশ্রয়িতব্য) বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই ; হায়, সেই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্।

১৫৩। আমি নিজের সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম,—কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে কিছুমাত্র জানিতাম না! এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যায্য?

অনুভাষ্য

ময়া মৃদ্বী (জাতাঙ্কুরত্বাৎ কোমলা) ফলিনী (ফলোন্মুখা) মনোরথলতা (অভিলাষ-বল্লরী) উন্মূলিতা (উৎপাটিতা)।

১৫২। হে সখি, যস্য (কৃষ্ণস্য) উৎসঙ্গসুখাশয়া (উৎকটসঙ্গানন্দবাসনয়া), গুরুভ্যঃ (পূজ্যবর্গেভ্যঃ সকাশাৎ) গুর্ব্বী (মহতী) ত্রপা (লজ্জা) শিথিলতা (উপেক্ষিতা) ; তথা প্রাণেভ্যঃ অপি সুহৃত্তমাঃ (পরমপ্রেষ্ঠাঃ) যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ (তাপিতাঃ) ; সাধ্বীভিঃ অধ্যাসিতঃ (সেবিতঃ যঃ) মহান্ ধর্ম্মঃ (পাতিব্রত্যরূপঃ সঃ) অপি ময়া (কুলবধ্বা) ন গণিতঃ, তৎ (তেন কৃষ্ণেন) উপেক্ষিতা (অনাদৃতা) অপি যৎ (যতঃ) অহং পাপীয়সী জীবামি, [তৎ তস্মাৎ মম] ধৈর্য্যং ধিক্।

১৫৩। [হে বকীহন্তঃ,] নিজসহজবাল্যস্য বলনাৎ (বলবত্ত্বাৎ) গৃহান্তঃখেলন্ত্যঃ বয়ং কিমপি অভদ্রং (দুঃখং) ভদ্রং (সুখং) বা মনাক্ (ঈষদপি) ন জানীমহি ; কথং বয়ং কাম্ (এতাদৃশীং কাঞ্চিৎ) অপি অশরণাম্ (আশ্রয়রহিতাং) দশাং নেতুং যুক্তাঃ (ধর্ম্মসঙ্গতাঃ ভবামঃ? যদি চ নীতা দশামেতামধুনাপি, তদা)

বিদগ্ধমাধবে (২।৩৭) শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে ললিতার উক্তি—
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাস্যং তথাপ্যুজ্ঝতি ।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥ ১৫৪ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৩।৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—
হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী ।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ-প্রণয়-হাস্য (প্রচুর বঞ্চনাকারক নিষ্ঠুর হাস্য) পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতী রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীরপল্লীলম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্যপথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙ্গিয়া, গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করত নবরসস্বরূপা রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ?

অনুভাষ্য

কথং বা তে (তব) উদাসীনপদবী (ঔদাসীন্য-দশা) প্রথয়িতুং (প্রকটয়িতুং) ন্যায্যা (ন্যায়োচিতা?—তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায়ঃ ইতি ভাবঃ)।

১৫৪। বয়ম্ অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ (অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সত্যঃ—মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ) অদ্য যাম্যাং পুরীং কিল (নিশ্চিতং) যামঃ ; তথাপি [অনেন অকারুণ্যং ব্যজ্যতে], অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ বঞ্চনসঞ্চয়-প্রণয়িনং (বঞ্চনস্য সঞ্চয়ঃ সমূহঃ তস্য প্রণয়িনং করণশীলং) হাসং ন উজ্ঝতি (ন পরিহরতি)! হা মেধাবিনি (বুদ্ধিমতি) রাধিকে, গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে (ব্যাপ্তে) অস্মিন্ আভীরপল্লীবিটে (আভীরপল্লীনাং ব্রজনাগরীণাং বিটে কামুকে কৃষ্ণে) তব গরীয়ান্ (মহান্) প্রেমা কথম্ অভূৎ? [অন্যাসাং প্রেমা ভবতু কামান্ধীকৃতধিয়াং, মেধাবিন্যাস্তব তু ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ]।

১৫৫। হে কৃষ্ণার্ণব (কৃষ্ণসিন্ধো), ধবতরোঃ (পতিরূপ-বৃক্ষস্য) অন্তিকং (সমীপং) দূরে পথি হিত্বা (ত্যক্ত্বা) ধর্ম্মসেতোঃ (কুলধর্ম্মঃ এব সেতু তস্য) ভঙ্গোদগ্রা (ভঙ্গে উদগ্রং যস্যাঃ সা, ভঙ্গসমর্থা) গুরুশিখরিণং (গুরুজনরূপং শৈলং) রংহসা (বেগেন) লঙ্ঘয়ন্তী (অতিক্রামন্তী) সতী, নবরসা (নবঃ নূতনঃ

রায় কহে,—"বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?? ১৫৬ ॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।"
ক্রমে রূপ-গোসাঞি কহে করি' নমস্কার ॥ ১৫৭ ॥

তত্র বৃন্দাবনং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।২৩-২৪)—

যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের উক্তিদ্বয়—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ১৫৮ ॥
বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥ ১৫৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।৩১) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গী-শিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥ ১৬০ ॥

তত্র মুরলী যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (৩।১) ললিতার প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্ম্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥ ১৬১ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।১৭) বিশাখার সমক্ষে শ্রীরাধার উক্তি—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৮। আম্রমুকুলসমূহের মধুদ্বারা মধুর, সুগন্ধি নিস্যন্দন-দ্বারা মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দে পরিপূর্ণ, চন্দন-পর্ব্বত (মলয়)-প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

১৫৯। দেখ, এই বৃন্দাবন—দিব্যলতায় বেষ্টিত ; লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে ; পুষ্পগুলি মধুকরদ্বারা স্ফীত হইয়াছে ; মধুকরগুলি—শ্রুতিহারিগীত-পরায়ণ।

১৬০। হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়বৃন্দকে নানা-ভাবে আনন্দিত করিতেছে, কোনস্থলে ভৃঙ্গীগণের গীত হইতেছে, কোনস্থল মলয়ানিলদ্বারা শীতল হইতেছে, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোনস্থলে মল্লিকাফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোনস্থলে বা ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফলসমূহ রসভরে রসনিঃসরণ করিতেছে।

১৬১। তিন অঙ্গুলীপরিমিত, ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয়পার্শ্বে অরুণমণিদ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল-শোভিত, তাহার মধ্যে হীরকো-

অনুভাষ্য

রসঃ শান্তাদি-শৃঙ্গারান্তঃ রসঃ যস্যাং সা) রাধিকাবাহিনী (রাধিকারূপা নদী) ত্বাং কৃষ্ণসমুদ্রং লেভে (প্রাপ্তবতী) ; ত্বং চ বাগ্মীচিভিঃ (বাক্যৈঃ এব তরঙ্গৈঃ) কিমিব অস্যাঃ (রাধানদ্যাঃ) বিমুখীভাবং (বৈমুখ্যং) তনোষি (বিস্তারয়সি)?

১৫৮। [হে মধুমঙ্গল], মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য (মাকন্দপ্রক-রাণাম্ আম্রমুকুলসমূহানাং মকরন্দস্য) মধুরে সুগন্ধৌ বিনিস্যন্দে মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং (বন্দীকৃতম্ আবদ্ধং মধুপ-বৃন্দং ভৃঙ্গকুলং যেন তৎ) চন্দনগিরেঃ (মলয়পর্ব্বতস্য) মন্দোন্ন-তিভিঃ (মৃদুসঞ্চালিতৈঃ) অনিলৈঃ (সমীরণৈঃ) কৃতান্দোলং (কম্পিতং, পরিচালিতম্) ইদং বৃন্দাবিপিনং মম অতুলম্ আনন্দং তুন্দিলয়তি (বর্দ্ধয়তি)।

১৫৯। [হে শ্রীদামন্, ইদমেব] বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং (দিব্যবল্লরীবেষ্টিতং) ; লতাঃ চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ (পুষ্পৈঃ স্ফুরিতং অগ্রং ভজন্তি যাঃ তাঃ), পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি (স্ফীতাঃ প্রমত্তাঃ মধুপাঃ যেষু তানি) ; মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারি-গীতাঃ (কর্ণরসায়নং গীতং যেষাং তে)।

১৬০। [হে মধুমঙ্গল], ইদং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং (চক্ষু-কর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনাং) বৃন্দং (সমূহং) প্রমদয়তি (আহ্লা-দয়তি) ; [যথা,—কর্ণপ্রমদায়] ক্বচিৎ ভৃঙ্গীগীতং ; [ত্বগিন্দ্রিয়-সুখায়] ক্বচিৎ অনিল-ভঙ্গীশিশিরতা (অনিলস্য বায়োঃ ভঙ্গী মান্দ্যং তয়া শিশিরতা শৈত্যং—মন্দানিলস্য শৈত্যমিত্যর্থঃ) ; [নেত্রানন্দায়] ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং (লতানৃত্যং) ; [নাসা-প্রমদায়] ক্বচিৎ অমলমল্লীপরিমলঃ (মল্ল্যাঃ মল্লিকায়াঃ অমলঃ অবিমিশ্রঃ পরিমলঃ সুগন্ধঃ) ; [জিহ্বা-সুখায়] ক্বচিৎ ধারাশালী (পংক্তিক্রম-বিন্যাসবিশিষ্টা) করকফলপালীরসভরঃ (করকফলপালী দাড়িম্ব-ফলশ্রেণী তস্যাঃ রসাধিক্যম্)।

১৬১। উভয়তঃ (বংশ্যাঃ শিরসি পুচ্ছে চ) অঙ্গুষ্ঠত্রয়ম্ (অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং স্থলং ব্যাপ্য) অসিতরত্নৈঃ (ইন্দ্রনীল-মণিভিঃ) পরামৃষ্টা (ব্যাপ্তা, খচিতা) অরুণৈঃ মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ (খচিতৌ) [অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য দ্বৌ পরিসরৌ] তৎপরিসরৌ (মুখপুচ্ছোভয়-প্রদেশে) বহন্তী, তয়োঃ (পরিসরয়োঃ) মধ্যে হীরোজ্জ্বল-বিমলজাম্বূনদময়ী (হীরৈঃ উজ্জ্বলং দীপ্তং যৎ বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং সুবর্ণং তন্ময়ী) ইয়ং কল্যাণী (কল্যাণময়ী)

কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৬২ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৪।৭) পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ১৬৩ ॥

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।২৭)—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মধুমঙ্গলোক্তিকালে আকাশধ্বনি—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৪ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।১৭) নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ ॥ ১৬৫ ॥

ললিতমাধবে (৪।২৭) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছেন।

১৬২। হে সখি, মুরলি, তুমি—সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনাগণের বিমোহনকারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

১৬৩। হে সখি মুরলি, তুমি—মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতি কঠিন, নীরস ও জটীল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়হেতু কৃষ্ণ-বদন-চুম্বনানন্দঘনত্বময় কৃষ্ণকরালিঙ্গন-ভজন স্বীকার করিতেছ?

১৬৪। মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকার করত, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক, ধীর-স্থির (অর্থাৎ অটল-অচল) বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল-চঞ্চল করত, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।

১৬৫। এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতিসুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন ; ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতি-বিড়ম্বক-পীতাম্বর শোভা পাইতেছে ; ইনি বন্যবেশালঙ্কারাদিদ্বারা দিব্য-বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন ;—এবম্ভূত ইন্দ্রনীলমণি অপেক্ষাও মনোহর-দ্যুতিসম্পন্ন—উজ্জ্বল কৃষ্ণচন্দ্র শোভা পাইতেছেন।

অনুভাষ্য

কেলি-মুরলী (কৃষ্ণক্রীড়াবংশী) হরেঃ (কৃষ্ণস্য) করে (পাণৌ) বিহরতি (বিলসতি)।

১৬২। হে মুরলিকে, সদ্বংশতঃ (উত্তমবংশদণ্ডতঃ, সৎকুলাৎ ইত্যর্থঃ) তব জনিঃ (জন্ম অভূৎ) ; পুরুষোত্তমস্য (কৃষ্ণস্য) পাণৌ (হস্তে) তব স্থিতি (বাসঃ) ; জাত্যা সরলা (অবক্রা, ঋজু) অসি ; [হে সখি] কস্মাৎ গুরোঃ [সকাশাৎ প্রসাদাৎ বা] ত্বয়া বিষমা (অসরলা) গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা গৃহীতা (প্রাপ্তা—গোপীজন-চিত্তহরণক্ষম-মনুনা দীক্ষিতা)?

১৬৩। হে সখি মুরলি, ত্বং বিশালচ্ছিদ্রজালেন (মহাদোষ-সমূহেন) পূর্ণা (ব্যাপ্তা), লঘুঃ (লাঘববতী, গৌরবহীনা), অতি-কঠিনা (নিষ্ঠুরস্বভাবা), গ্রন্থিলা (নীবিগ্রন্থিমোচিকা), নীরসা (শুষ্কা) চ অসি, তদপি কেন পুণ্যোদয়েন (প্রাক্তনসুকৃতিনা) শশ্বৎ (নিরন্তরং) চুম্বনানন্দসান্দ্রং (চুম্বনোত্থসুখঘনং) হরিকরপরিরম্ভং (কৃষ্ণহস্তালিঙ্গনং) ভজসি (প্রাপ্নোষি)?

১৬৪। বংশীধ্বনিঃ (কৃষ্ণমুরলীনিনাদঃ) অম্বুভৃতঃ (মেঘ-গণান্) রুন্ধন্, তুম্বুরুং (গন্ধর্ব্বরাজং) মুহুঃ চমৎকৃতিপরং (বিস্ময়ান্বিতং) কুর্ব্বন্, সনন্দনমুখান্ (চতুঃসনপ্রমুখান্ ব্রহ্মজ্ঞানরতান্ মুনীন্) ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্ (ত্যজয়ন্), বেধসং (ব্রহ্মাণং) বিস্মাপয়ন্ (বিস্ময়মুৎপাদয়ন্), ঔৎসুক্যাবলিভিঃ (কৌতূহলানন্দপুঞ্জৈঃ) বলিং চটুলয়ন্ (চঞ্চলীকুর্ব্বন্) ভোগীন্দ্রং (নাগরাজং শেষম্) আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং (ব্রহ্মাণ্ডাবরণং) ভিন্দন্ অভিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু, পরিতঃ) বভ্রাম।

১৬৫। অয়ং হরিঃ নয়নদণ্ডিত-প্রবর-পুণ্ডরীকপ্রভঃ (নয়ন-শোভয়া দণ্ডিতা দমিতা প্রবরস্য উত্তমস্য পুণ্ডরীকস্য প্রফুল্লশ্বেত-কমলস্য প্রভা শোভা যেন সঃ) নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ (নবজাগুড়স্য নবীনকুঙ্কুমস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ তাং বিড়ম্বয়িতুং শীলং যস্য তথাভূতং পীতবর্ণম্ অম্বরং যস্য সঃ) অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরঃ (অরণ্যজাভিঃ বন্যাভিঃ পরিষ্ক্রিয়াভিঃ অলঙ্কারৈঃ দমিতঃ বিজিতঃ দিব্যবেশানাম্ আদরঃ যেন সঃ) হরি-ন্মণিমনোহর-দ্যুতিভিঃ (মরকতমণিবৎ মনোহরঃ যাঃ দ্যুতয়ঃ তাভিঃ) উজ্জ্বলাঙ্গঃ (উজ্জ্বলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) প্রভাতি (শোভতে)।

বংশীং কুড্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রৎভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ১৬৬ ॥

ললিতমাধবে (১।৫২) ললিতার প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১৬৭ ॥

ললিতমাধবে (১।৪৯) শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ১৬৮ ॥

তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—

বিদগ্ধমাধবে (১।৩২) পৌর্ণমাসীর উক্তি—

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥ ১৬৯ ॥

বিদগ্ধমাধবে (৫।২০) মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥১৭০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, যাঁহার বাম জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণপদ ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গ মধ্যভাগ—কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার তির্য্যক্ কন্ধর স্তম্ভিত (স্থির), যাঁহার নেত্রাঞ্চল (অপাঙ্গদৃষ্টি) বঙ্কিম, সেই ঈষদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখপদ্মে ভ্রূরূপি-ভ্রমর-পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।

১৬৭। হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটাদ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করত, অসংখ্য মরকত-মণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর্দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন।

১৬৮। হে সখি, মহা ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহ-দ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন ;—ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনাসমূহের নীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুকবিশিষ্টা ইঁহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

১৬৯। যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বল-পূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বূনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

১৭০। চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে

অনুভাষ্য

১৬৬-১৬৮। কোন কোন পাঠে ১৬৬-১৬৮ শ্লোকত্রয় ধৃত হয় নাই ; যেহেতু, শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধবেরই বর্ণন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ললিতমাধব-বর্ণনার অবকাশ নাই বা প্রসঙ্গাভাব; পরবর্ত্তী ১৭২ সংখ্যাতেই তিনি শ্রীরামানন্দের নিকট ললিত-মাধব-বর্ণনে আদেশ পাইতেছেন, জানা যায়।

১৬৬। হে সখি, হে বরাঙ্গি, পুরঃ (অগ্রে স্থিতং) জঙ্ঘাধস্তট-সঙ্গিদক্ষিণপদং (বামজঙ্ঘায়াঃ অধস্তটে নিম্নদেশে সঙ্গি মিলিতং দক্ষিণপদং দক্ষিণচরণপ্রান্তং, যস্য তং), কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং (কিঞ্চিৎ ঈষৎ বিভুগ্নং ত্রিকং মধ্যভাগঃ যস্য তং) সাচিস্তম্ভিত-কন্ধরং (সাচি তির্য্যক্ স্তম্ভিতা নিশ্চলা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং) তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলং (তির্য্যক্ সঞ্চরিতুং শীলম্ অস্য ইতি সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং নেত্রপ্রান্তং যস্য তং) কুড্মলিতে (সঙ্কুচিতে) অধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং (লোলাভিঃ পরিচালিতাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং) বংশীং দধানং বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং (বিভ্রতৌ ভ্রূরূপৌ ভ্রমরৌ যস্য তং) পরমানন্দং (মাধবং) স্বীকুরু।

১৬৭। হে সুমুখি, পুরঃ (অগ্রে) অয়ং অপূর্ব্বঃ (অদৃষ্টাশ্রুতঃ) বিশ্বকর্ম্মা কঃ?—যঃ [যুগপৎ] নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ (নিশিতঃ শাণিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ শিলাদিবিদারণাস্ত্রবিশেষঃ, তস্য ছটাভিঃ দীপ্তিভিঃ) কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি (কুলবর-তনূনাং কুলবধূনাং ধর্ম্মান্ পাতিব্রত্যাদিরূপান্ এবং গ্রাববৃন্দানি পাষাণসমূহান্) ভিন্দন্, মরকতমণিলক্ষৈঃ (মরকতমণীনাং হরি-ন্মণীনাং লক্ষসংখ্যাভিঃ, মরকতমণিতয়াধ্যবসিতৈঃ শ্যামসৌন্দর্য্য-ময়-পুরৈরিত্যর্থঃ) গোষ্ঠ-কক্ষাং (গোষ্ঠপ্রদেশং) চিনোতি (রচয়তি পূরয়তীত্যর্থঃ, অনেন শ্লোকেন শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণদর্শনেন রাধায়াশ্চমৎকারঃ)।

১৬৮। হে সখি, যস্য স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবিবন্ধার্গল-চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী (স্থিরকুলাঙ্গনানাং সাধ্বীস্ত্রীণাং নিকরস্য সমূহস্য নীবিবন্ধ এব অর্গলঃ কপাটঃ বিষ্কম্ভকঃ বা, তস্য ছিদাকরণে বন্ধনচ্ছেদনে কৌতুকং যস্যাঃ সা) বংশীধ্বনিঃ জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে), সঃ মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহ-দ্যুতিঃ

বিদগ্ধমাধবে (২।৫১) শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপকে ললিতমাধবের নান্দী-পঠনে অনুরোধ ঃ—

রায় কহে,—"তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার ।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥" ১৭২ ॥

রায়ের মাহাত্ম্যতুলনাদ্বারা শ্রীরূপের নিজদৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

রূপ কহে,—"কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস ।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র,—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান ।"
এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥ ১৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

১৭১। যাঁহার মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক কামধনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্রপক্ষ্ম-বিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

অনুভাষ্য

(মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলম্ অস্যাঃ তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) কঃ অপি নব্যঃ যুবা ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দকুলশশধরঃ) স্ফুরতি।

১৬৯। [শ্রীরাধায়াঃ] অক্ষ্ণোঃ (নয়নয়োঃ) লক্ষ্মীঃ (শোভা) নব্যং (নবপ্রস্ফুটিতং) কুবলয়ম্ (উৎপলং) বলাৎ কবলয়তি (গ্রসতে), মুখোল্লাসঃ (মুখশোভা) ফুল্লং (বিকসিতং) কমলবনম্ উল্লঙ্ঘয়তি (দূরীকরোতি), আঙ্গিকরুচিঃ (দেহকান্তিঃ) অষ্টাপদং (সুবর্ণম্) অপি কষ্টাং (ক্লেশসমন্বিতাং) দশাং নয়তি, [অতএব] রাধায়াঃ রূপং কিল কিমপি বিচিত্রং বিলসতি (স্ফুরতি)।

১৭০। বিধুঃ (চন্দ্রঃ) দিবা (দিবসে), শতপত্রং (পদ্মং) শর্ব্বরীমুখে (সন্ধ্যায়াং) বত বিরূপতাং (কান্তিরাহিত্যম্) এতি (প্রাপ্নোতি) ইতি সদা (দিবারাত্রে সর্ব্বদা) শ্রিয়া (শোভয়া) উজ্জ্বলং মৎপ্রিয়াননং (শ্রীরাধিকামুখং) কেন (উপমানেন সহ) তুলনাম্ অর্হতি?

১৭১। প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ (প্রমদরসতরঙ্গেণ আনন্দ-রসপ্রবাহেণ স্মেরগণ্ডস্থলং স্মেরং মন্দহাসান্বিতং গণ্ডস্থলং যস্যাঃ তস্যাঃ) স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ (কামদেব-কার্ম্মুকসদৃশা যা ভ্রূলতা, তাদৃশাঃ লাস্যং নর্ত্তনং ভজতি যা

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে অসুরমর্দ্দন সুরনন্দন মুকুন্দের যশঃস্তব ঃ—

ললিতমাধবে (১।১)—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১৭৫॥

রায়কর্ত্তৃক শ্রীরূপকে স্বাভীষ্ট-দেব-বর্ণনে অনুরোধ, শ্রীরূপের লজ্জা ঃ—

'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?'—রায় পুছিলা ।
সঙ্কোচ পাঞা রূপ পড়িতে লাগিলা ॥ ১৭৬ ॥

স্বাভীষ্ট-দেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশীর্ব্বাদ-যাচ্ঞা ঃ—

ললিতমাধবে (১।৩) সূত্রধারের স্বেষ্টদেব-প্রণাম—

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ য ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥ ১৭৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৫। সুররিপু-পত্নীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করিয়া মুকুন্দের যে অখণ্ড যশশ্চন্দ্র স্বীয় অখিল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগের চিরদিনের আনন্দ বিধান করেন, তাহা তোমাদিগের সুখ বিধান করুন্।

১৭৭। যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গীকারকারী, তমঃসমূহদূরকারী, জগন্মানসবশকারী শচী-নন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন্।

অনুভাষ্য

তস্যাঃ) পক্ষ্মলক্ষ্যাঃ (পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষান্বিতে অক্ষিণী যস্যাঃ তস্যাঃ রাধায়াঃ) মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং (মদেন যঃ কলঃ, তেন চলা চঞ্চলা চপলা যা ভৃঙ্গী তস্যাঃ ভ্রান্তিঃ ভ্রমঃ যতঃ তাদৃশীং ভঙ্গীং) দধানঃ [রাধায়াঃ] কটাক্ষঃ ইদং [মম] হৃদয়ং অদাঙ্ক্ষীৎ (দষ্টবান্)।

১৭২। দ্বিতীয় নাটকের—ললিতমাধব-নাটকের ; এখন হইতে শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপ-কৃত শ্রীললিতমাধবের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

১৭৫। সুররিপুসুদৃশাং (নরকাদ্যসুরাঙ্গণানাম্) উরোজকোকান্ (উরোজাঃ এব কোকাঃ চক্রবাকাঃ তান্ স্তনরূপচক্রবাকান্) মুখকমলানি (মুখানি এব কমলানি) চ খেদয়ন্ অখিলসুহৃচ্চকোর-নন্দী (অখিলাঃ সুহৃদঃ এব চকোরাঃ তান্ নন্দয়িতুং শীলং যস্য সঃ) অখণ্ডঃ (পরিপূর্ণঃ) মুকুন্দযশঃশশী (মুকুন্দস্য যশঃ এব শশী চন্দ্রঃ) বঃ (যুষ্মাকং) মুদং (সুখং) চিরং দিশতু (বিদধাতু)।

১৭৭। যঃ ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাম্) উদয়ং (প্রাকট্যম্) আপ্নুবন্ সন্ নিজপ্রণয়িতাং সুধাং (স্বপ্রেমামৃতম্) অলম্ (অতিশয়েন) কিরতি (বিস্তারয়তি), উরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ (উরীকৃতা

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে রোষাভাস ঃ—

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥ ১৭৮ ॥
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসবাক্য-সুধাসিন্ধু।
তা'র মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ॥" ১৭৯ ॥

রায়কর্ত্তৃক শ্লোক-প্রশংসা ঃ—

রায় কহে,—"রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তা'র মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥" ১৮০ ॥
প্রভু কহে,—"রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥" ১৮১ ॥
রায় কহে,—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥" ১৮২ ॥

রায়কর্ত্তৃক ললিতমাধবের বিবিধ অঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা, শ্রীরূপের নাটক-লিখিত শ্লোকোদ্ধারপূর্ব্বক উত্তরদান ঃ—

রায় কহে,—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?"
তবে রূপ-গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥ ১৮৩ ॥

ললিতমাধবে (১।১১) নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি—

"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ১৮৪ ॥

'উদ্ঘাত্যক' নাম এই 'আমুখ'—'বীথী' অঙ্গ।
তোমার আগে কহি,—ইহা ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥" ১৮৫ ॥

সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্য নিরূপণে (৬।২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্ঘাত্যক উচ্যতে ॥ ১৮৬ ॥

রায় কহে,—"কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।"
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥ ১৮৭ ॥

তত্র শ্রীবৃন্দাবনং যথা ঃ—

ললিতমাধবে (১।২৩) গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ, পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ, প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥ ১৮৮ ॥

অনুভাষ্য

অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজঃ তস্য স্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ) লুণ্ঠিত-তমস্ততিঃ (লুণ্ঠিতা তাড়িতা তমস্ততিঃ অজ্ঞান-কৈতবপুঞ্জঃ যেন সঃ) শচীসুতাখ্যঃ (শচীনন্দন নামা) শশী (চন্দ্রঃ) মম কিমপি শর্ম্ম (কল্যাণং) বিন্যস্যতু (বিদধাতু)।

১৮৩। পূর্ব্বের (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৩৪ সংখ্যা ও তাহার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ,—'উদ্ঘাত্যক', 'কথোদ্ঘাত', 'প্রয়োগাতিশয়', প্রবর্ত্তক' ও 'অবগলিত'—এই পঞ্চবিধ প্রস্তাবনা ; এবং ভারতী-বৃত্তির 'প্ররোচনা', 'বীথী' ও 'প্রহসনা',—এই ত্রিবিধ অঙ্গ। শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি স্বকৃত-নাটকে উক্ত পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার মধ্যে কোন্ প্রকার প্রস্তাবনায় ভারতী-বৃত্তির কোন্ অঙ্গকে স্বীকার করিয়া নটরূপী পাত্রকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করাইয়াছ?

১৮৪। নটতা (অভিনয়ং কুর্ব্বতা) তেন কলানিধিনা (তন্নাম্না নটেন) রঙ্গস্থলে (অভিনয়-ক্ষেত্রে) কিরাতরাজং (কিরাত-দেশাধিপং) নিহত্য গুণবতি (অনুকূল-নক্ষত্রাধিষ্ঠিতে) সময়ে তারাকরগ্রহণং (তন্নাম্ন্যা কন্যায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্ ; পক্ষান্তরে,—রঙ্গস্থলে (রঙ্গক্ষেত্রে) তেন [চতুঃষষ্টি-] কলানিধিনা (শ্রীকৃষ্ণেন) কিরাতরাজং (কংসং) নিহত্য (হত্বা) গুণবতি (দশমাঙ্কাখ্যে পূর্ণমনোরথনাম্নি) সময়ে তারাকরগ্রহণং (শ্রীরাধিকায়াঃ পাণিগ্রহণং) বিধেয়ম্।

১৮৫। এই শ্লোকে আমুখ অর্থাৎ প্রস্তাবনার নাম 'উদ্ঘাত্যক' এবং ভারতীবৃত্তির অঙ্গের নাম 'বীথী' কথিত হইল। সাহিত্যদর্পণে ৬ষ্ঠ পঃ ৫২০ সংখ্যায়—"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে। আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ।। সূচয়েদ্ভূরি শৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসানপি। মুখনির্ব্বহণে সন্ধৌ অর্থ-প্রকৃতয়োঽখিলাঃ।।" অর্থাৎ বীথীতে একটীমাত্র অঙ্ক আছে ; এই অঙ্কে কোন একটী নায়ক কল্পনাপূর্ব্বক আকাশবাণীদ্বারা বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তি আশ্রয় করিয়া প্রচুররূপে শৃঙ্গাররসের ও কিঞ্চিৎরূপে অন্যান্য রসসমূহেরও সূচনা করে ; এবং উহার মুখবন্ধ ও সন্ধিতে সমস্ত অর্থপ্রকৃতি বা বীজই প্রযোজ্য। এইস্থলে চন্দ্রের সহিত 'নটতা'-শব্দ যুক্ত হইলে অর্থ অস্ফুট হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হওয়ায় পরিস্ফুটার্থবোধ-হেতু 'উদ্ঘাত্যক'-নামক প্রস্তাবনা হইল এবং কৃষ্ণসম্বন্ধি অর্থ মানিয়া লইয়াই পৌর্ণমাসীও রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরূপ শ্রীরাম-রায়কে বলিতেছেন,—আপনার ন্যায় রস-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে আমার এক একটী উক্তি

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৪। নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ (কংসকে) নাশ করিয়া কলানিধির (কৃষ্ণচন্দ্রের) 'পূর্ণমনোরথ'-নামক গুণ-যুক্ত সময়ে তারার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ-কার্য্য বিধেয় হইতেছে।

১৮৬। মনুষ্যগণ অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্যপদের সহিত যাহা যোজনা করে, তাহাকে 'উদ্ঘাত্যক' বলে।

১৮৮। গোক্ষুরোত্থ রজঃ হরিকে সূচনা করিতেছে ; সম্মুখে তমঃ (অন্ধকার) গোপীদিগের সহিত তাঁহাকে মিলিত করাই-তেছে ; সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে।

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা ঃ—

ললিতমাধবে (১।২৪) পৌর্ণমাসীর প্রতি গার্গীর উক্তি—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা ।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ১৮৯ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা ঃ—

ললিতমাধবে (২।১১) শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥ ১৯০ ॥

তত্র শ্রীরাধা যথা ঃ—

ললিতমাধবে (২।১০) শ্রীরাধা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা ।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥" ১৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৯। নিপুণা,তাৎপর্য্যশালিনী, শ্রেষ্ঠবংশজ-বংশীর কাকলী-রূপা যে দূতী লজ্জা দূর করাইয়া গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন্।

১৯০। হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি, মদমত্তহস্তীর ন্যায় লীলা-কারী, আশঙ্কাশূন্য এই যুবা কে? ইনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আহা ইনি চঞ্চলগতিদ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা চিত্ত-কোষ হইতে আমার চিত্তের ধৃতিধন লুটিয়া লইতেছেন।

১৯১। যে রাধিকা—আমার মনঃকরীন্দ্রের বিহারগঙ্গা-স্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা-স্বরূপা এবং আমার বক্ষোরূপ আকাশের নিকট তদাভরণস্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।

অনুভাষ্য

—যেন ধার্ষ্ট্য-সমুদ্রের অর্থা প্রগল্ভতা-সাগরের এক একটী লহরীসদৃশ।

১৮৬। নরাঃ (আলঙ্কারিকাঃ) তু অগতার্থানি (অপ্রাপ্তার্থানি অবোধিতার্থানি) পদানি তদর্থগতয়ে (তেষাম্ অবোধিতার্থানাং পদানাং গতয়ে অববোধায়) অন্যৈঃ পদৈঃ যং যোজয়ন্তি, সঃ 'উদ্ঘাত্যকঃ' উচ্যতে (কথ্যতে)।

১৮৭। অঙ্গের বিশেষ—পূর্ব্ববর্ত্তী (অন্ত্য, ১ম পঃ) ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ যথাক্রমে বৃন্দাবন, মুরলীনিঃস্বন, কৃষ্ণ ও রাধিকার বর্ণন।

১৮৮। রজোভরঃ (রজসাং গোক্ষুরোত্থধূলীনাং ভরঃ পুঞ্জঃ সমূহঃ) হরিম্ উদ্দিশতে (সূচয়তি), তমঃ (অন্ধকারঃ) পুরতঃ অমুং (কৃষ্ণং) সঙ্গময়তি (সংযোজয়তি, অতঃ) ব্রজবামদৃশাং (ব্রজাঙ্গনানাং) পদ্ধতিঃ (রীতিঃ) সর্ব্বদৃশঃ (সর্ব্বজ্ঞায়াঃ) শ্রুতেঃ (বেদস্য) অপি প্রকটা চ ন (গোচরা ন স্যাৎ)।

ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদে গুণাতীত কৃষ্ণের উদ্দেশ ও মিলনের কথা অব্যক্ত ; রজোগুণের দ্বারা বিক্ষেপ-হেতু কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ-জীবের কৃষ্ণোদ্দেশ-রাহিত্য ও তমোগুণদ্বারা আবরণহেতু তাহার কৃষ্ণমিলনাভাব ঘটিয়াছে ; কিন্তু অপ্রাকৃত-বৃন্দাবনে গাভীক্ষুরো-ত্থিত রজোদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের নিকট কৃষ্ণাগমন সূচিত হয় এবং তমঃ বা অন্ধকারদ্বারা নিত্যমুক্তা গোপীগণের কৃষ্ণসঙ্গম সম্পাদিত হয় ; সুতরাং শুদ্ধসত্ত্ব গোপীগণ ও শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীবৃন্দাবন, উভয়ই ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদের অগোচর, ইহাই শ্লেষার্থ।

১৮৯। যা হ্রিয়ং (লজ্জাম্) অবগৃহ্য (বিহত্য, হৃত্বা ইত্যর্থঃ) গৃহেভ্যঃ বনায় (বনগমন-নিমিত্তায় ইত্যর্থঃ) রাধাং কর্ষতি সা নিপুণা (দক্ষা) নিসৃষ্টার্থা (বিন্যস্ত-কর্ম্মভারা) বরবংশজকাকলী (বংশীধ্বনিরূপা) দূতী জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নিসৃষ্টার্থা,—(উঃ নীঃ দূতীভেদ-প্রকরণে ২৯ শ্লোকে) "বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে।।"*

১৯০। হে সহচরি, অহহ ইহ (বৃন্দাবিপিনে) যঃ যুবা চটুলৈঃ (চপলৈঃ) উৎসর্পদ্ভিঃ (সর্ব্বদিক্ষু ভ্রমদ্ভিঃ) দৃগঞ্চলতস্করৈঃ (নয়ন-কটাক্ষচৌরৈঃ) মম চেতঃকোষাৎ (হৃদ্-ভাণ্ডারতঃ) ধৃতিধনং (ধৈর্য্যরূপ-ধনং) বিলুণ্ঠয়তি, মুদিরদ্যুতিঃ (মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতিরিব দ্যুতিঃ যস্য সঃ নবমেঘরুচিঃ) মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ (মাদ্যন্ যঃ মতঙ্গজঃ তদ্বৎ বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্য সঃ মহামত্তগজ-বচ্চঞ্চলঃ) নিরাতঙ্কঃ (নিঃশঙ্কঃ) অয়ং যুবা কঃ? কুতঃ [চ] ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ (সমায়াতঃ)?

১৯১। যা (রাধা) মম মনঃকরীন্দ্রস্য (হৃদয়-মাতঙ্গস্য) বিহার-সুরদীর্ঘিকা (স্বর্গঙ্গা), যা বিলোচনচকোরয়োঃ (বিলোচনে নয়নে এব চকোরৌ তয়োঃ) শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা (শরদি অমন্দঃ পূর্ণঃ

** যে দূতী নায়ক অথবা নায়িকা উভয়ের কোন একজনের দ্বারা কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা উভয়ের মিলন ঘটাইয়া থাকেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থা-দূতী বলা হয়।*

রায়কর্ত্তৃক সহস্রমুখে শ্রীরূপ-কবিত্বের অজস্র-প্রশংসা ঃ—

এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে ।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥ ১৯২ ॥
"কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ।
নাটক-লক্ষণ সব, সিদ্ধান্তের সার ॥ ১৯৩ ॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥ ১৯৪ ॥

প্রাচীনকৃত শ্লোক—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নঃ ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥ ১৯৫ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপানুমান ঃ—

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও,—হেন অনুমানি ॥" ১৯৬ ॥

প্রভুর শ্রীরূপ-কবিত্ব প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"আমা-সনে হইল মিলন ।
ইহার গুণে ইহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥ ১৯৭ ॥
মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার ।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥ ১৯৮ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক পরমস্নেহকৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ' এই বর ।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥ ১৯৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীসনাতনের প্রশংসা ও বৈরাগ্যযুক্-প্রেমভক্তি-সিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যবিষয়ে শ্রীরায়ের সহিত সাম্য-জ্ঞান ঃ—

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন' ।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম ॥ ২০০ ॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁ'র রীতি ।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২০১ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক ব্রজে প্রেরণ-বর্ণন ঃ—

এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে ।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥" ২০২ ॥

রায়ের প্রভুকে প্রয়োজক-কর্ত্তৃজ্ঞানে স্তুতি ঃ—

রায় কহে,—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে ।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥ ২০৩ ॥

রায়ের কীর্ত্তনে ও শ্রীরূপের লিখনে একই প্রেম-ভক্তিরস-প্রচার ঃ—

মোর মুখে যে-সব রস করিলা প্রচারণে ।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে ॥ ২০৪ ॥

স্বীয় ইচ্ছা-চালিত ভক্তদ্বারা অপ্রাকৃত-ব্রজরস-মাহাত্ম্য-প্রচারকারী প্রভু ঃ—

ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস ।
যা'রে করাও, সেই করিবে জগৎ তোমার বশ ॥"২০৫॥

শ্রীরূপকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন ।
তাঁ'রে করাইলা সবার চরণ-বন্দন ॥ ২০৬ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সকলের শ্রীরূপকে আলিঙ্গন ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২০৭ ॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুকৃপা ও শ্রীরূপের কৃষ্ণাকর্ষক গুণদর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ ।
দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥ ২০৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৫। অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

যঃ চন্দ্রঃ তস্য প্রভা), যা উরোঽম্বরতটস্য (উরঃ বক্ষঃ এব অম্বরং আকাশং তস্য তটে ক্ষেত্রে) চ আভরণচারুতারাবলী (আভরণেষু অলঙ্কারেষু চারুতারাবলী সুন্দরনক্ষত্রমণ্ডলী) চ, সা ইয়ং রাধিকা ময়া (কৃষ্ণেন) উন্নতমনোরথৈঃ (বহুদিনমনোবাঞ্ছিতৈঃ হেতুভূতৈঃ) সাম্প্রতম্ অলম্ভি (প্রাপ্তবতী)।

১৯৫। তস্য কবেঃ কাব্যেন (রসাত্মক-বাক্যেন) কিম্? ধনুষ্মতঃ (ধনুর্দ্ধরেণ) কাণ্ডেন (বাণেন) কিং (প্রয়োজনম্)?—যৎ কাব্যং কাণ্ডঞ্চ পরস্য হৃদয়ে লগ্নং সৎ, তস্য শিরঃ ন ঘূর্ণয়তি?

২০১। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ-রায়কে বলিলেন,—তুমি সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যেরূপভাবে ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা করিতেছ, সনাতন-গোস্বামীও ঠিক তোমারই ন্যায় কৃষ্ণেতর বিষয়সমূহ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ তদ্রূপ 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন-ভাববিশিষ্ট ও কৃষ্ণেতর ভোগ-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ কৃষ্ণেতর-বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবারূপ বিষয় গ্রহণ-পূর্ব্বক পরাভক্তি-বিদ্যায় পারঙ্গত। নিষ্কপট দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের আদর্শবিগ্রহ শ্রীসনাতন শুদ্ধ অর্থাৎ যুক্ত-বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তিসিদ্ধান্ত-রস-পাণ্ডিত্যাদিতে ঠিক তোমারই সদৃশ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী।

শ্রীরূপকে ঠাকুর হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥

হরিদাসের শ্রীরূপ-সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

হরিদাস কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
যে-সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ?" ২১০ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক দৈন্যজ্ঞাপন, আপনাকে যন্ত্রিপ্রভুর যন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোহপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়াগত ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান ঃ—

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥

বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক সনাতনকে পুরী-প্রেরণে আজ্ঞা ঃ—

"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিধ সেবা-কার্য্যভার প্রদান—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র-রচন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধরণ, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরে সেবা-সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত-ভক্তি-রসপ্রচার ঃ—

ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাহা যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের প্রণাম ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।
রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥

গৌড়দেশ হইয়া শ্রীরূপের ব্রজে আগমন ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভু-রূপ-মিলন-সংবাদ-শ্রবণে অচৈতন্য জীবের চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২১২। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৯। মহাপ্রভুর পুনরায় বৃন্দাবন-গমন শুনা যায় না।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে-যে-স্থলে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে গিয়া গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের প্রভুনিষ্ঠা-সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট-হরিদাস ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে (দ্বার-প্রবেশ নিষেধ করিয়া) বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। একবৎসর পরে ছোট-হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃতদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীরূপকে ঠাকুর হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ২০৯ ॥

হরিদাসের শ্রীরূপ-সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

হরিদাস কহে,—"তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ।
যে-সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ?" ২১০ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক দৈন্যজ্ঞাপন, আপনাকে যন্ত্রিপ্রভুর যন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

শ্রীরূপ কহেন,—"আমি কিছুই না জানি ।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥" ২১১ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥ ২১২ ॥

শ্রীরূপ ও হরিদাসের কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথারঙ্গে ।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥ ২১৩ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়াগত ভক্তগণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥ ২১৪ ॥

দোলযাত্রা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের প্রভুপদে অবস্থান ঃ—

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥ ২১৫ ॥

শ্রীরূপে প্রভুর শক্তিসঞ্চার ঃ—

দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥ ২১৬ ॥

বৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক সনাতনকে পুরী-প্রেরণে আজ্ঞা ঃ—

"বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে ।
একবার ইঁহা পাঠাইহ সনাতনে ॥ ২১৭ ॥

বৃন্দাবনে চতুর্ব্বিধ সেবা-কার্য্যভার প্রদান—(১) ভক্তিরসশাস্ত্র-রচন, (২) লুপ্ততীর্থোদ্ধরণ, (৩) শ্রীবিগ্রহ ও মন্দিরে সেবা-সংস্থাপন ও (৪) অপ্রাকৃত-ভক্তি-রসপ্রচার ঃ—

ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥ ২১৮ ॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার ।
আমিহ দেখিতে তাহা যাইমু একবার ॥" ২১৯ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীরূপের প্রণাম ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন ।
রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥ ২২০ ॥

গৌড়দেশ হইয়া শ্রীরূপের ব্রজে আগমন ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ।
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২২১ ॥

প্রভু-রূপ-মিলন-সংবাদ-শ্রবণে অচৈতন্য জীবের চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি ঃ—

এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ২২২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২১২। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৯। মহাপ্রভুর পুনরায় বৃন্দাবন-গমন শুনা যায় না।

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর সাক্ষাদ্দর্শন, আবেশ ও আবির্ভাব যে-যে-স্থলে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিতে গিয়া গ্রন্থকার নকুল ব্রহ্মচারীর কথা, নৃসিংহানন্দের মহিমা ও অন্যান্য ভক্তদিগের কথা লিখিয়াছেন। ভগবান্-আচার্য্যের প্রভুনিষ্ঠা-সত্ত্বেও শ্রীল স্বরূপ-দামোদর ভগবানের ভ্রাতা গোপাল-ভট্টাচার্য্যের মুখে মায়াবাদভাষ্য শুনিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তদনন্তর ছোট-হরিদাস ভগবান্-আচার্য্যের আজ্ঞামতে মাধবী দেবীর নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করায় প্রভু তাঁহাকে বৈরাগীর প্রকৃতি-সম্ভাষণ-দোষে (দ্বার-প্রবেশ নিষেধ করিয়া) বর্জ্জন করিলেন এবং বৈষ্ণবদিগের অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। একবৎসর পরে ছোট-হরিদাস প্রয়াগ-ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরিয়া অপ্রাকৃতদেহে মহাপ্রভুকে গান শুনাইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আসিয়া সেই সংবাদ বলিলে স্বরূপাদি সকলে অবগত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ছয়রূপে বিলাসকারী সাবরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর ও সেবারত প্রেষ্ঠালি-পরিবেষ্টিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণাম ঃ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

তিনপ্রকারে প্রভুর জীবোদ্ধার ঃ—

সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার ।
নিস্তারের হেতু তা'র ত্রিবিধ প্রকার ॥ ৩ ॥

(১) সাক্ষাদ্-দর্শন, (২) যোগ্যজীবে আবেশ ও (৩) আবির্ভাব ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে ।
'আবেশ' করয়ে কাঁহা হঞা 'আবির্ভাবে' ॥ ৪ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্য-বর্ণন ঃ—

'সাক্ষাৎ-দর্শনে' প্রায় সব নিস্তারিলা ।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইলা ॥ ৫ ॥

ঈশ্বরের স্বভাব ঃ—

প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব' ।
'লোক নিস্তারিব',—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥ ৬ ॥

ত্রিবিধ প্রাকট্যের ফল-বর্ণন ; প্রভুর 'সাক্ষাদ্দর্শনের' ফল ঃ—

সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা ।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥ ৭ ॥
গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৮ ॥
আর নানা-দেশের লোক দেখি' জগন্নাথ ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥ ৯ ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী ।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর—মনুষ্য-বেশে আসি' ॥ ১০ ॥
প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা ।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১১ ॥

প্রভুর আবেশের হেতু, দেশ, কাল ও পাত্র-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি' ।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥ ১২ ॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ।
যোগ্যভক্ত-জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥ ১৩ ॥

আবেশের ফল ঃ—

সেই জীবে নিজ ভক্তি করেন প্রকাশে ।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥ ১৪ ॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, কহি' দিগ্‌দরশন ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি শ্রীগুরুর পদকমল এবং গুরুসকল, বৈষ্ণবসকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

৩-৪। জীবকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া, কোন যোগ্যভক্ত-জীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভূত হইয়া জীব উদ্ধার করেন।

অনুভাষ্য

১। অহং শ্রীগুরোঃ (মন্ত্রদীক্ষাগুরোঃ ভজনশিক্ষাগুরোঃ বা) শ্রীযুতপদকমলং (শ্রীমচ্চরণসরোজং) শ্রীগুরূন্ (পরমপরাৎপর-প্রভৃতি-গুরুগণান্ শ্রীমদানন্দতীর্থ-শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ-গুরুবর্গান্) বৈষ্ণবান্ (চতুর্যুগোদ্ভূতান্ ভাগবতান্) চ, সাগ্রজাতং (অগ্রজেন শ্রীমতা গোস্বামিনা সনাতনেন সহ বর্ত্তমানং), সহ-গণরঘুনাথান্বিতং (স্বভক্তৈঃ সহ রূপানুগেন শ্রীরঘুনাথেন দাস-গোস্বামিনা চ সহ সহিতং) সজীবং (নিজানুকম্পিতেন রূপানুগেণ শ্রীজীবগোস্বামিনা সহ বিদ্যমানং) তং শ্রীরূপং, সাদ্বৈতং (অদ্বৈত-প্রভুসহিতং) সাবধূতং (নিত্যানন্দপ্রভুসমন্বিতং) পরিজনসহিতং (সাবরণ-পার্ষদং) কৃষ্ণচৈতন্যদেবং (মহাপ্রভুং) ; সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতান্ (গণেন সখিমঞ্জরীভিঃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতাবিশাখাভ্যাম্ অন্বিতান্ যুক্তান্) শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ চ বন্দে।

৫-৬। 'সাক্ষাৎ দর্শন' প্রদান করিয়া, নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইয়া এবং প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ-ব্রহ্মচারীর সম্মুখে 'আবির্ভূত' হইয়া মহাপ্রভু লোকসমূহ নিস্তার করিলেন। (১) শ্রীশচীর গৃহমন্দিরে, (২) শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনস্থলে, (৩) শ্রীবাসাঙ্গনে কীর্ত্তনস্থলে এবং (৪) শ্রীরাঘব-ভবনে,—এই চারিটী স্থানে মহাপ্রভু নিত্য 'আবির্ভাব' প্রকটিত করিতেন (৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১০। সপ্তদ্বীপ—মধ্য ২০শ পঃ ২১৮ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভাঃ ৫।১৬, ২০ অঃ দ্রষ্টব্য।

নবখণ্ড—সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গোলাধ্যায়ে ভুবনকোশে "ঐন্দ্রং কশেরুসকলং কিল তাম্রপর্ণমন্যদ্‌গভস্তিমদতশ্চ কুমা-রিকাখ্যম্। নাগঞ্চ সৌম্যমিহ বারুণমন্ত্যখণ্ডং গান্ধর্ব্ব-সংজ্ঞমিতি ভারতবর্ষমধ্যে।।" (১) ঐন্দ্র, (২) কশেরু, (৩) তাম্রপর্ণ, (৪) গভস্তিমৎ, (৫) কুমারিকা, (৬) নাগ, (৭) সৌম্য, (৮) বারুণ ও (৯) গান্ধর্ব্ব।

'আবেশের' দৃষ্টান্ত—নকুল ব্রহ্মচারীতে প্রভুর 'আবেশ' ও তাঁহার অবস্থা-বর্ণন ঃ—

আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥ ১৬ ॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু 'আবেশ' করিল ॥ ১৭ ॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে গায় উন্মত্ত হঞা ॥ ১৮ ॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥ ১৯ ॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মচারীর উপদেশ ঃ—

যা'রে দেখে তা'রে কহে,—'কহ কৃষ্ণনাম'।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥ ২১ ॥
চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥ ২২ ॥

শিবানন্দের সংশয় ও পরীক্ষণেচ্ছা ঃ—

পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥ ২৩ ॥

শিবানন্দের বিচার ও দূরে অবস্থান ঃ—

'আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥ ২৪ ॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।'
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য লোকের ঘটা,—কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায় ॥ ২৬ ॥

শিবানন্দকে সমীপে আনয়নার্থ লোকপ্রেরণ ঃ—

ব্রহ্মচারী কহে,—"শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই-চারি যাহ, বোলাহ তাহারে ॥" ২৭ ॥
চারিদিকে ধায় লোকে 'শিবানন্দ' বলি'।
"শিবানন্দ কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥" ২৮ ॥

শিবানন্দের সত্বর আগমন ঃ—

শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥ ২৯ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

ব্রহ্মচারী বলে,—"তুমি করিলা সংশয়।
এক মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥
'গৌরগোপাল-মন্ত্র' তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥" ৩১ ॥

শিবানন্দের প্রত্যয় ঃ—

তবে শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি' বহু ভক্তি কৈল ॥ ৩২ ॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥ ৩৩ ॥

প্রেমাকৃষ্ট প্রভুর 'নিত্য-আবির্ভাবের' স্থানচতুষ্টয় ঃ—

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ ৩৪ ॥
এই চারি ঠাঞি, প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব ॥ ৩৫ ॥

কদাচিৎ 'আবির্ভাবের' দৃষ্টান্ত ; প্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহ ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকান্তসেনের কথা ; প্রভুদর্শনার্থ তাঁহার একাকী শ্রীক্ষেত্রে গমন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা অন্তর ॥ ৩৮ ॥

তৎপ্রতি প্রভুর কৃপা ও আদেশ ঃ—

মহাপ্রভু তা'রে দেখি' বড় কৃপা কৈলা।
মাস-দুই তেঁহো প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। আম্বুয়া-মুলুক—সে-সময় মুলুক বিভাগ করিয়া এক-এক-স্থানে যবন-রাজদিগের তহশীল-কাছারি ছিল ; 'অম্বিকা' (বর্দ্ধমান জেলার কালনা-নগরের সংলগ্ন পল্লীবিশেষ)-নামক স্থানে একটী মুলুক ছিল। সে অধিকারে যে স্থানটী এখন 'প্যারী-গঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেইস্থলে নকুল ব্রহ্মচারী থাকিতেন।

৩১। গৌরগোপালমন্ত্র—গৌরবাদিগণ 'গৌরাঙ্গ'-নামে চতুরক্ষর-গৌরমন্ত্রকে উদ্দেশ করেন ; কেবল-কৃষ্ণবাদিগণ এই 'গৌরগোপালমন্ত্র'-শব্দে রাধাকৃষ্ণের চতুরক্ষর-মন্ত্রকে উদ্দেশ করেন।

অনুভাষ্য

২০। সর্ব্বগৌড়দেশ—সকল গৌড়দেশবাসী (গৌড়ীয়গণ)।

২১। প্রেমোদ্দাম—প্রেমপ্রমত্ত।

৩১। অন্তর—মনে।

গৌড়ীয় ভক্তগণকে পুরী আসিতে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈলা গৌড়ে যাইতে ।
ভক্তগণে নিষেধিলা ইহাঁকে আসিতে ॥ ৪০ ॥

পৌষমাসে স্বয়ং গৌড়ে যাইবার অঙ্গীকার ঃ—

"এ-বৎসর তাঁহা আমি যাইমু আপনে ।
তাঁহাই মিলিমু সব অদ্বৈতাদি সনে ॥ ৪১ ॥
শিবানন্দে কহিহ,—আমি এই পৌষমাসে ।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইব তাঁ'র পাশে ॥ ৪২ ॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে ।
সবারে কহিহ,—এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥" ৪৩ ॥

গৌড়ে আসিয়া শ্রীকান্তের প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপন,
ভক্তগণের সানন্দে গৌড়ে অবস্থান ঃ—

শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল ।
শুনি' ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥ ৪৪ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দের প্রত্যহ প্রভু-প্রতীক্ষা ঃ—

চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হঞা ।
শিবানন্দ, জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥ ৪৫ ॥
পৌষমাসে আইল দুঁহে সামগ্রী করিয়া ।
সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর আগমনাভাবে উভয়ের দুঃখ ঃ—

এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা ।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥ ৪৭ ॥

প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর আগমন ও দুঃখকারণ
জিজ্ঞাসা ঃ—

আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা ।
দুঁহে তাঁ'রে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥ ৪৮ ॥
দুঁহে দুঃখী ভাবে দেখি' কহে নৃসিংহানন্দ ।
"তোমা দুঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ ??" ৪৯ ॥

শিবানন্দের সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ—

তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা ।
"আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা ॥" ৫০ ॥

প্রদ্যুম্নকর্ত্তৃক আশ্বাস বা প্রবোধ-দান ঃ—

শুনি' ব্রহ্মচারী কহে,—"করহ সন্তোষে ।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥" ৫১ ॥

শিবানন্দ ও জগদানন্দ, উভয়ের বিশ্বাস ঃ—

তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে ।
আনিবে প্রভুরে এবে নিশ্চয় কৈলা মনে ॥ ৫২ ॥

'নৃসিংহানন্দ'-নাম প্রাপ্তির কারণ ঃ—

'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁ'র নিজ-নাম ।
'নৃসিংহানন্দ'-নাম তাঁ'র কৈলা গৌরধাম ॥ ৫৩ ॥

প্রভুকে প্রকটিত করিতে প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর প্রতিজ্ঞা
ও ভোগরন্ধনোদ্‌যোগ ঃ—

দুইদিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল ।
"পাণিহাটি-গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥ ৫৪ ॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে ।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিমু তাঁ'রে ॥ ৫৫ ॥
তবে তাঁ'রে এথা আমি আনিব সত্বর ।
নিশ্চয় কহিলাঙ, কিছু সন্দেহ না কর ॥ ৫৬ ॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হঞা তৎপর ।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥ ৫৭ ॥
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই ।"
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥ ৫৮ ॥

প্রদ্যুম্নের রন্ধন এবং প্রভু, জগন্নাথ ও স্বেষ্টদেব নৃসিংহ,
প্রত্যেকের জন্য তিনটী পৃথক্ নৈবেদ্য-
ভোগসজ্জা ঃ—

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার ।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর-উপহার ॥ ৫৯ ॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল ।
চৈতন্যপ্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈল ॥ ৬০ ॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িল ।
তিনজনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈল ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মচারীর ধ্যানে 'আবির্ভূত' প্রভুর
নৈবেদ্যত্রয়-ভক্ষণ ঃ—

দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি ।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥ ৬২ ॥

তদ্দর্শনে প্রদ্যুম্নের অন্তরে আনন্দ, বাহ্যে দুঃখাভাস ঃ—

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার ।
"হাহা কিবা কর" বলি' করয়ে ফুৎকার ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। সন্দেশ—সংবাদ।

অনুভাষ্য

৩৮। একেশ্বর—একক, ভৃত্যরহিত।

৪০। ইহাঁকে—এইস্থানে, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ।

৪১। তাঁহা—গৌড়ে ।

৪৪। সন্দেশ—আগামী পৌষমাসে প্রভুর গৌড়ে আগমন-বার্ত্তা।

৪৫। আচার্য্য—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

প্রভুর প্রতি প্রদ্যুম্নের অনুযোগ ; স্বীয় ইষ্টদেব-নৃসিংহে নিষ্ঠা ঃ—

"জগন্নাথে-তোমায় ঐক্য, খাও তাঁ'র ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ ॥ ৬৪ ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস ?!" ৬৫ ॥
ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁ'র হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহ্যে কিছু করে দুঃখাভাস ॥ ৬৬ ॥

ভোগত্রয়ান্ন-ভোজন-লীলাদ্বারা প্রভুর প্রদ্যুম্নকে সর্ব্ব-বিষ্ণুতত্ত্বসহ স্বীয় অভেদ বা ঐক্য-প্রদর্শন ঃ—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥ ৬৭ ॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥ ৬৮ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর পাণিহাটিস্থ রাঘব-ভবনে নিত্যাবস্থান-নিমিত্ত গমন ঃ—

ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥ ৬৯ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক ব্রহ্মচারীর দুঃখিত-ভাবের কারণ-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মচারীর সর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"কেনে করহ ফুৎকার ?"
ব্রহ্মচারী কহে,—"দেখ, প্রভুর ব্যবহার ॥ ৭০ ॥
তিনজনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥" ৭১ ॥

শিবানন্দের সন্দেহ ঃ—

শুনি শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥ ৭২ ॥

শিবানন্দকে শ্রীনৃসিংহ-ভোগোদ্‌যোগার্থ আদেশ ঃ—

তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
"সামগ্রী আনহ নৃসিংহের, পুনঃ পাক করি ॥ ৭৩ ॥

নৃসিংহকে পুনঃ ভোগসমর্পণ ঃ—

তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥ ৭৪ ॥

পরবর্ত্তী বর্ষায় গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥ ৭৫ ॥

একদিন প্রভুকর্ত্তৃক নৃসিংহানন্দের পূর্ব্বোক্ত ভোজন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥
"গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইলা ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥" ৭৭ ॥

প্রভুবাক্যে শিবানন্দের পূর্ব্ব-সন্দেহ-ভঞ্জন ঃ—

শুনি' সভ্যগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥ ৭৮ ॥

স্থানচতুষ্টয়ে প্রভুর 'নিত্যাবির্ভাব' ঃ—

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন ॥ ৭৯ ॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে ॥ ৮০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ গৌরসুন্দর ঃ—

প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাহা দেন দরশন ॥ ৮১ ॥

শিবানন্দের অনির্ব্বচনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ?
যাঁ'র প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥ ৮২ ॥

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমাবগতি ঃ—

এই ত' কহিলু গৌরের 'আবির্ভাব'।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥ ৮৩ ॥

অপরপ্রসঙ্গ বর্ণন ; ভগবান্ আচার্য্যের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥ ৮৪ ॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥ ৮৫ ॥

মধ্যে মধ্যে গৃহে রন্ধন করিয়া একাকী প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৮৬ ॥
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥ ৮৭ ॥

ভগবান্ আচার্য্য এবং তৎপিতা ও অনুজের চরিত্র ঃ—

তাঁর পিতা 'বিষয়ী' বড় শতানন্দ-খাঁন।
'বিষয়বিমুখ' আচার্য্য—'বৈরাগ্যপ্রধান' ॥ ৮৮ ॥

অনুভাষ্য

৪৭। গোসাঞি—মহাপ্রভু।

৭৬। বাত চালাইলা—প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

৮৪। ভগবান্ আচার্য্য—আদি ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৮৭। ঘরে ভাত করি'—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদদ্রব্য আনাইয়া তদ্দ্বারা পরিবারবর্গ, ভিক্ষুক বা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের তৃপ্তি-বিধানের পরিবর্ত্তে গৃহে ভোজন করাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে

'গোপাল-ভট্টাচার্য্য' নাম, তাঁর ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি' গেলা আচার্য্য ঠাঞি ॥ ৮৯ ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা ॥ ৯০ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণভজনেই গৌরপ্রীতি, অভক্তের ভক্তিবিরোধিনী বিদ্ধা-চেষ্টায় তাঁহার অনাদর ঃ—

আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥ ৯১ ॥

একদিন কনিষ্ঠের মুখে স্বরূপকে শাঙ্কর-মায়াবাদ-ভাষ্য-শ্রবণে আচার্য্যের অনুরোধ ঃ—

স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
"বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥ ৯২ ॥
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে।"
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥ ৯৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ভর্ৎসনা ঃ—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥ ৯৪ ॥

নিখিল বৈষ্ণব-গুরু শ্রীদামোদর-স্বরূপকর্ত্তৃক মায়াবাদ-দোষ-বর্ণন ও গর্হণ ; শঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের প্রতি শুদ্ধবিষ্ণুভজনেচ্ছুর ব্যবহার-বিধি ঃ—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥৯৫॥

মায়াবাদ-বিষের তীব্রতা বর্ণন ও শ্রবণে পতনাশঙ্কা ঃ—

মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥" ৯৬ ॥

আচার্য্যের স্বীয় কৃষ্ণনিষ্ঠা-শ্লাঘা ঃ—

আচার্য্য কহে,—" আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥" ৯৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক শুদ্ধভক্তের হৃদয়বিদারক মায়াবাদের অর্থনিরূপণ ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥ ৯৮ ॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ॥" ৯৯ ॥

আচার্য্যের স্বরূপ-বাক্যার্থোপলব্ধি এবং অনুজকে স্বগ্রামে প্রেরণ ঃ—

লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥ ১০০ ॥

অন্য একদিন ছোট-হরিদাসকে প্রভুর ভোজনার্থ মাধবীদেবীর নিকট তণ্ডুল আনয়নে প্রেরণ ঃ—

একদিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০১ ॥
'ছোট হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি' আপনে আনিয়া ॥ ১০২ ॥
"মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল এক মান আনহ মাগিয়া ॥" ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। শারীরক-ভাষ্য—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য।

৯৬। যাঁহার প্রাণধন—কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয়।

অনুভাষ্য

অন্নাদি-রন্ধন অর্থাৎ আমদ্রব্যাদি পাক করাকে 'ঘরভাত' বলে। উৎকলদেশে 'আমানী' এবং 'প্রসাদী'-শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয় ; শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে পক্ব নৈবেদ্য-ভোগ সমর্পিত হইলে তাহা 'প্রসাদ' এবং আমদ্রব্য রন্ধন করিলে তাহা 'আমানী' অর্থাৎ জগন্নাথদেবের 'উচ্ছিষ্ট নহে' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৮৯। বেদান্ত—এস্থলে বেদান্ত বা শারীরক-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-কৃত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপর ভাষ্য। আচার্য্য—জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগবান্ আচার্য্য।

৯৫। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর কল্পনাশ্রয়ে শারীরক-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে 'মায়াবাদ' বা 'বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজ-কৃত শ্রীভাষ্যে 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ', ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী শ্রীমধ্ব-কৃত পূর্ণপ্রজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', চতুঃসন-সম্প্রদায়ী শ্রীনিম্বার্ক-কৃত পারিজাত-সৌরভ-ভাষ্যে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং রুদ্রসম্প্রদায়ী শ্রীবিষ্ণুস্বামি-কৃত সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বেদান্ত-তাৎপর্য্য বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং উহাদিগের মধ্যে সেব্যসেবকভাব বিদ্যমান থাকায় ঐগুলি—ভগবদ্‌বিষ্ণু-ভক্তগণের পাঠ্য এবং তত্তন্নিহিত তত্ত্বসমূহ—সৎ-সম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চির-সমাদৃত। আদি ৭ম পঃ ১০১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্ত-ব্যাখ্যায় বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-মত-স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস করায়, উহা—নিতান্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুমতবাদমাত্র।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮-৯৯। যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে, 'ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ নিরাকার' ; 'এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা' ; 'জীব বস্তুতঃ নাই,—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত' এবং 'ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এইসকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয়।

অনুভাষ্য

মহাভাগবত মাধবীদেবীর পরিচয় ঃ—

মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ ১০৪ ॥

সমগ্র প্রভুভক্তগণের মধ্যে কেবল ৩৷৷০ জন শ্রীমতীর গণ ঃ—

প্রভু লেখা করে যারে—'রাধিকার গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিনজন ॥ ১০৫ ॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥ ১০৬ ॥

মাধবীর নিকট হইতে হরিদাসের সূক্ষ্ম-তণ্ডুলানয়ন ও আচার্য্যের রন্ধন ঃ—

তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি' আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥ ১০৭ ॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু-সলবণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর ভোজন ও সূক্ষ্ম তণ্ডুলপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥ ১০৯ ॥
"উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা?"
আচার্য্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥ ১১০ ॥

আচার্য্যের মাধবী ও ছোট-হরিদাসের নাম-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল?"
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥ ১১১ ॥

ভোজনান্তে প্রভুর গোবিন্দকে ছোট-হরিদাসের স্বগৃহে প্রবেশ-নিষেধাজ্ঞা ঃ—

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১১২ ॥
"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা ॥" ১১৩ ॥

হরিদাসের গভীর দুঃখ ও উপবাস ঃ—

দ্বার-মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা কেহ নাহি জানে ॥ ১১৪ ॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥ ১১৫ ॥

প্রভুসমীপে স্বরূপাদির শ্রীহরিদাসের দ্বার-মানার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কোন্ অপরাধ প্রভু, কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস?" ১১৬ ॥

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগীর প্রতি মহাপ্রভুর অসন্তোষ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥ ১১৭ ॥

জড়েন্দ্রিয়ের ভোগপ্রবণ-স্বভাব ও যোষিদ্দর্শনের বিষময় ফল ঃ—

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥ ১১৮ ॥

অগ্নি ও ঘৃতের ন্যায় পুরুষাভিমানীর স্ত্রীসঙ্গ-নিষিদ্ধতা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।১৯।১৭) ও মনুসংহিতায় (২।২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ ১১৯ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তুষ্টিবিধান ছাড়িলেই অনধিকারী বৈরাগিব্রুবের পুরুষাভিমানে প্রকৃতিভোগ এবং বাহ্য-বেষাশ্রয়ে কৃত্রিম অস্থির বৈরাগ্যহেতু জিহ্বোদরোপস্থ-লাম্পট্য ঃ—

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥" ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৯। শাল্যন্ন—শুক্ল সরুচাউল।

১১৭। বৈষ্ণব, হয় গৃহস্থ হইয়া স্ত্রীপরিবারের সহিত থাকিবেন, নতুবা স্ত্রী-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হইবেন। বৈরাগী হইলে আর স্ত্রীলোককে দর্শন বা সম্ভাষণ করিবার অধিকার থাকে না। পাপবাসনা না থাকিলেও অথবা বাহ্যে কোন ভক্তিকার্য্য উদ্দেশ্য করিলেও সেইরূপ বৈরাগীর কর্ত্তব্য নহে। অতএব বৈরাগী হইয়া যে ব্যক্তি প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, ধর্ম্মোচ্ছেদী বলিয়া তাহার মুখ আমি দেখিতে পারি না।

১১৮। দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন—কাষ্ঠনির্ম্মিতা নারীও মুনির মন হরণ করিতে পারে, অতএব বৈরাগী ব্যক্তি নারীর সম্বন্ধ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।

১১৯। মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

অনুভাষ্য

৯৮-৯৯। আদি, ৫ম পঃ ৫৮ সংখ্যা এবং ৭ম পঃ ১১৩ এবং ১২১-১২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৩। পাঠান্তরে, 'আড়োয়া চাউল'—'অরোয়া'-নামক আতপ চাউল; মান—উৎকলে প্রচলিত শস্যমাপের কাঠা।

১০৮। দেউল-প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে আনীত মহাপ্রসাদ।

১১৭। 'সরলতা'—বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ এবং 'কপটতা' —ভক্তির বিরোধী উপশাখা-বিশেষ। কৃষ্ণাসক্তিক্রমে কৃষ্ণেতর-বস্তুতে বিরক্ত হইয়া ভক্ত জড়-ভোগময়-দর্শনোত্থ বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে তাঁহার সেইরূপ আসক্তি

প্রভুর ক্রোধাবেশে স্থানত্যাগ, সকলেরই মৌনাবলম্বন ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥ ১২১ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত অন্যদিন ভক্তগণের প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিনে সবে মেলি' প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি' কিছু কৈলা নিবেদনে ॥ ১২২ ॥
"অল্প অপরাধ, প্রভু, করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ ॥" ১২৩ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর নিরপেক্ষতা ও বজ্রাদপি কঠোরতা ঃ—

প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর তীব্র শাসন ঃ—

নিজ কার্য্যে যাহ সবে, ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ, আমা না দেখিবে হেথা ॥" ১২৫ ॥

প্রভুবাক্য-শ্রবণে সকলের ত্রাস ও লজ্জা ঃ—

এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ-নিজ কার্য্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥ ১২৬ ॥

দুর্ব্বোধ্য প্রভুলীলার তাৎপর্য্য ঃ—

মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥ ১২৭ ॥

হরিদাসের নিমিত্ত পরমানন্দপুরী-গোস্বামীর প্রভুসমীপে আবেদন ঃ—

আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
'প্রভুকে প্রসন্ন কর'—কৈলা নিবেদনে ॥ ১২৮ ॥
তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভুস্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥ ১২৯ ॥
পুছিলা,—"কি আজ্ঞা, কেনে হৈল আগমন?"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। সাধনভক্তির আলোচনা করিতে করিতে ভাবোদয় হইলে যে-পুরুষের বিরক্তি জন্মে, তাঁহারই বৈরাগ্যে অধিকার। সেই অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে যাহারা 'ভেক' গ্রহণ করে, তাহাদের বৈরাগ্যের নামই 'মর্কটবৈরাগ্য'। অনধিকারী জীব-সকল কোন না কোন কারণে অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া তদনন্তর ইন্দ্রিয়চালিত হইয়া, প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্ভাষণ করিতে যায়। ইহাদিগকে ধর্ম্মধ্বজী বা ধর্ম্মকলঙ্ক জানিয়া অবশ্য দূর করিবে।

১২৩। অল্প অপরাধ—মাধবীর নিকট অন্ন ভিক্ষা করায় ছোট হরিদাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল মহাপ্রভুর সেবাসুখ-বাসনা ছিল; তথাপি সেই কার্য্যে একটী অপরাধ হইয়াছিল। ভেক লইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করা যে একটী অপরাধ, তাহা বৈরাগীর পক্ষে মহদপরাধ বটে, কিন্তু প্রভু-সেবার জন্য সেইরূপ অপরাধকে 'সামান্য' বলিলেও বলা যায়।

অনুভাষ্য

প্রতিপন্ন হইয়া কপটতা প্রকাশ পাইলে লোকে তাঁহার ব্যবহারে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

১১৮। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ—এই পঞ্চবিষয়-গ্রহণই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌রূপ পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বভাব। বদ্ধজীবগণের কেহ কেহ আপনাকে ইন্দ্রিয়-দমনে সমর্থ বোধ করিলেও বহির্ম্মুখতাক্রমে তাহার পক্ষে ইন্দ্রিয়-গুলি—দুর্দ্দমনীয়। ভোগময় দর্শনে বিষয়ের উপস্থিতিহেতু প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব মুনিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও দারুময়ী নারীমূর্ত্তি-দর্শনে ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়।

১১৯। মহারাজ যযাতি কাম-পরবশ ও স্ত্রীজিত হইয়া গ্রাম্য বিষয়সমূহ ভোগ করিতে করিতে স্বীয় সর্ব্বনাশ বুঝিতে পারিয়া অবশেষে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া পত্নী দেবযানীকে নিজের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করিতেছেন,—

মাত্রা (জনন্যা) স্বস্রা (ভগিন্যা) দুহিত্রা (কন্যয়া বা সহ) অবিবিক্তাসনঃ (অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণম্ আসনং যস্য সঃ তথাভূতঃ) ন বসেৎ (ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্; যতঃ) বলবান্ (প্রচুরবল-বিশিষ্টঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) বিদ্বাংসং (বন্ধমোক্ষবিৎ-পুরুষম্) অপি কর্ষতি (আকর্ষতি, বন্ধায় নিয়োজয়তি)।

১২০। মর্কট—সৌত্র মর্ক (গত্যর্থক) + অটন্ কর্ত্তৃবাচ্যে,—চঞ্চল, অস্থির; ইন্দ্রিয় চরাঞা—ইন্দ্রিয় চালিত করিয়া; বুলে—ভ্রমণ করে। বাহ্য বৈরাগ্য দেখাইয়া যাহারা লোকের নিকট সম্মান সংগ্রহ করে এবং বিষয়-ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্ত-হৃদয় হইতে না পারিয়া স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক আপনাকে 'পুরুষ' জানিয়া অষ্টপ্রকার স্ত্রীসংসর্গের বাসনা করে, তাদৃশ প্রাকৃত-সহজিয়া জীব কখনই 'মহৎ'-শব্দ বাচ্য নহে। বিবিৎসা-বা ধীর-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে প্রকৃতি-সম্ভাষণরূপ অপরাধ—তাহাদের নিজের বিশেষ অমঙ্গলের হেতু, কিন্তু শ্রীরামানন্দপ্রমুখ 'বিদ্বৎ' বা 'নরোত্তম'-সন্ন্যাসী পরমহংসগণকে কোন অক্ষজজ্ঞানী নিজ দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি-সম্ভাষী বলিয়া মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

১২১। আবেশ—ক্রোধাবেশ।

মহাগম্ভীর প্রভুর অসন্তুষ্টচিত্তে গোবিন্দসহ পুরীত্যাগ করিয়া আলালনাথে গমন-ভয় প্রদর্শন ঃ—

শুনিয়া কহেন প্রভু,—"শুনহ, গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥ ১৩১ ॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥" ১৩২ ॥
এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥ ১৩৩ ॥

পুরী-গোস্বামীর লজ্জা ও ভয় এবং সদৈন্যে প্রভুকে গৃহে প্রত্যানয়ন ঃ—

আস্তে-ব্যস্তে পুরী গোসাঞি প্রভু-আগে গেলা।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥ ১৩৪ ॥

পুরীর প্রভুস্তুতি ও স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

"তোমার যে ইচ্ছা কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?? ১৩৫ ॥
লোকহিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥" ১৩৬ ॥

বিফল মনোরথ হইয়া ভক্তগণের হরিদাস-সমীপে গমন ঃ—

এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ ১৩৭ ॥

স্বরূপ-গোস্বামীর হরিদাসকে আশা ও সান্ত্বনা-দান ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি কহে,—"শুন, হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥ ১৩৮ ॥
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর ॥ ১৩৯ ॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান-ভোজন কৈলে, আপনে ক্রোধ যাবে ॥" ১৪০ ॥
এত বলি' তারে স্নান-ভোজন করাঞা।
আপন ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥ ১৪১ ॥

দূরে থাকিয়া হরিদাসের প্রভু-দর্শন ঃ—

প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি' হরিদাস করেন দর্শনে ॥ ১৪২ ॥

ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মবর্ম্ম প্রভুর পরম কারুণ্য ঃ—

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে ॥ ১৪৩ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডদর্শনে সাধকগণের পুরুষ বা ভোক্তৃ-অভিমানে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে ভোগময়-নেত্রে ভোগ্য-স্ত্রী-দর্শন-ত্যাগ ঃ—

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥ ১৪৪ ॥

এক বৎসর পরেও প্রভুর অটল নৈরপেক্ষ্য ঃ—

এইমতে হরিদাসের একবৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥ ১৪৫ ॥

তদ্দর্শনে ছোট-হরিদাসের প্রভুসেবা-প্রাপ্তি-সঙ্কল্পপূর্ব্বক প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ ঃ—

রাত্রি-শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥ ১৪৬ ॥
প্রভুপাদ-প্রাপ্তি লাগি' সঙ্কল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥ ১৪৭ ॥

ছোট হরিদাসের দিব্যদেহে অলক্ষ্যে প্রভুসমীপে কীর্ত্তন-গান-সেবা ঃ—

সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা লঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্র্যে প্রভুরে শুনায়, অন্য নাহি জানে ॥ ১৪৯ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। হঠ—বলাৎকার, জিদ।

১৪৩। যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গও পাপের অন্যতম মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আসন বুঝাইবার জন্য এবং ভাবিকালের বিদ্ধ প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম-অপধর্ম্ম-যাজী নারকিগণের ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম-ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র,—তাহা বুঝাইবার জন্য নিজভক্তসজ্জ হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন। শ্রীমাধবীদেবী—উচ্চাধিকারিণী মহাভাগবত ; তাঁহার নিকট তণ্ডুল-ভিক্ষা গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধ কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐ প্রকার উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য বা কাপট্য বিস্তারপূর্ব্বক কলিজনোচিত অবৈষ্ণব-মত প্রচার করিতে পারে—তাহার নিবারণকল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-সম্বন্ধিনী দণ্ডলীলা। শ্রীগৌরসুন্দর অসামান্য দয়ার সাগর হইয়াও কলিজীবের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াই এরূপ সঙ্গত্যাগরূপ সুকঠোর দণ্ড বিধান করিয়া অমন্দোদয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

১৪৪। স্ত্রী-সম্ভাষণ—ভোক্তা বা পুরুষ-অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-জ্ঞানে যোষিৎসহ বিষয়ীর যে আলাপ, তাহা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে—ভেকধারী (সাধক) ভক্তগণের এরূপ ভয় উপস্থিত হইল যে, আর তাঁহারা কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেন না।

একদিন ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর হরিদাসের বার্ত্তা-জিজ্ঞাসা ঃ—

একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে ।
"হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে ॥" ১৫০ ॥

সকলের হরিদাস-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

সবে কহে,—"হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে ।
রাত্রে উঠি' কাঁহা গেলা, কেহ নাহি জানে ॥" ১৫১ ॥

প্রভুর হাস্য, তদ্দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ।
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥ ১৫২ ॥

একদিন সমুদ্র-স্নানকালে স্বরূপ ও গোবিন্দাদি-ভক্তের অলক্ষ্যে হরিদাসের গানশ্রবণ ঃ—

একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥ ১৫৩ ॥
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে ।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি' কণ্ঠস্বরে ॥ ১৫৪ ॥
মনুষ্য না দেখে—মধুর গীতমাত্র শুনে ।
গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে ॥ ১৫৫ ॥

স্বরূপ ব্যতীত গোবিন্দাদি-ভক্তের অনুমান—হরিদাসের আত্মহত্যা-ফলে ব্রহ্মরাক্ষসত্ব-লাভ ঃ—

"বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল ।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥ ১৫৬ ॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান ।"
স্বরূপ কহেন,—"এই মিথ্যা অনুমান ॥ ১৫৭ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসের গুণ ও সদ্গতির প্রশংসা ঃ—

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন ।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ ১৫৮ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয় ।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥" ১৫৯ ॥

প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগত জনৈক বৈষ্ণবের মুখে শ্রীবাসাদির হরিদাসের দেহত্যাগ-শ্রবণ ঃ—

প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইল ।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥ ১৬০ ॥
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ।
শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥ ১৬১ ॥

পরবর্ত্তি-বর্ষে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ।
প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥ ১৬২ ॥

ছোট হরিদাস-সম্বন্ধে প্রভুসমীপে শ্রীবাসের জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর ঃ—

"হরিদাস কাঁহা ?" যদি শ্রীবাস পুছিলা ।
"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—প্রভু উত্তর দিলা ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীবাসকর্ত্তৃক ছোট-হরিদাসের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল ।
যৈছে সঙ্কল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥ ১৬৪ ॥

সদ্ধর্ম্মগোপ্তা জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বিধি-ব্যবস্থা-বিধান ঃ—

শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত ।
"প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥" ১৬৫ ॥

ত্রিবেণী প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগের ফল ঃ—

স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা ।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা ॥ ১৬৬ ॥

ভক্তের হৃৎকর্ণরসায়ন প্রভুলীলা ঃ—

এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ।
যাহা শুনি' ভক্তগণের যুড়ায় কর্ণ-মন ॥ ১৬৭ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ডপ্রদান-লীলায় শিক্ষণীয় বিষয় ঃ—

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥ ১৬৮ ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ ।
এক লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত ॥ ১৬৯ ॥

অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়প্রযত্ন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছুরই পরমগভীর কৃষ্ণচৈতন্য-লীলামর্ম্মানুভবে অধিকার ঃ—

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর ।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥ ১৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৩। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—পুরুষ স্বীয় (স্ব-কৃত) কর্ম্মের ফলভোগ করেন।

১৬৫। ভেকধারী সাধকবৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৬৮-১৬৯। প্রভুকর্ত্তৃক ছোট হরিদাসকে দণ্ডপ্রদান-লীলা-দ্বারা শুদ্ধ গৌরকৃষ্ণভজনেচ্ছু সাধক মহাপ্রভুর নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্য করিবেন—

১। ভগবান্ গৌরসুন্দর জীবের প্রতি পরমকারুণিক হইয়া নিজপার্ষদভক্ত ছোট-হরিদাসকেও প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করিলেন। যদি প্রভু তাঁহাকে ত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে অবৈধভাব প্রশ্রয়

তর্কপন্থা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথাশ্রয়ে সকলকে অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের অনুরোধ ঃ—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা-নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

অনুভাষ্য

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—'বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন,—'আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি,—এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।' দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। তদনন্তর একদিন মহাপ্রভু ব্রহ্ম-হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে?" হরিদাস তাহাতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে ঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র-খাঁনের প্রেরিত বেশ্যা যে হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধে এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে রামচন্দ্র খাঁনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাস বলরাম-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। অতঃপর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক আরিন্দা-ব্রাহ্মণের সহিত যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে 'কুষ্ঠ-রোগরূপ' দণ্ড লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবী ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

তর্কপন্থা ত্যাগপূর্ব্বক শ্রৌতপথাশ্রয়ে সকলকে অপ্রাকৃত চৈতন্যলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকারের অনুরোধ ঃ—

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥ ১৭১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপ-শিক্ষা-নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

পাইয়া কলিকালের দুর্ব্বল জীব প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি জড়ীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত, তাহাতে প্রভুর করুণার পরিচয় হইত না।

২। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্য্যের আসন ও আচারকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই দণ্ডপ্রদানোপলক্ষে প্রভু তাহা সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দিলেন।

৩। শুদ্ধ, সরল ও নিষ্পাপজীবন হইয়া ভগবদ্ভক্তের যেরূপ গৌরকৈঙ্কর্য্য করা কর্ত্তব্য, মহাপ্রভু জীবকে সেইরূপ কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগ-ত্যাগরূপ 'বৈরাগ্য' শিক্ষা দিলেন।

৪। প্রভুর নিজভক্তগণের সুনির্ম্মল চরিত্র যে কত উচ্চ ও লোভনীয় আদর্শস্থল এবং (শুদ্ধ) সদ্ভক্তগণকে তিনি যে কিরূপ নিজজন-জ্ঞানে গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণেতর-বিষয়ানুরাগের ছায়াতে যে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা প্রভু প্রদর্শন করিলেন।

অনুভাষ্য

৫। হরিদাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডবিধানরূপ অমন্দোদয়া দয়া এবং প্রভুর প্রতি হরিদাসের সেবাবুদ্ধি বা গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার সামান্য ত্রুটীও প্রভু সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে বাঞ্ছা করিলে শুদ্ধভজনেচ্ছু ভক্তগণ সকলপ্রকার ঐহিক-ইন্দ্রিয়-সুখলালসা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবেন, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে গ্রহণ করেন না।

৬। কেহ প্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহত্যাগ করিলে, অপরাধাদি মার্জ্জিত ও মুক্ত হইয়া তাহার সুকৃতি ও সদ্গতি লাভ হয়।

৭। লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করায় পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণরূপ সেবা স্বীকার করিয়া প্রভু নিজভক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কথাসার—পুরুষোত্তমে কোন সুন্দরী ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুন্দর পুত্র ছিল। তাহাকে প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিতে দেখিয়া দামোদর পণ্ডিত কহিলেন,—'বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রে সন্দেহ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু একদিন দামোদরকে শ্রীনবদ্বীপে স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধান-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং কহিলেন,—'আমি মাতার নিকট মধ্যে মধ্যে গিয়া ভোজন করি,—এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিও।' দামোদর মহাপ্রসাদাদি লইয়া নবদ্বীপে গেলেন। তদনন্তর একদিন মহাপ্রভু ব্রহ্ম-হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকালে যবনসকল কিরূপে উদ্ধার পাইবে?" হরিদাস তাহাতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়া সকলেই যে নামাভাসে উদ্ধার পাইবে—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এইস্থলে ঠাকুরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বেনাপোলের বনে পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র-খাঁনের প্রেরিত বেশ্যা যে হরিদাসের কৃপায় উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহার বিবরণ বলিলেন। বৈষ্ণব-অপরাধে এবং পরে নিত্যানন্দ প্রভুর অভিশাপে রামচন্দ্র খাঁনের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। বেনাপোল হইতে চাঁদপুরে আসিয়া হরিদাস বলরাম-আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। অতঃপর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের সভায় নামতত্ত্ব লইয়া হরিদাস ঠাকুর ও গোপাল চক্রবর্ত্তী-নামক আরিন্দা-ব্রাহ্মণের সহিত যে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল এবং হরিদাসের প্রতি অপরাধ করায় গোপাল চক্রবর্ত্তী যে 'কুষ্ঠ-রোগরূপ' দণ্ড লাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। হরিদাস ঠাকুর চাঁদপুর হইতে শান্তিপুরে গিয়া আচার্য্যের গৃহে রহিলেন। তথায় মায়াদেবী ছলনা করিতে আসিয়া হরিদাসের কৃপায় কৃষ্ণনাম প্রাপ্ত হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

এক বিধবা-ব্রাহ্মণীর মহাসৌভাগ্যবান্ সুন্দর তনয়ের প্রতি প্রভুর অহৈতুক কৃপা-স্নেহ ঃ—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার ।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার ॥ ৩ ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার ।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু—'প্রাণ' তার ॥ ৪ ॥

উহা দামোদর পণ্ডিতের অনভিপ্রেত ঃ—

প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে ।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥ ৫ ॥

দামোদরের নিষেধসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রভুর প্রতি অনুরাগ ঃ—

বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে ।
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥ ৬ ॥

বালসুলভধর্ম্মবশে স্নেহময় প্রভুসমীপে তাহার প্রত্যহ আগমন ঃ—

নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত ।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে,—বালকের রীত ॥ ৭ ॥

দামোদরের উভয় সঙ্কট ঃ—

তাহা দেখি' দামোদর দুঃখ পায় মনে ।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥ ৮ ॥

একদিন প্রভুর নিকট হইতে বালকের স্ব-স্থানে প্রস্থান ঃ—

আর দিন সেই বালক প্রভু-স্থানে আইলা ।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি' বার্ত্তা পুছিলা ॥ ৯ ॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি' যবে গেলা ।
সহিতে না পারে, দামোদর কহিতে লাগিলা ॥ ১০ ॥

অধৈর্য্য দামোদরের অনুযোগ ও প্রভুর কার্য্যের সমালোচনা ঃ—

"অন্যোপদেশে পণ্ডিত", কহে গোসাঞির ঠাঞি ।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি' ॥১১॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে ।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥" ১২ ॥

প্রভুকে মর্য্যাদা দেখাইয়া দামোদরের ভর্ৎসনা ও শাসন ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"ক্যা কহ, দামোদর ?"
দামোদর কহে,—"তুমি স্বতন্ত্র 'ঈশ্বর' ॥ ১৩ ॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে ?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥ ১৪ ॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর ?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর ?? ১৫ ॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী ।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥ ১৬ ॥
তুমিহ—পরম যুবা, পরম সুন্দর ।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ অবসর ॥" ১৭ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-শ্রবণে প্রভুর মনে মনে বিচার ঃ—

এত বলি' দামোদর মৌন হইলা ।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি' বিচারিলা ॥ ১৮ ॥
"ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ ।
দামোদর-সম মোর নাহি 'অন্তরঙ্গ' ॥" ১৯ ॥
এতেক বিচারি' প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥ ২০ ॥

নবদ্বীপে শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণার্থ পণ্ডিতকে প্রেরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"দামোদর, চলহ নদীয়া ।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥ ২১ ॥

দামোদরকে প্রভুর ব্যাজস্তুতি ঃ—

তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন ।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান ॥ ২২ ॥
তোমা সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে ।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে ॥ ২৩ ॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয় ।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥ ২৪ ॥
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে ।
তোমার আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে ॥ ২৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। দামোদর—পণ্ডিত-দামোদর।

১১। দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে কহিতেছেন,—"আপনি অন্যকে উপদেশ প্রদান করিবার বেলায় 'পণ্ডিত' হন, এবং সকলে আপনাকে 'গোসাঞি' 'গোসাঞি' (আচার্য্য) বলে ; এইবার জানা যাইবে, আপনি কিরূপে 'গোসাঞি' থাকেন।

১৫। রাণ্ডী—বিধবা।

২৩। ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন, অর্থাৎ কোনপ্রকার লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।

অনুভাষ্য

১। অন্ত্য ২য় পঃ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৪। যে না হয়, সে,—যে নিরপেক্ষত্ব রক্ষিত হয় না, তাহা।

মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি' পুনঃ তাঁহা করহ গমনে ॥ ২৬ ॥

প্রভুর সুখ বর্ণনপূর্ব্বক শুদ্ধগৌর-স্নেহবাৎসল্যময়ী শচীমাতার তুষ্টিবিধানার্থ আদেশ ঃ—

মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে ॥ ২৭ ॥
'নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইঁহাতে ॥' ২৮ ॥
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥ ২৯ ॥

মাতৃগৃহে প্রভুর আবির্ভাব ও ভোজনলীলা ঃ—

'বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥ ৩০ ॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান।
বাহ্য করিতে তাহা স্ফূর্ত্তি করি' মান ॥ ৩১ ॥

মাতার প্রত্যয়োৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥ ৩৩ ॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই, দেখি' তোমার সুখ উপজিল ॥ ৩৪ ॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ, 'যেন নিমাঞি খাইল ভাত' ॥ ৩৫ ॥
বাহ্য বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
'ভোগ না লাগাইলুঁ',—এই জ্ঞান হৈল ॥ ৩৬ ॥
পাকপাত্রে দেখিলা সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান-সংস্কার করি' ॥ ৩৭ ॥

শচীমাতার শুদ্ধ গৌরবাৎসল্য প্রেম ঃ—

এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥ ৩৮ ॥

প্রভুর অতুলনীয় মাতৃভক্তিসূচক বাক্য ঃ—

তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যাও আমা তোমার প্রেমবলে ॥ ৩৯ ॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥" ৪০ ॥
এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ কৈলা ॥ ৪১ ॥

দামোদরের নবদ্বীপে আগমন এবং শচী ও অদ্বৈতাদি ভক্তকে আনীত মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥ ৪২ ॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা ॥ ৪৩ ॥

নবদ্বীপে দামোদরের কঠোর শাসনদ্বারা মর্য্যাদা-সংস্থাপন, সকলেরই ভীতি ঃ—

দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তা'র ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥ ৪৪ ॥
প্রভুগণে যাঁ'র দেখে অল্প মর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি' করে মর্য্যাদা-স্থাপন ॥ ৪৫ ॥

দামোদরের বাক্যদণ্ড-বৃত্তান্ত শ্রবণে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছারূপ কৈতব ও অপরাধ নাশ ঃ—

এই ত' কহি দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে 'অজ্ঞান পাষণ্ড' ॥ ৪৬ ॥

মহাগভীর-রহস্যময়ী চৈতন্যলীলা ঃ—

চৈতন্যের লীলা—গম্ভীর, কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি' কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ৪৭ ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥ ৪৮ ॥

প্রভু-হরিদাস-সংবাদ ; প্রভুর প্রশ্নে হরিদাসের উত্তর ঃ—

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। জগতে যখন তোমার বহির্দ্দৃষ্টি হয়, তখন তোমার মনে,—'নিমাঞি আমার স্মরণপথে আসিয়াছিল'—এইরূপ স্ফূর্ত্তিমাত্র হয় বটে ; কিন্তু সত্যই আমি তোমার নিকট গিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করি।

অনুভাষ্য

৩১। পাঠান্তরে, "বাহ্য বিরহে.....মান"—পরবর্ত্তী ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; বহির্দৃষ্টিতে বিরহহেতু তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলেও আমার ভোজন-লীলা-সন্দর্শনে গভীর বাৎসল্য-প্রেমভরে যেন আমাকে সাক্ষাদ্ভাবেই অনুভব করিতেছ বলিয়া ভ্রম কর।

৪৬। ভাগে—পলায়ন করে।

৪৯। পাঠান্তরে এস্থলে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—'দামোদরাদ্ বাক্যদণ্ডমঙ্গীকৃত্য দয়ানিধিঃ। গৌরঃ স্বাং হরিদাসাস্যাদ্-গূঢ়-লীলামথাশৃণোৎ।।"*

** দয়ানিধি শ্রীগৌরচন্দ্র শ্রীদামোদর পণ্ডিতের নিকট হইতে বাক্যদণ্ড অঙ্গীকার করিয়া অনন্তর শ্রীহরিদাস-মুখ হইতে নিজ-গূঢ়লীলা শ্রবণ করিলেন।*

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসকে কলিযুগে সুদুরাচার অন্ত্যজাদির উদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"হরিদাস, কলিকালে যবন অপার ।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা-দুরাচার ॥ ৫০ ॥

ইহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥" ৫১ ॥

হরিদাসের উত্তর ; নামাভাসের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, চিন্তা না করিহ ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ ॥ ৫২ ॥

যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ।
'হা রাম, হা রাম' বলি' কহে নামাভাসে ॥ ৫৩ ॥

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম, হা রাম' ।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥ ৫৪ ॥

নামাভাসের অতুল প্রভাব ঃ—

যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥ ৫৫ ॥

নৃসিংহ-পুরাণ-বচন—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৫৬ ॥

অজামিলের পুত্রনাম-সঙ্কেতে নামাভাস ঃ—

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ' ।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥ ৫৭ ॥

'হা রাম'-উচ্চারণে নামাভাস ঃ—

'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ।
প্রেমবাচী 'হা'-শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥ ৫৮ ॥

নামের অতুল তেজ ঃ—

নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব ।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥ ৫৯ ॥

দশাপরাধশূন্য নামাভাসের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ফলেই অনর্থ-ক্ষয় ; নামাপরাধে—অনর্থনিবৃত্তি ও প্রেমের ব্যাঘাত ঃ—

পদ্মপুরাণ-বচন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্ ।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥ ৬০ ॥

নামাভাসে সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি ঃ—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয় ।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥ ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হারাম', 'হারাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক 'রাম' শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নামসঙ্কেতে (নামাভাস-বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

অনুভাষ্য

৫৬। দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতঃ (দংষ্ট্রী বরাহঃ তস্য দংষ্ট্রয়া দশনেন আহতঃ যঃ সঃ) ম্লেচ্ছঃ (যবনঃ) 'হারাম' ইতি (যাবনিক-ভাষায়াম্ অস্পৃশ্যত্বজ্ঞাপকং শব্দবিশেষং) পুনঃ পুনঃ উক্ত্বা অপি মুক্তিং (নামাভাসবলেন ভববন্ধনাৎ মোচনম্) আপ্নোতি (আপ) ; শ্রদ্ধয়া গৃণন্ [নাম্নঃ বলেন] কিং পুনঃ [বক্তব্যম্]?

৫৯। ব্যবহিত—এস্থলে, বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান অথবা তত্ত্বগত ব্যবধান উদ্দিষ্ট হয় নাই, কেননা, তাদৃশ জড়ীয় ব্যবধান —শ্রদ্ধাহীন জীবের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত, সুতরাং তাহা শুদ্ধনাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষর-সমষ্টিমাত্র ; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকমাত্র ; পক্ষান্তরে এস্থলে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অস্ফুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, যেহেতু তৎসত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন-প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফলদানশক্তি প্রকটিত করেন।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। যাঁহার মুখে একটী হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডো-চ্চারিতই হউক, নামগ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণস্বরূপ অপরাধমধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র-ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধনিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না। ('লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে' এইরূপ পাঠও আছে)।

অনুভাষ্য

৬০। হে বিপ্র, একং নাম (কৃষ্ণনাম) যস্য (সুকৃতিনঃ) বাচি (উচ্চারিতং) স্মরণপথগতং (স্মৃতমিত্যর্থঃ) শ্রোত্রমূলং গতং (আকর্ণিতং) বা, শুদ্ধবর্ণং অশুদ্ধবর্ণং বা, ব্যবহিতরহিতং (ব্যবহিতানি ব্যবধানানি দশনামাপরাধরূপাণি অন্তরাণি তৈঃ রহিতং শূন্যং নিরন্তরমিতি যাবৎ ; যদ্বা, ব্যবহিতং তদ্রহিতং চ ; তত্র 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ অক্ষরান্তরেণ ভাবান্তরেণ বা অন্ত-রিতং, 'তদ্রহিতং' কেনচিদংশেন হীনম্ অপি) বা [সৎ, তাদৃশো-চ্চারণকারিণং] তারয়তি (উদ্ধারয়তি) এব [ইতি] সত্যম্ ; চেৎ

নামাভাসে মহাপাতক-নাশ ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১০৩)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ ।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥ ৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। হে গুণনিধি, তুমি পরমপাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতিশয়-শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর ; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

অনুভাষ্য

(যদি) তৎ (নাম) দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাযগু-মধ্যে ('দেহঃ' নশ্বরং কুণপং, 'দ্রবিণং' ধনং, 'জনতা' আভিজনস্য, স্ত্রীজনস্য লোকসংগ্রহমূলায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ বা স্পৃহা, 'লোভ' অসতি বহিরর্থে লৌল্যং, জিহ্বালাম্পট্যং বা, 'পাযগুঃ' হরিগুরুবৈষ্ণবাবজ্ঞারূপঃ অপরাধঃ,—এতেষু মধ্যে) নিক্ষিপ্তং (বিন্যস্তং, নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-কামনায়ৈ প্রযুক্তং অনুশীলিতং বা তদা) অত্র (ইহলোকে) [তুচ্ছ-ফলপ্রদত্বাৎ] শীঘ্রং (সদ্যঃ) ফলজনকং (পরমফলপ্রদং) ন স্যাৎ (ন ভবেৎ)।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিঃ ২৮৯ সংখ্যায় দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় শ্রীসনাতন প্রভু—'বাচি গতং প্রসঙ্গাদ্ বাঙ্মধ্যে প্রবৃত্তমপি, স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি, শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি, শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা, 'ব্যবহিতং' শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং, বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গা-দাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ ; যদ্বা, যদ্যপি 'হলং রিক্তম্' ইত্যাদুক্তৌ হকার-রিকারয়োর্ব্বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা 'রাজ-মহিষী' ইত্যত্র রাম-নামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যম্ ; তথাপি তত্তন্নাম-মধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশ-ব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা, ব্যবহিতঞ্চ তদ্রহিতঞ্চাপি বা তত্র 'ব্যবহিতং—নাম্নঃ কিঞ্চিদু-চ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামা-বশিষ্টাক্ষরগ্রহণমিত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ, 'রহিতং' পশ্চাদবশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জ্জিতং, কেনচিদংশেন হীন-মিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব, সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নামসেবনস্য মুখ্যং

নামাভাসে মুক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৬৩ ॥

শ্লোকের অর্থ ঃ—

নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি ।
শ্রীভাগবতে তা'তে অজামিল—সাক্ষী ॥" ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন, শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, বলা যায় না (বৈকুণ্ঠগমনের ত' কথাই নাই)।

অনুভাষ্য

যৎ ফলং, তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে। তথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নাম-সেবনেন মুখ্যং ফলমাশু ন সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তন্নাম চেৎ যদি দেহাদিমধ্যে নিক্ষিপ্তং, দেহভরণাদ্যর্থমেব বিন্যস্তং, তদাপি ফলজনকং ন ভবতি কিম্? অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি, কিন্তু বিলম্বেনৈব ভবতীত্যর্থঃ।*

মধ্য, ১৬পঃ ৭২ সংখ্যার অনুভাষ্য এবং ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপ্রভুকর্ত্তৃক এই শ্লোকের কারিকা দ্রষ্টব্য।

৬২। হে গুণনিধে, যন্নামভানোঃ (যস্য ভগবতঃ নাম এব ভানুঃ ভাস্করঃ তস্য নামরূপিণঃ সূর্য্যস্য) আভাসঃ (অপরাধরূপ-তমোঽতীতঃ ঈষৎ প্রকাশঃ) অন্তঃকরণকুহরে (চিত্তগহ্বরে) প্রোদ্যন্ (প্রকটয়ন্) মহাপাতকধ্বান্তরাশিং (মহাপাতকম্ এব ধ্বান্তং তস্য রাশিম্ অন্ধকারততিং) হন্ত ক্ষপয়তি (দূরীকরোতি), তং পাবনানাং পাবনং (পবিত্রী কুর্ব্বতাং তীর্থানাম্ অপি পাবনং পাবিত্র্যকরম্) উত্তমঃশ্লোকমৌলিম্ (উৎ উদ্গচ্ছতি তমঃ যস্মাৎ তথাভূতঃ শ্লোকঃ কীর্ত্তিঃ যেষাং তেষাং মৌলিং শিরোভূষণং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিঃ (শ্রদ্ধয়া সুদৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তী রাগময়ী মতিঃ বুদ্ধিঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) অতিতরাং (শীঘ্রং) নির্ব্ব্যাজং (নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা) ভজ।

৬৩। মৃত্যুকালে সঙ্কেত-নামাভাসফলে পাপমুক্ত অজামিলের পুনর্জীবন-লাভানন্তর নির্ব্বেদের সহিত শ্রীহরির আরাধনা-ফলে বৈকুণ্ঠে গমন বর্ণন করিয়া শুকদেব অধ্যায়-শেষে পরীক্ষিৎকে প্রসঙ্গক্রমে নামাভাস ও শুদ্ধনামের মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—

অজামিলঃ ম্রিয়মাণঃ (মৃত্যুমুখাসীনঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধা-বিহীনোঽপি) পুত্রোপচারিতং (নারায়ণেতি পুত্র-নামতয়া কথিতং)

** শ্রীনাম 'বাচি গতং' অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে জিহ্বা-মধ্যে প্রবৃত্ত হইলেও, 'স্মরণপথগতং' অর্থাৎ কোনরূপে মনঃস্পৃষ্ট হইলেও, 'শ্রোত্রমূলং গতং' অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত হইলেও, শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ হইলেও এবং 'ব্যবহিতরহিতং'—ব্যবহিত অর্থাৎ শব্দান্তর-দ্বারা যে-ব্যবধান, যেমন, বক্ষ্যমান 'নারায়ণ'-শব্দের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর প্রসঙ্গক্রমে আগত যে অন্য শব্দ, সেইরূপ ব্যবধান-রহিত হইয়া, অথবা—যদিও 'হলং রিক্তম্', এইপ্রকার উক্তিতে 'হ'-কার ও 'রি'-কার এই দুইয়ের বৃত্তিদ্বারা 'হরি', এই নাম হইয়া থাকে, সেইপ্রকার 'রাজমহিষী'—এস্থলে 'রাম'-নামও হইয়া থাকে,*

প্রভুর হর্ষবৃদ্ধি ও পুনঃ প্রশ্ন ঃ—

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে ॥ ৬৫ ॥

স্থাবর-জঙ্গম-জীবোদ্ধারের উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

"পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা সবার কি-প্রকারে হইবে মোচন?" ৬৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥ ৬৭ ॥

স্থাবর ও জঙ্গম, উভয়বিধ জীবের উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত' শ্রবণ ॥ ৬৮ ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয় ॥ ৬৯ ॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন'।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥ ৭০ ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥ ৭১ ॥

প্রভুর লীলা হইতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণের দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন ঃ—

যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥ ৭২ ॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন ॥ ৭৩ ॥

জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে নাম-প্রেম প্রচারদ্বারা প্রভুর জীবোদ্ধারলীলা-রহস্যোদঘাটন ঃ—

জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তা'তে কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৭৪ ॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তা'তে করিলা প্রচার।
'স্থির'-'চর' জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥" ৭৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক জীবগণের মুক্তি-লাভানন্তর ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে!!" ৭৬ ॥

হরিদাসের উত্তর ; প্রভুর কৃপায় তৎপ্রকটকালীয় সর্ব্বজীবের উদ্ধারান্তে পুনরায় কারণোদশায়ি-মহাবিষ্ণু-প্রকটিত জীবদ্বারা জগদ্ব্যাপ্তি ঃ—

হরিদাস বলে,—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্ব জীব-জাতি ॥ ৭৭ ॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা ॥ ৭৮ ॥
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্যজীবে অযোধ্যা ভরাঞা ॥ ৮০ ॥

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম গৃণন্ (উচ্চারয়ন্) ধাম (বৈকুণ্ঠপদং) অগাৎ (জগাম), শ্রদ্ধয়া (অপ্রাকৃত-দৃঢ়বিশ্বাসেন সহ তৎ নাম) গৃণন্ [সৎ] কিমুতঃ (কিং বক্তব্যম্)?

৬৮। উচ্চকীর্ত্তনের প্রভাব—শ্রীচৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ, ২৭৭-২৯১ সংখ্যায় এবং প্রভুকর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তন—(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যা ও মধ্য ১১শ পঃ ৯৭-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭২। মধ্য ১৭শ পঃ ২৪-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৩। মধ্য ১৫শ পঃ ১৫৯-১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। হে প্রভো, তুমি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া যত জীবের সহিত সম্বন্ধ করিলে, সকলেই উদ্ধার পাইবে। এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড যদিও উদ্ধার পাইয়া যায়, তথাপি অনন্ত সূক্ষ্ম জীবকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবে ; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় জীবসমূহদ্বারা পরিপূরিত হইবে।

অনুভাষ্য

৭৫। স্থির-চর—স্থাবর ও জঙ্গম।

৮০। রামায়ণে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) উত্তরকাণ্ডে ১২২ সর্গে ২১-২২ শ্লোকে এবং ১২৩ সর্গ দ্রষ্টব্য।

এইপ্রকার অকথিত অপর যে-সকল নাম হইয়া থাকে, তথাপি সেই সেই নাম-মধ্যে ব্যবধায়ক যে অন্য অক্ষর বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ ব্যবধান-রহিত—এই অর্থ ; অথবা 'ব্যবহিতরহিতং'-অর্থে—ব্যবহিত এবং তদ্রহিত, এইরূপ অর্থও হইয়া থাকে—সেক্ষেত্রে 'ব্যবহিত'-অর্থস্থলে নামের কিঞ্চিৎ উচ্চারণের পর কোনওপ্রকারে আগত অন্য শব্দ সমাধা করিয়া পশ্চাৎ নামের অবশিষ্ট অক্ষর গ্রহণ, এইপ্রকার ব্যবধানযুক্ত-রূপ অর্থাৎ শব্দান্তরদ্বারা অন্তরিত (ব্যবহিত) এই অর্থ, এবং 'তদ্রহিত' অর্থে—নামের অবশিষ্ট যে অক্ষর, তাহার গ্রহণবর্জ্জিত অর্থাৎ কোন অংশে হীন (কম), এই অর্থ ; তথাপি উক্ত নাম 'তারয়ত্যেব' অর্থাৎ সর্ব্ব পাপ হইতে এবং অপরাধ হইতে এমনকি সংসার হইতেও উদ্ধার করিয়া থাকে—ইহা সত্যই ; কিন্তু নামসেবনের যে মুখ্যফল, তাহা শীঘ্র সম্পাদিত হয় না। তথা, দেহভরণাদির জন্য নামসেবনদ্বারা মুখ্যফল আশু সিদ্ধ হয় না, —ইহাই বলা হইতেছে 'তচ্চেদ্' ইত্যাদি অংশে। সেই নাম যদি দেহাদি-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ দেহভরণাদির জন্যই বিন্যস্ত (রচিত) হয়, তাহা হইলেও কি তাহা ফলজনক হয় না? নিশ্চয়ই হয়, তবে 'অত্র' অর্থাৎ ইহলোকে, শীঘ্র হয় না, কিন্তু বিলম্বেই হইয়া থাকে—এই অর্থ।

অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের জীবোদ্ধার-লীলার দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥ ৮২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারণ-সামর্থ্য ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।১৭)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি, কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ইতি ॥

প্রভুর প্রকটকালে সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবেরই উদ্ধার ঃ—

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার ॥ ৮৫ ॥

হরিদাসের দৈন্য ঃ—

যে কহে,—'চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয়।'
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয় ॥ ৮৬ ॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার একবিন্দু ॥" ৮৭ ॥

ভক্তের ভগবল্লীলা-রহস্যোদ্ঘাটন-ক্ষমতায় ভগবানেরও বিস্ময় ঃ—

এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল?' ৮৮ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

মনের সন্তোষে তাঁ'রে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্য প্রকাশিতে এসব করিলা বর্জ্জন ॥ ৮৯ ॥

ভক্তের বশ ভগবান্ ঃ—

ঈশ্বর-স্বভাব,—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে ॥ ৯০ ॥

ভক্তের নিকট অজিতও জিত, বৈকুণ্ঠও পরিমেয় ঃ—

আলবন্দারু বা শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত-স্তোত্ররত্নে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ৯১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥ ৯২ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তা'তে শ্রীহরিদাস ॥ ৯৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসের অনন্ত গুণরাশি ঃ—

হরিদাসের গুণগণ—অসংখ্য, অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণি' নাহি পায় পার ॥ ৯৪ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঠাকুরের গুণ আংশিক বর্ণিত ঃ—

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। যাঁহা হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়, জন্মরহিত ভগবান্ যোগেশ্বর সেই কৃষ্ণের কার্য্যে এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

৮৪। এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিত দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও যখন অখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমানদিগের সম্বন্ধে কথা কি?

৮৯। হরিদাসের তাত্ত্বিকবাক্য-সকল শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যদশা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় স্তুতিবাক্য বর্জ্জন করিলেন।

অনুভাষ্য

৮৩। রাসপূর্ণিমা-রজনীতে কৃষ্ণবংশীধ্বনিশ্রবণ-হেতু কৃষ্ণ-মিলন-সঙ্গকামা গোপীগণের সৌভাগ্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক উপদেশ-শিক্ষা প্রদান করিতেছেন,—

হে রাজন্, যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ [স্থাবরজঙ্গমাদিকমপি প্রাণিমাত্রং বিমুচ্যতে, অতঃ) ভবতা ভগবতি (সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতে) অজে (স্বয়মাবির্ভূতে) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগৈশ্বর্য্যাণামধীশ্বরে পরমে পরমাত্মনি) কৃষ্ণে এবং [মোক্ষদানশক্তৌ] বিস্ময়ঃ ন চ এব কার্য্যঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। চৈতন্যমঙ্গলে—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদি ১৪শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৮৪। দ্বেষানুবন্ধেন (শত্রুভাবেনাপি) অয়ং ভগবান্ হি দৃষ্টঃ (অবলোকিতঃ), কীর্ত্তিতঃ (বাচা উচ্চারিতঃ), [মনসা] সংস্মৃতঃ চ অখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং (মোক্ষাদিকং) প্রযচ্ছতি, উত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ (অন্যাভিলাষকর্ম্মজ্ঞানাদ্যভক্তিমার্গত্রয়ত্যাগ-পরাণাং শুদ্ধভক্তানাং) কিং [বক্তব্যম্]?

৮৬-৮৭। মধ্য, ২১শ পঃ ২৫-২৬ ও ভাঃ ১০।১৪।৩৬ দ্রষ্টব্য।

৮৮। গূঢ়লীলা—জীবোদ্ধার-লীলা।

৯০। আদি, ৩য় পঃ ৮৬-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বচিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অগাধ হরিদাস-
চরিতসিন্ধুর বিন্দুস্পর্শ ঃ—

সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥ ৯৬ ॥

চৈতন্যভাগবতে অবর্ণিত চরিতাংশেরই বর্ণন-প্রতিজ্ঞা ঃ—

বৃন্দাবনদাস যাহা না কৈলা বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন, ভক্তগণ ॥ ৯৭ ॥

বেনাপোলে ঠাকুরকর্ত্তৃক রামচন্দ্রখানের প্রেরিত
বেশ্যার উদ্ধার-বৃত্তান্ত ঃ—

হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥ ৯৮ ॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন লক্ষ নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৯ ॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥ ১০০ ॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম—রামচন্দ্র খাঁন।
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥ ১০১ ॥
হরিদাসে লোকে পূজে, সহিতে না পারে।
তাঁ'র অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥ ১০২ ॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায় ॥ ১০৩ ॥
বেশ্যাগণে কহে,—"এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্য নাশ ॥" ১০৪ ॥
বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে,—"তিনদিনে হরিব তাঁ'র মতি ॥" ১০৫ ॥
খাঁন কহে,—"মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি' যেন আনে ॥" ১০৬ ॥
বেশ্যা কহে,—"মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইমু তোমার ॥" ১০৭ ॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হঞা ॥ ১০৮ ॥
তুলসী নমস্করি' হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি' রহিলা দাণ্ডাঞা ॥ ১০৯ ॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে ॥ ১১০ ॥
"ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?? ১১১ ॥
তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥" ১১২ ॥
হরিদাস কহে,—"তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার ॥ ১১৩ ॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম-সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥" ১১৪ ॥
এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥ ১১৫ ॥
প্রাতঃকাল দেখি' বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র খাঁনেরে কহিলা ॥ ১১৬ ॥
"আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥" ১১৭ ॥
আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল।
হরিদাস তা'রে বহু আশ্বাস করিল ॥ ১১৮ ॥
"কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥ ১১৯ ॥
তাবৎ ইঁহা বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥" ১২০ ॥
তুলসীরে তবে বেশ্যা নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২১ ॥
রাত্রি শেষ হৈল, বেশ্যা উসিমিসি করে।
তা'র রীতি দেখি' হরিদাস কহেন তাহারে ॥ ১২২ ॥

ঠাকুর হরিদাসের স্বীয় মহামন্ত্র-দীক্ষা বর্ণন ও দৈক্ষ-ব্রাহ্মণতা ঃ—

"কোটি নামগ্রহণযজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥ ১২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৮। বেনাপোল—যশোহর-জেলায় গ্রামবিশেষ।

অনুভাষ্য

৯১। আদি, ৩য় পঃ ৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। বেনাপোল—ই, বি, আর, লাইনে খুল্না পথে বনগাঁও-জংশনের পর বেনাপোল ষ্টেশন (বর্ত্তমানে বাংলাদেশে); তন্নিকটবর্ত্তী স্থানই 'বেনাপোল'।

১২২। উসিমিসি করে—উসিমিসি অর্থাৎ উস্খুস্ করে অর্থাৎ উঠাবসা করিয়া ব্যস্ত-চঞ্চল বা উতলা হইল।

১২৩। প্রত্যহ তিনলক্ষ তেত্রিশ-সহস্র তিনশত-তেত্রিশের ঊর্দ্ধ সংখ্যা গণনাপূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিলে এক মাসে এককোটি নাম হয়। এই নামগ্রহণ-যজ্ঞে নামিস্বরূপ ভগবানের উপাসনা হয়। সাধারণ লৌকিক বিশ্বাসে হরিদাস ঠাকুর শৌক্র বা সাবিত্র্য-যজ্ঞাধিকারী বলিয়া পরিচিত না হইলেও নামযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায়, বৈদিক একায়নশাখী দৈক্ষব্রাহ্মণরূপে নামযজ্ঞ

আজি সমাপ্ত হবেক, হেন জ্ঞান ছিল ।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম, সমাপ্ত না হৈল ॥ ১২৪ ॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥" ১২৫ ॥
বেশ্যা গিয়া সমাচার খাঁনেরে কহিল ।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইল ॥ ১২৬ ॥
তুলসীরে, ঠাকুরেরে নমস্কার করি' ।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে—'হরি' 'হরি' ॥ ১২৭ ॥
"নাম পূর্ণ হবে আজি",—বলে হরিদাস ।
"তবে পূর্ণ করিমু তোমার অভিলাষ ॥" ১২৮ ॥

সাধুসঙ্গে বেশ্যার নির্ব্বেদ এবং ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল ।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল ॥ ১২৯ ॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে ।
রামচন্দ্র খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে ॥ ১৩০ ॥
"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার ।
কৃপা করি' কর মো-অধমে নিস্তার ॥" ১৩১ ॥

ঈশ্বরদ্বেষী খাঁনের প্রতি ঠাকুরের উপেক্ষামূলক-উক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"খাঁনের কথা সব আমি জানি ।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তা'রে দুঃখ নাহি মানি ॥ ১৩২ ॥

বেশ্যার প্রতি কৃপোদয় ঃ—

সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া ।
তিন দিন রহিলাঙ তোমার লাগিয়া ॥" ১৩৩ ॥

বেশ্যাকর্ত্তৃক স্বীয় উদ্ধার-প্রার্থনা ঃ—

বেশ্যা কহে,—"কৃপা করি' করহ উপদেশ ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ ॥" ১৩৪ ॥

বেশ্যাকে সংসার ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান ।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম ॥ ১৩৫ ॥

বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলেই জীবের প্রয়োজন-সিদ্ধি ঃ—

নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৬ ॥

বেশ্যাকে মহামন্ত্র-দীক্ষা প্রদান ঃ—

এত বলি' তারে 'নাম' উপদেশ করি' ।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৩৭ ॥

বেশ্যার গুরুর আজ্ঞা পালন ঃ—

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল ।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল, ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ ১৩৮ ॥

গুরুগৃহে বৈরাগ্যের সহিত নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন-সেবা ঃ—

মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে ।
রাত্রিদিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥ ১৩৯ ॥

নামসাধন-ফলে ধৃতি, ইন্দ্রিয়জয় ও সিদ্ধিলাভ বা প্রেমোদয় ঃ—

তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস ।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৪০ ॥

তাঁহার বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব-লাভ ঃ—

প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম-মহান্তী ।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥ ১৪১ ॥

পাপ হইতে শিষ্যের উদ্ধারলাভ ও অপ্রাকৃত সাধুচরিত্র-দর্শনে গুরুর মাহাত্ম্য-খ্যাতি ঃ—

বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার ।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার ॥ ১৪২ ॥

পাষণ্ড রামচন্দ্র খাঁনের ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধের ফল ঃ—

রামচন্দ্র খাঁন অপরাধ-বীজ কৈল ।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥ ১৪৩ ॥
মহদপরাধে হৈল ফল অদ্ভুত কথন ।
প্রস্তাব পাঞা কহি, শুন, ভক্তগণ ॥ ১৪৪ ॥

অনুভাষ্য

সাধন করেন। ত্রিজ হরিদাস ঠাকুর অপ্রাকৃত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ হইয়া যে নামযজ্ঞ আরম্ভ করেন, সেই নামসম্বন্ধীয় যজ্ঞ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল, অথচ সমাপ্ত না হইলেও আবার তাঁহার যজ্ঞভঙ্গ হইবে বলিয়া জানাইলেন।

১৩৮। গুরুর—শ্রীহরিদাসের ; গৃহবিত্ত—পাঠান্তরে 'গৃহ-বৃত্তি'-শব্দ ; উহা সঙ্গত নহে, যেহেতু তাহার বৃত্তি অর্থাৎ বেশ্যা-বৃত্তি অবশ্যই ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয় নাই,বেশ্যাবৃত্তি-সঞ্চিত বিত্তই ব্রাহ্মণকে অর্পিত হইয়াছিল। শিষ্যের সর্ব্বস্ব গুরুদেবের প্রাপ্য হইলেও বৈষ্ণব-গুরু শিষ্যের গৃহবিত্তাদি প্রাকৃত মলসমূহ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। যাঁহারা দক্ষিণা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দক্ষিণা-মার্গদ্বারা যম-ভবনে নীত হন ; বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ যমভবনের যাত্রী নহেন ; তিনি উত্তরা-মার্গের পথিক। তজ্জন্য কর্ম্মি-ব্রাহ্মণা-দিকে প্রাকৃত বৈভবসমূহাদি দিবার ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবগুরু শিষ্যের হরিবৈমুখ্যজনক ভোগ্য বিষয়-বৈভব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া শিষ্যের আনুগত্য বা মুখাপেক্ষা করেন না ; পরন্তু তাদৃশ বৈভবকে হরিবৈমুখ্যজনক জানিয়া উহা অবশ্যই ত্যাগ করেন। শিষ্যকে প্রাকৃত-অভিমান হইতে মুক্ত করা এবং তাহার পরিত্যক্ত প্রাকৃত

অনাদিবহির্ম্মুখ রামচন্দ্রখাঁনের বৈষ্ণবাপরাধ-ফলে বৈষ্ণববিদ্বেষ-বৃদ্ধি ঃ—

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খাঁন ।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥ ১৪৫ ॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে, বৈষ্ণব-অপমান ।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥ ১৪৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর বৃত্তান্ত ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা ।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥ ১৪৭ ॥

গৌরসর্ব্বস্ব শ্রীনিত্যানন্দের দ্বিবিধ গৌর-সেবন-কার্য্য ঃ—

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন ।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-চরণে পাষণ্ড রামচন্দ্র-খাঁনের অপরাধ-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে ।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥ ১৪৯ ॥
অনেক লোকজন-সঙ্গে অঙ্গন ভরিল ।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥ ১৫০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অবমানন ঃ—

সেবক বলে,—"গোসাঞি, মোরে পাঠাইল খাঁন ।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসাস্থান ॥ ১৫১ ॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার ।
ইঁহা সঙ্কীর্ণ-স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার ॥" ১৫২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ক্রোধ ঃ—

ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা ।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

"সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয় ।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয় ॥" ১৫৪ ॥

সগণ-প্রভুর বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষীর স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা ।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্র-খাঁনের চূড়ান্ত পাষণ্ডতা ঃ—

ইঁহা রামচন্দ্র খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল ।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা, তার মাটী খোদাইল ॥ ১৫৬ ॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল পরসন্ন ॥ ১৫৭ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ভীষণ ফল বা শাস্তি-প্রাপ্তি ঃ—

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর ।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥ ১৫৮ ॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল ।
অবধ্য বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল ॥ ১৫৯ ॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া ।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া ॥ ১৬০ ॥
সেই ঘরে তিনদিন অবধ্য-রন্ধন ।
আরদিন সবা লঞা করিলা গমন ॥ ১৬১ ॥
জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল ।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥ ১৬২ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষের ফলে দশা বা অবস্থা ঃ—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয় ।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥ ১৬৩ ॥

সপ্তগ্রামান্তর্গত চাঁদপুরে অনুগত বলরামাচার্য্যগৃহে ঠাকুর হরিদাস ঃ—

হরিদাস ঠাকুর চলি' আইলা চান্দপুরে ।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১৬৪ ॥

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার ও বলরামাচার্য্যের পরিচয় ঃ—

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার ।
তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর ॥ ১৬৫ ॥

অনুভাষ্য

মল স্বয়ং গ্রহণ না করাই সদাচারী বৈষ্ণবগুরুর কর্ত্তব্য,—ঠাকুর হরিদাসের ইহাই শিক্ষা।

১৪৪। প্রস্তাব—প্রসঙ্গ।

১৪৫। ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও বিষ্ণুপদে অপরাধ-প্রভাবে বিশ্বশ্রবা-তনয় রাবণের 'অসুর'-নাম হইয়াছিল। ভক্তচরণে অপরাধী হইয়া রামচন্দ্র (খাঁনও) 'অসুরসম' বলিয়া সমাজে প্রতিপন্ন হইলেন।

১৪৯। দুর্গা-মণ্ডপ—অবৈষ্ণব সম্ভ্রান্ত-গৃহস্থের বাটীতে যে-স্থলে দুর্গাপূজা হয়, সেই মণ্ডপকে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বা 'দুর্গামণ্ডপ' কহে ; শারদীয় বা বাসন্তীপূজাকালে দিবসচতুষ্টয় ব্যতীত অন্য সময়ে সেই মণ্ডপ অতিথি ও সাধারণের ব্যবহারে থাকে।

১৬৪। চান্দপুর—হুগলী-জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর নিকট এই গ্রাম ; কাহারও মতে, পরবর্ত্তিকালে এই গ্রামেরই নাম 'কৃষ্ণপুর' হইয়াছিল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৪। চান্দপুরে—সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীতে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের বাটীর পূর্ব্বদিকে 'চাঁদপুর'-গ্রাম ; তথায় তদীয় পুরোহিত বলরাম ও যদুনন্দন-আচার্য্যের ঘর ছিল।

১৬৫। মুলুক—সপ্তগ্রাম-মুলুক (প্রদেশ)।

হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে ভক্তি মানে ।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে ॥ ১৬৬ ॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥ ১৬৭ ॥

বাল্যে রঘুনাথদাস গোস্বামীর হরিদাসের সঙ্গ-কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথদাস বালক করেন অধ্যয়ন ।
হরিদাস-ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন ॥ ১৬৮ ॥

সাধুর সঙ্গ ও কৃপাফলেই চৈতন্যপ্রাপ্তি ঃ—

হরিদাস-কৃপা করে তাঁহার উপরে ।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥ ১৬৯ ॥

চাঁদপুরে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন ।
ব্যাখ্যান,—অদ্ভুত কথা শুন, ভক্তগণ ॥ ১৭০ ॥

বলরামের প্রার্থনায় একদিন হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় ঠাকুরের গমন ঃ—

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া ।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লঞা ॥ ১৭১ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের ঠাকুরকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ঃ—

ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান ।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥ ১৭২ ॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন ।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ॥ ১৭৩ ॥

হরিদাসের প্রশংসা-শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয়ের সুখ ঃ—

হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে ।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥ ১৭৪ ॥

ঠাকুরকে দেখিয়া পণ্ডিতগণের নামতত্ত্ব-বিচার ঃ—

তিন-লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন ।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥ ১৭৫ ॥

সকলের নামাভাসকেই শুদ্ধনাম-জ্ঞান ঃ—

কেহ বলে,—'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।'
কেহ বলে,—'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥' ১৭৬ ॥

ঠাকুর-কর্ত্তৃক শুদ্ধনামের ফল-কীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"নামের এই দুই ফল নয় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥ ১৭৭ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৭৮

শুদ্ধনাম ও তৎফল প্রেমোদয়ের মধ্যেই নামাভাস ও তৎফল অনর্থ-নিবৃত্তি অনুস্যূত ঃ—

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ' ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ১৭৯ ॥

নামসূর্য্যোদয়ে অজ্ঞানতমোনাশ ঃ—

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরস্বামি-কৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল-লোকস্য ।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥ ১৮০ ॥

পণ্ডিতগণের অনুরোধে ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্লোক-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ ।"
সবে কহে,—"তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥" ১৮১ ॥

ঠাকুরের শুদ্ধনাম ও নামাভাস-তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয় ।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয় ॥ ১৮২ ॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥ ১৮৩ ॥

নামের ফলে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয় ।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥ ১৮৪ ॥

অনুভাষ্য

১৬৫। মজুমদার—'মজমু-আদার'; নবাবী-আমলে রাজস্বের হিসাব-রক্ষক।

১৭৮। আদি, ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৯। নাম হইতে গৌণভাবে সংসারবন্ধন-মোচন ও সংসারাসক্তিরূপ পাপ-ধ্বংস হয়। নাম-সম্বলিত মন্ত্র-দীক্ষার সংজ্ঞায়—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।"—লিখিত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের মুখ্যফল—স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ, আনন্দাদি ব্যতীত অবান্তর-ফলরূপে অন্ধকার-রাহিত্যও লক্ষিত হয়।

১৮০। জগন্মঙ্গলং (জগতাং মঙ্গলং প্রেমপর্য্যন্তমঙ্গলপ্রদং)

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮০। সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

হরেঃ নাম (হরিনামপ্রভুঃ) সকৃৎ (বারমেকম্) উদয়াৎ (সেবোন্মুখে ইন্দ্রিয়াদৌ প্রাকট্যেন কীর্ত্তন-শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানাৎ) এব তরণিঃ (সূর্য্যঃ) তিমির-জলধিং (গাঢ়ান্ধকাররাশিম্) ইব (যথা নাশয়তি তথা) সকললোকস্য (সর্ব্বজগতঃ) অখিলম্ অংহঃ (সংসার-হেতুকং পাপং) সংহরৎ (দূরীকুর্ব্বৎ) জয়তি (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামাভাসের ফলেই মুক্তি ঃ—

'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"১৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ১৮৭ ॥

নামে অর্থবাদকারী পাষণ্ড গোপাল-চক্রবর্ত্তীর বৃত্তান্ত ঃ—

'গোপাল-চক্রবর্ত্তী' নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা-ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৮ ॥
গৌড়ে রহি' পাৎসাহা-আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার-লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥ ১৮৯ ॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন যৌবন।
নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি' না হইল সহন ॥ ১৯০ ॥

ক্রোধভরে ঠাকুরকে অবজ্ঞোক্তি ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ ॥ ১৯১ ॥

পাষণ্ডের নামে অর্থবাদ ঃ—

কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি' নয়।
এই কহে,—নামাভাস-মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয় ॥" ১৯২॥

ঠাকুরের শাস্ত্রপ্রমাণোদ্ধার ও প্রেমভক্তিপরায়ণের পক্ষে মুক্তির তুচ্ছত্ব-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহেন,—"কেনে করহ সংশয়?
শাস্ত্রে কহে,—নামাভাস-মাত্রে 'মুক্তি' হয় ॥ ১৯৩ ॥
ভক্তিসুখ-আগে 'মুক্তি' অতি-তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয় ॥ ১৯৪ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ১৯৫ ॥

ঠাকুরকে শপথ-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"নামাভাসে যদি 'মুক্তি' নয়।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥" ১৯৬ ॥

ঠাকুরের শপথাঙ্গীকার ঃ—

হরিদাস কহেন,—"যদি নামাভাসে 'মুক্তি' নয়।
তবে আমার নাক কাটিমু,—এই সুনিশ্চয় ॥" ১৯৭ ॥

সভ্যগণের ব্রহ্মবন্ধুকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

শুনি' সভাসদ্ উঠে করি' হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥ ১৯৮ ॥

নাস্তিক হেতুবাদি-জ্ঞানে তাহাকে বলরামাচার্য্যের ভর্ৎসনা ও অভিশাপ-দান ঃ—

বলাই পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন।
"ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি, ভক্তি কাঁহা জান? ১৯৯ ॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান!
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥" ২০০ ॥

নামে অর্থবাদকারীর সঙ্গ-পরিত্যাগ ঃ—

শুনি' হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মুজমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥ ২০১ ॥

সভাগণের ঠাকুরের চরণে ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

সভা-সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি' কহে মধুর-বচনে ॥ ২০২ ॥

অদোষদর্শী ঠাকুরের ক্ষমা ঃ—

"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥ ২০৩ ॥

অচিন্ত্যস্বভাব অধোক্ষজ নামপ্রভু—জড়ীয় যুক্তিতর্কাতীত ঃ—

তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব?? ২০৪ ॥

কৃষ্ণের নিকট সকলের কুশল-যাচ্ঞা ঃ—

যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥" ২০৫ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পাষণ্ড ব্রহ্মবন্ধুসঙ্গ-বর্জ্জন ঃ—

তবে সে হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ-দ্বার মানা কৈল ॥ ২০৬ ॥

নামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাবজ্ঞার ভীষণ ফল বা শাস্তি ঃ—

তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের 'কুষ্ঠ' হৈল।
অতি উচ্চ-নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥ ২০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। শুদ্ধভক্তকে কৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও তিনি তাহা লন না।

১৮৮। আরিন্দা—তহ্শীল-সংগ্রহকারী পদাতিক (পত্র ও রাজকর-বাহক পেয়াদা)।

১৯৯। ঘটপটিয়া—ঘট ও পট লইয়া বৃথা তর্ককারী নৈয়ায়িক।

অনুভাষ্য

১৮৬। অন্ত্য ৩য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চম্পক-কলি-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি ।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥ ২০৮ ॥

ঠাকুরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে সকলের তাঁহার স্তুতি ঃ—

দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার ।
হরিদাসে প্রশংসি' তাঁরে করে নমস্কার ॥ ২০৯ ॥

ভগবান্ ও ভক্ত অর্থাৎ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা ।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥ ২১০ ॥
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে ।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥ ২১১ ॥

ব্রহ্মবন্ধুর ক্লেশশ্রবণে স্থান-ত্যাগ ও শান্তিপুর আগমন ঃ—

বিপ্র-দুঃখ শুনি' হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা ।
বলাই-পুরোহিতে কহি' শান্তিপুর আইলা ॥ ২১২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যসহ মিলন ঃ—

আচার্য্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ প্রণাম ।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান ॥ ২১৩ ॥

আচার্য্যকর্ত্তৃক ঠাকুরের আনুকূল্য-বিধান ও
গীতা-ভাগবত-কীর্ত্তন ঃ—

গঙ্গাতীরে গোফা করি' নির্জ্জনে তাঁরে দিলা ।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥ ২১৪ ॥

উভয়ের নিত্য কৃষ্ণকথা-সংলাপ ঃ—

আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ।
দুই জনা মেলি' কৃষ্ণ-কথা-আস্বাদন ॥ ২১৫ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

হরিদাস কহে,—"গোসাঞি, করি নিবেদনে ।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে ?? ২১৬ ॥
মহা-মহা বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ ।
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ !! ২১৭ ॥
অলৌকিক আচার তোমার, কহিতে পাই ভয় ।
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥"২১৮॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নিরপেক্ষ
সাত্বত-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য ঃ—

আচার্য্য কহেন,—"তুমি না করিহ ভয় ।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥ ২১৯ ॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন ।'
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥ ২২০ ॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অতুলনীয়া জীবে কৃপা ঃ—

জগৎ-নিস্তার লাগি' করেন চিন্তন ।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন ?? ২২১ ॥

আচার্য্যের কৃষ্ণারাধন ঃ—

কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা ।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা ॥ ২২২ ॥

হরিদাসের নামকীর্ত্তন ঃ—

হরিদাস করে গোফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন,—এই তাঁর মন ॥ ২২৩ ॥

অনুভাষ্য

১৮৭। আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৯৫। আদি ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৮। রক্ষা—ব্যবহারিক লোকসমাজরক্ষা বা সামাজিক লজ্জানিন্দাদি হইতে পরিত্রাণ।

২২০। ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যা-ধৃত গারুড়-বচন,—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।। সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণু-ভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।।"(২৪৭ সংখ্যাধৃত গারুড় বচন—) "ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।।" "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্।।" *

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২০। শ্রাদ্ধপাত্র—শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদনপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র (অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরুজ্ঞানে) খাওয়াইলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

** ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৭ সংখ্যায়—'সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, কোটিসংখ্যক সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।' ২৪৭ সংখ্যায়—'(ভগবদ্ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, পূজাবিষয়ে অনুমোদন, ভগবৎকথা-শ্রবণে প্রীতি, স্বর-নেত্রাদির বিকার, ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য, দম্ভ-পরিত্যাগ, স্বয়ং অর্চ্চন এবং বিষ্ণুকে জীবিকা না করা)—এই অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছ-মধ্যেও বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তি বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার অবশেষ গ্রহণ করিবে এবং শ্রীহরির ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিবে।' 'চতুর্ব্বেদবেত্তা*

উভয়ের আহ্বানে জীবোদ্ধারার্থ কৃষ্ণচৈতন্যাবতার ও নামপ্রেম বিতরণদ্বারা সর্ব্বজগৎ উদ্ধার ঃ—

দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার ।
নাম-প্রেম প্রচার কৈলা জগৎ উদ্ধার ॥ ২২৪ ॥

ঠাকুরের অপ্রাকৃত চরিতবর্ণন ঃ—

আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার ।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥ ২২৫ ॥

শ্রৌতপন্থায় অপ্রাকৃতানুভূতি, তর্কপন্থায় তদসম্ভাবনা ঃ—

তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি ।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥ ২২৬ ॥

ঠাকুর হরিদাস ও মায়াদেবীর উদ্ধার-বৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥ ২২৭ ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিক্ সুনির্ম্মল ।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ২২৮ ॥
দ্বারে তুলসী—লেপা-পিণ্ডির উপর ।
গোফার শোভা দেখি' লোকের জুড়ায় অন্তর ॥ ২২৯॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইল ।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হইল ॥ ২৩০ ॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত ।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥ ২৩১ ॥
আসিয়া তুলসীরে সেই কৈলা নমস্কার ।
তুলসী পরিক্রমা করি' গেলা গোফা-দ্বার ॥ ২৩২ ॥
যোড়-হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ ।
দ্বারে বসি' কহে কিছু মধুর বচন ॥ ২৩৩ ॥

ঠাকুর হরিদাসকে জীবমোহিনী মায়ার পরীক্ষা ঃ—

"জগতের বন্ধু তুমি রূপগুণবান্ ।
তব সঙ্গ লাগি' মোর এথাকে প্রয়াণ ॥ ২৩৪ ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হঞা সদয় ।
দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥" ২৩৫ ॥
এত বলি' নানা-ভাব করয়ে প্রকাশ ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ ॥ ২৩৬ ॥

নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয় ।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হঞা সদয় ॥ ২৩৭ ॥

ঠাকুর হরিদাসের সংখ্যা-নামকীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষা ও নিষ্ঠা ঃ—

"সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে ।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥ ২৩৮ ॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্যকাম ।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ ২৩৯ ॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥ ২৪০ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥ ২৪১ ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি' প্রাতঃকাল হৈল ।
প্রাতঃকাল দেখি' নারী উঠিয়া চলিল ॥ ২৪২ ॥

তিনদিন যাবৎ মায়ার কঠোর পরীক্ষা ঃ—

এইমত তিনদিন করে আগমন ।
নানা ভাব দেখায়, যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥ ২৪৩ ॥

অদ্বয়জ্ঞান নামপ্রভুর ঐকান্তিক সেবক দ্বিতীয়াভিনিবেশজ-ভোক্তৃভাব-রহিত ঠাকুরের নিকট মায়ার পরাভূতি ঃ—

কৃষ্ণে নামাবিষ্ট-মনা সদা হরিদাস ।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥ ২৪৪ ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি-শেষ যবে হৈল ।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥ ২৪৫ ॥
"তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি' আশ্বাসন ।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম-সমাপন ॥" ২৪৬ ॥

ঠাকুরের স্বীয় নিয়মানুযায়ী সেবা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর কহেন,—"আমি কি করিমু ?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িমু ??" ২৪৭ ॥

মায়ার আত্মপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে নারী কহে তাঁরে করি' নমস্কার ।
"আমি—মায়া, করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার ॥২৪৮

স্বীয় পরাভব-স্বীকার ঃ—

ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলুঁ ।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলুঁ ॥ ২৪৯ ॥

অনুভাষ্য

২৪৪। হরিদাসের মন হরিনামগ্রহণকালে সর্ব্বদা কৃষ্ণনামাবিষ্ট থাকায় মায়াদেবীর পুরুষাকর্ষিণী কুহকময়ী বদ্ধজীবমোহিনী স্ত্রীভাবমালা বিজন-অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল।

অনুভাষ্য

২৪৯। আব্রহ্মস্তম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া দেব-নর-পশু-পক্ষি-তির্য্যগ্ স্থাবরাদি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর যাবতীয় প্রাণীকেই মায়াদেবী নিজের 'ভোক্তা' এবং আপনাকে 'ভোগ্যা'

কেহ আমার অভক্ত হইলে আমার প্রিয় নহেন, পরন্তু চণ্ডালও ভক্ত হইলে আমার প্রিয়, তাঁহাকে দান করিতে হইবে, তদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে ও তিনি আমার ন্যায়ই পূজ্য।'

ঠাকুরকে প্রশংসা ও স্তুতি ঃ—

মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥ ২৫০ ॥

ঠাকুরের কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে ॥ ২৫১ ॥

অহৈতুককৃপাবতীর্ণ চৈতন্যাশ্রয়ে কৃষ্ণভক্ত্যনুশীলন ব্যতীত জীব জড়তুল্য ঃ—

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥ ২৫২ ॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব—ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ ২৫৩ ॥

পূর্ব্বে মদনজয়ী শম্ভু হইতে তারকব্রহ্ম রামনাম-প্রাপ্তি ঃ—

পূর্ব্বে আমি 'রামনাম' পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল 'কৃষ্ণনাম' লৈতে ॥ ২৫৪ ॥

'রামনাম' ও 'কৃষ্ণনাম'-মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট্য ঃ—

মুক্তি-হেতু তারক হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥ ২৫৫ ॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রদীক্ষা ও কৃষ্ণপ্রেম-যাচ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণনাম দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও তৈছে এই প্রেমবন্যা ॥" ২৫৬ ॥

মায়াদেবীর ঠাকুরকে প্রণিপাত ও ঠাকুরকর্তৃক তাহাকে কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা-প্রদান ঃ—

এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে,—"কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৫৭ ॥

মায়ার অন্তর্দ্ধান ঃ—

উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ-সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥ ২৫৮ ॥

অপ্রাকৃত বিশ্বাসই শ্রেয়ের কারণ ঃ—

প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥ ২৫৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা চৈতন্যের অবতারে কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থ সুর-ঋষি-আদি সকলের নররূপে জন্মগ্রহণ ঃ—

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥ ২৬০ ॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥ ২৬১ ॥

লক্ষ্মীপ্রভৃতিরও নররূপে কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

লক্ষ্মী-আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া ॥ ২৬২ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের স্বীয় মাধুর্য্য-প্রেমের আস্বাদন ঃ—

অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি' করেন প্রেম-নাম আস্বাদন ॥ ২৬৩ ॥

মায়াদেবীরও কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে লোভ ; একমাত্র শুদ্ধনাম ও শুদ্ধকীর্ত্তনকারীর কৃপাতেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে,—ইথে কি বিস্ময়?
'সাধুকৃপা'-'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥ ২৬৪ ॥

চৈতন্যাবতারে জগজ্জীবের কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৬৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাদি যাবতীয় ঈশতত্ত্ব ও স্থাবর-জঙ্গমাদি জীবের কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৬৬ ॥

শ্রৌতপন্থায় গুরুমুখে গ্রন্থকারের এইসব লীলা-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যে-সব শুনিল ॥ ২৬৭ ॥

স্বীয় দৈন্যোক্তি ঃ—

সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ২৬৮ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়া উপলব্ধি করাইয়া মোহিত করেন। কিন্তু হরিদাসের হৃদ্গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণপর কৃষ্ণসেবাময় ভাব কোনপ্রকারেই মায়ার কুহকময় প্রলোভনে বশীভূত হইল না। হরিদাসের ন্যায় সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণবেরই এই বৈদান্তিক ধারণা যে, নিত্যকৃষ্ণভোগ্য শুদ্ধভক্ত কখনই মায়ার ভোক্তা নহেন। তিনি—নিত্য, বৈকুণ্ঠ, অধোক্ষজ, গুণাতীত বা অপ্রাকৃত বস্তু এবং জীব দেহাত্মবুদ্ধি বা বিবর্ত্ত ছাড়িয়া আপনাকে কৃষ্ণদাস বা বৈষ্ণব জানিলেই অর্থাৎ অধোক্ষজ-সেবাফলেই মায়ার বিক্রম বা অনর্থ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন।

২৫৩। ৪৩,২০,০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) সৌরবর্ষে এক মহাযুগ ; তাদৃশ সহস্র মহাযুগে এক কল্প ; ইহার কোটিগুণ-পরিমিত কাল।

ইতি অনুভাষ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নামাচার্য্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে
শুদ্ধভক্তের আনন্দ ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠক্কুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরুষোত্তমে আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে এই শরীর পরিত্যাগ করিব।' পুরুষোত্তমে আসিয়া তিনি হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে, সনাতন গোস্বামী পরে প্রভুকে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা এবং রামচরণ-নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন,—'দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম,—দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না ; তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তোমার এ শরীর পরিত্যাগে অধিকার নাই ; তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব।' মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। একদিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর-টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে, তিনি সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন,—'সিংহদ্বার-পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকা-পথে আসিয়াছি ; আমার পায়ে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।' সনাতনের ঐ মর্য্যাদা-স্থাপক বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গাত্রে লাগিবে বলিয়া তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, তথাপি প্রভু বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং তদপেক্ষা সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি—সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়।' অবশেষে কহিলেন,—'তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই।' এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইল। সে-বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু (পরবৎসর তাঁহাকে) শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লইয়া, গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সনাতনকে দেহত্যাগসঙ্কল্প হইতে রক্ষাকারী
গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

সপার্ষদ গৌরের জয়-প্রদান ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রূপের পুরী হইতে গৌড়ে গমন, সনাতনের বৃন্দাবন
হইতে পুরীতে আগমন ঃ—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥ ৩ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরীতে আগমন ঃ—

ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া ।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। শ্রীগৌরঃ (মহাপ্রভুঃ) বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং (কাশীমিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং) শ্রীসনাতনং [প্রভুং] স্নেহাৎ দেহপাতাৎ (শরীরনাশাৎ) অবন্ (রক্ষন্) পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

নামাচার্য্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য-শ্রবণে
শুদ্ধভক্তের আনন্দ ঃ—

হরিদাস ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥ ২৬৯ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৭০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠক্কুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীসনাতন গোস্বামী মাথুরমণ্ডল হইতে একাকী ঝারিখণ্ডের বনপথে পুরুষোত্তমে আসিলেন। পথে জলের দোষে ও উপবাসের জন্য তাঁহার গাত্রে কণ্ডুরসা হয়। কণ্ডুরসার যাতনায় তিনি মনে করিয়াছিলেন,—'প্রভুর সম্মুখে জগন্নাথের রথচক্রে এই শরীর পরিত্যাগ করিব।' পুরুষোত্তমে আসিয়া তিনি হরিদাসের বাসায় রহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়া বড় হর্ষান্বিত হইলে, সনাতন গোস্বামী পরে প্রভুকে অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির কথা এবং রামচরণ-নিষ্ঠার কথা বলিলেন। একদিন মহাপ্রভু সনাতনকে বলিলেন,—'দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম,—দেহত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না ; তুমি এই তমোবুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার শরীর আমাকে অর্পণ করিয়াছ, তোমার এ শরীর পরিত্যাগে অধিকার নাই ; তোমার এই শরীরের দ্বারা আমি অনেক ভক্তিশাস্ত্র প্রচার এবং বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিব।' মহাপ্রভু উঠিয়া গেলে হরিদাস ও সনাতনের অনেক কথোপকথন হইল। একদিবস প্রভু সনাতনকে যমেশ্বর-টোটায় ডাকিয়া পাঠাইলে, তিনি সমুদ্রপথে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে সনাতন কহিলেন,—'সিংহদ্বার-পথে জগন্নাথ-সেবকেরা গমনাগমন করেন বলিয়া আমি বালুকা-পথে আসিয়াছি ; আমার পায়ে যে ফোস্কা হইয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।' সনাতনের ঐ মর্য্যাদা-স্থাপক বাক্য শুনিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। কণ্ডুরসা প্রভুর গাত্রে লাগিবে বলিয়া তিনি প্রভুর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন, তথাপি প্রভু বল-পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহাতে সনাতন অসুখী হইয়া জগদানন্দ-পণ্ডিতকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, জগদানন্দ তাঁহাকে রথযাত্রার পর বৃন্দাবনে যাইতে উপদেশ দিলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া জগদানন্দকে কিছু তিরস্কার করিলেন এবং তদপেক্ষা সনাতনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন। আরও কহিলেন, 'তুমি শুদ্ধভক্ত, তোমার দেহের ভদ্রাভদ্র বিচার্য্য নয়। বিশেষতঃ আমি—সন্ন্যাসী, আমার সেরূপ বিচার করাই উচিত নয়।' অবশেষে কহিলেন,—'তোমরা আমার লাল্য এবং আমি লালক, অতএব তোমাদের ক্লেদে আমার ঘৃণা নাই।' এই সকল প্রসঙ্গের পর মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিলে সনাতনের অঙ্গ হইতে কণ্ডুরসা প্রভৃতি সমস্তই দূরীভূত হইল। সে-বৎসর সনাতনকে ক্ষেত্রে রাখিয়া প্রভু (পরবৎসর তাঁহাকে) শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। সনাতনও সেই আজ্ঞানুসারে বনপথ অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ হইতে বিদায় লইয়া, গৌড়দেশে একবৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে সকল অর্থ বাঁটিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে গিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর কবিরাজ গোস্বামী রূপ, সনাতন ও জীবকৃত গ্রন্থসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

সনাতনকে দেহত্যাগসঙ্কল্প হইতে রক্ষাকারী
গৌরসুন্দর ঃ—

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥ ১ ॥

সপার্ষদ গৌরের জয়-প্রদান ঃ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রূপের পুরী হইতে গৌড়ে গমন, সনাতনের বৃন্দাবন
হইতে পুরীতে আগমন ঃ—

নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥ ৩ ॥

ঝারিখণ্ড-পথে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুরীতে আগমন ঃ—

ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া ।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। শ্রীগৌরঃ (মহাপ্রভুঃ) বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং (কাশী-মিলনানন্তরং ক্ষেত্রমাগতং) শ্রীসনাতনং [প্রভুং] স্নেহাৎ দেহ-পাতাৎ (শরীরনাশাৎ) অবন্ (রক্ষন্) পরীক্ষয়া শুদ্ধং চক্রে।

বহির্দ্দর্শনে সনাতনের সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুয়ন দৃষ্ট ঃ—

ঝারিখণ্ডের জলের দোষে, উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে ॥ ৫ ॥

পথিমধ্যে সনাতনের নির্ব্বেদ ও আত্মদৈন্যোক্তি ঃ—

নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
'নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার ॥ ৬ ॥
জগন্নাথে গেলে তাঁ'র দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু ॥ ৭ ॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥ ৮ ॥

আপনাকে প্রাকৃত অশুচিজীব-জ্ঞানে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-ভয় ঃ—

জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁ'র স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥ ৯ ॥

পুরীতে জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভু-নৃত্যকালে দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ঃ—

তাতে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥ ১০ ॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁ'র রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর ॥ ১১ ॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ ॥' ১২ ॥

ঠাকুর হরিদাস-স্থানে আগমন ঃ—

এই ত' নিশ্চয় করি' নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি' হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥ ১৩ ॥

হরিদাসকে প্রণাম, হরিদাসের আলিঙ্গন ঃ—

হরিদাসের কৈলা তেঁহ চরণ বন্দন।
জানি' হরিদাস তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪ ॥

প্রভুচরণ-দর্শন-ব্যাকুল সনাতন ঃ—

মহাপ্রভু দেখিতে তাঁ'র উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে,—"প্রভু আসিবেন এখন ॥" ১৫ ॥

প্রভুর আগমন ঃ—

হেনকালে প্রভু 'উপলভোগ' দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥ ১৬ ॥

উভয়ের প্রভুপ্রণাম, প্রভুর হরিদাসকে আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু দেখি' দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিলা হরিদাসেরে উঠাঞা ॥ ১৭ ॥

সনাতনের আগমনে প্রভুর বিস্ময় ও প্রীতি ঃ—

হরিদাস কহে,—"সনাতন করে নমস্কার।"
সনাতনে দেখি' প্রভু হৈলা চমৎকার ॥ ১৮ ॥

নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গনার্থ ভগবানের অগ্রগমন,
সনাতনের পলায়ন ও দৈন্যোক্তি ঃ—

সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগু হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥
"মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডুরসা গায় ॥" ২০ ॥

বলপূর্ব্বক ভগবানের নিজপ্রেষ্ঠ-ভক্তবরকে আলিঙ্গন ঃ—

বলাৎকারে প্রভু তাঁ'রে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ২১ ॥

ভক্তগণের সহিত সনাতনের মিলন ঃ—

সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সনাতন কৈলা সবার চরণ বন্দনে ॥ ২২ ॥

দৈন্যক্রমে হরিদাস ও সনাতনের ভক্তগণের নিম্নে উপবেশন ঃ—

প্রভু লঞা বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস, সনাতন ॥ ২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের ও ব্রজবাসি-ভক্তগণের
কুশলজিজ্ঞাসা ও সনাতনের উত্তর ঃ—

কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহ কহেন,—"পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥" ২৪ ॥
মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিলা।
সবার কুশল সনাতন জানাইলা ॥ ২৫ ॥

সনাতনকে প্রভুর রূপ ও অনুপমের সংবাদ-প্রদান ঃ—

প্রভু কহে,—"ইঁহা রূপ ছিল দশমাস।
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা, হৈল দিন দশ ॥ ২৬ ॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁ'র ভক্তি ॥" ২৭ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক স্বীয় দৈন্যোক্তি ও প্রভুর অযাচিত
কৃপা-মহিমা-বর্ণন ঃ—

সনাতন কহে,—"নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম, অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥ ২৮ ॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥ ২৯ ॥

কনিষ্ঠ অনুপমের ঐকান্তিকী রামনিষ্ঠা-বর্ণন ঃ—

সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥ ৩০ ॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। খাজুয়াইতে—খোস-পাঁচড়া চুলকাইতে।

অনুভাষ্য

৬। নির্ব্বেদ—বিরক্তি ; অসার—কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।

ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পর অকৃত্রিম প্রীতি ঃ—

আমি আর রূপ—তা'র জ্যেষ্ঠসহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥ ৩২ ॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥ ৩৩ ॥

অনুপমকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়কর্ত্তৃক কৃষ্ণগুণ-মাধুর্য্য-বর্ণনদ্বারা কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

"শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥ ৩৪ ॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥" ৩৫ ॥

অগ্রজদ্বয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ঐকান্তিক অনুপমের সাময়িক চিত্ত-পরিবর্ত্তন ঃ—

এইমত বার বার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ৩৬ ॥

অনুপমের কৃষ্ণ-ভজনেচ্ছা ঃ—

"তোমা দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু।
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥" ৩৭ ॥

রামভজন-পরিত্যাগ-হেতু অনুপমের চিন্তা-ব্যাকুলতা ঃ—

এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
'কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥' ৩৮ ॥

ক্রন্দন, জাগরণ ও নিবেদন ঃ—

সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥ ৩৯ ॥

অনুপমের গভীর ঐকান্তিক রামনিষ্ঠা ঃ—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥ ৪০ ॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥ ৪১ ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥" ৪২ ॥

কনিষ্ঠকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয়ের আশীর্ব্বাদ ঃ—

তবে আমি-দুঁহে তা'রে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
"সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার"—কহি' প্রশংসিলু ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর কৃপার প্রতি দৃঢ় আস্থা ঃ—

যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে, খণ্ডে সব ক্লেশ ॥" ৪৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তের রামনিষ্ঠা-দৃষ্টান্ত বর্ণন ঃ—

গোসাঞি কহেন,—"এইমত মুরারি-গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তা'র এই রীত ॥ ৪৫ ॥

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্, পরস্পরের প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥ ৪৬ ॥

ঐকান্তিক ভক্তবৎসল ভগবান্ ঃ—

দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তা'রে চুলে ধরি' আনে ॥ ৪৭ ॥

সনাতনকে হরিদাস-সন্নিধানে থাকিতে আজ্ঞা ঃ—

ভাল হৈল, তোমার ইঁহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস-সনে ॥ ৪৮ ॥

সনাতন ও হরিদাসকে প্রশংসাপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ ঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥" ৪৯ ॥

প্রভুর প্রস্থান ; উভয়কে প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ-দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৫০ ॥

সনাতনের মন্দির-চক্র দেখিয়া প্রণাম ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি' করেন প্রণামে ॥ ৫১ ॥

প্রত্যহ উভয়ের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার ও মহাপ্রসাদ-প্রদান ঃ—

প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে ॥ ৫২ ॥
দিব্যপ্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি' নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥ ৫৩ ॥

একদিন অন্তর্যামী প্রভুর প্রকাশ্যে সনাতনের পূর্ব্বসঙ্কল্প-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন আসি' প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

অনুভাষ্য

২৮। নীচ-বংশে—মধ্য ১ম পঃ ১৮৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩০-৪৫। এতৎপ্রসঙ্গে মধ্য ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যায়

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। চক্র—নীলচক্র।

অনুভাষ্য

শ্রীমুরারি-গুপ্তের শ্রীরামনিষ্ঠা আলোচ্য।

অমৃতানুকণা—৩০-৪৫। এই প্রসঙ্গে "কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম। তটস্থ হঞা বিচারিলে আছে তরতম।।" (মধ্য ৮।৮৩)—পদ্য ও উহার অনুভাষ্য আলোচ্য।

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া মনোধর্ম্ম-চালিত অনর্থযুক্ত সাধককে প্রভুর শিক্ষাদান ; ফল্গু-জ্ঞান ও বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নহে ঃ—

"সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ ৫৫ ॥

যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, অন্যকিছু নহে ঃ—

দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে ॥ ৫৬ ॥

অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্তিতেই কৃষ্ণাধিষ্ঠান, প্রাকৃত গুণময়ী কর্ম্ম-জ্ঞান-চেষ্টায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাব ঃ—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ঃ—

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫৯ ॥

মনোধর্ম্মী সাধকের ভেদবুদ্ধিমূলক ফল্গু-ত্যাগ ও জ্ঞানচেষ্টা—জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তিময়ী, কৃষ্ণপ্রীতি-তাৎপর্য্যময়ী নহে বলিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব ঃ—

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তা'তে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৬০ ॥

সিদ্ধ অনুরাগী ভক্তের গাঢ়-বিপ্রলম্ভজনিত দেহত্যাগেচ্ছা—সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-চালিতা ও কৃষ্ণপ্রীতিচেষ্টাময়ী, তাহাতেই তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঃ—

প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে ॥ ৬১ ॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন-মরণ ॥ ৬২ ॥

বাসুদেবের প্রতি রুক্মিণীর অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাসোৎসুকা গোপীগণের অনুরাগ-নিবেদন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৫)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৬৪ ॥

সনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর অনর্থযুক্ত সাধককে নিরন্তর হরিভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬১। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমিক-ভক্ত নিজদেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন ; সেই প্রেম-বলেই তিনি কৃষ্ণকে পা'ন, দেহত্যাগ করিতে পারেন না অর্থাৎ কৃষ্ণ তাঁহাকে মরিতে দেন না।

৬৩। হে অম্বুজাক্ষ, আত্মতমো বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করত শত-জন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

৬৪। হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোকন-দর্শন ও কলগীত-শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃতপূরদ্বারা সেচনপূর্ব্বক শীতল কর ; তাহা না করিলে হে সখে, আমরা তোমার বিরহজ-অগ্নিদগ্ধদেহ লইয়া ধ্যানের দ্বারা তোমার চরণপদবী লাভ করিব।

অনুভাষ্য

৫৯। আদি, ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬১-৬২। মধ্য ১২শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়। ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য়।।"

৬৩। লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সদ্গুণাবলী শ্রবণ করিয়া, ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করা সত্ত্বেও, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী চৈদ্য-শিশুপালকেই তাঁহার বররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছে শুনিয়া, নির্জ্জনে একখানা প্রেমপত্র লিখিয়া এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যথাবিধি সৎকার-লাভানন্তর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীর সেই প্রেমপত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,—

হে অম্বুজাক্ষ (কমলনয়ন), আত্মনঃ (স্বস্য) তমঃ (অজ্ঞানম্) অপহত্যৈ (বিনাশায়) উমাপতিঃ (শিবঃ) ইব মহান্তঃ (ব্রহ্মাদয়ঃ) যস্য (ভবতঃ) অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজরজঃস্নপনং (অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য পাদ-পদ্মস্য রজোভিঃ স্নপনং) বাঞ্ছন্তি, তদ্ভবৎপ্রসাদং (তস্য ভবতঃ অনুগ্রহং) যর্হি অহং ন লভেয় (ন প্রাপ্নুয়াং, তর্হি) ব্রতকৃশান্ (ব্রতৈঃ উপবাসাদিভিঃ কৃশান্) অসূন্ (প্রাণান্) জহ্যাং (ত্যজেয়ম্, —এবমেব) শতজন্মভিঃ [অপি তব প্রসাদঃ] স্যাৎ।

যোষিৎসঙ্গজ শৌক্র আভিজাত্যবাদ-নিরাস ; কৃষ্ণভজনে যোগ্যতা-নির্দ্দেশ ; শুদ্ধভক্তই গুরু বা মহত্তম ঃ—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য ।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন ছার
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃত জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী প্রভৃতি দুঃসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণে সর্ব্বস্ব-সমর্পণকারী একান্ত শরণাগতেরই ভগবৎকৃপালাভে যোগ্যতা ঃ—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥ ৬৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৬৯ ॥

অভিধেয় হইতেই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-লাভ ঃ—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥ ৭০ ॥

দশাপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥" ৭১ ॥

অনুভাষ্য

৬৪। জ্যোৎস্না-স্নাতা শারদীয়া রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে সমাকৃষ্টা গোপবধূগণ আত্মহারা হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদের অনুরাগ আরও বর্দ্ধন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে গৃহে গমন করিতে বলায় কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপীগণ দুঃখিত হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদবাক্যে কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

হে অঙ্গ (কৃষ্ণ,) ত্বদধরামৃতপূরকেণ (তব ওষ্ঠসম্বন্ধিনা সুধাপ্রবাহেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং (হাসসহিতেন অবলোকঃ চ কলগীতং মধুরবংশীধ্বনিঃ চ তাভ্যাং জাতঃ যঃ হৃদি শেতে বসতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ সঃ এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয়) ; নোচেৎ হে সখে, বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বিরহজেন বিরহাৎ জনিষ্যতে যঃ অগ্নিঃ তেন উপযুক্তদেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ যোগিনঃ ইব) ধ্যানেন তে (তব) পদয়োঃ পদবীম্ (অন্তিকং) যাম (প্রাপ্নুয়াম্)।

৬৫। কুবুদ্ধি—কৃষ্ণসেবা-পরা বুদ্ধি ব্যতীত নশ্বর জড়েন্দ্রিয়তর্পণপরা অসতী বুদ্ধি।

৬৬। (ভাঃ ৩।৩৩।৭)—"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।" ; (ভাঃ ১।৮।২৬)—"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান-মদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।"*

৬৯। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭০। নববিধা ভক্তি,—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।" নববিধা-ভক্তি (অভিধেয়)ই কৃষ্ণপ্রেম (প্রয়োজন) এবং কৃষ্ণ (সম্বন্ধ)কে প্রদান করিবার মহাশক্তি ধারণ করেন। সাধনভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

৭১। শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু (শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৭০ সংখ্যায়),—"ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতিপুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। ** অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষু আবির্ভূয় তানানায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।" (ঐ ২৭৩ সংখ্যায়)—"অতএব যদ্যন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈব।।"✤

** ভাঃ ৩।৩৩।৭—হে ভগবন্! যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলে অবতীর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা আর্য্য-মধ্যে পরিগণিত। ভাঃ ১।৮।২৬—হে কৃষ্ণ! সৎকুল, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও রূপাদিদ্বারা মদমত্ত ব্যক্তি অকিঞ্চন ভক্তগণের লভ্য তোমাকে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।*

✤ যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া-বিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য (ধন), জাতি, গুণ, ক্রিয়া নাই, তাঁহাদের একমাত্র বিষয়রূপেই অপার করুণাময়ী এই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি,—ইহা শ্রুতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতিদীন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি অনায়াসে তাহাদিগকে অন্যান্য যুগগত মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন—যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে। অতএব কলিযুগে যদিও অন্যান্য ভক্তির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, সেস্থলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই করিতে হইবে।

প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে সনাতনের ফল্গু দেহত্যাগেচ্ছা-পরিত্যাগ-রূপ লীলাভিনয়দ্বারা জীবশিক্ষা-দান ঃ—

এত শুনি' সনাতনের হৈল চমৎকার।
'প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥ ৭২ ॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে।'
প্রভুর চরণ ধরি' কহেন তাঁহারে ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবাচার্য্য সনাতনের দৈন্যোক্তি, প্রভুস্তুতি ও স্বীয় দৈহিক কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

"সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি,—যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥ ৭৪ ॥
নীচ, অধম, পামর মুঞি পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ??" ৭৫ ॥

প্রভুর উত্তর ; সনাতনের কায়মনোবাক্যাদি সর্ব্বস্বই গৌর-কৃষ্ণের স্বাঙ্গীকৃত, তদ্দ্বারাই গৌর-কৃষ্ণের স্বসেবা-কার্য্য-সাধন ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥ ৭৬ ॥

দীক্ষাসিদ্ধ ভক্তের কৃষ্ণেচ্ছাকেই আপনার পরিচালিকা জানিয়া তদানুগত্যে স্বকর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার-ত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কিবা না পার করিতে ?? ৭৭ ॥

সনাতন ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতনপ্রভু ঃ—

তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥ ৭৮ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতনদ্বারে প্রভুকর্ত্তৃক (১) ভক্ত ও ভগবত্তত্ত্ব বা অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রকাশ, (২) বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলন-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্ত্তন, (৩) মঠ-মন্দিরাদিতে কৃষ্ণবিগ্রহার্চ্চনরূপ বৈধীভক্তি, মানসে রাগ বা প্রেমসেবার আদর্শ-প্রদর্শন ও (৪) লুপ্ত-তীর্থোদ্ধার ও যুক্তবৈরাগ্যসহ শুদ্ধভক্তিময় জীবন দেখাইয়া শিক্ষা ঃ—

ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব-আচার ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥ ৮০ ॥
নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥ ৮১ ॥

মাতৃ-আজ্ঞায় স্বয়ং ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক নিজাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ চিদ্বিলাস শ্রীসনাতন-রূপে মাথুরমণ্ডলে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট কৃষ্ণসেবা-সম্পাদন ঃ—

মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥ ৮২ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীরূপপ্রভু (নামাষ্টকে—১ম শ্লোকে),—"নিখিলশ্রুতি-মৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈ-রুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"*

শ্রীসনাতনপ্রভু (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ১ম অঃ ৯ম শ্লোকে)—"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদি-যত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।"✚

(ভাঃ ২।১।১১)—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।।" (ভাঃ ৬।৩।২২)—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তি-যোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।"*

শ্রীগৌরহরির (স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকে ৩য় শ্লোকে)—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।"

নিরপরাধে অর্থাৎ দশনামাপরাধশূন্য নিরন্তর বা অবিশ্রান্ত নামসেবারত হইয়া। দশটী নামাপরাধ,—আদি ৮ম পঃ ২৪ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও অনুভাষ্যদ্বয় দ্রষ্টব্য।

৭২। না ভায়—যোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না।

৭৯-৮১। শ্রীসনাতন গোস্বামিদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু প্রথমতঃ, শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত রচনা করাইয়া ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীহরিভক্তিবিলাস সংগ্রহ করাইয়া বৈষ্ণবের কৃত্য ও বৈষ্ণবের আচার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, সনাতনগোস্বামীর অদ্ভুত অনুষ্ঠানদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে

** হে হরিনাম! নিখিলবেদের সারভাগরূপ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভাদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখাগ্র সদা নীরাজিত এবং মুক্তকুলদ্বারা তুমি নিরন্তর উপাস্যমান, অতএব আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।*

✚ যাঁহার অনুষ্ঠানে স্বীয় দেহ-মনোগত ধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, যাঁহা কোনরূপে গৃহীত হইলেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, আমার সেই পরম অমৃতস্বরূপ, জীবন এবং ভূষণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময় শ্রীনাম জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন।

** হে রাজন! সর্ব্বশাস্ত্রে ইহাই নির্ণীত যে, যাঁহারা নির্ব্বেদযুক্ত, যাঁহারা অকুতোভয়-অভিলাষী, যাঁহারা যোগী—সকলের পক্ষেই শ্রীহরিনাম অনুক্ষণ কীর্ত্তনীয়।—ভাঃ ২।১।১১। নামসঙ্কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীবগণের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত।—ভাঃ ৬।৩।২২।*

এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু ।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু ??" ৮৩ ॥

আপনাকে যন্ত্রি-প্রভুর যন্ত্র-জ্ঞানে সনাতনের প্রভুস্তুতি ঃ—

তবে সনাতন কহে,—"তোমাকে নমস্কারে ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ?? ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা নাচে গায় !! ৮৫ ॥
যারে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে ।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে ॥" ৮৬ ॥

হরিদাসকে সাক্ষ্য মানিয়া প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাকে স্বায়ত্তীকৃত সনাতন-দেহের রক্ষণাবেক্ষণ-ভারার্পণ ঃ—

হরিদাসে কহে প্রভু,—"শুন, হরিদাস ।
পরের দ্রব্য ইঁহো চাহেন করিতে বিনাশ ॥ ৮৭ ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায়, বিলায় ।
নিষেধিহ ইঁহারে,—যেন না করে অন্যায় ॥" ৮৮ ॥

হরিদাসের জীবশিক্ষা,—অধোক্ষজ প্রভুর অপ্রাকৃত হৃদয়গত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছার আনুগত্যেই বদ্ধজীবের ফল্গু-অহঙ্কারত্যাগ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

হরিদাস কহে,—"মিথ্যা অভিমান করি ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥ ৮৯ ॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে ।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥ ৯০ ॥

সনাতনের প্রভু-কৃপালাভ-সৌভাগ্য-বর্ণনপূর্ব্বক হরিদাসের প্রভুস্তুতি ঃ—

এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
এত সৌভাগ্য ইঁহা না হয় কাহার ॥" ৯১ ॥

উভয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রভুর প্রস্থান ঃ—

তবে মহাপ্রভু করি' দুঁহারে আলিঙ্গন ।
'মধ্যাহ্ন' করিতে উঠি' করিলা গমন ॥ ৯২ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক সনাতনের সৌভাগ্য বর্ণন ঃ—

সনাতনে কহে হরিদাস করি' আলিঙ্গন ।
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥ ৯৩ ॥

শ্রীসনাতনতনু প্রভুরই স্বায়ত্তীকৃত ধন ঃ—

তোমার দেহ কহেন প্রভু 'মোর নিজ-ধন' ।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥ ৯৪ ॥

মাথুরমণ্ডলে সনাতন-তনুদ্বারে প্রভুর চতুর্ব্বিধ মনোঽভীষ্ট সম্পাদন ঃ—

নিজ-দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ।
সে কার্য্য করাইবে তোমা, সেহ মথুরাতে ॥ ৯৫ ॥

সাফল্য বা সিদ্ধি—কৃষ্ণেচ্ছারই অনুগামী ভৃত্য ঃ—

যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয় ।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিলুঁ নিশ্চয় ॥ ৯৬ ॥

সনাতনদ্বারে প্রভুর মুখ্যতঃ শুদ্ধভক্তি ও বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলনদ্বারা বৈষ্ণবাচার-সংস্থাপন ঃ—

ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয় ।
তোমাদ্বারে করাইবেন, বুঝিলুঁ আশয় ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের স্বাভাবিক বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥" ৯৮ ॥

সনাতনকর্ত্তৃক হরিদাস-স্তুতি ঃ—

সনাতন কহে,—"তোমা-সম কেবা আছে আন ।
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্ !! ৯৯ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণনামকীর্ত্তন বা প্রচারই আচার্য্যরূপী ভগবদবতারের নিজ-কৃত্য ; কীর্ত্তনাচার্য্য-হরিদাসদ্বারে প্রভুর নাম-প্রচার ঃ—

অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে ।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে ॥ ১০০ ॥

ঠাকুর হরিদাসের আচার ও প্রচার ঃ—

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥ ১০১ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীবিগ্রহের সেবা এবং আদর্শ ভজনানন্দময় চরিত্রদ্বারা মানসে ব্রজ-ভজনা প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন ; চতুর্থতঃ, কুণ্ডাদি লুপ্ততীর্থ-সমূহের উদ্ধার এবং তাঁহার বৈরাগ্যযুক্ ভক্তিরসময় আদর্শ-ভক্তজীবনের দ্বারা শুদ্ধভক্তের অনুকরণীয় বিষয় হইতে সুদূরে অবস্থিত বিরক্ত জীবন-যাপন শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমথুরা ও বৃন্দাবন শ্রীগৌরসুন্দরের নিতান্ত প্রিয়ভূমি, শ্রীসনাতনকে সেই ভূমিতে অবস্থান করাইয়া প্রভু তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ প্রচার করিবার বাসনা করেন।

৮২। তাঁহা—মাথুরমণ্ডলে।

অনুভাষ্য

৮৮। স্থাপ্য—রক্ষণীয় ; খায়—নিজেই ভোগ করে ; বিলায়—বিতরণ করে ; অন্যায়—আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণে সমর্পিত ইঁহার দেহ-বিনাশ।

৯৫। পূর্ব্বোক্ত (অন্ত্য ৪র্থ পঃ) ৮২-৮৩ সংখ্যার উক্তির তাৎপর্য্য অর্থাৎ ৭৯-৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯৮। ভারতভূমিতে—আদি ৯ম পঃ ৪১ সংখ্যা এবং ভাঃ ৫।১৯।১৯-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১০০। নিজকার্য্য যে শুদ্ধকৃষ্ণনাম-প্রচার, তাহা প্রভু হরিদাস-দ্বারা সম্পাদিত করেন।

অসুষ্ঠু বা অসম্পূর্ণ আচার ও প্রচার ঃ—

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীণনচেষ্টাময় যথার্থ আচার্য্যেরই শুদ্ধনামভক্তি-প্রচারে অধিকার ; চারি বর্ণাশ্রমী ও জগতের গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস হরিদাস ঠাকুরের আদর্শ জীবন ঃ—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য ।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥" ১০৩ ॥

হরিদাস ও সনাতনের পরস্পর কৃষ্ণকথা-সংলাপে কালযাপন ঃ—

এইমত দুইজন নাম-কথা-রঙ্গে ।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি' একসঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

রথযাত্রাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ও দর্শন ঃ—

যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা সবে রথযাত্রা দরশন ॥ ১০৫ ॥

রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য-দর্শনে সনাতনের বিস্ময় ঃ—

রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিলা নর্ত্তন ।
দেখি' চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥ ১০৬ ॥

চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়ীয় ও উড়িয়া ভক্তগণসহ সনাতনের মিলন ঃ—

বর্ষার চারিমাস রহিলা সব নিজ-ভক্তগণে ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥ ১০৭ ॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥ ১০৮ ॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর ।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥ ১০৯ ॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥ ১১০ ॥

সকলেরই প্রীতিভাজন শ্রীসনাতন ঃ—

যথাযোগ্য সবার কৈলা চরণ বন্দন ।
তাঁ'রে করাইলা সবার কৃপার ভাজন ॥ ১১১ ॥

নিজগুণে বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্নেহ-প্রীতিভাজন ঃ—

সদ্‌গুণে, পাণ্ডিত্যে, সবার প্রিয়—সনাতন ।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥ ১১২ ॥

গৌড়ীয়গণের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ও সনাতনের পুরীতে অবস্থান ঃ—

সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা ।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসঙ্গে সনাতনের দোলযাত্রা-দর্শন ঃ—

দোলযাত্রা-আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল ।
দিনে-দিনে প্রভুসঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৪ ॥

জ্যৈষ্ঠমাসে সনাতনপরীক্ষা-বিষয়ক বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

পূর্ব্ব বৈশাখমাসে সনাতন যবে আইলা ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁ'রে পরীক্ষা করিলা ॥ ১১৫ ॥

যমেশ্বর টোটায় প্রভুর মধ্যাহ্ন-ভিক্ষা ঃ—

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা ।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥ ১১৬ ॥

সনাতনকে প্রভুর আহ্বান, সনাতনের আনন্দ ঃ—

মধ্যাহ্ন-ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ।
প্রভু বোলাইলা, তাঁ'র আনন্দ বাড়িল ॥ ১১৭ ॥

প্রভু-প্রীতিবশে আত্মহারা সনাতনের দেহস্মৃতি-লুপ্তাবস্থায় খরতর তপ্ত তীক্ষ্ণবালুপথে ক্ষতপদে প্রভুর সমীপে গমন ঃ—

মধ্যাহ্নে সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নি-সম ।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু বোলাঞাছে'—এই আনন্দিত মনে ।
তপ্ত-বালুকাতে পা পোড়ে, তাহা নাহি জানে ॥ ১১৯ ॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভুস্থানে ।
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিয়াছেন বিশ্রামে ॥ ১২০ ॥

প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা ।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥ ১২১ ॥

সস্নেহে প্রভুর তাঁহার আগমনোপায়-জিজ্ঞাসা, সনাতনের সদৈন্য উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ পথে আইলা সনাতন?"
তেঁহ কহে,—"সমুদ্র-পথে, করিলুঁ আগমন ॥" ১২২ ॥
প্রভু কহে,—"তপ্ত-বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ—শীতল, কেনে না আইলা?? ১২৩ ॥

অনুভাষ্য

১০৩। হরিদাস ঠাকুর—সর্ব্বমান্য জগদ্‌গুরু, যেহেতু তিনি একাধারে স্বয়ং দৈক্ষ-ব্রাহ্মণরূপে শুদ্ধনাম গ্রহণ করিয়া 'আচার্য্য' এবং উচ্চকীর্ত্তন করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে নাম-যজ্ঞে দীক্ষিত করাইয়া 'প্রচারক'—ইহাই তাঁহার 'আচার ও প্রচার'।

১১৬। যমেশ্বর-টোটা—যমেশ্বর-শিবের বাগান পাড়ায় ; টোটা-শব্দে উৎকল-ভাষায় 'বাগান' বুঝায়।

১২৩। সিংহদ্বার—জগন্নাথমন্দিরের মূল পূর্ব্বদিকের দ্বারকে সিংহদ্বার কহে।

তপ্ত-বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলা সহন??" ১২৪ ॥
সনাতন কহে,—"দুঃখ বহুত না পাইলুঁ।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিলুঁ ॥ ১২৫ ॥

স্বয়ং রাগমার্গীয় পরমহংস হইয়াও আদর্শ মানদ বৈষ্ণবাচার্য্য-রূপে সনাতনপ্রভুকর্ত্তৃক সাধকের শিক্ষার্থ বৈধ অর্চ্চন-মার্গের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষে—ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার ॥ ১২৬ ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর ॥" ১২৭ ॥

সনাতনের উক্তি ও মানদ ব্যবহার-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ ১২৮ ॥

ভগবৎকর্ত্তৃক ভক্তস্তুতি ঃ—

"যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥ ১২৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক ভক্ত বা সাধুর রীতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ ১৩০ ॥

সাধকের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ফল ঃ—

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ ॥ ১৩১ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বৈধ-মর্য্যাদা-পালনে আদর-প্রদর্শন ও সনাতনের আচরণ-দর্শনে আচার্য্যরূপে অঙ্গীকার ঃ—

মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন??" ১৩২ ॥

অপ্রাকৃততনু নিজপ্রেষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥ ১৩৩ ॥

আলিঙ্গনফলে প্রভুগাত্রে স্বীয় কণ্ডুরসস্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের বেদনানুভব ঃ—

বার বার নিষেধেন, তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥ ১৩৪ ॥

সনাতন-জগদানন্দ-সংবাদ ঃ—

এইমতে সেবক-প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥ ১৩৫ ॥

পণ্ডিতসহ কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও প্রসঙ্গতঃ সনাতনের স্বীয় দুঃখ-জ্ঞাপন ঃ—

দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥ ১৩৬ ॥
"ইঁহা আইলাঙ প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুদেহে স্বীয় কণ্ডুরস স্পর্শহেতু দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের লজ্জা, বেদনা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥ ১৩৮ ॥
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥ ১৩৯ ॥
হিত-নিমিত্ত আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥" ১৪০ ॥

অমঙ্গলাশঙ্কায় পণ্ডিতের সনাতনকে বৃন্দাবন-গমন-পরামর্শদান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"তোমার বাসযোগ্য 'বৃন্দাবন'।
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা করহ গমন ॥ ১৪১ ॥
প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমা' দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে ॥ ১৪২ ॥
যে-কার্য্যে আইলা, প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি' করহ গমন ॥" ১৪৩ ॥

সনাতনের সম্মতি, শ্রীবৃন্দাবন-ধামকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণধাম জানিয়াও প্রভুর নির্ব্বাচিত দেশ-জ্ঞানে সনাতনের অতুল গৌরপ্রেম ঃ—

সনাতন কহে,—"ভাল কৈলা উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই মোর 'প্রভুদত্ত দেশ' ॥" ১৪৪ ॥

একদিন প্রভুর আগমন ঃ—

এত বলি' দুঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি' গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥ ১৪৫ ॥

হরিদাসের প্রণাম, হরিদাসকে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১৪৬ ॥

অনুভাষ্য

১৩৫। সেবক-প্রভু—শ্রীসনাতন ও শ্রীমন্মহাপ্রভু।

১৩৭। দুঃখ—সর্ব্বদা প্রভু ও জগন্নাথদেবের দর্শন-'সেবাভাব'-জনিত কষ্ট ; যেবা মনে—জগন্নাথ-রথাগ্রে প্রভুর নৃত্যকালে স্বীয় দেহত্যাগ।

১৪৪। 'প্রভুদত্ত দেশ'—তাৎপর্য্য এই যে, জীবের নিত্য-আরাধ্য শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও নির্দ্ধারিত স্থানই তাঁহার নিত্য-বাঞ্ছনীয় কৃষ্ণসেবাধার শ্রীবৃন্দাবন ; তাহাতে বাস করিয়া তাঁহাদের সুখবিধান করিলেই জীবের নিত্যমঙ্গল লাভ হয়।

আলিঙ্গনার্থ সনাতনকে প্রভুর স্ব-নিকটে আহ্বান ঃ—

দূর হৈতে দণ্ড-পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥ ১৪৭ ॥

সনাতনের অপরাধাশঙ্কা ; দ্রুতবেগে তৎসমীপে প্রভুর আগমন ঃ—

অপরাধ-ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥ ১৪৮ ॥

সনাতনের পলায়ন, প্রভুর বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন ঃ—

সনাতন ভাগি' পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি' প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৪৯ ॥

প্রভুর ও ভক্তদ্বয়ের উপবেশন ; দৈন্যবিগ্রহ সনাতনের আপনাকে অশুচি বদ্ধজীবাভিমানে প্রভুসমীপে গভীর দৈন্যোক্তি ও প্রভুস্পর্শহেতু স্বীয় অপরাধাশঙ্কা ঃ—

দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥ ১৫০ ॥
"হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিত ॥ ১৫১ ॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, 'পাপাশয়'।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥ ১৫২ ॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে ॥ ১৫৩ ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥ ১৫৪ ॥

অপরাধাশঙ্কা-হেতু তন্মোচনার্থ বৃন্দাবন-গমনে অনুমতি-প্রার্থনা ঃ—

তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় 'কল্যাণ'।
আজ্ঞা দেহ'—রথ দেখি' যাঙ বৃন্দাবন ॥ ১৫৫ ॥

জগদানন্দপণ্ডিত হইতে বৃন্দাবন-গমনে পরামর্শ-প্রাপ্তি-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল ॥" ১৫৬ ॥

ক্রোধভরে প্রভুর পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা ঃ—

এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥ ১৫৭ ॥
"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল ?? ১৫৮ ॥

সনাতনপ্রতি প্রভুর প্রচুর কৃপা-গৌরবোক্তি ঃ—

ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরুতুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য ??১৫৯॥
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে, বালকা করে ঐছে কার্য্য ॥"১৬০॥

সনাতনকর্ত্তৃক জগদানন্দের সৌভাগ্য ও নিজ-দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল।
"জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥ ১৬১ ॥
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬২ ॥

নিজের ও পণ্ডিতের প্রতি প্রভুস্নেহ-তুলনা ঃ—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥ ১৬৩ ॥

সেবককে সেব্যের নিজজন-জ্ঞানই প্রেমের কারণরূপ সম্বন্ধানুভূতি ; সনাতনের গভীর হৃদয়ব্যথা-সূচক বাক্য ঃ—

আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্!!" ১৬৪ ॥

প্রভুর লজ্জা ও সনাতনপ্রতি সান্ত্বনা-বাক্য ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥ ১৬৫ ॥

জগদানন্দ ও সনাতনের প্রতি প্রভুর স্নেহ-প্রীতি-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ; জগদানন্দের প্রতি তিরস্কারের কারণ ঃ—

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥ ১৬৬ ॥

উভয়ের গুণ-বৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

কাঁহা তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রে প্রবীণ!
কাঁহা জগা—কালিকার বটু নবীন!! ১৬৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের গুণ-গৌরব-স্তুতি ঃ—

আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥ ১৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। নির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিরাগযুক্ত।

অনুভাষ্য

১৫৩। বলে—বলপূর্ব্বক।

১৬২। আপনার অসৌভাগ্য—অর্থাৎ নিজ দুর্ভাগ্য।

১৬৩। নিম্ব এবং নিশিন্দা-রস তিক্ত বলিয়া, আস্বাদনকালে উহারা প্রীতিপ্রদ নহে ; স্নেহভাজন ও কৃপাপাত্র লাল্য ব্যক্তির তৎসেব্য ও পূজ্য লালক-ব্যক্তির নিকট হইতে গৌরব ও বন্দনাদি সম্মান-লাভও তাদৃশ অপ্রীতিপ্রদ।

১৬৬। যাহার যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদা অতিক্রমপূর্ব্বক নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সম্মানের পাত্রকে পরামর্শ প্রদান-কার্য্যে মহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই, অধিকন্তু জগদানন্দ-সদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠের তাদৃশ ব্যবহারের অনুমোদন করিলেন না।

তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন ।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥ ১৬৯ ॥

ভক্তগুণাকৃষ্ট-ভগবানের ভক্তগুণবর্ণন ঃ—

বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন ।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥১৭০॥

মমতাস্পদ বহু 'আশ্রয়' থাকিলেও পাত্রবিশেষে 'বিষয়ে'র প্রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

যদ্যপি কাহার 'মমতা' বহুজনে হয় ।
প্রীতি-স্বভাবে কাঁহা কোন ভাবোদয় ॥ ১৭১ ॥

অমানিভক্ত দৈন্যক্রমে আপনাকে প্রাকৃতজীবাভিমানে সুনীচ জ্ঞান করিলেও বস্তুতঃ তিনি—চিদ্দর্শনে ভগবদাশ্লিষ্ট অপ্রাকৃত ব্রহ্মবস্তু ঃ—

তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান ।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥ ১৭২ ॥

অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয় ।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥ ১৭৩ ॥

নির্গুণ অপ্রাকৃত-রাজ্যে গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ মনোধর্ম্মসুলভ জড়ীয় বিধিনিষেধ-বিচারাভাব ঃ—

'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে ।
ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি 'অপ্রাকৃতে' ॥ ১৭৪ ॥

গৌণ অচিদ্দর্শনোত্থ জড়ীয় ভেদ-জ্ঞানমূলক মনোধর্ম্মে শুচি-অশুচি বা বিধিনিষেধ সমস্তই তুল্যমূল্য ও অবাস্তব ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ১৭৫ ॥

শ্লোকের সরল নিগলিতার্থ ঃ—

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৪। প্রভু সনাতনকে কহিলেন,—তুমি বৈষ্ণব, তোমার দেহ—অপ্রাকৃত, তাহাতে 'ভদ্রাভদ্র' বুদ্ধি করা উচিত নয় ; তাহাতে আবার আমি—সন্ন্যাসী, তোমার দেহ যদি প্রাকৃতও হইত, তথাপি আমি তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতাম না ; কেননা, অপ্রাকৃতস্বরূপ সন্ন্যাসীর পক্ষে ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান থাকা কখনও উচিত নয়।

১৭৫। (অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্ভিন্ন মায়িক-প্রতীতি-বিশিষ্ট) দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত (কথিত) এবং মনঃকর্ত্তৃক ধ্যাত (যাহা কিছু, তাহা) সমস্তই 'অনৃত' ; অতএব তাহাতেই ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি? (অর্থাৎ তাহাতে 'ভদ্র' বা 'অভদ্র' এরূপ জড়ীয়) ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুর প্রতীতিতে সেরকম কিছুই নাই।

অনুভাষ্য

১৬৮। কত ঠাঞি—মধ্য, ১ম পঃ ২২২-২২৪ সংখ্যা অথবা মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; ব্যবহার-ভক্তি—মর্য্যাদা বা শিষ্টাচার-প্রদর্শন।

১৭৩। কৃষ্ণোন্মুখ ভক্ত নিজসুখপ্রাপ্তিরূপ ভোগবাসনা-তৃপ্তির জন্য কোন দৈহিক কামাচারই স্বীকার করেন না ; কৃষ্ণসুখাভিলাষী হইয়া একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম-সেবার উদ্দেশেই যাবতীয় অপ্রাকৃত ভজন অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মিগণ কর্ম্মফল-ভোগাধার প্রাকৃত-দেহকে নশ্বর-ফলভোগোদ্দেশে নিযুক্ত করেন। ভক্তগণের তাদৃশ চেষ্টা নাই,—তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বদা হরি-সেবার উদ্দেশেই নিজদেহের অস্তিত্ব স্বীকার ও সকলপ্রকার দৈহিক-কার্য্যদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রকৃতির প্রতি অভিনিবেশ-ক্রমে প্রাকৃত-ফলভোগ-কামনার নিমিত্তই কর্ম্মীর দেহ—প্রাকৃত, আবার কৃষ্ণসেবৈকনিষ্ঠা-ক্রমে দেহাস্তিত্ব বা দৈহিক-ক্রিয়াদি সমস্তই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-সেবাপর হওয়ায় ভক্তের চিন্ময় দেহ অবশ্যই অপ্রাকৃত। কৃষ্ণ-বিমুখ কর্ম্মিগণ যেরূপ নিজ-ভোগতাৎপর্য্যপর স্বীয় প্রাকৃতদেহের ন্যায় শুদ্ধভক্তের দেহকেও 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করেন, শুদ্ধভক্ত ও তদ্দাসগণ তদ্রূপ শুদ্ধভক্তের দেহকে কখনও 'প্রাকৃত' বলিয়া জ্ঞান করেন না অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, বিধির অতীত ও বিধির অধীন বস্তুকে অথবা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণেতর মায়াকে 'সম' বা 'এক' জ্ঞান করিয়া কৃত্রিম উদারতা বা নিরপেক্ষতার ছলনায় চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের আবাহন করিয়া কখনই নামাপরাধী হন না ; পরন্তু শুদ্ধভক্তের চিদানন্দময় দেহকে অপ্রাকৃতস্বরূপ জানিয়া কৃষ্ণসেবার উপযোগী বলিয়া জ্ঞান করেন।

উত্তমাধিকারী ভক্ত নিজানুভূতিকে কৃষ্ণপ্রেমহীন জানিয়া আপনাকে দরিদ্র ও প্রাকৃত জীব বলিয়া মনে করেন। প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ মূর্খতা-বশতঃ আপনাদের প্রাকৃত-দেহকেই 'অপ্রাকৃত বৈষ্ণবদেহ' বলিয়া মনে করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অপ্রাকৃত আচার বা ভক্তি হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়াই লোক-শিক্ষার্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ তৎকৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে, অভিমান হবে ভার। তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা, না লইব পূজা কার।।" কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, (অন্ত্য

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৫।১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৭৭ ॥

যুক্তবৈরাগী শুদ্ধভক্ত গোস্বামীরই সর্ব্বত্র কৃষ্ণসম্বন্ধ-হেতু সমদর্শন ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (৬।৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ১৭৮ ॥

জড়বিধিনিষেধাতীত নৈষ্কর্ম্মলব্ধ সন্ন্যাসী বা মহাভাগবতেরই সর্ব্বত্র বিষ্ণুপ্রতীতিহেতু জড়ভেদজ্ঞানজ বৈষম্যহীন সুদর্শন ঃ—

আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম্ম ।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম' ॥ ১৭৯ ॥

স্বধর্ম্মচ্যুতির আশঙ্কাহেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায় ।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥" ১৮০ ॥

অমানী ভক্তদ্বয়ের প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় প্রশংসা-অস্বীকার ঃ—

হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে কহিলা তুমি ।
এই 'বাহ্য প্রতারণা', নাহি মানি আমি ॥ ১৮১ ॥

আপনাদিগকে দীন-জ্ঞানে উভয়ের প্রভুস্তুতি ঃ—

আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার ।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥" ১৮২ ॥

উভয়ের প্রতি প্রভুর যথার্থ হৃদয়ভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"শুন, হরিদাস, সনাতন ।
তত্ত্ব কহি তোমা-বিষয়ে আমার যৈছে মন ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৭। যাঁহারা বিদ্যাবিনয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে এবং হস্তীতে ও কুকুরে সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত।

১৭৮। যিনি—জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত, কূটস্থ অর্থাৎ চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই 'যোগী' অর্থাৎ 'যোগারূঢ়' বলা যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০শ পঃ ২৮ সংখ্যায়)—"প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।।"

১৭৫। ভগবান্ উদ্ধবকে পূর্ব্বে সবিস্তার-বর্ণিত শুদ্ধভগবজ্-জ্ঞান-বর্ণন-প্রসঙ্গে অক্ষজ-দর্শনের নিন্দা করিতেছেন,—

[যতঃ] বাচা [যৎ] উদিতং (কথিতং, চক্ষুরাদিভিশ্চ যৎ দৃশ্যং, যচ্চ) মনসা ধ্যাতঃ, তৎ [সর্ব্বম্] এব চ অনৃতং (নশ্বরং ন সর্ব্ব-কালসত্যম্ ; অতঃ) অবস্তুনঃ (অদ্বয়জ্ঞানেতরবস্তুনঃ পৃথক্‌সত্ত্বা-ভাবেন বস্তুত্বেন স্বীকর্ত্তুমশক্যস্য) দ্বৈতস্য (প্রপঞ্চস্য মধ্যে) কিং (কিয়ৎ কিং পরিমাণং) ভদ্রং, কিং (কিয়ৎ) বা অভদ্রম্ ?

১৭৬। অদ্বয়জ্ঞান-ব্রজেন্দ্রনন্দনে অবিনশ্বর-সত্য নিত্যই বিরাজমান। দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে কৃষ্ণেতর মায়ার হস্তে পতিত জীবের নিজ-মঙ্গল বা অমঙ্গল-নির্ণয় প্রভৃতি সকলই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ধর্ম্ম। স্ব-স্বরূপ ও কৃষ্ণকে বিস্মৃত হইয়া জীবের ভোক্তৃ-অভিমানে অক্ষজ-জ্ঞানে ভাল-মন্দের বিচার-চেষ্টা নানা-প্রকার ভ্রম উৎপাদন করে।

১৭৭। বিদ্যা-বিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নে সংযুক্তে সর্ব্বব্রহ্মণ্যবিরাজিতে, ন তু মূর্খে দুর্ব্বিনীতে) ব্রাহ্মণে শ্বপাকে (চণ্ডালে সর্ব্বাধমে) গবি (পবিত্রায়াং ধেনৌ) শুনি (অপবিত্রে কুক্কুরে) হস্তিনি (শুদ্ধাশুদ্ধবিচার-রহিতে গজে) পণ্ডিতাঃ (বন্ধমোক্ষবিদঃ) সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে, তুল্যবুদ্ধয়ঃ ইত্যর্থঃ)।

১৭৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানম্ ঔপদেশিকং, 'বিজ্ঞানম্' অপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ, অতঃ) কূটস্থঃ (একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ নির্ব্বিকারঃ বা, অতএব) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ, অতএব) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণ-খণ্ড-সুবর্ণানি যস্য সঃ লোষ্ট্রাদিষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ ইত্যর্থঃ) যোগী যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) উচ্যতে।

১৭৯। সর্ব্ববস্তুতে তুল্যদৃষ্টিবিশিষ্ট হওয়াই সন্ন্যাসী, পণ্ডিত বা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ; যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত অভিনিবেশ নাই। ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহার চন্দনের সৌগন্ধ গ্রহণ করিবার আসক্তি বা ইন্দ্রিয়াপ্রীতির জন্য পঙ্কের দুর্গন্ধ-ত্যজনেচ্ছা নাই। প্রাকৃতবস্তু-গ্রহণ ও ত্যাগ,—এই উভয় প্রবৃত্তির দাস্য করিতে অর্থাৎ বশীভূত হইবার জন্য অগ্রসর না হইয়া, যুক্তবৈরাগ্যশীল 'বৈষ্ণব'—প্রাকৃত ভোগ-ত্যাগে উদাসীন হইয়া, সুদর্শন বা চিদ্বিলাস-দর্শনবিশিষ্ট।

১৮০। শ্রীরূপপ্রভুকৃত উপদেশামৃতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ। গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈর্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ।।"

১৮১। বাহ্য প্রতারণা—বৈষ্ণব-জ্ঞানে গৌরবস্তুতি।

ভক্ত ও ভগবান্‌, পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

তোমারে 'লাল্য', আপনাকে 'লালক'-অভিমান ।
লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥ ১৮৪ ॥

শুদ্ধভক্তবাৎসল্যহেতু সুদর্শনধারী ভগবানের ভক্তদোষ-দর্শনাভাব ঃ—

আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান ।
তোমা সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥ ১৮৫ ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায় ।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥ ১৮৬ ॥

স্বাঙ্গীকৃত নিজ-প্রেষ্ঠ সনাতনকে প্রভুর আত্মসম-জ্ঞান ঃ—

'লাল্যামেধ্য' লালকের চন্দন-সম ভায় ।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥" ১৮৭ ॥

বিবিধ ঘটনাদ্বারা হরিদাসের প্রভুর অতুল কৃপা ও ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

হরিদাস কহে,—"তুমি ঈশ্বর দয়াময় ।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥ ১৮৮ ॥

কুষ্ঠগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্রের ঘটনা ঃ—

বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময় ।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয় ॥ ১৮৯ ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্বরূপ বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয় ।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়' ॥ ১৯১ ॥

বৈষ্ণব বিষ্ণুর স্বাঙ্গীকৃত 'আশ্রয়' বলিয়া তদভিন্ন চিদ্বিলাস ; গুরুকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণজ্ঞানে দীক্ষিতের অচ্যুতাত্মতা ঃ—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥ ১৯২ ॥

দীক্ষিত বা লব্ধ-ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান ব্রাহ্মণেরই অভিধেয় বিষ্ণুভক্তি-যোগে বৈষ্ণবাখ্যা, সুতরাং বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণতা অনুস্যূত ঃ—

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥ ১৯৪ ॥

প্রাকৃত অক্ষজদর্শন ও সম্পূর্ণ কৃষ্ণেচ্ছা-পরিচালিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার ঃ—

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা ।
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিলা পাঠাঞা ॥ ১৯৫ ॥

অনুভাষ্য

১৮৪। যিনি—লালক, তিনি লাল্যবাৎসল্য-প্রযুক্ত নিজ-লাল্যের কোন দোষ থাকিলেও বুঝিতে পারেন না।

১৮৫। আমি—তোমাদের গৌরবের বা সম্মানের অর্থাৎ পূজার পাত্র,—একথা ভক্তপ্রেমবৎসল আমার মনে থাকে না।

১৮৭। লাল্যামেধ্য—লাল্যের অমেধ্য অপবিত্র বস্তু।

১৮৯। বাসুদেবের গলৎকুষ্ঠ—মধ্য, ৭ম পঃ ১৩৬-১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; কীড়াময়—কীটপূর্ণ।

১৯১। শ্রীগৌরসুন্দর পদাশ্রিতজনকে ইহাই বুঝাইলেন যে, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের ভোগময় জড়ানন্দবিশিষ্ট প্রাকৃত-দেহের ন্যায় বৈষ্ণবের দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্ত-দেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত্যতীত-ভাবময়, তাহাতে সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজিত।

১৯৩। দীক্ষাকালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত-সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃতস্বরূপে কৃষ্ণসেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড়-ভোগরাজ্যের 'ভোক্তা' বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্যস্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্য-সেবকবিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎ-কালোচিত অপ্রাকৃত-দেহদ্বারা অপ্রাকৃত-ভাবসেবাকেও প্রাকৃত-বুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃতকর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে ; সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত-গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয় ; এ সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃতে ১।৩।৪৫ ও ২।৩।১৩৯ সংখ্যায় শ্রীসনাতনপ্রভুর বিচার দ্রষ্টব্য। *

১৯৪। মধ্য, ২২শ পঃ ১০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

* *শ্রীনারদ-প্রতি শ্রীশিব-বাক্য—"তত্র যে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্‌। সংপ্রাপ্তং সচ্চিদানন্দং হরের্সাষ্টিঞ্চ নাভজন্‌।।" (বৃঃ ভাঃ ১।৩।৪৫)—'ঐ বৈকুণ্ঠলোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ এবং তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় পরমবৈভবস্বরূপ শ্রীহরির সম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও তৎপ্রতি আদরশূন্য।' শ্রীগোপকুমার-প্রতি ভগবৎপার্ষদগণের বাক্য—"ভক্তানাং সচ্চিদানন্দ-রূপেষ্বঙ্গেন্দ্রিয়াত্মসু। ঘটতে স্বানুরূপেষু বৈকুণ্ঠেঽন্যত্র চ স্বতঃ।।' (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৩৯)—ভক্তগণের বৈকুণ্ঠে অথবা অন্যত্র যে-স্থানেই বাস হউক্‌, তাঁহাদের সচ্চিদানন্দঘনরূপা ভক্তির অনুরূপ সচ্চিদানন্দরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে।*

মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুণাতীত গুরুবৈষ্ণবের কোনপ্রকার দোষদর্শনে অপরাধহেতু নিরয়-লাভ ঃ—

ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥ ১৯৬ ॥

ভগবৎপার্ষদ গুরুবৈষ্ণব—গৌণ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মাতীত বৈকুণ্ঠবস্তু ঃ—

পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥" ১৯৭ ॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শে সনাতনের অঙ্গ-সৌরভ ঃ—

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈলা আলিঙ্গন ।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥ ১৯৮ ॥

প্রভুর সনাতনকে সান্ত্বনা দান, সনাতনস্পর্শে প্রভুর সুখ ঃ—

প্রভু কহে,—"সনাতন, না মানিহ দুঃখ ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥ ১৯৯ ॥

সেই বৎসর স্ব-সমীপে অবস্থানান্তর পরবৎসর বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞাপ্রদান ঃ—

এই-বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা-সনে ।
বৎসর রহি' তোমারে আমি পাঠাইমু বৃন্দাবনে ॥"২০০॥

প্রভুর আলিঙ্গনস্পর্শফলে সনাতনদেহের স্বর্ণকান্তি ঃ—

এত বলি' পুনঃ তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥ ২০১ ॥

তদ্দর্শনে হরিদাসের বিস্ময় ও সম্পূর্ণ প্রভুর ইচ্ছা-পরিচালিত সনাতনের দেহে অক্ষজদর্শনে দৃষ্ট কণ্ডুরস-ক্লেশ-প্রদর্শন-লীলার প্রকৃত-মর্ম্মার্থ-বর্ণন ঃ—

দেখি' হরিদাস মনে হৈল চমৎকার ।
প্রভুরে কহেন,—"এই ভঙ্গী যে তোমার ॥ ২০২ ॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা ।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা ॥ ২০৩ ॥
কণ্ডু করি' পরীক্ষা করাইলে সনাতনে ।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥" ২০৪ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও ভক্তদ্বয়ের ভগবৎকৃপালোচনা ঃ—

দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয় ।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥ ২০৫ ॥

প্রত্যহ সনাতনের হরিদাসসহ প্রভুর কথালাপ ঃ—

এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে ॥ ২০৬ ॥

দোলযাত্রান্তে সনাতনকে বৃন্দাবনে প্রেরণ ঃ—

দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা ।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥ ২০৭ ॥

বিদায়কালে ভক্ত ও ভগবানের তীব্রবিরহ-দুঃখ ঃ—

যে-কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে ।
দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥ ২০৮ ॥

প্রভুর পথানুগমনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

যেই বন-পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন ।
সেইপথে যাইতে মন কৈলা সনাতন ॥ ২০৯ ॥

বলভদ্রস্থানে গন্তব্যস্থান-সঙ্কলন ঃ—

যে-পথে, যে-গ্রাম-নদী-শৈল, যাঁহা যেই লীলা ।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি' নিলা ॥ ২১০ ॥

পথিমধ্যে ভক্তগণসহ মিলনান্তে যাত্রা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া ।
সেইপথে চলি' যায় সে-স্থান দেখিয়া ॥ ২১১ ॥

প্রভুর লীলাস্থান-দর্শনে সনাতনের প্রেমাবেশ ঃ—

যে-যে-লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে-স্থানে ।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বে সনাতনের, পরে রূপের বৃন্দাবনাগমন ঃ—

এইমতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ।
পাছে আসি' রূপ-গোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥ ২১৩ ॥

শ্রীরূপের বৃন্দাবনাগমন-বিলম্বের হেতু ঃ—

একবৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল ।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল ॥ ২১৪ ॥

অনুভাষ্য

১৯৭। পারিষদ-দেহই কৃষ্ণসেবাময় দেহ ; প্রাকৃতভোগপর মনশ্চালিত-ঘ্রাণে মহাভাগবত পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর দেহ দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলেও স্বয়ং প্রভু বলিতেছেন যে,—'কৃষ্ণসেবাপরতাক্রমে সনাতনের এই অপ্রাকৃত পারিষদ-দেহে আমি প্রথমদিনেই চতুঃসম অর্থাৎ চন্দন, কর্পূর অথবা অগুরু, কস্তূরী এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইলাম। চতুঃসম,—(গরুড়পুরাণে)—"কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্যাৎ চতুঃসমম্।।" দুইভাগ কস্তূরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম বা জাফ্রাণ এবং একভাগ শশী অর্থাৎ কর্পূর একত্রিত করিয়া 'চতুঃসম'-নামক সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়, হরিভক্তিবিলাসে ৬ষ্ঠ বিঃ ১১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২০৩। পানী-লক্ষ্যে—ঝারিখণ্ডের পানীয় জল উপলক্ষ্য করিয়া।

২১৪। স্থিতি-অর্থ—ভূসম্পত্তি ও অর্থ বা সঞ্চিত ধন। কুটুম্বগণের মধ্যে অস্থাবর গচ্ছিত দ্রব্য ও স্থাবর-সম্পত্তি যথাযোগ্য-পাত্রে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা ।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ ২১৫ ॥

নিত্যসিদ্ধকুলশিরোমণি শ্রীরূপের বিষয়-বিভাগানন্তর নিশ্চিন্ত-মনে ব্রজবাস ও অনর্থযুক্ত সাধকের গৃহব্রত-বুদ্ধিজাত জনশৈথিল্য 'এক' নহে ঃ—

সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২১৬ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্রজবাস ও প্রভুর চতুর্ব্বিধ আজ্ঞা-সেবা-পালন ঃ—

দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা ।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা ॥ ২১৭ ॥
নানা শাস্ত্র আনি' লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা ।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥ ২১৮ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে' ।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥ ২১৯ ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা 'দশম-টিপ্পনী' ।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥ ২২০ ॥
'হরিভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার ।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২১ ॥
আর যত গ্রন্থ কৈলা, তাহা কে করে গণন ।
'মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা'-প্রকাশন ॥ ২২২ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থরচনাদি-কার্য্য ঃ—

রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার ।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥ ২২৩ ॥
'উজ্জ্বলনীলমণি'-নাম গ্রন্থ আর ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৪ ॥
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব',—নাটকযুগল ।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥ ২২৫ ॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈল ।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥ ২২৬ ॥

শ্রীজীবের পরিচয় ও গ্রন্থরচনাদি কার্য্য ঃ—

তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম ।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—শ্রীজীব-নাম ॥ ২২৭ ॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন ।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥ ২২৮ ॥
'ভাগবত-সন্দর্ভ'-নাম কৈলা গ্রন্থ-সার ।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার ॥ ২২৯ ॥

অনুভাষ্য

২১৬। মনঃকথা—যাহা যাহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

২১৭-২৩১। মধ্য, ১ম পঃ ৩১-৪৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২১৮। নানা শাস্ত্র—ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে এইসকল শাস্ত্রের প্রমাণাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমদনমোহনের সেবা প্রকাশ করেন।

২১৯-২২২। "সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থচতুষ্টয়" (ভক্তিরত্নাকর —১ম তরঙ্গ)—(১) বৃহদ্ভাগবতামৃত, (২) হরিভক্তিবিলাস ও তাঁহার 'দিগ্‌দর্শিনী'-নাম্নী টীকা এবং, (৩) লীলাস্তব, (৪) (ভাঃ ১০ম স্কন্ধের) টিপ্পনী ('বৈষ্ণবতোষণী') ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যায় কবিরাজ গোস্বামীর মত দ্রষ্টব্য।

২১৯। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২২০। দশম-টিপ্পনী—বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টীকা।

২২১। হরিভক্তিবিলাস—এই গ্রন্থ পরে শ্রীমদ্‌গোপাল-ভট্ট-গোস্বামিপ্রভু শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপ্রভুর সংগৃহীত 'দিগ্‌দর্শিনী'-টীকার সহিত সঙ্কলন করেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, কর্ম্মী স্মার্ত্তগণ 'হরিভক্তিবিলাসে' উদ্ধৃত সাত্বত শাস্ত্রসমূহের মত গ্রহণ না করিয়া তত্তৎশাস্ত্র হইতেই কিরূপে অন্য মত কল্পনা করিলেন? তদুত্তর এই যে, হরিভক্তিবিলাসের মত শাস্ত্রসম্মত ও সুবিশুদ্ধ হইলেও কর্ম্মিগণ শুদ্ধশাস্ত্রীয় মত ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র নিজ-নিজ প্রাকৃত-অশুদ্ধ বিষ্ণুভক্তিবিরোধী মতের প্রমাণাবলীকেই স্বীকার করেন ; মধ্য, ১ম পঃ ৩৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৩। রসামৃতসিন্ধু—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ; উজ্জ্বলনীলমণি, বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব—মধ্য ১ম পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৬। লক্ষগ্রন্থ—শ্রীরূপ-রচিত গ্রন্থসমূহে প্রায় একলক্ষ শ্লোক আছে ; পদ্যের সংখ্যা ব্যতীত গদ্যগুলি গণনা করিবারও প্রণালী আছে। লিপিকারগণ স্ব-স্ব-পরিশ্রম-পরিমাণ-নির্ণয়কালে গদ্য ও পদ্যের শ্লোকগ্রন্থ-সংখ্যা গণনা করেন। কেহ যেন ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ মনে না করেন যে, শ্রীরূপপ্রভু একলক্ষ সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—'শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।"—আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২২৯। ভাগবত-সন্দর্ভ—অপর নাম—'ষট্‌সন্দর্ভ' ; মধ্য ১ম পঃ ৪৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা ।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রসসার দেখাইলা ॥ ২৩০ ॥
'ষট্সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা ।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥ ২৩১ ॥

জীবগোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত ; মথুরাগমনের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-কৃপা ও আজ্ঞা-লাভ ঃ—

জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা ।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীসনাতনান্বয় শ্রীরূপানুগগণেরই বৃন্দাবন-বাসে অধিকার-লাভ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে ।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥" ২৩৪ ॥

নিত্যানন্দকৃপা ও আজ্ঞালাভফলে শ্রীজীবের আচার্য্যত্ব ঃ—

তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা ।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুত্রয় ঃ—

এই তিনগুরু, আর রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু-সনাতন-মিলন-সংবাদ শ্রবণে প্রভুর লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ানুভব ঃ—

এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে ।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥

নিরন্তর অনুশীলনরূপ মন্থনফলে চৈতন্যচরিতসিন্ধু হইতে কৃষ্ণপ্রীত্যমৃত-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম ।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—(১) শ্রীরূপ, (২) শ্রীসনাতন ও (৩) শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র পুনরায় গিয়া রামানন্দের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে, স্বরূপ-গোস্বামী তাহা শ্রবণ করত তাহাতে মায়াবাদ-দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভবরোগগ্রস্ত সংসারার্ণবপতিত অচৈতন্যজীবের চৈতন্য-পদাশ্রয়েই মঙ্গল ঃ—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥ ৩ ॥

প্রভু ও প্রদ্যুম্নমিশ্র-সংবাদ ; প্রভুর নিকট মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ সদৈন্যে প্রার্থনা ঃ—

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে ।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

অনুভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ (বৈগুণ্যং কর্ম্ম-বিপাকঃ তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (পৈশুন্যং খলত্বং

'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রসসার দেখাইলা ॥ ২৩০ ॥
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥ ২৩১ ॥

জীবগোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত ; মথুরাগমনের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-কৃপা ও আজ্ঞা-লাভ ঃ—

জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীসনাতনান্বয় শ্রীরূপানুগগণেরই বৃন্দাবন-বাসে অধিকার-লাভ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥" ২৩৪ ॥

নিত্যানন্দকৃপা ও আজ্ঞালাভফলে শ্রীজীবের আচার্য্যত্ব ঃ—

তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুত্রয় ঃ—

এই তিনগুরু, আর রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু-সনাতন-মিলন-সংবাদ শ্রবণে প্রভুর লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ানুভব ঃ—

এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥

নিরন্তর অনুশীলনরূপ মন্থনফলে চৈতন্যচরিতসিন্ধু হইতে কৃষ্ণপ্রীত্যমৃত-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—(১) শ্রীরূপ, (২) শ্রীসনাতন ও (৩) শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র পুনরায় গিয়া রামানন্দের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে, স্বরূপ-গোস্বামী তাহা শ্রবণ করত তাহাতে মায়াবাদ-দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভবরোগগ্রস্ত সংসারার্ণবপতিত অচৈতন্যজীবের চৈতন্য-পদাশ্রয়েই মঙ্গল ঃ—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥ ৩ ॥

প্রভু ও প্রদ্যুম্নমিশ্র-সংবাদ ; প্রভুর নিকট মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ সদৈন্যে প্রার্থনা ঃ—

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

অনুভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ (বৈগুণ্যং কর্ম্ম-বিপাকঃ তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (পৈশুন্যং খলত্বং

"শুন, প্রভু, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম !
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয় ।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হঞা সদয় ॥" ৬ ॥

প্রভুর অনভিজ্ঞতার ভাণ, শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব মিশ্রকে অশৌক্র-বিপ্র-কুলোদ্ভূত চতুর্ব্বর্ণাশ্রমি-গুরু-রামানন্দসমীপে শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে অভিগমনার্থ আজ্ঞা ঃ—

প্রভু কহেন,—"কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি ।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণকথাশ্রবণেচ্ছুর সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন ।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥

প্রকৃত সৌভাগ্যবানের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ঃ—

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্ ।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯ ॥

সাধ্যভক্তি কৃষ্ণরতি বিনা বৈধ-ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দে সাক্ষাৎসেবা-সংরত রামানন্দগৃহে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের গমন, রায়ের ভৃত্যকর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে ।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ১১ ॥

মিশ্রের জিজ্ঞাসাফলে ভৃত্যকর্ত্তৃক মহাভাগবত পরমহংস আত্মারাম রায়ের কৃত্য বর্ণন ঃ—

রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল ।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥
"দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী ।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী ॥ ১৩ ॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে ।
নিজ-নাটক-গীতের শিখায় নর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥

মিশ্রকে কিছুক্ষণ উপবেশনার্থ প্রার্থনা ঃ—

তুমি ইঁহা বসি' রহ, ক্ষণেকে আসিবেন ।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥" ১৫ ॥

মিশ্রের প্রতীক্ষা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিল বসিয়া ।
রামানন্দ রায় সেই দুই-জন লঞা ॥ ১৬ ॥

আত্মারাম-রামানন্দের সাক্ষাৎ শ্রীরাধার চিন্ময়ী সেবা ঃ—

স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন ।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥ ১৭ ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন ।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ॥ ১৮ ॥

জড়ভোগবিরক্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিশিরোমণি বিজিত-ষড়্বেগ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর স্বভাব ঃ—

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব ।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব' ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। প্রভু কহেন—মহাপ্রভু বলিলেন।

১০। পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণ-কথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র।

অনুভাষ্য

তদ্রূপেণ ব্রণেন ক্ষতেন পীড়িতঃ) দৈন্যার্ণবে (দৈন্যসমুদ্রে) নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যং (মহাপ্রভুরূপং চিকিৎসকম্) আশ্রয়ে (আশ্রিতোঽস্মি)।

১০। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীশুকদেবের শিষ্য শ্রীসূতের নিকট শ্রীভাগবত-শ্রবণ-প্রারম্ভে যে ছয়টী প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে 'মানবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অধোক্ষজ-ভজনকর্ত্তব্যতা-বর্ণনপ্রসঙ্গে বৈধধর্ম্মের সার্থকতালাভের উপায় বলিতেছেন,—

পুংসাং (নরাণাং) যঃ স্বনুষ্ঠিত (সুষ্ঠু সম্পাদিত ধর্ম্মঃ দৈববর্ণা-শ্রমপালনাদিঃ সাধনভক্তিরূপঃ সন্ অপি) যদি বিষ্বক্সেনকথাসু (বিষ্বক্সেনস্য ভগবতঃ ভাগবতস্য কথাসু তন্নামরূপগুণলীলা-কীর্ত্তনাদিষু) রতিং (রুচিং) ন উৎপাদয়েৎ (ন জনয়েৎ) [তর্হি সঃ স্বধর্ম্মঃ] কেবলং (কার্ৎস্ন্যেন) হি (নিশ্চিতং) শ্রমঃ এব (পণ্ডশ্রমঃ নিষ্ফলঃ, তস্য ধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপি সাফল্যং নাস্তি, নিশ্চিতং স ব্যর্থঃ ভবতীত্যর্থঃ—"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" ইতি বচনাৎ)।

১৪। নিজ-নাটক—শ্রীরামানন্দরায়-রচিত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটক।

১৭। অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন—তৈল-মৃক্ষণ।

১৮। মণ্ডন—অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিতকরণ ; নির্ব্বিকার—স্ত্রীদর্শনাদিদ্বারা প্রাকৃত-পুরুষাভিমানিগণের ন্যায় নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-নিমিত্ত সর্ব্বত্র অধোক্ষজ-শ্রীরাধাকৃষ্ণদ্রষ্টা (মধ্য ৮ম পঃ ২৭৩, ২৭৪ ও ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পরমহংসকুলচূড়ামণি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিগণেরও গুরু রামানন্দপ্রভু জড়ভোগপর হইয়া কায়িক বা মানস-বিকারের বশীভূত হন নাই।

স্বীয় অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে গোপীভাবে রাগাত্মিক-ভক্তিযাজী মহাভাগবত রায়ের নিজেশ্বরী শ্রীরাধার অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য্য ঃ—

সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥ ২০ ॥

গৌরভক্তের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য, তন্মধ্যে শ্রীরায়ে ভাব-প্রেম-ভক্তির অবধি বিদ্যমান ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥ ২১ ॥

শ্রীজগন্নাথসম্মুখে স্ব-কৃত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকের অভিনয়ার্থ জগন্নাথবল্লভোদ্যানে অভিনয়-শিক্ষা-দান ঃ—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ॥ ২২ ॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ।
মুখে-নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২৩ ॥
ভাবপ্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২৪ ॥

ভোজন-সম্পাদনান্তে দেবদাসীদ্বয়কে অজ্ঞ অক্ষজদ্রষ্টা সমালোচকের মঙ্গলার্থ গোপনে গৃহে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইলা।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইলা ॥ ২৫ ॥

মহাভাগবত রায়ের সিদ্ধদেহে নিজেশ্বরীর সেবা-চেষ্টা, তর্কপন্থিজীবের অক্ষজজ্ঞানে অগম্য ঃ—

প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন?? ২৬ ॥

ভৃত্যের মুখে মিশ্রাগমন-শ্রবণে মানদ রায়ের সভাগৃহে আগমন ঃ—

মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৭ ॥

অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে যথোচিত অভিনন্দন ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্রেরে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হঞা ॥ ২৮ ॥
"বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল ॥ ২৯ ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥" ৩০ ॥

মিশ্রের সবিনয়ে প্রত্যুত্তর-দান ঃ—

মিশ্র কহে,—"তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে ॥" ৩১ ॥

অসময় দেখিয়া সেইদিন মিশ্রের গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

অতিকাল দেখি' মিশ্র কিছু না কহিল।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর গেল ॥ ৩২ ॥

অন্যদিবস মিশ্রকে প্রভু রায়সমীপে কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন মিশ্র আইল প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়স্থানে??" ৩৩ ॥

প্রভুসমীপে মিশ্রের শ্রীরায়-বৃত্তান্তবর্ণন ঃ—

তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি' মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শশিক্ষক ভগবানের সদৈন্যে আপনা অপেক্ষা স্ব-ভক্তের অধিকতর কৃষ্ণানুরাগ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

'আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতির' নাম যদি শুনি ॥ ৩৫ ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?? ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করিবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনা দেবদাসীকে (যাহা-দিগকে এখন 'মাহারী' বলে, তাহাদিগকে) আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয়-যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা-গোপীদিগের লীলা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক ভাবী অভিনয়ের গীত-সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্য-বুদ্ধি আরোপ করত তাঁহাদের দেহসংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন।

অনুভাষ্য

২২। নাটক-লিখিত গীতের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি নটীর দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রজরস-রসিকের নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাইতে শিখাইলেন।

২৪। ভাবপ্রকটনলাস্য—ভাবপ্রকাশকারী স্ত্রীনৃত্য।

২৬। প্রত্যহই দেবদাসীগণকে ঐ প্রকার অপ্রাকৃত অভিনয় সাধন করিতে শিক্ষা দেন। ক্ষুদ্র প্রাকৃত-বিষয়ী ইন্দ্রিয়তর্পণরত মানবগণ অচিৎ-ভোগপর মনের দ্বারা প্রভু রামানন্দের কৃষ্ণসেবা-পর অলৌকিক অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্ব-মনোরাজ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

৩২। অতিকাল—বাক্যালাপ করিবার কাল অতিক্রান্ত

ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা ও যোষিদ্দর্শনপ্রবৃত্তিহীন বিরক্ত বিদ্বৎসন্ন্যাসি-শিরোমণি অধোক্ষজ-দ্রষ্টা মহাভাগবত আত্মারাম শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর চরিত-বর্ণন ঃ—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন ।
কহিবার কথা নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥ ৩৭ ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী ।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥ ৩৮ ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥ ৩৯ ॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ সম !
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৪১ ॥

ফলের দ্বারা কারণানুমান ; গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর প্রাকৃত গুণ-স্পর্শ-রাহিত্যহেতু রামানন্দ—অপ্রাকৃত চিদানন্দ-তনু ঃ—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ॥ ৪২ ॥

অধোক্ষজ ভক্ত-চিত্তবৃত্তি—অক্ষজজ্ঞানাতীতা ঃ—

তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪৩ ॥

অমল শব্দপ্রমাণ শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই অনুমানের সার্থকতা ; শ্রীরায়ের অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির হেতু-নির্দ্দেশরূপ সিদ্ধান্ত ঃ—

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা রাগানুগা-ভক্তিযাজীর কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে সিদ্ধি বা গোস্বামিত্ব ঃ—

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস ।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৫ ॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয় ।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রেমানন্দাম্বুধিবর্দ্ধন ঃ—

উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৪৭ ॥

ভাগবত-শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনগুণের ক্ষোভে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারের ইচ্ছা, তাহা তাঁহার হয় না।

৪৮। যিনি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছু-মাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

অনুভাষ্য

হইয়াছে অর্থাৎ অসময়ে বাক্যালাপ আরম্ভ হইলে উভয়েরই পক্ষে অসুবিধা হইবে।

৩৫। প্রকৃতি—পুরুষভোগ-যোগ্য 'যোষিৎ' বা স্ত্রীলোক।

৩৮। সব সেবা—সকল প্রকার সেবা (৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪০। নানা ভাবোদ্গম,—কৃষ্ণলীলার অভিনয়োপযোগী তেত্রিশ প্রকার ভাবের প্রকাশ।

অনুভাষ্য

৪১। বর্দ্ধনধর্ম্মরহিত অচেতন কাষ্ঠ এবং দ্রবধর্ম্মরহিত কঠিন প্রস্তরের ন্যায় রামানন্দের শরীর এবং মনের বিকার ঘটে নাই।

৪৫-৪৬। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রাসাদি মধুরলীলা নিজের অপ্রাকৃত-হৃদয়দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত-রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণ-ভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'প্রাকৃত-কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময়রাজ্যে বাস করত সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া, তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে।' ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস'-শব্দদ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীশুকও (ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোকে)

রাগানুগের নিরন্তর কৃষ্ণলীলানুশীলনে স্বরূপসিদ্ধি ও চিদানন্দতনুত্ব ঃ—

যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী ।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৯ ॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায় ।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥ ৫০ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিযাজী নিত্যসিদ্ধ শ্রীরায় ঃ—

রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন ।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টাময়ী কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্যাই গুরুত্বের নিদর্শন, শৌক্র আভিজাত্যাদি নহে ঃ—

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা ।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥ ৫২ ॥

মিশ্রকে প্রভুর রায়সমীপে শিষ্য-লাভার্থ পুনঃ প্রেরণ ঃ—

মোর নাম কহিহ,—'তেঁহো পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥' ৫৩ ॥
শীঘ্র যাহ, যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে ।"
এত শুনি' প্রদ্যুম্ন-মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ ৫৪ ॥

মিশ্রের রায়গৃহে গমন, অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে অভিনন্দন ঃ—

রায়-পাশে গেল, রায় প্রণতি করিল ।
'আজ্ঞা কর, যে লাগি' আগমন হৈল ॥" ৫৫ ॥

মিশ্রের প্রভুপরিচয় প্রদান ঃ—

মিশ্র কহে,—"মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥" ৫৬ ॥

রায়ের আনন্দ ঃ—

শুনি' রামানন্দ রায় হইলা সন্তোষে ।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর আদেশ-বাণী-শ্রবণে রায়ের স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন ঃ—

"প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা??" ৫৮ ॥

গোপনে মিশ্রকে জিজ্ঞাসা ঃ—

এত কহি' তারে লঞা নিভৃতে বসিলা ।
"কি কথা শুনিতে চাহ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বে রায়প্রভু-সংবাদে বর্ণিত সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণকথার পুনঃ কীর্ত্তনে প্রার্থনা ঃ—

তেঁহো কহে,—"যে কহিলা বিদ্যানগরে ।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে ॥ ৬০ ॥

মিশ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

আনের কি কথা, তুমি—প্রভুর উপদেষ্টা !
আমি ত' ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি—মোর পোষ্টা ॥ ৬১ ॥
ভাল-মন্দ—কিছু আমি পুছিতে না জানি ।
'দীন' দেখি' কৃপা করি' কহিবা আপনি ॥" ৬২ ॥

শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন ঃ—

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥ ৬৩ ॥

শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া স্বয়ংই প্রশ্ন ও উত্তরকারী ঃ—

আপনে প্রশ্ন করি' পাছে করেন সিদ্ধান্ত ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥ ৬৪ ॥

উভয়েই কৃষ্ণকথায় আত্মহারা ঃ—

বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে ।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানে দিন-শেষে ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণকথায় দিবাবসান ঃ—

সেবক কহিল,—"দিন হৈল অবসান ।"
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়াছেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্‌যথা-রুদ্রোহব্ধিজং বিষম্।।"*

৪৮। যঃ পুমান্ শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতসুদৃঢ়বিশ্বাসেন যুক্তঃ সেবোন্মুখঃ সন্) ব্রজবধূভিঃ (গোপীভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (নন্দনন্দনস্য পরমস্য বিভোঃ) ইদং (পূর্ব্বোক্ত-রাসপঞ্চাধ্যায়োক্তং) চ বিক্রীড়িতং (রাসাখ্যাং বিশিষ্টাং ক্রীড়াং) অনুশৃণুয়াৎ (অনু নিরন্তরং গুরুমুখাৎ প্রাকৃতব্যবধানরাহিত্যেন শৃণুয়াৎ) অথ (অনন্তরং) বর্ণয়েৎ (রূপানুগক্রমপথা কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাদিকং সঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ সঃ) ধীরঃ (ষড়্‌বেগজয়ী অচঞ্চল রাগানুগঃ গোস্বামী) অচিরেণ ভগবতি (কৃষ্ণে) পরাং ভক্তিম্ (উৎকৃষ্টাং প্রেমভক্তিং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) হৃদ্রোগং (মনোভবকামরূপাধিম্) আশু (শীঘ্রম্) অপহিনোতি (দূরীকরোতি)।

৪৯-৫০। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিবিলাস শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম-রাগাবিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্বফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান-হেতু অপ্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধপ্রায় ও অপ্রাকৃত।

** সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি কখনও মনের দ্বারাও এরূপ অপ্রাকৃত লীলা আচরণ করিবেন না। রুদ্র-ভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হন, তেমন মূঢ়তাবশতঃ তাহা আচরণ করিলে তিনি বিনষ্ট হন।*

মিশ্রকে বিদায়-দান ও মিশ্রের হর্ষ ঃ—

বহুসম্মান করি' মিশ্রে বিদায় দিলা ।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি' নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৭ ॥

সন্ধ্যায় প্রভুসমীপে মিশ্রের আগমন ঃ—

ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান, ভোজন ।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মিশ্রের কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মনে ।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণে ??" ৬৯ ॥

মিশ্রের স্বীয় কৃতার্থতা-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা ।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয় ।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ ৭১ ॥

গুরুদেব শ্রীরামানন্দ-মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ—

আর এক কথা রায় কহিলা আমারে ।
'কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে ॥ ৭২ ॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র ।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭৩ ॥

যোগ্যপাত্র রামানন্দমুখে প্রভুর কৃষ্ণকথা-প্রচার ঃ—

মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার ।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ-লীলা তাঁহার ??' ৭৪ ॥

রায়মুখে কীর্ত্তিত ও শ্রুত কৃষ্ণকথা ব্রহ্মারও অগোচর ঃ—

যে-সব শুনিলুঁ, কৃষ্ণ—রসের সাগর ।
ব্রহ্মাদি-দেবের এ সব না হয় গোচর ॥ ৭৫ ॥

প্রভুপদে মিশ্রের আত্মনিবেদন ঃ—

হেন 'রস' পান মোরে করাইলা তুমি ।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি ॥" ৭৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের আদর্শানুসারী শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ বিনয়ের খনি ।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥ ৭৭ ॥

সাধু-সজ্জন, মহৎ বা বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয় ।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥" ৭৮ ॥

অশৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব নিখিল-ব্রাহ্মণকুলগুরু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীরায়ের শ্রোতৃরূপী শিষ্য মিশ্র ঃ—

রামানন্দ-রায়ের এই কহিলুঁ গুণ-লেশ ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈলা উপদেশ ॥ ৭৯ ॥

রায়ের মহদ্‌গুণ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়—বাহ্যবর্ণাশ্রমাচার কৃষ্ণভক্তি বা গুরুত্বের নিদর্শন নহে ঃ—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে ।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৮০ ॥

রায়ের দ্বারা কৃষ্ণভক্ত বা গুরুর মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে ।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥ ৮১ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে ।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥ ৮২ ॥

জগদ্‌গুরু গৌরের লোকশিক্ষা-রহস্য ঃ—

আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ ।
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥ ৮৩ ॥

প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ও পাণ্ডিত্যাদি—সত্যধর্ম্ম-বক্তৃত্বের নিদর্শন নহে ঃ—

সন্ন্যাসী, পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮৪ ॥

দৃষ্টান্ত—(১) সন্ন্যাসি-বেশধারী স্বয়ং প্রভু ও শৌক্রবিপ্র মিশ্র, উভয়েরই শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে গৃহস্থ-বেশধারী ও অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভব কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীরায়কে গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক লোকশিক্ষা ঃ—

'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা' ।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪-৮৫। (শাঙ্কর) সন্ন্যাসিগণ মনে করেন যে, তাঁহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ত-তত্ত্ব অনুশীলন করত জগতের 'গুরু' হইয়াছেন। (শৌক্র) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাদের ন্যায় শৌক্রব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু ; অতএব তাদৃশ শৌক্র-ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও

অনুভাষ্য

৮০। শ্রীরামানন্দ প্রভু—প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় গৃহস্থ সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন বলিয়া প্রতিভাত। প্রাকৃত-গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া গৃহব্রতধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু গৃহস্থিত অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব-গৃহস্থের ন্যায় অদান্তগো হইয়া আদৌ ষড়্‌বর্গের বশীভূত হন না। গৃহস্থাশ্রমি-লীলায় শ্রীরামানন্দপ্রভু প্রাকৃত-লোকের ভোগময়-দৃষ্টিতে 'বিষয়ী' হইলেও

(২) যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর-হরিদাসকে জগদ্‌গুরু ও নামাচার্য্যের পদবী-দান ঃ—

হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।
সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস ॥ ৮৬ ॥

ম্লেচ্ছসঙ্গে বাস করিয়াও (৩) শ্রীসনাতন—কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্ত বা সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য ও (৪) শ্রীরূপ—ব্রজপ্রেমভক্তিরস বা অভিধেয়ের আচার্য্য ঃ—

শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা ।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?? ৮৭ ॥

শ্রীচৈতন্যলীলাসিন্ধুর বিন্দুলাভে জগদুদ্ধার ঃ—

শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু ।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৮ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলামৃত-পান-ফলে চিদ্বৃত্তির উদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনলাভ ঃ—

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান ।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর এইরূপ নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা ।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেশী প্রাকৃত-কবির বৃত্তান্ত ঃ—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে ।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥ ৯১ ॥
ভগবান্‌-আচার্য্য-সনে তার পরিচয় ।
তাঁরে মিলি' তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৯২ ॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল ।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯৩ ॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম' ।
মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥ ৯৪ ॥

স্বরূপদামোদর-কর্ত্তৃক পরীক্ষা-গ্রহণ-নিয়ম ঃ—

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব—যেই করি' আনে ।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অধিকার নাই। এই দুইগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ আপনা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম শূদ্রকুলোদ্ভূত শুদ্ধ-ভক্তের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক-সময়ে অনুন্নত-মতি হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি-সন্তান প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে শ্রীরামানন্দের নিকট তত্ত্ব-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত মনের সর্ব্বক্ষণ উপাস্য-বিষয় হওয়ায় তিনি—কৃষ্ণবিষয়ী, ভগবানের চিদ্বিলাস-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী তার্কিক নহেন। তিনি ত্যক্ত-বিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণপ্রতীতিহীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণবিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ।

৮২। ভঙ্গী—চিত্র, কৌশল, উদাহরণ।

৮৩। গূঢ়—অন্তর্নিহিত, অপ্রকাশিত ; ঐশ্বর্য্য-স্বভাব—ঐশীশক্তি, ঐশ্বরিক বল।

৮৪। পণ্ডিত—বেদাধিকারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ; সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণের আশ্রম-চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম ; লৌকিক-ধারণা-মতে, শৌক্রব্রাহ্মণগণেরই সাবিত্র্যাধিকার, সাবিত্র্যজন্মে বেদাধিকার এবং সাবিত্র্য-বিপ্রজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমত্রয় অতিক্রম-

অনুভাষ্য

পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর উন্নত পদবী। ব্রাহ্মণ—ত্রিবর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী—আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু। তাঁহাদের পদ-মদোত্থ প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় প্রাকৃত লৌকিকী-দৃষ্টিতে সর্ব্ব-নিম্নবর্ণ 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্ব-নিম্নাশ্রমী 'গৃহস্থ' বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দ-রায়প্রভুদ্বারা প্রদ্যুম্নমিশ্র-নামক শৌক্র-ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করাইলেন এবং গৃহীত-সন্ন্যাস স্বয়ং মহাপ্রভুও শ্রীরামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন।

আশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত লোকে প্রকট করিবার বাসনায় শ্রীগৌরহরি প্রাকৃত-পণ্ডিতাভিমানী ও ত্যাগাভিমানি-গণের ভ্রমপূর্ণ ধারণার প্রতিকূলে স্বীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সাধারণ মূঢ়-লোক শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত নহেন ; তাঁহারা গৌরসুন্দরের আশ্রিত সেবকগণের বিশুদ্ধ সদাচার ও যোগ্যতা দর্শন করিয়া বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সত্য তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। হরিপরায়ণ অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব যে-কোন কুলে উদিত এবং যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত হইয়াও যে চারিবর্ণাশ্রমী প্রাকৃতজনে নিত্যদয়াপ্রকাশকারী গুরুদেবরূপে সর্ব্বোচ্চ সত্য-ধর্ম্মাচার্য্য হইতে পারেন,—এ কথা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উল্লিখিত আছে। ভগবান্‌ গৌরহরি শাস্ত্রের গূঢ় ও যথার্থ উদ্দেশ্য লোকে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব প্রকটিত করিলেন।

৮৮। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুই জগৎকে প্রেম-প্লাবিত করিতে সমর্থ। শ্রীদাস-গোস্বামী, পরবর্ত্তি-যুগে শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাদৃশ উদারতার বিকাশ-স্বরূপ।

স্বরূপের অনুমোদন বা পরীক্ষা-উত্তরণান্তে প্রভুর অনুগ্রহ-লাভ ঃ—

স্বরূপ-ঠাঞি উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥ ৯৬ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বিরোধই মহাবদান্য প্রভুর ক্রোধের একমাত্র কারণ ঃ—

'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৭ ॥

অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৮ ॥

স্বরূপসমীপে ভগবান্-আচার্য্যের প্রাকৃত কবির কাব্য-প্রশংসাপূর্ব্বক নিবেদন ঃ—

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন।
"এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৯ ॥

আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইমু শ্রবণে ॥" ১০০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-শ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী স্বরূপকর্ত্তৃক ভগবান্-আচার্য্যকে ভর্ৎসনা ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥ ১০১ ॥

গৌরকৃষ্ণের অপ্রীতির একমাত্র হেতু-নির্দ্দেশ ঃ—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ১০২ ॥

'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ ১০৩ ॥

'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ॥ ১০৫ ॥

গৌরগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্তেরই গৌরলীলা-বর্ণনে অধিকার ঃ—

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ-ধন ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যরহিত প্রাকৃত-কবির বহিরঙ্গত্ব, কৃষ্ণসুখতৎপর অপ্রাকৃত কবির অন্তরঙ্গত্ব ঃ—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥ ১০৭ ॥

অপ্রাকৃত-কবিশিরোমণি শ্রীরূপের উদাহরণ ঃ—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥" ১০৮ ॥

তথাপি ভগবান্ আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ ঃ—

ভগবান্-আচার্য্য কহে,—"শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিবে বিচার ॥" ১০৯ ॥

বন্ধু আচার্য্যের নির্ব্বন্ধহেতু শ্রীস্বরূপের শ্রবণেচ্ছা ঃ—

দুই-তিন-দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। 'যদ্বা তদ্বা কবি'—যে-সে কবি অর্থাৎ যাহারা রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্ব ভালরূপে না জানিয়াই কবিতা রচনা করে।

১০৭। গ্রাম্য-কবি—যে-সকল কবি গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষের বিষয়ে কবিতা রচনা করে ; বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য—তত্ত্বজ্ঞান-চতুর শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত আত্মীয় (অর্থাৎ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ) ব্যক্তির রচনা।

অনুভাষ্য

৯৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।। প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্। শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ।। ভক্তাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ। রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ।। কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ। হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ।। ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ।।" আপাত রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাহা পূর্ব্বকথিত রসলক্ষণদ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকগণ তাহাকে 'রসাভাস' বলেন। 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস'-ভেদে রসাভাস 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ' বলিয়া কথিত হয়। বিরূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা উপলক্ষিত শান্তাদি দ্বাদশটী রস 'উপরস'-নামে কথিত ; কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত ভক্তাদি বিভাবসমূহদ্বারা উৎপন্ন হাস্যাদি সাতটী রস ও রুক্ষ শান্তরসই 'অনুরস' নামে কথিত। পরস্পর বিরুদ্ধভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ অসুরগণ যদি হাস্যাদি-রসের বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে 'অপরস' বলেন। ভাবসকলকে কেহ কেহ 'তদাভাস' বা 'রসাভাস' বলেন ; রসতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বাদুত্ব বা আনন্দপ্রদত্ব-হেতুই এই সকলকে 'রস' বলিয়া থাকেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ" অর্থাৎ বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলে 'রসাভাস' হয়।

স্বরূপ-সমীপে কবির নান্দী-শ্লোক পঠন ঃ—

সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥ ১১১ ॥

নান্দীশ্লোক ঃ—
বঙ্গদেশীয় বিপ্রকৃত শ্লোক—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ ১১২ ॥

স্বরূপ-ব্যতীত সকলের প্রশংসা ঃ—

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে,—"এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥" ১১৩ ॥

মূর্খ-কবির শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মায়াবাদ-দোষ ঃ—

কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর ॥ ১১৪ ॥
সহজ জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥" ১১৫ ॥

সকলের হর্ষ হইলেও জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীস্বরূপের ক্রোধ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-অসিদ্বারা কুমত-ছেদনরূপ দয়া ঃ—

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥ ১১৬ ॥

ক্রোধের কারণ-নির্দ্দেশ—(১) বিষ্ণুতে জীববুদ্ধি—নিরয়জনক ঃ—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস !! ১১৭ ॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় !! ১১৮ ॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান !! ১১৯ ॥

অক্ষজজ্ঞানী তর্কপন্থী ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞের কৃষ্ণবর্ণন-চেষ্টা—দুঃসাহসিকতা ঃ—

দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি !! ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১২। যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমলনেত্র-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা দানপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তবিরোধ—ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ, তত্ত্ববিরোধ।

১১২। কনকরুচিঃ (কনকস্য স্বর্ণস্য ইব রুচিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) যঃ (গৌরঃ) ইহ (অস্মিন্ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে) বিকচকমলনেত্রে (বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্) শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথঃ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য তস্মিন্) আত্মনি (শরীরে) আত্মতাং (দেহিত্বং) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তঃ সন্) প্রকৃতিজড়ং (প্রকৃত্যা জড়ং শ্রীজগন্নাথবিগ্রহম্ অর্চ্চ্যে দারুধীত্বাৎ) অশেষং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ (প্রকটো বভূব), সঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) তব ভব্যং (কল্যাণং) দিশতু (বিদধাতু)। [সরস্বতী-পক্ষে তু,—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে মায়াধীশে দারুব্রহ্মণি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণে পরমাত্মনি কনকরুচিনা গৌররূপেণ আত্মতাং সর্ব্বথা তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাং প্রপন্নঃ, সঃ ইত্যাদিকং স্পষ্টম্]।

১১৪। শরীরী—যাঁহার শরীর তিনি অর্থাৎ দেহী।

১১৮। জগন্নাথবিগ্রহকে দারুময়-প্রতিমা-জ্ঞানে বিনাশশীল এবং প্রাকৃত-দ্রব্যগঠিত জড়বস্তুমাত্র মনে করিলে "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ** যস্য বা নারকী সঃ।।" এই পাদ্মবচন-বলে তাদৃশ মননকারীর অপরাধ হয় ; যেহেতু ভগবদ্ভক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন তদর্চ্চা-বিগ্রহকে প্রেমানন্দচ্ছুরিত-ভক্তিচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপে দর্শন করেন।

১১৯। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি"—এই শ্রুতিবাক্যে জীব যে বৃহৎ বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ অর্থাৎ চিৎকণ, তাহা জানা যায়। মায়াবশ জীবের জড়ে বন্ধনযোগ্যতা থাকিলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্র-জীবত্ব,—এরূপ নহে ; তিনি মায়াধীশ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দন ; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।"*

১২০। 'দুই-ঠাঞি'—শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতনদেব, উভয়কে প্রপঞ্চান্তর্গত জড় ও জীবরূপে বিচার করায়—একের প্রাকৃত দেহস্থ চিৎকণ অন্যের প্রাকৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছে, মনে করায়,—দুই স্থানে অপরাধ। 'অতত্ত্বজ্ঞ'—যাহার তত্ত্ববোধ নাই অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী, ফলভোগী কর্ম্মী অথবা স্বেচ্ছাচারী সদসদ্‌বিবেকহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি ; 'তত্ত্ব-বর্ণে'—তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎবিষয় বর্ণন করে।

** ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত-জগতে প্রবেশ করিয়াও তিনি প্রাকৃত-গুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা আত্মস্থ। তাঁহার আশ্রিত জীববুদ্ধিও তদ্রূপ।*

(২) ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-নির্দ্দেশরূপ অপরাধই প্রমাদ ঃ—

আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে 'অপরাধ'!! ১২১ ॥

অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একই ঃ—

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ ১২২ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৫।৩৪২)-ধৃত কৌর্ম্ম-বচন—

"দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩-৪)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥ ১২৪ ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং
যোহনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২৫ ॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু ও বশ্য-জীবে 'ভেদ' ঃ—

কাঁহা 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'!
কাঁহা 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'!! ১২৬ ॥

প্রমাণ ঃ—

ভগবৎসন্দর্ভে-ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য, ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥" ১২৭ ॥

সকলের বিস্ময় ঃ—

শুনি' সভাসদের হৈল মহা-চমৎকার।
'সত্য কহে গোসাঞি, করিয়াছে তিরস্কার ॥' ১২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানী, প্রাকৃত কবির লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় ঃ—

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্য শ্রীস্বরূপের অমন্দোদয়া দয়া ঃ—

তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম-সদয়।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে 'হিত' হয় ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। ঈশ্বরে (কখনও এই) দেহ-দেহি-ভেদ নাই।

অনুভাষ্য

১২১। বদ্ধজীবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের দেহকে এবং দেহীকে পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে 'অপরাধ' হয়। প্রাকৃত-জগতে গুণমায়া-গঠিত বদ্ধজীবের দেহসত্তা এবং জীবমায়া বা তটস্থ-শক্তিগঠিত জীবানুভূতি হয়। ঈশ্বর ও বদ্ধ-জীবে ভেদ এই যে, ঈশ্বর—কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলাধীশ অর্থাৎ সর্ব্বকারণকারণ মায়াধীশ প্রভু ও বিভুতত্ত্ব ; জীব—বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলভোক্তা ও কর্ম্মফলাধীন এবং মুক্তাবস্থাতেও নিজ-স্বরূপে ঈশ্বরসেবা-নিরত অর্থাৎ ঈশ্বর কোনকালেই মায়া-বশবর্ত্তী নহেন, আর জীব—মায়াধীনতা-যোগ্য ; ঈশ্বর—অপরি-মেয় বা অখণ্ডচেতন, জীব—পরিমেয় বা খণ্ডচেতন। বদ্ধ-জীবের নশ্বর অনিত্য দেহ—মায়িক বা জড় ; মুক্ত বা শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত-দেহও নিত্য, আর মায়াতীত ঈশ্বরও নিত্য সবিশেষ-বিগ্রহ। প্রপঞ্চে তাঁহার নিত্যবিগ্রহ অচিন্ত্য নিজ-শক্তিবলে উদিত হইলেও তাহা কখনই প্রাপঞ্চিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়িক বা প্রাকৃত নহে ; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্‌-গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।" নিত্যবিগ্রহকে 'নির্ব্বিশেষ' করিবার ছলে দেহদেহিভেদচেষ্টা—মহা অপরাধের কার্য্য।

অনুভাষ্য

১২২। অদ্বয়জ্ঞানই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ; 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকে তত্ত্বস্বরূপনির্ণয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দ্বৈতবস্তু-বুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। তিনি—অদ্বয়জ্ঞান, সুতরাং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জড়-জগতের বস্তুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন নহে, ঐকান্তিক 'অভিন্ন' বলিয়া জানিতে হইবে। ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-জ্ঞানই তাঁহাকে 'বদ্ধজীব' বলিয়া ভ্রমের হেতু ; কেননা, বদ্ধজীবে অদ্বয়-জ্ঞান-প্রতীতির অভাব।

১২৩। ঈশ্বরে (পরমাত্মনি সবিশেষতত্ত্ববস্তুনি ভগবতি) অয়ং দেহদেহিবিভাগঃ (নাম একং নামী চ অন্যঃ, রূপং একং রূপী চ ভিন্নঃ, গুণঃ একঃ গুণী চ ভিন্নঃ, লীলা একা লীলাময়ো ভিন্নঃ, —এবম্ভূতো মায়াকৃতঃ খণ্ডঃ) [অদ্বয়জ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বময়ে বিষ্ণৌ] ক্বচিৎ (গোলোকে পরব্যোম্নি দেবীধাম্নি বা চতুর্দ্দশভুবনান্তর্মধ্যে চ) ন বিদ্যতে।

১২৪। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। কোথায় মহা-পরমেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণানন্দময় ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের মহা-ক্লেশপূর্ণ মায়াপদবীর দাস্য! এতদুভয়ের সমতা দূরে যাউক, তুলনাও অসম্ভব।

১২৭। মধ্য ১৮শ পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তদুপলক্ষে সর্ব্বজীবের প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য অভিন্ন-গৌর শ্রীস্বরূপের চরম হিতোপদেশ ঃ—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩১ ॥

চৈতন্যভক্ত বা শুদ্ধচিদ্বৃত্তির অনুশীলনকারীর সঙ্গফলেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান-লাভ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১৩২ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের ফল ঃ—

তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥ ১৩৩ ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাঞা সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে 'দোষ' ॥ ১৩৪ ॥

মূর্খ বা বিদ্বেষীর কৃষ্ণনিন্দোক্তিদ্বারাও কৃষ্ণসেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-রূপিণী শুদ্ধ-সরস্বতীর গৌর-কৃষ্ণ-সেবা ঃ—

তুমি যৈছে-তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেই-শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১৩৫ ॥
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেই-শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানী ইন্দ্রের নিন্দোক্তি-দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃত অহঙ্কারদৃপ্ত ইন্দ্র ঃ—

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র,—যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥ ১৩৮ ॥

ইন্দ্রের মুখে নিন্দোক্তিদ্বারাই শুদ্ধা-সরস্বতীর কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

ইন্দ্র বলে,—"মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।"
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৯ ॥

শুদ্ধাসরস্বতীকর্ত্তৃক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা—(১) 'বাচাল', (২) 'বালিশ' ঃ—

'বাচাল' কহিয়ে—'বেদপ্রবর্ত্তক' ধন্য।
'বালিশ'—তথাপি 'শিশুপ্রায়' গর্ব্বশূন্য ॥ ১৪০ ॥

(৩) 'স্তব্ধ', (৪) 'অজ্ঞ' ঃ—

বন্দ্যাভাবে 'অনম্র'—'স্তব্ধ'-শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য 'বিজ্ঞ' নাহি—সে 'অজ্ঞ' হয় ॥ ১৪১ ॥

(৫) 'পণ্ডিতাভিমানী' ও (৬) 'মর্ত্ত্য' ঃ—

পণ্ডিতের মান্য পাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। ইন্দ্র কহিলেন,—এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

অনুভাষ্য

১৩১। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-মতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্তবিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি।

১৩২। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ—নিত্য-হরিপার্ষদ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত-ভোগোত্থ অজ্ঞানসমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে।

১৩৪। দুঁহায়—শ্রীজগন্নাথদেবে এবং শ্রীগৌরহরিতে।

১৩৫। অজ্ঞতাবশতঃ তোমার মায়াবাদ ও ভক্তিমার্গের পার্থক্যোপলব্ধি নাই ; তজ্জন্য তুমি যে-প্রণালীতে নিজ-ভাব ব্যক্ত করিয়াছ, তাহা সুষ্ঠু হয় নাই, যেমন-তেমন হইয়াছে; কিন্তু

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪১। বন্দ্যাভাবে 'অনম্র' স্তব্ধ-শব্দে কয়—যাঁহার বন্দ্য আর কেহ নাই, সুতরাং তিনি অনম্র,—ইহা স্তব্ধ-শব্দে প্রকাশ।

অনুভাষ্য

সরস্বতী রচনাধিষ্ঠাত্রী হইয়া তোমার ঐ যেরূপ-সেরূপ বাক্যদ্বারাই স্বীয় আরাধ্য গৌরকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন।

১৩৭। গোপাঃ বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (শিশুং মূর্খং বা) স্তব্ধম্ (অবিনীতম্) অজ্ঞং (পরিণামদর্শনহীনং) পণ্ডিত-মানিনং (পণ্ডিতম্মন্যং) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং মানবং) কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য) মে (মম) অপ্রিয়ম্ (অভিলষিত-বিরুদ্ধম্ অপমানং) চক্রুঃ। [নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য বাচা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণং স্তৌতি]—বাচালং (বাচা হেতুনা অলং সমর্থং শাস্ত্রযোনিং বেদ-প্রবর্ত্তকং) বালিশং (শিশুবৎ নিরভিমানং গর্ব্বহীনং) স্তব্ধম্ (অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাৎ অনম্রম্) অজ্ঞং (নাস্তি জ্ঞঃ বুদ্ধিমান্ যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং) পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতানাং ব্রহ্মবিদাং বন্ধ-মোক্ষবিদাং বা বহুসেব্যং বহুমাননীয়মিত্যর্থঃ) মর্ত্ত্যং (ভক্তবাৎ-সল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং) কৃষ্ণং (সচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিকং স্ফুটম্)।

১৩৮। সাম্ভাল—(হিন্দী-শব্দ), কাণ্ডজ্ঞান বা সাবধানতা ; চলিত ভাষায় 'সামাল'।

বিদ্বেষী জরাসন্ধের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

জরাসন্ধ কহে,—"কৃষ্ণ—পুরুষ-অধম ।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্' ॥ ১৪৩ ॥

শুদ্ধসরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ নিন্দোক্তিদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি (১) 'পুরুষাধম' ঃ—

যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল—'অধম' ।
সেই হয় 'পুরুষোত্তম'—সরস্বতীর মন ॥ ১৪৪ ॥

(২) বন্ধুহন্ ঃ—

'বান্ধে সবারে'—তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয় ।
'অবিদ্যা-নাশক'—'বন্ধুহন্'-শব্দে কয় ॥ ১৪৫ ॥

বিদ্বেষী শিশুপালের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন ।
সেইবাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৪৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রাকৃত কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি-ব্যাখ্যা, জগন্নাথরূপ দারুব্রহ্ম ও গৌরহরিরূপ জঙ্গম-ব্রহ্মের অভেদ-সংস্থাপন ঃ—

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে 'নিন্দা' আইসে ।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে 'স্তুতি' ভাসে ॥ ১৪৭ ॥
জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ' ।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৪৮ ॥

একই বিগ্রহ জগদুদ্ধারার্থ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে দুইরূপে প্রকটিত ঃ—

তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা ।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ—দুইরূপ হঞা ॥ ১৪৯ ॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি ।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি ॥ ১৫০ ॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার ।
গৌর-জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥ ১৫১ ॥

জগন্নাথের দর্শনে ও গৌরের প্রচারে জীবোদ্ধার ঃ—

জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার ।
সব দেশের সব-লোক নারে আসিবার ॥ ১৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা ।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা ॥ ১৫৩ ॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ ।
এহো ভাগ্য তোমার, যৈছে করিলা বর্ণন ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণনিন্দায় 'স্তোভ'রূপ নামাভাসোচ্চারণেই মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ ।
সেই নাম হয় তার 'মুক্তির' কারণ ॥" ১৫৫ ॥

কবির বৈষ্ণব-চরণে আত্মসমর্পণ ঃ—

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া ।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বে ভক্তগণের কৃপা-হেতু মহাপ্রভুর কৃপালাভ ঃ—

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা ।
তার গুণ কহি' মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥ ১৫৭ ॥

কবির সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ ও পুরীতে বাস ঃ—

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে ।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ?? ১৫৮ ॥

মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ-লীলা ও রামানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ ১৫৯ ॥
তার মধ্যে কহিলুঁ রামানন্দের মহিমা ।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥ ১৬০ ॥

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহেতু অনভিজ্ঞ কবিরও প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ কবির নাটক-বিবরণ ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৬১ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-লাভ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার ।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥ ১৬২ ॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে ।
গৌরলীলা, ভক্তি-ভক্ত-রস-তত্ত্ব জানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্'—হে বন্ধুনাশক, তুমি যাও; তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৩। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে পুরুষাধম, হে বন্ধুহন্, যাও, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।" এই জরাসন্ধ-বাক্যদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—পুরুষাধম-শব্দে (বহুব্রীহি-সমাস)—যাঁহা হইতে পুরুষগণ অধম অর্থাৎ 'পুরুষোত্তম'। সংসারে যে উন্নতি আশা করে, সেই বন্ধু ; মায়া বা অবিদ্যাই 'বন্ধু', মায়া বা অবিদ্যা-হননকারী ব্যক্তিই 'বন্ধুহা' ; সম্বোধনে—'বন্ধুহন্'।

১৪৬। শিশুপাল যে-বাক্যে কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতেও এইপ্রকারে শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তুতি করেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের উৎকট ভাবোদয়-সময়ে স্বরূপ ও রামানন্দ অনেক সান্ত্বনা করিতেন। এই সময় রঘুনাথদাস আসিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথদাস বহুদিন হইতে প্রভুর পদ আশ্রয় করিবার যত্ন পাইতেছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ছলে যে-সময়ে শান্তিপুরে গেলেন, তখন তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিবার উপদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছ-চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতি হিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজির আনয়ন করায়, হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। রঘুনাথদাসের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথদাস পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর রাত্রিতে বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত এবং স্বীয় গুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার গৃহে আসিলে তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া রঘুনাথ একাকী পলাইয়া গেলেন। গুপ্তপথ দিয়া বার দিবসে পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচদিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিলেন। পরে দাসগোস্বামী পথে পরিত্যক্ত সড়া-প্রসাদ ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া একদিন সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া রঘুনাথকে কৃপা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রঘুনাথকে স্বরূপে অর্পণানন্তর আত্মসাৎকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে গৌরলীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥ ৩ ॥

স্বভক্তের ক্লেশাশঙ্কায় স্বীয় কৃষ্ণবিরহদুঃখ-সংগোপন ঃ—

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয় ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে ॥ ৪ ॥

সুতীব্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখে প্রভুর অবর্ণনীয় ব্যাকুলতা ঃ—

উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৫ ॥

বিপ্রলম্ভ-দশায় রায়ের কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও স্বরূপের গানই প্রভুর জীবাতু ঃ—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৬ ॥

বহুলোকসঙ্গে নানাবিধ কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিরহ-গুরুত্বের লাঘব, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ-বৃদ্ধি ঃ—

দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্য মন।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃপাগুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথ-দাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করত তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে আমি প্রপন্ন হই।

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) কৃপাগুণৈঃ (অনুকম্পা-বিতরণৈঃ) কুগৃহান্ধকূপাৎ (কু কুৎসিতং পুংস্ত্রীপুত্রাদিকথাবহুলং গৃহমেব অন্ধ-কূপঃ নির্গমনপথরহিতঃ, তস্মাৎ) রঘুনাথদাসং (দাসগোস্বামিনং) ভঙ্গ্যা (কৌশলেন) উদ্ধৃত্য (উত্থাপ্য) স্বরূপে (দামোদর-স্বরূপ-গোস্বামিনি) ন্যস্য (সমর্প্য) অন্তরঙ্গং (নিজজনং) বিদধে (চকার), অমুং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবে—"যো মাং দুস্তরনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥"*

** স্বভাবতঃ ঘন দয়ার সাগর যিনি আমাকে অত্যন্ত ক্লেশপূর্ণ, দুরতিক্রম্য গৃহরূপ জলশূন্য মহাকূপ হইতে স্বতন্ত্র কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া পদ্মশোভাকেও ধিক্কারকারী নিজ-চরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া অনন্তর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।*

স্বরূপ ও রামরায়ের তত্ত্বাবোপযোগী বচন ও গানদ্বারা প্রভুকে আশ্বাসন ঃ—

তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণের যেমন সুবল-সখা, প্রভুরও তেমন রাম-রায় ঃ—

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধার যেমন ললিতা সখী, প্রভুরও তেমন স্বরূপ-দামোদর ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায়-প্রধান।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥ ১০ ॥

উভয়েই প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ঃ—

দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১১ ॥

প্রভুসহ রঘুনাথ-মিলন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে কানাইর নাটশালা হইতে পুরী-প্রত্যাবর্ত্তন-পথে শান্তিপুরে প্রভুর রঘুনাথকে শিক্ষা ঃ—

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিখাইলা ॥ ১৩ ॥

প্রভু-শিক্ষামতে রঘুর গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ, বাহ্যে বিষয়িসদৃশ ও অন্তরে নির্ব্বিষয় নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত ঃ—

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা 'বিষয়ি-প্রায়' ॥ ১৪ ॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৫ ॥

মথুরা হইতে আগত প্রভুর সঙ্গগ্রহণে উদ্‌যোগ ঃ—

'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা',—বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥ ১৬ ॥

সপ্তগ্রামের মোছলেম চৌধুরী নবাবের উজিরের সাহায্যে সপ্তগ্রামাধিকার ঃ—

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় 'চৌধুরী' ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি' করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৮ ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে 'তুরুক্' কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৯ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পলায়ন ও রঘুনাথের বন্ধন ঃ—

রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজীরে আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ২০ ॥

রঘুনাথের প্রতি মোছলেম চৌধুরীর ভয়-প্রদর্শন ঃ—

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
"বাপ-জ্যেঠারে আন', নহে পাইবা যাতনা ॥" ২১ ॥

রঘুনাথের মুখদর্শনে স্নেহার্দ্রচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে ॥ ২২ ॥

বাহ্যে রোষ, অন্তরে শঙ্কা ঃ—

বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। মর্কট-বৈরাগ্য—গৃহস্থের পক্ষে বৈরাগীর বেশাদি-ধারণ করিয়া থাকাকেও 'মর্কট-বৈরাগী' বলে।

১৮। মকররি—ইজারা, (স্থায়িরূপে) বন্দোবস্ত।

২০। কৈফিয়ৎ—বিবরণ-পত্র।

২৩। শ্রীরঘুনাথ যে মান্য ও ধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতিপ্রধান কায়স্থবর্ণ হইতে জাত,—ইহা জানিয়া ম্লেচ্ছ উজির আর তাঁহাকে মারিতে পারিত না। সত্যযুগ হইতে জানা যায় যে, কায়স্থগণ—রাজকর্ম্মচারী ; ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহাদের তুল্য সম্মান ; যথা, যাজ্ঞবল্ক্যে,—"চাটতস্করদুর্বৃত্তৈর্মহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।।" অর্থাৎ রাজার ধর্ম্ম এই যে, দুষ্টলোকের

অনুভাষ্য

১৩-১৪। শ্রীরঘুনাথকে শিক্ষা—মধ্য, ১৬শ পঃ ২৩৭-২৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৪। লোকদৃষ্টিতে 'বিষয়ী' সাজিয়া শ্রীরঘুনাথ ভোগাসক্ত মর্কটের বাহ্য-বৈরাগ্যপ্রদর্শন-রীতির অনুকরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন।

১৫। হৃদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয় একেবারেই আবাহন না করিয়াও লোকদৃষ্টিতে সকলপ্রকার বিষয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৭। চৌধুরী—যাঁহারা প্রজা-স্থানে আদায়-যোগ্য করের নিজপ্রাপ্য চতুর্থাংশ-লাভ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারীকে খাজনা দাখিল করেন।

১৮। হিরণ্যদাস সপ্তগ্রাম-মুলুকের কর-আদায়ের কার্য্য স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন ; তাহাতে মুসলমান-চৌধুরীর লভ্য সমস্তই নষ্ট হইল ; তদ্দর্শনে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল।

১৯। বিশলক্ষ আদায় করিয়া রাজাকে চতুর্থাংশ (পাঁচলক্ষ) বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্তে বারলক্ষ দেওয়ায়

মধুর-ভাষী, মানদ রঘুনাথের মোছ্‌লেম চৌধুরীর প্রতি সবিনয় উক্তি ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায় ।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥ ২৪ ॥
"আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই ।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥ ২৫ ॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি—ইহার নিশ্চয় নাই ।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা এক-ঠাঞি ॥ ২৬ ॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক ।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥ ২৭ ॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায় ।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান 'জিন্দাপীর'-প্রায় ॥" ২৮ ॥

মোছ্‌লেম চৌধুরীর রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা ঃ—

এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
ম্লেচ্ছ বলে,—"আজি হৈতে তুমি—মোর 'পুত্র' ।
আজি ছাড়াইমু তোমা' করি' এক সূত্র ॥" ৩০ ॥

উজিরকে জানাইয়া রঘুনাথের বন্ধন-মোচন ঃ—

উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যদাসের স্বার্থপরতা ও অর্থলোভহেতু লোভী মোছ্‌লেম চৌধুরীর ভর্ৎসনা ঃ—

"তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায় ।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় ॥ ৩২ ॥

রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা-হেতু উভয়ের মিলন-সম্পাদন ঃ—

যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে ।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলুঁ তোরে ॥" ৩৩ ॥
রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল ।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল—সব শান্ত হৈল ॥ ৩৪ ॥

এইভাবে বৎসরান্তে পুনরায় পলায়নোদ্‌যোগ ঃ—

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৫ ॥

রাত্রিতে পলায়ন, পথে ধৃত ও গৃহে নীত ঃ—

রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাঞা ।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৬ ॥

পুনঃ পুনঃ পলায়ন ও ধৃত হইয়া বন্ধনদশা-প্রাপ্ত ঃ—

এইমতে বারে বারে পলায়, ধরি' আনে ।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-সনে ॥ ৩৭ ॥

পুত্রবন্ধনার্থ পত্নীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবর্দ্ধনদাসের উক্তি ঃ—

"পুত্র 'বাতুল' হইল, রাখহ বান্ধিয়া ।"
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হঞা ॥ ৩৮ ॥
"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম ।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন ॥ ৩৯ ॥

দেহের জনক বা শৌক্রজন্মদাতা পিতা জীবের প্রারব্ধাপ্রারব্ধ-কর্ম্ম-নাশক নিত্য প্রভু বা ঈশ্বর নহেন ঃ—

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥ ৪০ ॥

চৈতন্যাবিষ্ট সেবকই মুক্ত বা অপ্রাকৃত ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে ।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ??" ৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীতে আসিলে রঘুনাথের তচ্চরণ-দর্শন ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥ ৪২ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে বহু সেবক ও কীর্ত্তনগানকারী ঃ—

পানিহাটী-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন ।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥ ৪৩ ॥

গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে পীঠোপরি প্রভুর এবং নিম্নে সঙ্গিগণের উপবেশন ঃ—

গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে ।
বসিয়াছেন প্রভু—যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৪ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে রঘুনাথের বিস্ময় ও দণ্ডবৎ-প্রণাম ঃ—

তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ।
দেখি' প্রভুর প্রভাব, রঘুনাথ—বিস্মিত ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবেন, আবার, নিজের প্রধান কর্ম্মচারী রাজবল্লভ কায়স্থগণ যদিও কর্ম্মসূত্রে প্রজাদিগের উপর পীড়ন করে, তাহাও বিশেষভাবে দেখিবেন ; কেননা, রাজার প্রধান কর্ম্মচারিগণ কোন দৌরাত্ম্য করিলে রাজার বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত তাহা হইতে রক্ষা নাই।

৪০। প্রারব্ধ—পূর্ব্বজন্মের যে-সকল কর্ম্ম, যাহা ফলোন্মুখী হইয়াছে।

অনুভাষ্য

সেই তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান স্বীয় প্রাপ্য-লাভাংশে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের বিরোধী হইল।

৩০। সূত্র—চলিত ভাষায়, 'ছুতা'।

৩৮। নির্ব্বিণ্ণ—কাতর বা দুঃখিত।

দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে ।
সেবক কহে,—'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥' ৪৬ ॥

অন্তরঙ্গ ও নিজজন-জ্ঞানে রঘুনাথকে নিত্যানন্দের কৃপা ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"চোরা দিলি দরশন ।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥" ৪৭ ॥

রঘুনাথের শিরে স্বীয় পদ-স্থাপনপূর্ব্বক কৃপা ঃ—

প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন ।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ॥ ৪৮ ॥

নিত্যানন্দের অহৈতুকী দয়া ঃ—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয় ॥ ৪৯ ॥

স্ব-গণের ভোজন-সম্পাদনার্থ রঘুনাথকে আদেশরূপ দণ্ডপ্রদান ; অর্থাৎ দণ্ড-মহোৎসব-লীলাদ্বারা অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর নিত্যানন্দগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাতেই বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থনাশ ও নিত্য মঙ্গলোদয়রূপ শিক্ষা-প্রদান ঃ—

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে ।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥ ৫০ ॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে ।"
শুনি' আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥ ৫১ ॥

স্বগ্রাম হইতে চিড়া-মহোৎসবের দ্রব্যাদি আনয়ন ঃ—

সেইক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইলা গ্রামে ।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫২ ॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আর চিনি, কলা ।
সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা ॥ ৫৩ ॥

মহোৎসব-বর্ণন ঃ—

'মহোৎসব'-নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন ॥ ৫৪ ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল ।
শত দুই-চারি হোল্না আনাইল ॥ ৫৫ ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে ।
এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৬ ॥
এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা ।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল ।
চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৮ ॥

প্রভুর পীঠে উপবেশন ঃ—

ধূতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা ।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৯ ॥

বটবৃক্ষতলে চত্বরোপরি প্রভুসঙ্গি-ভক্তগণের উপবেশন ঃ—

চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥ ৬০ ॥

নিত্যানন্দগণের উপবেশন ঃ—

রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর ।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥ ৬১ ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস ।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
উদ্ধারণ আদি যত, আর নিজজন ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ?? ৬৩ ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিহীন বিপ্রগণের মহাপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥ ৬৪ ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল ।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

৫০। লাগ্—স্পর্শ, সাক্ষাৎকার, সন্ধান, সঙ্গ।

৬০। চবুতরা—চত্বর, চাতাল, পিঁড়ার সংলগ্ন উচ্চস্থান।

৬১। রামদাস—অভিরামঠাকুর (গোপাল), আদি ১০ম পঃ ১১৬ ও ১১৮ সংখ্যা এবং আদি ১১শ পঃ ১৩ ও ১৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সুন্দরানন্দ—আদি, ১১শ পঃ ২৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দাস-গদাধর—আদি, ১০ম পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য ও আদি, ১১শ পঃ ১৩,১৪,১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুরারি—এস্থলে মুরারি-চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দ-গণ, সুতরাং 'মুরারি গুপ্ত' নহেন)—আদি, ১১শ পঃ ২০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কমলাকর—আদি ১১শ পঃ ২৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। হোল্না—মৃৎপাত্রবিশেষ (মাল্সা)।

অনুভাষ্য

সদাশিব—আদি, ১১শ পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পুরন্দর,—আদি, ১১শ পঃ ২৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৬২। ধনঞ্জয়—আদি ১১ পঃ ৩১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জগদীশ—আদি ১১শ পঃ ৩০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বর দাস—আদি ১১শ পঃ ২৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মহেশ—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

গৌরীদাস—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণদাস হোড়—আদি ১১শ পঃ ৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥ ৬৬ ॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্‌না দিল।
দধি-চিড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৭ ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাঞা।
দুই হোল্‌নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥ ৬৮ ॥
তীরে স্থান না পাঞা আর কত জন।
জলে নামি' দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ ৬৯ ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন-ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ৭০ ॥

প্রসাদসহ রাঘবপণ্ডিতের তথায় আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি' হঞা বিস্মিত ॥ ৭১ ॥

সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দকে, পরে ভক্তগণকে প্রসাদ-প্রদান ঃ—

নি-সক্‌ড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা ॥ ৭২ ॥

ভোজনার্থ নিত্যানন্দপ্রভুকে অনুরোধ ঃ—

প্রভুরে কহে,—"তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥" ৭৩ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গোপাভিমানে ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্র্যে তোমার ঘরে প্রসাদ করিমু ভক্ষণ ॥ ৭৪ ॥

সখাগণসঙ্গে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনানন্দ ঃ—

গোপ-জাতি আমি বহু গোপগণ-সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥" ৭৫ ॥

রাঘবেরও তথায় ভোজন-সম্পাদন ঃ—

রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা ॥ ৭৬ ॥

মহাপ্রভুকে মহোৎসবের মধ্যে ধ্যানে আনয়ন ঃ—

সকল-লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৭ ॥

মহাপ্রভু-সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর ভোগসন্দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ ৭৮ ॥

মহাপ্রভুর মুখে এক এক গ্রাস-প্রদান ঃ—

সকল কুণ্ডীর, হোল্‌নার চিড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥ ৭৯ ॥

মহাপ্রভুরও নিতাইর মুখে একগ্রাস প্রদান ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

ভক্তগণের চতুর্দ্দিকে নিতাইর ভ্রমণ-রঙ্গ-দর্শন ঃ—

এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৮১ ॥

উভয়ের রঙ্গ—কাহারও অদৃশ্য, সুকৃতিসম্পন্ন কাহারও দৃশ্য ব্যাপার ঃ—

কি করিয়া বেড়ায়,—ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮২ ॥

মহাপ্রভুর জন্য দুইপাত্রে দুগ্ধ-চিড়া ও দুইপাত্রে দধি-চিড়া ঃ—

তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥ ৮৩ ॥

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর ভোজন ঃ—

আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৪ ॥

নিতাইর ভাবাবেশ ঃ—

দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৫ ॥

হরিধ্বনিপূর্ব্বক ভোজনে আদেশ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—'হরি বলি' করহ ভোজন'।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥ ৮৬ ॥

বৈষ্ণবগণের ভোজন ও ব্রজের পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ ৮৭ ॥

রঘুনাথের উপর প্রভুদ্বয়ের কৃপা ঃ—

নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু—কৃপালু, উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৮৮ ॥

নিত্যানন্দপ্রেমবশ মহাপ্রভু ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥ ৮৯ ॥

অভিরাম-ঠাকুরাদির গোপভাবে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন'-জ্ঞান কৈলা ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আরোয়া-চিড়া—আতপ-চিড়া।

অনুভাষ্য

৬৩। উদ্ধারণ—আদি ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পণ্যবিক্রয়িগণের পণ্য-বিক্রয়ার্থ আগমন, বিক্রয়দ্বারা অর্থ-লাভ, পুনরায় প্রসাদীকৃত বিক্রীতবস্তু-ভোজন ঃ—

মহোৎসব শুনি' পসারি' নানা-গ্রাম হৈতে ।
চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯১ ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য করি' লয় ।
তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯২ ॥

আগন্তুকগণের সকলেরই ভোজন ঃ—

কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ।
সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯৩ ॥

আচমনান্তে নিতাইর রঘুনাথকে ভুক্তাবশেষ-প্রদান ঃ—

ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা ।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥ ৯৪ ॥

ভক্তগণ-মধ্যে প্রসাদ-বণ্টন ঃ—

আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ।
গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৫ ॥

চন্দন-তাম্বূলদ্বারা প্রভুর সেবা ঃ—

পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল ।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ ৯৬ ॥
সেবক তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৭ ॥

সকলভক্তের তদবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মালা-চন্দন-তাম্বূল শেষ যে আছিল ।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি' দিল ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তিতে রঘুনাথের আনন্দ ঃ—

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাঞা ।
আপনার গণ-সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥ ৯৯ ॥

এইজন্যই চিড়া-দধি-মহোৎসব-সংজ্ঞা ঃ—

এই ত' কহিলুঁ নিত্যানন্দের বিহার ।
'চিড়া-দধি-মহোৎসব'-নামে খ্যাতি যার ॥ ১০০ ॥

সন্ধ্যায় রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন-শেষ হৈল ।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০১ ॥

কীর্ত্তনে নিত্যানন্দের নর্ত্তন ঃ—

ভক্ত সব নাচাঞা নিত্যানন্দ-রায় ।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ ১০২ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন ।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভুর নর্ত্তনই অনুপম নিত্যানন্দ-নর্ত্তনের একমাত্র তুলনা ঃ—

নিত্যানন্দের নৃত্য,—যেন তাঁহার নর্ত্তনে ।
উপমা দিবার নাহি এ-তিন ভুবনে ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-মাধুর্য্য দর্শন ঃ—

নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে ।
মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৫ ॥

নৃত্যহেতু বিশ্রামান্তে নিতাইর গণসহ রাঘবগৃহে নৈশভোজন ঃ—

নৃত্য করি' প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা ।
ভোজনের লাগি' পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥ ১০৬ ॥

নিতাইর দক্ষিণে প্রভুর ভোজনাসন ঃ—

ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা ।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৭ ॥

মহাপ্রভুর তাহাতে উপবেশন-দর্শনে রাঘবের হর্ষ ঃ—

মহাপ্রভু আসি' সেই আসনে বসিল ।
দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বাগ্রে প্রভুদ্বয়ের, পশ্চাৎ ভক্তগণের প্রসাদ-সেবন ঃ—

দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা ।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৯ ॥

রাঘবের গৃহে প্রসাদবৈচিত্র্য-বর্ণন ঃ—

নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন ।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১১০ ॥

রাঘবের গৃহপ্রস্তুত নৈবেদ্যাদি—প্রভুর নিত্যপ্রিয় ঃ—

রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার ।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ ১১১ ॥

মহাপ্রভুর নিমিত্ত প্রত্যহ পৃথক্ ভোগ ও প্রভুর তদ্‌ভোজন ঃ—

পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায় ।
মহাপ্রভুর লাগি' ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥ ১১২ ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৭২। নি-সক্‌ড়ি—যাহা সক্‌ড়ি (অন্নস্পর্শ-দুষ্ট) নহে।

৯১। পসারি—পণ্যবিক্রয়ী, দোকানদার।

রাঘবকর্ত্তৃক প্রভুদ্বয়ের ভোজন-সম্পাদন ঃ—

দুই ভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে।
যত্ন করি' খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥ ১১৪ ॥

প্রভুদ্বয়ের নিঃশেষে বহুবিধ বিচিত্রপ্রসাদ-সেবন ঃ—

কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৫ ॥

রাঘবগৃহে স্বয়ং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণার্থে অমৃতনিন্দি অন্ন-রন্ধন ঃ—

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥ ১১৬ ॥

প্রভুদ্বয়ের তদন্নভোজনে আনন্দ ঃ—

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥ ১১৭ ॥

সকল ভক্তের উপবেশন, রঘুনাথকে ভোজনার্থ অনুরোধ, রঘুনাথের পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে,—"ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥" ১১৮ ॥

ভক্তগণের আকণ্ঠ ভোজন ও আচমন ঃ—

ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
'হরি' ধ্বনি করি' উঠি' কৈলা আচমন ॥ ১১৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়ের মালাচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন।
রাঘব আনি' পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥ ১২০ ॥

প্রভুদ্বয়ের তাম্বূল-ভোজন, সকলের অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ-বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া, মাল্য-চন্দন ॥ ১২১ ॥

স্নেহকৃপাময় রাঘবের রঘুনাথকে প্রভুদ্বয়ের উচ্ছিষ্টপাত্র-দান ঃ—

রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইএর অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥ ১২২ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট-সেবনেই রঘুনাথের গৃহত্যাগ-সামর্থ্য ঃ—

কহিলা,—"চৈতন্য-প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥" ১২৩ ॥

ভগবানের অবস্থান ও স্বভাব-নির্ণয় ঃ—

ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর বিভুত্বে সংশয়কারীর বিনাশ ঃ—

সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৫ ॥

পরদিবস প্রাতঃস্নানান্তে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট নিতাইর সমীপে রঘুনাথের চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যর্থে নিবেদন ঃ—

প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ ১২৬ ॥
রঘুনাথ আসি' কৈলা চরণ-বন্দন।
রাঘবপণ্ডিত-দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥ ১২৭ ॥
"অধম পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ ॥ ১২৮ ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৯ ॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা—দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১৩০ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-কৃপা ব্যতীত চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব, তৎকৃপায় অযোগ্যেরও তল্লাভে যোগ্যতা ঃ—

তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥ ১৩১ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-পদে চৈতন্যপদলাভার্থ কৃপাভিক্ষার কর্ত্তব্যতা ঃ—

অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি হঞা সদয় ॥ ১৩২ ॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ'—কর আশীর্ব্বাদ ॥" ১৩৩ ॥

রঘুনাথের চৈতন্যপদ-লাভে ব্যাকুলতা-দর্শনে তাঁহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ-দানার্থ নিত্যানন্দপ্রভুর শুদ্ধভক্তগণের নিকট আবেদন ঃ—

শুনি' হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
"ইহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥ ১৩৪ ॥
চৈতন্য-কৃপাতে সে নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর—পাউক চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের মহিমা ও আকর্ষণ-শক্তি ঃ—

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥" ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৩)—

যে দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ১৩৭ ॥

রঘুনাথের শিরে পদস্থাপনপূর্ব্বক নিত্যানন্দকর্ত্তৃক তাঁহার প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

১২১। বিড়া—সজ্জিত তাম্বূল, পানের খিলি।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য ২৩শ পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"তুমি করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন ॥ ১৩৯ ॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি' রাত্র্যে কৈলা প্রসাদ-ভক্ষণ ॥ ১৪০ ॥

রঘুনাথের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক গৌরের আবির্ভাব ও ভোজনফলে রঘুনাথের বিঘ্ননাশ ঃ—

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥ ১৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥ ১৪২ ॥

নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্যপদপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ-দান ঃ—

নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥" ১৪৩ ॥

ভক্তগণদ্বারে রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন ; রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা ॥ ১৪৪ ॥

রাঘবের সহিত গোপনে পরামর্শ ঃ—

প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা ॥ ১৪৫ ॥

প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে অর্থ-প্রণামী-প্রদান ঃ—

যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর নিকট উহা গুপ্ত রাখিতে অনুরোধ ঃ—

তাঁরে নিষেধিলা,—"প্রভুরে এবে না কহিবা।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে, তবে নিবেদিবা ॥" ১৪৭ ॥

রঘুনাথকে রাঘবের স্বগৃহে বিগ্রহ-দর্শন করাইয়া যথোচিত সম্মান ঃ—

তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৮ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-পূজার যোগ্য আদর্শ দেখাইয়া রঘুনাথের অর্থশালী বিষয়ীকে শিক্ষা-দান ঃ—

অনেক 'প্রসাদ' দিলা পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥ ১৪৯ ॥
"প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ ১৫০ ॥
বিশ, পঞ্চাশ, দশ, বার, পঞ্চদশ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ' বিচারিয়া যোগ্য যত হয় ॥" ১৫১ ॥

সকলকে অভিনন্দনপত্র ও প্রণামী-প্রদান ঃ—

সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫২ ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা-দ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫৩ ॥

নিতাইর কৃপা পাইয়া রাঘবকে প্রণামান্তে রঘুনাথের স্বগৃহে আগমন ঃ—

তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥ ১৫৪ ॥

তদবধি বহির্বাটিতে অবস্থান ঃ—

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥ ১৫৫ ॥

প্রহরী রক্ষিগণ ঃ—

তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুদর্শনার্থ বর্ষাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-যাত্রা ঃ—

হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৭ ॥

প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয়ভক্তগণসহ গমনে ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুরীযাত্রায় অসামর্থ্য ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে ॥ ১৫৮ ॥

রঘুনাথের প্রভুসহ মিলনবৃত্তান্ত-বর্ণন ; রঘুনাথের সৌভাগ্য-দিবস ঃ—

এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে ॥ ১৫৯ ॥

শেষরাত্রে গুরু যদুনন্দনসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৬০ ॥

যদুনন্দনের পরিচয় ঃ—

বাসুদেব-দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহ হয় 'পুরোহিত' ॥ ১৬১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ'।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে 'প্রাণধন' ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। অভ্যন্তর—অন্দর বাড়ী।

১৫৮। গৌরভক্তগণ যখন নীলাচলে যান, তখন তাঁহাদের

অনুভাষ্য

১৬১-১৬২। এই বাক্যেও জানা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের আজ্ঞাচ্ছেদী মতবিরোধী পাষণ্ডগণ আপনাদিগকে

যদুনন্দনকে রঘুনাথের প্রণাম ঃ—

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥ ১৬৪ ॥

বিগ্রহার্চ্চনত্যাগকারী শিষ্যকে প্রাতরারাত্রিক-সম্পাদনার্থ অনুরোধ-জন্য রঘুনাথকে সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥" ১৬৫ ॥

রাত্রিশেষে প্রহরী রক্ষিগণের গাঢ়নিদ্রাবেশ ঃ—

এত কহি' রঘুনাথে লঞা চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৬ ॥

রঘুনাথের গুর্ব্বনুব্রজ্যা ; উভয়ের আচার্য্য-গৃহাভিমুখে গমন ঃ—

আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥ ১৬৭ ॥

পথে বুদ্ধিমান্ রঘুনাথের ঐ সুযোগে গুরু-সমীপে কৃষ্ণভজনার্থ বিদায়াজ্ঞা-গ্রহণ ঃ—

অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
"আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমা-স্থানে ॥১৬৮॥
তুমি ঘরে যাহ সুখে—মোরে আজ্ঞা হয়।"
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥

রঘুনাথের পলায়ন-চিন্তা ঃ—

"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে ॥" ১৭০ ॥

অতি-দ্রুতবেগে পলায়ন ঃ—

এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥ ১৭১ ॥

ধৃত হইবার আশঙ্কায় বনে বনে উপপথে ধাবন ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা ॥ ১৭২ ॥

একান্তভাবে চৈতন্যচরণ ধ্যানপূর্ব্বক সমস্ত দিনে বহুপথ অতিক্রম ও সন্ধ্যায় গোপগৃহে দুগ্ধপানপূর্ব্বক শ্রান্তদেহে বিশ্রাম ঃ—

গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ ১৭৪ ॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥ ১৭৫ ॥

পরদিবস প্রাতে রঘুনাথের অদর্শনে কোলাহল ও তদন্বেষণার্থ পিতার পুরী-যাত্রিগণের নিকট পত্র ও লোক-প্রেরণ ঃ—

এথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তেঁহ কহে,—"আজ্ঞা মাগি' গেলা নিজ-ঘর।"
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৭ ॥
তাঁর পিতা কহে,—"গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৭৮ ॥
সেই-সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাঞা।
দশ জন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥" ১৭৯ ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
'আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥' ১৮০ ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণে ॥ ১৮১ ॥

প্রেরিত লোকের শিবানন্দকে পত্রপ্রদান ও রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে,—"তেঁহ এথা না আইল ॥" ১৮২ ॥

শিবানন্দের স্বীয় অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন, রঘুনাথের অদর্শনে পত্রবাহকগণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্গ সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ ও প্রকট হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গেলে পাছে পিতা ধরিয়া আনেন, এই ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন না।

অনুভাষ্য

তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল-ভাববশে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীবের নিত্য উপাস্য স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' বলিয়া জ্ঞান করিত না। শ্রীযদুনন্দন শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যৈকপ্রাণ-শিষ্য ছিলেন বলিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতি-সামান্য-বুদ্ধিদোষে কখনও দুষ্ট ছিলেন না। বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহাকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহকারী 'গুরু' বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

১৭৪। বাথান—গোশালা, গোষ্ঠ।

১৮০। বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া ; শিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন, তজ্জন্য তৎসহ রঘুনাথের অবস্থান অনুমান করিয়া, রঘুনাথকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ-পত্রের সহিত দশজন লোকও পাঠাইলেন।

প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের প্রভুচরণলাভার্থ পুরী-গমন-পথে সুতীব্র দৈহিক-ক্লেশসহিষ্ণুতা ঃ—

এথা রঘুনাথ-দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ-মুখ হঞা ॥ ১৮৪ ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৫ ॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৬ ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ ॥ ১৮৭ ॥

বারদিনে পুরী-গমন, পথে তিনদিনমাত্র অন্ন-গ্রহণ ঃ—

বার-দিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥ ১৮৮ ॥

স্বরূপাদি-সহ উপবিষ্ট প্রভুর সমীপে আসিয়া রঘুনাথের দণ্ডবৎ প্রণাম ; মুকুন্দের তৎপরিচয়-প্রদান ঃ—

স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ-দত্ত কহে,—"এই আইল রঘুনাথ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর চরণ-বন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু কহেন,—'আইস', তেঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৯১ ॥

স্বরূপাদি ভক্তগণকে প্রণাম, সকলের আলিঙ্গন ঃ—

স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা।
প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৯২ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের গৃহত্যাগ-উপলক্ষে অনর্থযুক্ত ভক্তিসাধককে শিক্ষা-দান ; প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥" ১৯৩ ॥

রঘুনাথের ঐকান্তিকী গৌরকৃষ্ণনিষ্ঠা ঃ—

রঘুনাথ কহে মনে,—'কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি ॥' ১৯৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের চরিত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহেন,—"তোমার পিতা-জ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তি-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি' মানে ॥ ১৯৫ ॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৬ ॥

বিষয়-বিষ সেবন—আত্মসংহারক অর্থাৎ জীবের স্বরূপ বা স্বাস্থ্য-লাভের ভীষণ বিঘ্নস্বরূপ ঃ—

তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। সামান্য সামান্য গ্রাম দিয়া গমন করিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে 'আজা' অর্থাৎ মাতামহ বলিয়া মানি।

অনুভাষ্য

১৮৫। সরাণ—প্রশস্ত পথ।

ছত্রভোগ— বর্ত্তমানকালে এইস্থান ২৪ পরগণা-জেলার মথুরাপুরের অন্তর্গত গঙ্গার 'ছাড়-খাড়ি' বলিয়া পরিচিত এবং 'জয়নগর-মজিলপুর'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রামদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এইস্থানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। যাঁহারা ছত্রভোগকে কাঁসাই-নদী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত—ভ্রান্ত।

১৯৩। প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা—অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না ; বিশেষতঃ শুদ্ধকৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠাগর্ত্ততুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত-বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও নীলাম্বরকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া 'দাদা' সম্বোধন করায়, শ্রীমহাপ্রভু মাতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আপনার 'রহস্যের পাত্র' বলিয়া জানিলেন। এই সম্বোধন হইতে অনেকের এরূপ ভ্রম হয় যে, রঘুনাথ—মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

১৯৭। 'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য ; বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব—ঘৃণ্যপুরীষের কীট-তুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী —বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্ত-ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত।

ভোক্তৃ-অভিমানে বা দেহাত্মবুদ্ধিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-মিশ্র, অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগত্যাভাস বা লৌকিকী শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে, কনিষ্ঠাধিকার-মাত্র ঃ—

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায় ।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়' ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ছাড়িয়া অক্ষজজ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগরূপ বিষয়ের অনুশীলন-ফলে যৎসামান্য শ্রদ্ধা-বীজেরও স্তব্ধতা ও সংসার-বৃদ্ধি ঃ—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—হয় মহা-অন্ধ ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের বিষয়ভোগ না থাকায়, অনর্থযুক্ত সাধককেই প্রভুর উপদেশ ঃ—

হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা ।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥" ২০০ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর দামোদরস্বরূপ-হস্তে সমর্পণ ঃ—

রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া ।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হঞা ॥ ২০১ ॥
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ২০২ ॥

বৈদ্য-রঘুনাথ, ভট্ট-রঘুনাথ ও স্বরূপানুগ দাস-রঘুনাথ ঃ—

তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে ।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে ॥" ২০৩ ॥
এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা ।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর আদেশে স্বরূপের রঘুনাথাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল ।'
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর অনুপম-ভক্তবাৎসল্য ; গোবিন্দকে রঘুনাথপ্রতি আদর ও যত্ন দেখাইতে আজ্ঞা-দান ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি ।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি' ॥ ২০৬ ॥
"পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন ।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥" ২০৭ ॥

রঘুনাথকে সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"যাঞা, কর সিন্ধুস্নান ।
জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন ॥" ২০৮ ॥

ভক্তগণসহ রঘুনাথের মিলন ঃ—

এত বলি' প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা ।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুকৃপালাভ-দর্শনে ভক্তগণের তৎসৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২১০ ॥

সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথদর্শনান্তে রঘুনাথের গোবিন্দ-কৃপায় প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা ।
জগন্নাথ দেখি' গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥ ২১১ ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা ।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ ২১২ ॥

পাঁচদিন স্বরূপের নিকট থাকিয়া প্রভুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে ।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চ দিনে ॥ ২১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা ও দেবসেবাদি থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারে না, কেননা, যে-পর্য্যন্ত 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' ইত্যাদি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ না হয়, সে-পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকে।

২০৩। তিন রঘুনাথ—বৈদ্য-রঘুনাথ (আদি ১১শ পঃ ২২ সংখ্যা), ভট্ট-রঘুনাথ ও দাস-রঘুনাথ।

অনুভাষ্য

১৯৮। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—উভয় ভ্রাতাই ব্রাহ্মণের সম্মান-কারী পালক, পোষ্টা ও সহায় ছিলেন ; তজ্জন্য প্রাকৃত লৌকিকবিচারে শ্রেষ্ঠ ও 'সজ্জন' বলিয়া আদৃত এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া সাধারণ লোকসমাজে পরিচিত হইলেও পারমার্থিক শুদ্ধভক্তের বিচারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহেন ; পরন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' অর্থাৎ 'কনিষ্ঠ' বা 'বালিশ' ('বিদ্বেষী' নহে) বলিয়া জানিতেন।

১৯৯। বিষয়ী ভোগিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হওয়ায় তাহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানদ্বারাই অজ্ঞাতসারে বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়ে।

২০৭। লঙ্ঘন—উপবাসাদি ; সন্তর্পণ—শুশ্রূষা।

পরদিন হইতে রঘুনাথের রাত্রিতে সিংহদ্বারে প্রসাদার্থিরূপে প্রতীক্ষা ঃ—

আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া ।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে আহার লাগিয়া ॥ ২১৪ ॥

গৃহগমনোদ্যত গৃহব্রত জগন্নাথসেবকগণের রাত্রিতে পূজান্তে দ্বারস্থিত প্রসাদার্থী বৈষ্ণবকে প্রসাদ-দান-রীতি ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ' ।
সেবা সারি' রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন ॥ ২১৫ ॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া ।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া ॥ ২১৬ ॥

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তের ব্যবহার-বর্ণন ঃ—

এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার ।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার ॥ ২১৭ ॥
সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন ॥ ২১৮ ॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায়, যেবা কিছু পায় ।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয় ॥ ২১৯ ॥

প্রভুভক্তের ব্যবহার ; কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে স্বভোগ-ত্যাগ বা অখিলচেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥ ২২০ ॥

প্রভুকে গোবিন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের সিংহদ্বারে প্রসাদার্থ প্রতীক্ষা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভুরে গোবিন্দ কহে,—"রঘুনাথ 'প্রসাদ' না লয় ।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি' খায় ॥" ২২১ ॥

রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বা 'বৈরাগী'-সংজ্ঞা ; তাঁহার বৈরাগ্যে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল ।
"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥ ২২২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার বা ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ ॥ ২২৩ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥ ২২৪ ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥ ২২৫ ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥ ২২৬ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥" ২২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫। রস—তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায়-রস।

অনুভাষ্য

২১৪। পুষ্পাঞ্জলি—রাত্রিকালে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি-সেবা।

২২০। মহাপ্রভুর ভক্তগণকে—অভক্ত বিষয়িগণ ও শুদ্ধ-ভক্তগণ, উভয়েই ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা—প্রাকৃত-ভোগতাৎপর্য্যপর না হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদি-লাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগপূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা—সাধারণ লৌকিকী-দৃষ্টির বোধগম্য নহে ; ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধভজন-চতুরতা-সন্দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

২২৬। হঃ ভঃ বিঃ—২০ বিঃ সর্ব্বশেষে—"কৃতান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্। লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্।। প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্।। এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ। কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।" হরিভক্তিবিলাসে লিখিত অনুষ্ঠানাবলী—গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণের জন্য, সর্ব্বপরিত্যাগী বিরক্ত ঐকান্তিক-নামাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের জন্য নহে। প্রাতঃকালে, মধ্যরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালই যিনি হরির কীর্ত্তন করেন, তিনি ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ পরমপ্রীতির সহিত প্রভুর কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনাদি ব্যতীত আর অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই।

শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৩ সংখ্যায়)—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধে-রভিহিতত্বাৎ, ***।"*

** যদিও শ্রীমদ্ভাগবত-মতে অর্চ্চন-ব্যতীতও শরণাগতি ইত্যাদির যে-কোন একটীর দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া অভিহিত হওয়ায় উক্ত মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি ***।*

ত্যক্তগৃহ সাধকের মঙ্গলার্থে আপনাকে তদভিমানে রঘুনাথের স্বরূপ-সমীপে নিজকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে ।
আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে ॥ ২২৮ ॥
"কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥" ২২৯ ॥

স্বয়ং মৌন থাকিয়া রঘুনাথের স্বরূপ ও গোবিন্দদ্বারে প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা ঃ—

প্রভুর আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ ।
স্বরূপ-গোবিন্দদ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥ ২৩০ ॥

একদিন স্বরূপের প্রভুসমীপে রঘুনাথের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে ।
"রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥ ২৩১ ॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥" ২৩২ ॥

দামোদর-স্বরূপকে শিক্ষা-গুরুরূপে বরণার্থ প্রভুর রঘুনাথকে আদেশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল ।
"তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩৩ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু শ্রীদামোদরস্বরূপই সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য ঃ—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে ।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে ॥ ২৩৪ ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয় ।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাগানুগা-ভক্তিযাজীর আচার-বর্ণন ঃ—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৬ ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৭ ॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥ ২৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" ২৩৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুপদবন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ ।
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৪০ ॥

রঘুনাথের দামোদরস্বরূপানুগত্যে গৌরকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা ঃ—

পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে ।
'অন্তরঙ্গ সেবা' করে স্বরূপের সনে ॥ ২৪১ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥ ২৪২ ॥

সকলভক্ত-সঙ্গে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও টোটায় মহোৎসব ঃ—

সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥ ২৪৩ ॥

সগণ প্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন ; রঘুনাথের বিস্ময় ঃ—

রথযাত্রায় সবা লঞা করিলা নর্ত্তন ।
দেখি' রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪৪ ॥

রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন, অদ্বৈতের কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথ-দাস যবে সবারে মিলিলা ।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥ ২৪৫ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনদাসের তদন্বেষণ-চেষ্টা-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেন তাঁরে কহেন বিবরণ ।
"তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥২৪৬॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে ।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥" ২৪৭ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণের পুরী হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন ঃ—

চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা ।
শুনি' রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৬-২৩৭। স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপাদন করত যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার-সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা,—সকলই 'গ্রাম্য' কথাবার্ত্তা ; তাহা কখনই বৈরাগী বা বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা,—ইহাও বৈরাগীর উচিত নয় ; পরের প্রতি সম্মান ও স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবে এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিবে,—ইহাই বৈরাগীর কৃত্য।

২৪১। 'অন্তরঙ্গ সেবা করে'—মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গ'-সেবা। স্বরূপগোস্বামী—ললিতা দেবী ; তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।

অনুভাষ্য

২৩৯। আদি, ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দ-সমীপে গোবর্দ্ধনদাসের লোক পাঠাইয়া রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সে মনুষ্য শিবানন্দ-সেনেরে পুছিল ।
“মহাপ্রভুর স্থানে এক ‘বৈষ্ণব’ দেখিল ॥ ২৪৯ ॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম—‘রঘুনাথ’ ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ??” ২৫০ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দ কহে,—“তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে ।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ॥ ২৫১ ॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৫২ ॥
রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫৩ ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান ।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫৪ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে ‘পুষ্পাঞ্জলি’ দেখিয়া ।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ ২৫৫ ॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥” ২৫৬ ॥

গোবর্দ্ধনদাস-সমীপে গিয়া সেই লোকের রঘুনাথের বৈরাগ্যযুক্ ভজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে ।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥ ২৫৭ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণভজনার্থ ভোগ-ত্যাগ-শ্রবণে কৃষ্ণভোগ্য ভক্তকে স্ব-ভোগ্যপুত্রবুদ্ধিকারী সপত্নীক গোবর্দ্ধনদাসের দুঃখ ঃ—

শুনি' তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইল ।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল ॥ ২৫৮ ॥

রঘুনাথকে প্রদানার্থ শিবানন্দ-সমীপে মুদ্রা, ভৃত্য ও পাচক-প্রেরণ ঃ—

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৯ ॥

শিবানন্দের সঙ্গে লইবার আশ্বাস-প্রদান ঃ—

শিবানন্দ কহে,—“তুমি যাইতে নারিবা ।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা ॥ ২৬০ ॥
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিমু ।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু ॥” ২৬১ ॥

শ্রীকবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক স্ব-কৃত নাটকে রঘুনাথ-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

এই ত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর ।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ ২৬২ ॥

যদুনন্দনাচার্য্য ও রঘুনাথের গুণ ঃ—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১০।৩-৪) সঙ্গী যাত্রীর প্রতি শিবানন্দের উক্তি—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্ ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬৩ ॥

রঘুনাথের অতুল সৌভাগ্য ঃ—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা ।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥২৬৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৩। (কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীবাসুদেব-দত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য ; তাঁহার শিষ্যই রঘুনাথ-দাস। তাঁহার গুণে তিনি—আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়দ্বারা সতত-স্নিগ্ধ, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

২৬৪। যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচি (চিত্তরঞ্জন) দ্বারা কোন এক (অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (স্বতঃপ্রকটিত) সৌভাগ্যের ভূমি (আধারস্বরূপা) হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই (শ্রীচৈতন্যের) অতুল্য (অনুপম) প্রেম-শাখী (বৃক্ষ) ফলবান্ হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

২৬২। গ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে।

২৬৩। শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেব-দত্তঠকুরস্য প্রিয়ঃ কৃপা-পাত্রং ; ন তু শিষ্যঃ) সুমধুরঃ যদুনন্দনঃ আচার্য্যঃ ; তচ্ছিষ্যঃ (তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ ইতি কৃপাপাত্রং, ন তু তেনৈব দীক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ) অধিগুণঃ (গুণৈরধিকঃ সর্ব্বাধিকগুণান্বিতঃ) মাদৃশাং (গৌরপ্রাণানাং) প্রাণাধিকঃ (প্রাণতোঽপ্যধিকঃ প্রিয়ঃ) শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ (গৌরকৃপাতিশয়েন নিত্যপ্রেমবান্) স্বরূপপ্রিয়ঃ (দামোদর-স্বরূপানুগঃ) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যস্য একনিধিঃ মুখ্যাশ্রয়ঃ সিন্ধুর্বা) রঘুনাথঃ (শ্রীদাসগোস্বামী) নীলাচলে (পুরুষোত্তমক্ষেত্রে) তিষ্ঠতাং (নিবসতাং মধ্যে) কস্য ন বিদিতঃ? [সর্ব্বেষামেব পরিচিতোঽস্তীতি ভাবঃ]।

২৬৪। যঃ (দাসগোস্বামী) সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সর্ব্বে-ষাং ভক্তানাং লোকানাম্ একা প্রধানা যা মনসঃ অভিরুচিঃ প্রীতিঃ

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা ।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোকে বর্ণিলা ॥ ২৬৫ ॥

গোবর্দ্ধন-প্রেরিত অর্থ, ভৃত্য ও বিপ্র-সঙ্গে বর্ষাকালে শিবানন্দের পুরী গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে ।
রঘুনাথের সেবক, বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬৬ ॥
সেই বিপ্র—ভৃত্য, চারি-শত মুদ্রা লঞা ।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬৭ ॥

রঘুনাথের তৎসমস্ত অস্বীকার ঃ—

রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল ।
দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল ॥ ২৬৮ ॥

প্রতিমাসে প্রভুকে রঘুনাথের দুইবার নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন ।
মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৯ ॥

তজ্জন্যই রঘুনাথের গোবর্দ্ধনপ্রেরিত অর্থ-গ্রহণ ঃ—

দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ॥ ২৭০ ॥

বর্ষদ্বয়ান্তে প্রভুনিমন্ত্রণ-কার্য্য-পরিত্যাগ ঃ—

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা ।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর স্বরূপকে রঘুনাথের স্ব-নিমন্ত্রণ-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥ ২৭২ ॥
"রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ?"
স্বরূপ কহে,—"মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৭৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে রঘুনাথের চিত্তভাব-জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রাকৃত বিষয়ীকে শিক্ষাদান ; ভোক্তাভিমানী বিষয়ীর ভোগ্য-জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময়-বিষ্ণুভোগ্য নহে ঃ—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥ ২৭৪ ॥

অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তির ভোগ্যজড়বস্তুদ্বারা চিন্ময়ী বিষ্ণুসেবার পরিমাণ-চেষ্টা—অনর্থবর্দ্ধিনী ও চিজ্জড়সমন্বয়মূলা জড়প্রতিষ্ঠা-মাত্র ঃ—

মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল ।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল ॥ ২৭৫ ॥

বালিশের নিত্যমঙ্গলার্থ ঈশ্বরের অমন্দোদয়-দয়া ঃ—

উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥ ২৭৬ ॥

মহাপ্রভুর সন্তোষ ঃ—

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ।"
শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিল ॥ ২৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধক ও আচার্য্যগণের সঙ্গ বা ব্যবহার-বিধি বা কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৮ ॥

অনুভাষ্য

তয়া) কাচিৎ (অনির্ব্বচনীয়া) অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণব্যতিরেকেণ পক্বা, অর্থাৎ সাধনেন সিদ্ধিলাভাৎ পূর্ব্বমেব সাধনব্যতিরেকেণ বা সিদ্ধা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমিঃ), যস্যাং (ভূমৌ) সমারোপণ-তুল্যকালং (বীজবপনসমকালমেব) অতুল্যঃ (অনুপমঃ) তৎপ্রেমশাখী (তৎ তস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রেমা, স এব শাখী বৃক্ষঃ) ফলবান্ [অভবৎ ইতি শেষঃ]।

২৭০। অষ্টপণ—৬৪০ কড়া কড়ি অর্থাৎ আট আনা।

২৭৫। 'অহং মম'-অভিমানযুক্ত জড়ভোক্তা প্রাকৃত বিষয়ীর ভোগ্য অর্থদ্বারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দবস্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র-ফললাভ হয়, বাস্তবিক অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজার্জ্জিত সমস্ত অর্থদ্বারা এবং কায়মনোবাক্য-প্রাণে অপ্রাকৃত হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য।

২৭৬। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-মদমত্ত বিষয়িগণ শ্রীমূর্ত্তির তথাকথিত সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদ-জ্ঞানে উহা বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহারা জানে না যে, তাহাদের অভক্তিময় মনোবৃত্তিপ্রদত্ত কোন বস্তুই অধোক্ষজ অজিত গ্রহণ করেন না। সুতরাং অনেকস্থলে তাদৃশ জড়-ভোক্তা বিষয়ীর জড়াভিমানগন্ধ-মিশ্রিত সাহায্যগ্রহণদ্বারা তৎকৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভজন-পরায়ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ জড়ভোগবিরক্ত বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না ; তাহাতে প্রাকৃত ধনী বিষয়িগণ স্বীয় দেহাদিতে অহংবুদ্ধিপ্রসূত মূর্খতা-বশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন।

২৭৮। অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ—বিষয়ী। তাহাদের অভক্তি-প্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গফলে সাধক-বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে, সাধকগণ তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। 'অবৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণব'-নামধারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্নপ্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্ত্তন, গূঢ়-কথা বর্ণন ও জিজ্ঞাসা) করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া

গৃহব্রত বা গ্রাম্য-ব্যবহারবিৎই 'বিষয়ী', তাহার সঙ্গই 'রাজস' ঃ—

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৯ ॥

ঈশ্বরের অমন্দোদয়া দয়ার ফলে সদ্বুদ্ধির উদয়ে সাধকের কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিত্যাগ ও শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তি ঃ—

ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল ।
ভাল হৈল—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥" ২৮০ ॥

রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগ ও ছত্রে অন্নগ্রহণ ঃ—

কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা ।
ছত্রে যাই' মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলা ॥ ২৮১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপকে রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে ।
"রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে ??"২৮২॥

স্বরূপকর্ত্তৃক রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বিরক্তগণের আচারাদর্শে মাধুকরী-ভিক্ষা-স্বীকার বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া ।
ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥" ২৮৩ ॥

পরের ইচ্ছামত তাহার নিকট অন্নলাভ-প্রতীক্ষা—নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রতিকূল ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥ ২৮৪ ॥

লোকদর্শনমাত্র ভিক্ষা-প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির আশা বা তৎসম্ভাবনা-কল্পনা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বাক্য—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তময়মপরঃ ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

মাধুকরীভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তের হরিভজনানুকূল ঃ—

ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৮৬ ॥

নিখিলব্রহ্মজ্ঞগুরু রঘুনাথকে পরমশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে স্বকীয় গিরিধারি-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বা-রূপিণী মালা-প্রদান ঃ—

এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা ।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা-মালা' তাঁরে দিলা ॥ ২৮৭ ॥

বিগ্রহ ও মালিকা-প্রাপ্তির আদি-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা ।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥ ২৮৮ ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা ।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥ ২৮৯ ॥

কৃষ্ণস্মরণকালে সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-জ্ঞানে প্রভুর সেই মালা ও বিগ্রহ-সমাদর ঃ—

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥ ২৯০ ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে ।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥ ২৯১ ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ।
শিলারে কহেন প্রভু,—'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৯২ ॥

তিনবৎসর সেবনান্তে রঘুনাথকে প্রদান ঃ—

এইমত তিনবৎসর শিলা-মালা ধরিলা ।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥ ২৯৩ ॥

অর্চ্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণকে শিক্ষাদানার্থ প্রভুর উপদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৯। 'রাজস' নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণ তিনপ্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; বিশুদ্ধবৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ—সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান্ ব্যক্তির অন্ন—রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন—তামস।

২৮৫। 'ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন ; ইনি দিয়াছেন ; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না ; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন' ;—অযাচক বৈরাগিবেষিগণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়) এরূপ আশা করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়-মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে।

অনুভাষ্য

২৮২। ঠাড়—(হিন্দী-শব্দ) খাড়া, দণ্ডায়মান।

২৮৫। [বর্ত্মচারিণং কঞ্চিৎ অবলোক্য অর্থার্থী, অন্নার্থী বা স্বগতং বদতি—] অয়ং (পথিকঃ) আগচ্ছতি, অয়ং (বদান্যঃ) মাং দাস্যতি (অর্থ-ভোজনাদিকং প্রদাস্যতি) অনেন (দাত্রা পূর্ব্বস্মিন্ প্রদোষে অর্থ-ভোজনাদিকং) দত্তম্, অয়ম্ অপরঃ (জনঃ সমাগতঃ) ; অয়ং সমেত্য (সমাগত্য) দাস্যতি ; অনেন অপি ন [কিঞ্চিৎ] দত্তম্ ; অন্যঃ (দাতা) সমেষ্যতি (সমাগমিষ্যতি) স (এব) মহ্যং দাস্যতি।

২৮৭। গোবর্দ্ধন-শিলা—শ্রীগিরিধারী বিগ্রহ। গুঞ্জামালা—কুঁচের মালা।

২৯৩-২৯৪। গোবর্দ্ধন-শিলা—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ; মহাপ্রভু সেই শিলাকে 'সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকলেবর' বলিয়া তিন

মহাভাগবতের শুদ্ধসাত্ত্বিকপূজা বা ভাবসেবা প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন নহে ঃ—

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন ।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৯৫ ॥

শুদ্ধসাত্ত্বিক-সেবার প্রণালী ঃ—

এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী ।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি' ॥ ২৯৬ ॥
দুইদিকে দুইপত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥" ২৯৭ ॥

নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরু প্রভুপ্রেষ্ঠ মহাভাগবত রঘুনাথের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব-সেবা ঃ—

শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা ।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯৮ ॥
এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি ।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥ ২৯৯ ॥

অর্চ্চ্য-বিষ্ণুতে শিলা ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের কল্পনা ধিক্কারপূর্ব্বক রঘুনাথের গিরিধারীতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞান ঃ—

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন ।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ৩০০ ॥

রঘুনাথের অপূর্ব্ব প্রভুপ্রেম ঃ—

'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা ।'
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥ ৩০১ ॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয় ।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ৩০২ ॥

একদিন স্বরূপের অনুরোধক্রমে বিগ্রহকে গোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ-সমর্পণ ঃ—

এইমত কতদিন করেন পূজন ।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন ॥ ৩০৩ ॥
"অষ্টকৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে, সেই অমৃতের সম ॥" ৩০৪ ॥
তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৩০৫ ॥

রঘুনাথের প্রভু-কৃপার তাৎপর্য্যানুধাবন ঃ—

রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা ।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥ ৩০৬ ॥

মালা ও শিলা-প্রদানদ্বারা প্রভুর রঘুনাথকে গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর রাগময়ী অন্তরঙ্গ-সেবাপ্রদান ঃ—

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে' ।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে' ॥" ৩০৭ ॥

প্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের গৌর-সেবা ঃ—

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০৮ ॥

গোস্বামী রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীত্যর্থে অদ্বিতীয় অদ্ভুত অচঞ্চল বৈরাগ্যযুক্ ভজনাদর্শ-বর্ণন ঃ—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৯ ॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন ঃ—

সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে ।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ॥ ৩১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৮। বিতস্তি—অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ।

৩০৯। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা—শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়।

অনুভাষ্য

বৎসর অঙ্গীকার করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়া নিজ-প্রিয়তম-প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন। অদৈব-বর্ণাশ্রমের পালিত ও পুষ্ট দাসস্থানীয় কতিপয় প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত অক্ষজজ্ঞানমদমত্ত অবৈষ্ণব বাহিরে বৈষ্ণবের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিয়াও বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে প্রাকৃত ঘৃণিত স্ব-স্ব প্রচ্ছন্ন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহে ধাতু বা শিলা বুদ্ধি, কৃষ্ণ-প্রকাশবিগ্রহ সেবক-ভগবান্ চিদ্বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপূর্ব্বক এই কল্পনা উদ্ভাবিত করে যে, 'শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শৌক্রব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ না করায়, দৈক্ষ্যব্রাহ্মণতা লাভ করেন নাই।' এই শ্রেণীর মাৎসর্য্য-পীড়িত লোক কল্পনাদ্বারা অনুমান করে যে,—শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূতব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন শুদ্ধভক্তেরই বিষ্ণুবিগ্রহের স্পর্শন বা পূজনে অধিকার না থাকায় মহাপ্রভু প্রাকৃত অদৈব সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়াই কৌশলপূর্ব্বক এরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। এই অপরাধক্রমে তাদৃশ কল্পনাকারিগণ অনন্ত-অপরাধরূপ বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হয় এবং বৈষ্ণবাপরাধক্রমে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কনিষ্ঠ বা মধ্যম বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই অপরাধি-দলের সঙ্গ কোনক্রমেই বিধেয় নহে, যেহেতু—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গপোষণকারী শৌক্রব্রাহ্মণতা ব্যতীত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধ চিন্ময় আদর্শ অন্যত্র থাকিতে পারে না,—তাহাদের এরূপ নরক-প্রাপক-বিশ্বাস তাহাদিগকে মহারৌরবে নিত্যকাল আবদ্ধ রাখিয়া বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

বিজিতষড়্বর্গ গোস্বামী রঘুনাথ ঃ—

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন ।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩১১ ॥

ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥ ৩১২ ॥

যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ ঃ—

প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদন ॥ ৩১৩ ॥

দিব্যসম্বন্ধজ্ঞানোদয়ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধি-হ্রাস ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥ ৩১৪ ॥

বিপণিকারের অবিক্রীত পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে সম্মান ঃ—

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায় ।
দুই-তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায় ॥ ৩১৫ ॥

সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে ।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥ ৩১৬ ॥

সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি' ।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥ ৩১৭ ॥

ভিতরেতে দড়-ভাত মাজি' যেই পায় ।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥ ৩১৮ ॥

একদিন স্বরূপের সানন্দে চিদ্বস্তুজ্ঞানে সেই কৃষ্ণোচ্ছিষ্টাংশ-গ্রহণ ঃ—

একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা ।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা ॥ ৩১৯ ॥

গৌরকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত প্রসাদই চিন্ময় কৃষ্ণভুক্তামৃত ঃ—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ।
আমা-সবায় নাহি দেহ', কি তোমার প্রকৃতি ??"৩২০॥

গোবিন্দের নিকট শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রভুরও সেই কৃষ্ণভুক্তান্নামৃত-গ্রহণ ঃ—

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা ।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৩২১ ॥

"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥ ৩২২ ॥

সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বৈরাগ্যাচরণের অভ্যাস থাকিলেও নিখিলৈশ্বর্য্যশালী হরিগুরুবৈষ্ণবকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদুপকরণদ্বারা পূজা-কর্ত্তব্যতা-শিক্ষাদান ঃ—

আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ।
"তব যোগ্য নহে" বলি' বলে কাড়ি' নিলা ॥ ৩২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্ব-প্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত-প্রসাদ-প্রশংসা ঃ—

প্রভু বলে,—"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥" ৩২৪ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বৈরাগ্যদর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩২৫ ॥

স্ব-কৃত স্তবে প্রভুর করুণা-বর্ণন ঃ—

আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৪। জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া পামরগণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে?

৩১৫। সড়ি'—পচিয়া।

অনুভাষ্য

৩১০। পাঠান্তরে—"সার্দ্ধসপ্তপ্রহর যায় স্মরণ-কীর্ত্তনে। আহার-নিদ্রা—চারি দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে।।"

৩১৩। নির্ব্বেদন—গর্হণ, ধিক্কার।

৩১৪। 'কোন্ বিধির অনুসরণ করিলে গৃহস্থ সহজে মোক্ষ-প্রাপ্ত হন?'—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ মোক্ষলক্ষণ সর্ব্ববর্ণাশ্রম-সাধনসার-বর্ণনপ্রসঙ্গে আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৬। তৈলঙ্গ গাই—তৈলঙ্গ-দেশীয় গাভী।

অনুভাষ্য

চেদ্ (যদি) আত্মানং পরং ('ব্রহ্ম কৃষ্ণং') বিজানীয়াৎ, তদা জ্ঞানধূতাশয়ঃ (জ্ঞানেন সম্বন্ধজ্ঞানেন ধূতঃ নিরস্তঃ আশয়ঃ বিষয়কামঃ যস্য সঃ) লম্পটঃ (জিহ্বোপস্থ-পরিচালনপরঃ সন্) কিমর্থং কিং ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ দেহং পুষ্ণাতি (অনুসংচরেৎ? জ্ঞানিনঃ লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্‌বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্চরেৎ?" ইতি)।

৩১৬। ডারে—ফেলিয়া দেয়।

৩১৮। ভিতরেতে দড় ভাত মাজি'—অসিদ্ধ চাউলের (ভাতের) ভিতরের কঠিন মধ্যভাগ মাজিয়া অর্থাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া।

গৌরকৃপায় রঘুনাথের দামোদরানুগত্য ও গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-সেবা-লাভ ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

প্রভু-রঘুনাথ-মিলন-শ্রবণে চৈতন্যচরণ লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য
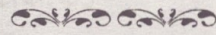
৩২৭। আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে, বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করত শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩২৭। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া কুজনম্ অপি মাং [স্বানুকম্পয়া] মহাসম্পদ্দারাৎ (মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ; মহাসম্পদ্দাবাৎ ইতি পাঠে মহাসম্পদেব দাবঃ তস্মাৎ সকাশাৎ) উদ্ধৃত্য স্বীয়ে (নিজজনে) স্বরূপে (শ্রীদামোদরস্বরূপে) ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রিয়ম্ অপি উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গিরিধরবিগ্রহং) মে (মহ্যং) দদৌ, সঃ (গৌরাঙ্গঃ গৌরহরিঃ) মে (মম) হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্তসকলের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং ভট্টের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্পর্শমণি গৌরভক্তগণকে বন্দনা ঃ—

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণের আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥

বল্লভভট্টের আগমন ঃ—

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥

ভট্টের প্রভুপদ-বন্দন, তাঁহাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥

ভট্টের সবিনয়োক্তি—জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা-পূরণ ঃ—

মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যেষাং (গৌরপদাশ্রিত-ভক্তানাং) প্রসাদমাত্রেণ (কৃপালবেন) পামরঃ (ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ) অপি অমরঃ (অপ্রাকৃত-

গৌরকৃপায় রঘুনাথের দামোদরানুগত্য ও গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-সেবা-লাভ ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২৭। আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে, বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করত শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩২৭। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া কুজনম্ অপি মাং [স্বানুকম্পয়া] মহাসম্পদ্দারাৎ (মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ; মহাসম্পদ্দাবাৎ ইতি পাঠে মহাসম্পদেব দাবঃ তস্মাৎ সকাশাৎ) উদ্ধৃত্য স্বীয়ে (নিজজনে) স্বরূপে (শ্রীদামোদরস্বরূপে) ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রিয়ম্ অপি উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গিরিধরবিগ্রহং) মে (মহ্যং) দদৌ, সঃ (গৌরাঙ্গঃ গৌরহরিঃ) মে (মম) হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভু-রঘুনাথ-মিলন-শ্রবণে চৈতন্যচরণ লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্তসকলের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং ভট্টের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্পর্শমণি গৌরভক্তগণকে বন্দনা ঃ—

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণের আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥

বল্লভভট্টের আগমন ঃ—

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥

ভট্টের প্রভুপদ-বন্দন, তাঁহাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥

ভট্টের সবিনয়োক্তি—জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা-পূরণ ঃ—

মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যেষাং (গৌরপদাশ্রিত-ভক্তানাং) প্রসাদমাত্রেণ (কৃপালবেন) পামরঃ (ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ) অপি অমরঃ (অপ্রাকৃত-

"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিঁলু তোমারে ॥ ৭ ॥

বল্লভের প্রভুকে ভগবত্তুল্য-বুদ্ধি ও গৌরব-স্তুতি,
কিন্তু শরণাগতির অভাব ঃ—

তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে,—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥ ৮ ॥

প্রভুর দর্শন দূরে থাকুক, স্মরণেই পবিত্রতা ঃ—

তোমারে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র?? ৯ ॥

শুদ্ধভক্তের সাক্ষাৎসেবন দূরে থাকুক, অসাক্ষাতে
স্মরণ-প্রভাবেই শুদ্ধি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পনুর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই নামকীর্ত্তনকারী আচার্য্যের প্রাকট্যসাধিনী ঃ—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণনাম প্রবর্ত্তনহেতু প্রভুকে স্বরূপশক্তিমান-জ্ঞান ঃ—

তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন ॥ ১২ ॥

সেবোন্মুখের কৃষ্ণনামদাতা গৌরদর্শনে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ ১৩ ॥

স্বরূপশক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণেরই কৃষ্ণপ্রেম-প্রকটন-সামর্থ্য ঃ—

প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে ॥ ১৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" ১৫ ॥

ভগবানের দৈন্য ও ছলনা-চেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥ ১৬ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-বর্ণন ;—(১) মহাবিষ্ণু
অদ্বৈতাচার্য্যের গুণাবলী ঃ—

অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৭ ॥

'অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য'-নামের সার্থকতা ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥ ১৮ ॥

স্বয়ং মহাবিষ্ণু হইয়া আচার্য্য—পরম কৃপালু ও পরম-বৈষ্ণব ঃ—

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি?? ১৯ ॥

(২) নিত্যানন্দ-গুণাবলী ; কৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশ হইয়াও
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু সেবক-বিগ্রহ ঃ—

নিত্যানন্দ-অবধূত—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহ-সকল পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌতি ও আসনাদি প্রদানদ্বারা কত লাভ হয়, বলা যায় না।

অনুভাষ্য

দেহবান্) ভবেৎ, [তান্] চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ (চৈতন্যস্য ভগবতঃ গৌরস্য চরণৌ এব অম্ভোজে তয়োঃ মকরন্দান্ লিহন্তি যে তান্ গৌরভক্তান্) [অহং] ভজে।

৪। বল্লভভট্ট—মধ্য, ১৯শ পঃ ৬১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০। প্রায়োপবেশনরত রাজা পরীক্ষিৎ সমবেত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মজ্ঞকুলতিলক শ্রীশুকদেবের তথায় আগমনে পরীক্ষিৎ সদৈন্যে সকলকেই অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

যেষাং (সজ্জনানাং) সংস্মরণাৎ (সম্যগ্ মনোবিষয়ীকরণাৎ এব) পুংসাং (মানবানাং) গৃহাঃ (প্রাকৃতভোগায়তনাঃ অপি) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধন্তি বৈ (পবিত্রা ভবন্তি এব), [তেষাং] দর্শন-স্পর্শনপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ?

১১। শ্রীমধ্বধৃত শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"* কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বা কৃপাশক্তি ব্যতীত কোন মানবই প্রাকৃত-মনোধর্ম্মবলে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শুদ্ধকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়া বদ্ধজীবের চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ ও শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণে সমর্থ নহে। কৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শুদ্ধনামৈককীর্ত্তননিষ্ঠ আচার্য্য—সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তির অবতার কৃষ্ণালিঙ্গিতবিগ্রহ ; তিনি—চারি বর্ণাশ্রমীর গুরুদেব মহাভাগবত পরমহংসঠাকুর।

১৫। আদি ৩য় পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** দ্বাপর-যুগীয় মানবগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু কেবল পঞ্চরাত্রদ্বারা পূজিত হন, কিন্তু কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীনাম-দ্বারাই মাত্র পূজিত হইয়া থাকেন।*

(৩) বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের গুণাবলী ঃ—

ষড়্দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ষড়্দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ২১ ॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার ।
তাঁর প্রসাদে জানিলুঁ 'কৃষ্ণভক্তিযোগ' সার ॥ ২২ ॥

(৪) শ্রীরাম-রায়ের গুণাবলী ; রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি ও (ক) 'সম্বন্ধ'তত্ত্ব-বেত্তা ঃ—

রামানন্দ-রায়—কৃষ্ণ-রসের 'নিধান' ।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

(খ) 'প্রয়োজন'-তত্ত্ববেত্তা, (গ) 'অভিধেয়'-তত্ত্ববেত্তা ঃ—

তাতে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি' ।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি—'সর্ব্বাধিক' জানি ॥ ২৪ ॥

(ঘ) 'রস'-তত্ত্ববেত্তা ; কৃষ্ণপ্রেমাধিক্য-হেতু মধুর-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার ॥ ২৫ ॥

মধুর-রসে দ্বিবিধাবৃত্তি,—(ক) পুরে 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রা', (খ) ব্রজে 'কেবলা'; যশোদানন্দন ব্রজের পারকীয়া কেবলাবৃত্তিতেই লভ্য, স্বকীয়া 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রায়' নহে ঃ—

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত', 'কেবল'-ভাব আর ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকের শব্দার্থ ; রাসক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

'আত্মভূত'-শব্দে কহে 'পারিষদগণ' ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্রজবাসিগণের সখ্য ও বাৎসল্যরসে কেবলা বা শুদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তি ঃ—

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধ-আরোহণ ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই 'শুদ্ধ' মন ।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৩২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫-৪৬)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ ৩৩ ॥
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রজের 'কেবল'-ভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব, অতএব 'কেবল'-ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঃ—

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধের' নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবল'-ভাব প্রধান ॥ ৩৫ ॥

রায়কে স্বীয় শিক্ষাগুরুরূপে প্রভুর প্রচার ঃ—

এ-সব শিখাইলা মোর রায়-রামানন্দ ।
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪। 'পুরুষার্থ' বলিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুষ্টয়কে বুঝায় ; এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা প্রেমভক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। বিধিমার্গে কৃষ্ণ-পূজা অপেক্ষা রাগানুগমার্গের ভক্তি বা সেবা—শ্রেষ্ঠ।

২৬। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' বা 'শুদ্ধ'-ভেদে ভাব—দুইপ্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম মহিমা জানিতে পারা যায় না। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী হইয়াও ব্রজেন্দ্রকুমারের সেবা পাইলেন না। লক্ষ্মীদেবী এবং আত্মভূত পার্ষদগণ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন-শক্তি হইলেও ঐশ্বর্য্যভাবময়ত্বপ্রযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধুর সেবাধিকার-লাভ ঘটে নাই।

২৯। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০। শুদ্ধভাবে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মুগ্ধ বা বাধ্য না হইয়া নির্ম্মলা বা কেবলা রতির বশবর্ত্তিতা-ক্রমে।

৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। এই স্থানে পাঠবিশেষে, "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" দৃষ্ট হয়।

রামানন্দের গুণ ঃ—

কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব ।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের ‘শুদ্ধ' ভাব ॥ ৩৭ ॥

(৫) দামোদর-স্বরূপের গুণাবলী ; প্রেমরসবিগ্রহ ও গোপীতত্ত্ব-মাহাত্ম্যবেত্তা বা ব্রজমাধুর্য্যরসতত্ত্বাচার্য্য ঃ—

দামোদর-স্বরূপ—‘প্রেমরস' মূর্ত্তিমান্ ।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষিণী গোপীর মাহাত্ম্য ঃ—

‘শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন ।
‘কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তার চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৪১

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের ঋণ ঃ—

‘সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি' ।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—‘আমি তোমার ঋণী' ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৪৩ ॥

ব্রজের শুদ্ধ কেবলভাবের শ্রেষ্ঠতা, তদ্বিষয়ে উদ্ধবের প্রার্থনাই প্রমাণ ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান ।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥ ৪৪ ॥
তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন ।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ সব শিক্ষণ ॥ ৪৫ ॥

(৬) মহাভাগবত আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণাবলী ঃ—

হরিদাস ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান ।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিনলক্ষ নাম ॥ ৪৬ ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলুঁ ।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলুঁ ॥ ৪৭ ॥

অন্যান্য নাম-প্রেম-প্রচারক গৌরভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর ।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি ।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥ ৪৯ ॥

শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারকারী সাধুর সঙ্গেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার ।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥" ৫০ ॥

বল্লভের গর্ব্ব-হরণার্থ ঃ ভুর তদপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন ভক্তগণের গুণ-বর্ণন ঃ—

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি' ।
ভঙ্গী করি' মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য

৪০। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪১। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; পাঠান্তরে,—"গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন।।"

৪৩। আদি ৪র্থ পঃ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৫। এইস্থলে পাঠান্তরে—(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।" শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া কয়েকমাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণকথার কীর্ত্তনদ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিলেও কৃষ্ণবিরহতপ্তা গোপীগণের কৃষ্ণাধিকৃত-চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন গাঢ়তম কৃষ্ণপ্রেমাকে আদর্শজ্ঞানে বহুমাননপূর্ব্বক এই শ্লোকে তাঁহাদের চিরদাস্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

যাঃ (গোপ্যঃ) [কৃষ্ণভজনায়] স্বজনং (পতিপুত্রাদীন্ আত্মীয়ান্) দুস্ত্যজং (দুষ্পরিহরম্) আর্য্যপথম্ (আর্য্যাণাং মার্গং ধর্ম্মং পাতিব্রত্যমিতি যাবৎ) চ হিত্বা (পরিত্যজ্য) শ্রুতিভিঃ (বেদৈঃ) বিমৃগ্যাম্ (অন্বেষ্টব্যাম্ উপাস্যাং) মুকুন্দপদবীং (কৃষ্ণসরণীং) ভেজুঃ (অন্বগচ্ছন্), অহো (ভাগ্যবর্ণনে) বৃন্দাবনে (অস্মিন্ ব্রজে) আসাং (তাসাং) চরণরেণুজুষাং (পদরেণুভাজাং) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্মাদীনাং মধ্যে যৎ) কিমপি অহং স্যাং (ভবেয়মিত্যাশংসা)।

যাহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি নিজজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বেদসমূহের অন্বেষণীয় মুকুন্দপাদপদ্ম ভজন করিয়াছেন, এই বৃন্দাবনস্থিত যে-সকল গুল্ম, লতা ও ওষধি সেই গোপীগণের

অধোক্ষজ-বিষয়ে অক্ষজজ্ঞানী বল্লভের প্রাকৃত অহঙ্কার-চেষ্টা, ভাগবতানুগত্য-ত্যাগপূর্ব্বক বল্লভের ভাগবতটীকা-রচনা ঃ—

"আমি সে বৈষ্ণব',—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি ।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর কৃপায় বল্লভের দর্প-চূর্ণ ঃ—

ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব ।
প্রভুর বচন শুনি' সে হইল খর্ব্ব ॥ ৫৩ ॥

প্রভুমুখশ্রুত গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণকে দর্শনেচ্ছা ঃ—

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার ।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥ ৫৪ ॥
ভট্ট কহে,—"এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন্ প্রকারে পাইমু ইঁহা-সবার দর্শনে??" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অবস্থান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে ।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ৫৬ ॥

ভট্টকে ভক্তদর্শন-প্রতীক্ষার্থ আশ্বাস-দান ঃ—

ইঁহাই রহেন সবে, বাসা—নানা-স্থানে ।
ইঁহাই পাইবা তুমি সবার দর্শনে ॥" ৫৭ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন ।
বহু যত্ন করি' প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

প্রভুসমীপে ভক্তগণের আগমন ও ভট্টসহ মিলন ঃ—

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা ।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৫৯ ॥

ভাস্বর ভাস্করাগ্রে নিষ্প্রভ খদ্যোতবৎ গৌরভক্ত-সমীপে বল্লভভট্ট ঃ—

'বৈষ্ণবের' তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট—খদ্যোত-আকার ॥ ৬০ ॥

সগণ প্রভুকে ভট্টের ভিক্ষা-প্রদান ঃ—

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল ।
গণ-সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল ॥ ৬১ ॥

পরমানন্দপুরীর সঙ্গে ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের এক পঙ্ক্তিতে উপবেশন ঃ—

পরমানন্দ পুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর দুইপার্শ্বে দুইপ্রভু ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-রায়—পার্শ্বে দুইজন ।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন ঃ—

গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি ।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥ ৬৪ ॥

গৌরভক্তগণকে দর্শনপূর্ব্বক ভট্টের প্রণাম ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৬৫ ॥

ছয়জনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ।
পরিবেশন করে, আর রাঘব, দামোদর ॥ ৬৬ ॥

বল্লভভট্টের ভক্তসহ প্রভুকে প্রসাদদ্বারা সন্তর্পণ ঃ—

মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল ।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥ ৬৭ ॥

সমবেত-কণ্ঠে হরিধ্বনি ঃ—

প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে, 'হরি' 'হরি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ॥ ৬৮ ॥

আচমনান্তে সকলকে অভিনন্দন ঃ—

মালা, চন্দন, গুবাক, পান অনেক আনিল ।
সবা' পূজা করি' ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৬৯ ॥

রথযাত্রাকালে সপ্তসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা ।
পূর্ব্ববৎ সাতসম্প্রদায় পৃথক্ করিলা ॥ ৭০ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ে সপ্তকীর্ত্তনকারী ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৭১ ॥

অলাতচক্রপ্রায় প্রভুর কীর্ত্তনমধ্যে ভ্রমণ ঃ—

সাতজন সাত ঠাঞি করেন নর্ত্তন ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৭২ ॥

চৌদ্দ মৃদঙ্গ ঃ—

চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৭৩ ॥

বল্লভের বিস্ময় ও আনন্দাতিশয্য ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্টের হৈল চমৎকার ।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপন-সাম্ভাল ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

চরণরেণু-সেবায় নিযুক্ত আছে, অহো আমি (মহাসৌভাগ্যান্বিত হইয়া) যেন উহাদের কোন একটীও হইতে পারি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। সাম্ভাল—সামলান।

অনুভাষ্য

৫৩। দীর্ঘ গর্ব্ব—সুপুষ্ট, অত্যুচ্চ অভিমান।

নর্ত্তন-কীর্ত্তনান্তে প্রভুর প্রেমবৈভব-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল ।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর সমীপে বল্লভের নিবেদন ঃ—

যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভু-স্থানে ।
প্রভু-চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৭৬ ॥

স্বীয় পূর্ব্বলিখিত টীকা শ্রবণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

"ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন ।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥" ৭৭ ॥

আপনাকে অনধিকারি-জ্ঞানে প্রভুর দৈন্য ও ছলনোক্তি ; কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে ভাগবতার্থ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি ।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৭৮ ॥

অবিশ্রান্ত নিরন্তর শুদ্ধকৃষ্ণনামগ্রহণে নিষ্ঠা ও রুচিতেই ভাগবত-পাঠ-শ্রবণের সাফল্য, ইন্দ্রিতর্পণপর জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনমূলক শ্রবণ-পঠনাদি বৃথা সময়ক্ষেপণমাত্র ঃ—

বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে ।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে ॥" ৭৯ ॥

ভট্টের স্বকৃত-শ্রীকৃষ্ণনামব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে ।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে ॥" ৮০ ॥

অভিন্ন-চিদ্বিলাসী বাচক কৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি কৃষ্ণবিগ্রহ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি ।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন',—এইমাত্র জানি ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণনামের 'রূঢ়ি' অর্থ ঃ—
কৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে ।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮২ ॥

'রূঢ়ি' অর্থই সিদ্ধ ও স্বীকার্য্য ; অপর অর্থ অস্বীকার্য্য ঃ—

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার ।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥" ৮৩ ॥

স্ব-সুখপর জড়বিদ্যা, বুদ্ধি বা মেধা-সাহায্যে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণাভিন্ন ভাগবত-ব্যাখ্যাদিতে কৃষ্ণসুখাভাব বলিয়া প্রভুর ঘৃণা ঃ—

ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব ব্যাখ্যা ।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তারে করেন উপেক্ষা ॥ ৮৪ ॥

দুঃখিতচিত্তে ভট্টের প্রস্থান ও গর্ব্ব-খর্ব্বতাহেতু প্রভুর ঐশ্বর্য্যোপলব্ধি ঃ—

বিমনা হঞা ভট্ট গেলা নিজ ঘর ।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৮৫ ॥

শ্রীগদাধরকে তোষামোদারম্ভ ঃ—

তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঞি ।
নানা মতে প্রীতি করি' করে আসি-যাই ॥ ৮৬ ॥

প্রভুর উপেক্ষাহেতু ভক্তগণের তৎকৃত ব্যাখ্যায় অনীহা ঃ—

প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন ।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৮৭ ॥

ভট্টের লজ্জা ও গদাধরকে তোষামোদ ঃ—

লজ্জিত হৈল ভট্ট, হৈল অপমানে ।
দুঃখিত হঞা গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥ ৮৮ ॥
দৈন্য করি' কহে,—"নিলুঁ তোমার শরণ ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥ ৮৯ ॥

গদাধরকে স্ব-কৃত কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন ঃ—

কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥" ৯০ ॥

গদাধরের উভয় সঙ্কট ঃ—

সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত, করয়ে সংশয় ।
কি করিবেন,—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। যাত্রান্তরে—অন্যযাত্রায়, অন্যদিবসে।

৮২। তমাল-শ্যামলবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।

৮৪। ফল্গুপ্রায়—তুচ্ছপ্রায়।

৮৫। প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার যে ভক্তি ছিল, তাহা কিছু দূর হইল।

অনুভাষ্য

৮২। তমাল-শ্যামল-ত্বিষি (তমালবৃক্ষবৎ শ্যামলা ত্বিট্ কান্তিঃ যস্য তস্মিন্) শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে (শ্রীযশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে স্তনপায়িনি শিশুস্বরূপে) কৃষ্ণনাম্নঃ (কৃষ্ণেতি নাম, তস্য) রূঢ়িঃ (মুখ্যা, প্রসিদ্ধা বৃত্তিঃ) ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ (সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং বিশেষেণ নির্ণয়ঃ সকলশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ ইত্যর্থঃ)।

রূঢ়িঃ—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ অপেক্ষা না করিয়া সমুদায়ার্থ-বোধিকা শব্দশক্তি।

৮৪। পাঠান্তরে—'ফল্গু বল্গুপ্রায়' এবং 'ফল্গু বল্গনপ্রায়' ; 'ফল্গু—তুচ্ছ ; বল্গন বা বল্গু—বাগাড়ম্বর।

৮৫। শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাহার গাঢ় ভক্তির হ্রাস হইল।

৮৬। পণ্ডিত-গোসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

৮৯। নিলুঁ—পাঠান্তরে, 'লৈলুঁ'।

গদাধরের বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রথমতঃ অসম্মতি, তথাপি ভট্টের নির্ব্বন্ধ ঃ—

যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার ।
ভট্ট যাই, তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥ ৯২ ॥

মানদ ও উদ্বেগদানে অনিচ্ছুক গদাধরের উভয় সঙ্কটে কৃষ্ণকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ।
"এ সঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ, লইলাঙ শরণ ॥ ৯৩ ॥

অন্তরে অনিচ্ছুক হইয়াও ভট্টের মর্য্যাদানুরোধে প্রভুর উপেক্ষিত ব্যাখ্যা-শ্রবণ-হেতু অন্তর্যামিপ্রভুর বিচারে পণ্ডিতের বিশ্বাস, কিন্তু প্রভুর গণকে আশঙ্কা ঃ—

অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন ।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, 'বিষম' তাঁর গণ ॥" ৯৪ ॥

বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে অন্যায় না হইলেও পণ্ডিতসহ প্রভুর গণের প্রণয়-কলহ ঃ—

যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ ॥ ৯৫ ॥

আচার্য্যাদির সহিত বল্লভভট্টের কুতর্ক ঃ—

প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে ।
'উদ্‌গ্রাহাদি' প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥ ৯৬ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যকর্ত্তৃক বল্লভের সমস্ত অভক্তিসিদ্ধান্ত খণ্ডন ঃ—

যেই কিছু করে ভট্ট 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন ।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥ ৯৭ ॥

গৌরভক্তগণ-মধ্যে ভট্ট—যেন হংসমধ্যে বক ঃ—

আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায় ।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥ ৯৮ ॥

প্রকৃতিরূপী জীবের পক্ষে তন্নিত্যপতি কৃষ্ণের নামোচ্চারণাধিকারে বল্লভের আপত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে ।
"জীব-'প্রকৃতি' 'পতি' করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥ ৯৯ ॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয় ।
তোমরা কৃষ্ণনাম-লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয় ??" ১০০ ॥

মীমাংসার্থ অদ্বৈতাচার্য্যকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ধর্ম্মবিগ্রহ প্রভুকে প্রদর্শন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান ।
ইঁহারে পুছহ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ ॥" ১০১ ॥

বল্লভকে কৃপা ও নিত্যমঙ্গলপ্রদর্শনার্থই প্রভুর তীব্র কঠোর অথচ সত্য উত্তর-দান ; পতিরূপি-কৃষ্ণাদেশেই প্রকৃতিরূপি-জীবের সদা কৃষ্ণনামগ্রহণ-বিধি ঃ—

প্রভু কহেন,—"তুমি না জানহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
স্বামি-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥ ১০২ ॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে ।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥ ১০৩ ॥

পতিরূপি-কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ফলে কৃষ্ণপদে প্রেমোদয় ঃ—

অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায় ॥" ১০৪ ॥

প্রতিষ্ঠা-ক্ষয়ে বল্লভ-ভট্ট অবাক ও চিন্তাকুল ঃ—

শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন ।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥ ১০৫ ॥

ভাবি জয়াশা-কল্পনায় প্রতিষ্ঠাশা-প্রিয় বল্লভের হর্ষ-স্বপ্ন ঃ—

'নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষা-পাত ।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত্ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—কৌলিন্য-হেতু অর্থাৎ পণ্ডিতকুলে বল্লভভট্টের সম্মান থাকায়।

৯৬। উদ্‌গ্রাহাদি—বিতর্কাদি।

অনুভাষ্য

৯১। শ্রীমহাপ্রভু বল্লভভট্টকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আবার তাঁহার নিকট নামব্যাখ্যা-মূলক রচনাদি যদি শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্লেশ হইবে ; এই দুইদিকের কোন্ দিক রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী উভয়সঙ্কটে পড়িলেন।

৯২। পণ্ডিত-গোস্বামী প্রকাশ্যভাবে বল্লভের রচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও বল্লভ তৎসহ প্রণয়সূত্র কল্পনা-পূর্ব্বক তাঁহার অনভিপ্রায়সত্ত্বেও তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—(১) লজ্জার খাতিরে, (২) নিতান্ত ভক্তিবিরোধি পাণ্ডিত্য না হওয়ায় ও (৩) সামাজিক-সম্মানের খাতিরে।

৯৪। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুই সকলের অন্তরভাবসমূহের জ্ঞাতা ; গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী কিরূপ অবস্থায় বল্লভের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা ভগবান্ গৌর-সুন্দরের অবিদিত নাই। তজ্জন্য মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হইবার সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কা ছিল না, পরন্তু মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব-গণের কেহ কেহ ভিতরের সকল কথা না বুঝিয়া পাছে 'বল্লভের সঙ্গকারী' বলিয়া পণ্ডিত-গোস্বামীর প্রতিকূল কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন,—ইহাই আশঙ্কার বিষয়।

৯৬। উদ্‌গ্রাহাদিপ্রায়—আক্রমণের ন্যায় অর্থাৎ বিদ্যাবিচার-

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায় ।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ??' ১০৭ ॥

একদিন সভায় সগণ প্রভুর সম্মুখে বল্লভের শ্রীধরস্বামি-নিন্দা ঃ—

আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি' ।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥ ১০৮ ॥
"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন ।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীস্বামিপাদের পূর্ব্ব-পশ্চাদুক্তিতে সামঞ্জস্য বা সমন্বয়াভাব বর্ণনপূর্ব্বক পরীবাদ ঃ—

সেই ব্যাখ্যা করেন যাঁহা যেই পড়ে আনি' ।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥" ১১০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদের ভক্ত্যনুকুল ব্যাখ্যা সমর্থন ; শ্রীধরেরই চিৎসমন্বয়রূপ চিদেকবিষ্ণু-স্বামিত্ব, শ্রীধর-বিরোধীরই চিজ্জড়সমন্ময়-পোষণরূপ স্বৈরতা ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"স্বামী না মানে যেই জন ।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥" ১১১ ॥

প্রভুর বাক্যে সকলভক্তেরই আনন্দ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা ।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১১২ ॥

অবিদ্যা-নাশন ভুবনমঙ্গল পরমদয়ালু অবতারী অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ঃ—

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার ।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ ১১৩ ॥

উপেক্ষাদ্বারাই অধোক্ষজপ্রভুকর্ত্তৃক অক্ষজজ্ঞানী অহঙ্কারী ভক্ত্যেক-রক্ষক-বিরোধীর অবিদ্যা-হরণরূপ কৃপা-বর্ণন ঃ—

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১১৪ ॥

অবিদ্যাগ্রস্ত অক্ষজজ্ঞানীর প্রেয়ঃকেই শ্রেয়োজ্ঞান এবং মনোধর্ম্ম-প্রতিকূল নিঃশ্রেয়স-কারণ ভগবৎকৃপাকে অমঙ্গল ও দুঃখ-জ্ঞান ঃ—

অজ্ঞ জীব নিজ-'হিতে' 'অহিত' করি' মানে ।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ১১৫ ॥

রাত্রিতে ভট্টের প্রভুর পূর্ব্ব কৃপা-ইতিহাস-স্মরণ ঃ—

ঘরে আসি' রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল ।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥ ১১৬ ॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন ?? ১১৭ ॥

সর্ব্বজীবের নিত্যকল্যাণ-সম্পাদনই ঈশ্বরস্বভাব ঃ—

'আমি জিতি',—এই গর্ব্ব-শূন্য হউক ইঁহার চিত্ত ।
ঈশ্বর-স্বভাব,—করেন সবাকার হিত ॥ ১১৮ ॥

উপেক্ষা ও অপমানাদি ইন্দ্রিয়াসুখকর অনুষ্ঠানদ্বারাই বৈষম্যদর্শনহীন অধোক্ষজকর্ত্তৃক তদ্বিমুখ অক্ষজ-জ্ঞানীর মদ-মাৎসর্য্য-হরণ ঃ—

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান ।
সে-গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর, করেন অপমান ॥ ১১৯ ॥

আপাত-দুঃখদ, পরিণামে শিবদ কর্ম্মবিপাককে ভগবৎ-প্রসাদ-জ্ঞানই বুদ্ধিমত্তা ঃ—

আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ' ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥" ১২০ ॥

পরদিন প্রাতে বল্লভের প্রভুপদে শরণগ্রহণ ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতে আসি' প্রভুর চরণে ।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে ॥ ১২১ ॥

বল্লভের আর্ত্তি, দৈন্য ও অনুতাপোক্তি ঃ—

"আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ ॥ ১২২ ॥

ভক্ত্যেকরক্ষক-শ্রীস্বামি-বিরোধীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা-দ্বারাই প্রভুর মহা-কৃপা প্রদর্শন ঃ—

তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা ।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥ ১২৩ ॥

ইন্দ্রের মূর্খতার দৃষ্টান্ত ; আপাতদুঃখরূপী নিত্যমঙ্গল-কারণ ভগবৎপ্রসাদে তাহার অনিষ্ট-ভ্রম ঃ—

আমি—অজ্ঞ, 'হিত'-স্থানে মানি 'অপমানে' ।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। কক্ষা-পাত—পরাজয়।

১১০। যেখানে যেরূপ কথা পড়ে, শ্রীধরস্বামী সেইরূপ মানিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব সর্ব্বত্র তাঁহার একবাক্যতা (অথবা সামঞ্জস্য) থাকে না ; সুতরাং আমি শ্রীধরস্বামীকে মানি না।

১১৫। উঘাড়ে নয়নে—চক্ষু খোলে (নেত্রোন্মীলন হয়)।

অনুভাষ্য

সদৃশ তর্কনিবন্ধ-প্রদর্শন। আচার্য্যাদি—অদ্বৈতাচার্য্য বা আচার্য্য দামোদরস্বরূপ প্রভৃতির সহিত।

১০৬। কক্ষাপাত—কক্ষা (প্রতিযোগিতা) + পাত (নাশ), পরাজয় ; উপরে হয়—সকলের উক্তি খণ্ডন করিয়া সংস্থাপিত হয়।

১১৪। কৃষ্ণেতর ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক প্রাকৃত

ভগবৎপ্রসাদাঞ্জনে অহঙ্কার-তমোহন্ধতা-নাশ ঃ—

তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল ।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল ॥ ১২৫ ॥

প্রভুচরণে বল্লভের শরণ-গ্রহণ ও ক্ষমা-ভিক্ষা ঃ—

অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ ॥" ১২৬ ॥

মানদ প্রভুকর্ত্তৃক স্তুতিদ্বারা ভট্টকে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত' ।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥ ১২৭ ॥

বল্লভকে প্রভুর 'ভক্ত্যেকরক্ষক' সর্ব্বজগদ্গুরু শ্রীধরস্বামি-বিরোধ-হেতু ভর্ৎসনা ঃ—

শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ-টীকা কর !
শ্রীধরস্বামী নাহি মান',—এত 'গর্ব্ব' ধর !! ১২৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীধরের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রচার ঃ—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি ।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি' মানি ॥ ১২৯ ॥

'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরের অতিক্রম-ফলে লোকগর্হিত ভাগবতার্থ-বিপর্য্যয় ঃ—

শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে ।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥ ১৩০ ॥

চিদেকবিষ্ণু-স্বামী শ্রীধরের আনুগত্যে শুদ্ধাদ্বৈতপর অদ্বয়জ্ঞানানুকূল ভক্তিব্যাখ্যাই সর্ব্বমান্য ঃ—

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন ।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণৈকতৎপর শ্রীধরের আনুগত্যেই ভাগবত-ব্যাখ্যা-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান ।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১৩২ ॥

দশনামাপরাধ-বিহীন কৃষ্ণকীর্ত্তনফলে কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি ঃ—

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"যদি মোরে হইলা প্রসন্ন ।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥" ১৩৪ ॥

জীবের প্রতি ভুবনপাবন প্রভুর অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন ঃ—

প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে ।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে ॥ ১৩৫ ॥

অক্ষজজ্ঞানী অভিমানীকে দণ্ডপ্রদানদ্বারা উদ্ধার-সাধন ঃ—

জগতের 'হিত' হউক,—এই প্রভুর মন ।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥ ১৩৬ ॥

তদ্গৃহে সগণ প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার ঃ—

স্বগণ-সহিতে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১৩৭ ॥

সত্যভামার অবতার জগদানন্দের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; তাঁহার বাম্যস্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব ।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব' ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। অর্থব্যস্ত—অর্থবিপরীত।

অনুভাষ্য

বিমূঢ়াত্মা কোপান্বিত ইন্দ্রের বর্ষণদ্বারা প্লাবিত গোকুলকে রক্ষা করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের জড় অভিমান খণ্ডিত ও চূর্ণ হইল।

১২২। পাঠান্তরদ্বয়—"তোমার আগে আমি মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ" এবং "তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ।" মূর্খ-পাণ্ডিত্য—বোকা-সেয়ানামি।

অনুভাষ্য

১৩৮। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ৮৩ শ্লোকে, শ্রীসনাতন প্রভু,—"অতোঽন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্। সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদসহাবিশৎ।। শ্রীমদ্গোপীজন-প্রাণনাথঃ সক্রোধমাদিশৎ। সা সমানীয়তামত্র মূর্খরাজসুতা দ্রুতম্।। স্তম্ভেহন্তর্দ্ধাপ্য দেহং স্বং স্থিতা লজ্জাভয়ান্বিতা। অরে সাত্রাজিতি ক্ষীণচিত্তে মানো যথা ত্বয়া।। অবরে কিং না জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্। তাসামভাবে পূর্ব্বং মে বসতো মথুরাপুরে। বিবাহকরণে কাচিদিচ্ছাপ্যাসীন্ন মানিনি।।"*

** (গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধিক্য যুক্তিযুক্তই,—এইরূপ) শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে অপর মহিষীগণ অনুমোদন করিলে অনন্তর সত্রাজিত-কন্যা শ্রীসত্যভামাদেবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। (ইহা শ্রবণ করিয়া) শ্রীগোপীজন-প্রাণনাথ সক্রোধে আদেশ করিলেন,—'মহামূঢ় সত্রাজিত-রাজার কন্যাকে এইস্থানে সত্বর আনয়ন কর।' ইহাতে সত্যভামা লজ্জিতা ও ভীতা হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ তদুদ্দেশ্যে বলিলেন,—) 'অরে সত্যজিত-তনয়ে! সঙ্কীর্ণচিত্তে! তুমি মান করিয়াছ, কিন্তু তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজবাসিগণের ইচ্ছানুবর্ত্তী। অয়ি মানিনি! পূর্ব্বে মথুরাপুরে অবস্থানকালে গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার কিন্তু বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না।*

জগদানন্দের প্রভুসহ প্রণয়-কলহ ঃ—

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু-সনে ।
অন্যোহন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে ॥ ১৩৯ ॥

রুক্মিণীর অবতার গদাধরের দক্ষিণ-স্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব ।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব' ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর প্রতি গদাধরের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্র প্রেমস্নিগ্ধ নম্রতাবশতঃ ক্রোধাভাব ঃ—

তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয় ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥ ১৪১ ॥

বল্লভপ্রতি প্রীত্যুপলক্ষ্যে বাহ্যে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া গদাধরের প্রেম পরীক্ষা ; গদাধরের ভীতি ঃ—

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস ।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ ১৪২ ॥

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল ।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৪৩ ॥

বল্লভভট্টের পূর্ব্বে বাৎসল্য-রসে ভজন ঃ—

বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন ।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥ ১৪৪ ॥

গদাধরের সঙ্গ-ফলে মধুর-রসে ভজন-প্রবৃত্তি ঃ—

পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল ।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥ ১৪৫ ॥

গদাধরের নিকট মন্ত্রলাভেচ্ছা, গদাধরের অস্বীকার ঃ—

পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে ।
পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥ ১৪৬ ॥

গৌরাঙ্গৈকগতি গদাধরের গৌর-বশ্যতা ঃ—

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র' ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য

১৪০-১৪১। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ১১৭ শ্লোকে শ্রীসনাতনপ্রভু—'সর্ব্বা মহিষ্যঃ সহ সত্যভাময়া ভৈষ্ম্যাদয়ো দ্রাগভিসৃত্য মূর্দ্ধভিঃ। পাদৌ গৃহীত্বা রুদিতার্দ্রকাকুভিঃ সংস্তুত্য ভর্ত্তারমশীশমচ্ছনৈঃ।।"* দ্বারকায় একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে শ্লেষপূর্ব্বক অপর গুণবান্ পত্যন্তর-গ্রহণের উপদেশ দিলে রুক্মিণী ভীতা হইয়া দক্ষিণ-স্বভাববশতঃ পদতলে পতিতা হইয়াছিলেন। গৌরলীলায় জগদানন্দ পণ্ডিতগোস্বামী—বাম্যস্বভাব প্রণয়-কলহশীল সত্যভামার ভাববিশিষ্ট এবং গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী —দক্ষিণা-স্বভাব রুক্মিণীর ন্যায় প্রণয়-কলহের পরিবর্ত্তে আশঙ্কিত হইয়া প্রভুর সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী।

১৪৬। মন্ত্রাদি শিখিতে—দীক্ষা গ্রহণ করিতে।

অমৃতাণুকণা—১৪০। এইস্থলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাবকে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ'-স্বভাবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণলীলায় রুক্মিণীস্বরূপা বলিয়া ভাবিতে হইবে না, যেহেতু শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৪৭) তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।।" অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি সাক্ষাৎ প্রেমরূপা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা, তিনিই অধুনা শ্রীগৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিত-নামে খ্যাত। সুতরাং শ্রীগদাধর পণ্ডিত—সর্ব্বভাবের আকরস্বরূপা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। তজ্জন্য তাঁহার মধ্যে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ-স্বভাব'ও অনুস্যূত আছে। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর কদাপি তাঁহার স্বস্বরূপগত 'বাম্যভাব' প্রকাশ করেন না। কারণ, শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ নহেন—"গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।" (মধ্য ৮।২৮৬)। সেক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ স্বয়ংই যখন নিজ বিষয়ভাব-ত্যক্ত হইয়া শ্রীরাধা-ভাবই অবলম্বন করিয়াছেন, তখন আর গদাধররূপী শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় থাকিল না। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ রাধাভাব-আস্বাদন করাইতে গৌরলীলায় গদাধররূপে নিত্যসঙ্গী, যেহেতু "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" সেক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজ বাম্য-স্বভাব প্রকট করিলে, শ্রীগৌরের ছন্নাবতারত্ব না থাকিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং সেহেতু তাঁহার রাধাভাব-আস্বাদনও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে 'গৌরনাগর'-রূপে স্থাপন করিবার কোনরূপ প্রয়াস করেন নাই। চতুর্থতঃ শ্রীগদাধর শ্রীরাধাভাব-সুবলিততনু শ্রীগৌরচন্দ্রের সর্ব্বদা বশ্যতা-ভাব প্রদর্শনদ্বারা শ্রীরাধাদাস্যুচিত-স্বভাবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ প্রভু সত্যভামার ন্যায় 'বাম্য-স্বভাব'বিশিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর সেবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সহিত প্রণয়কলহে আবদ্ধ থাকিতেন। এইস্থলে শ্রীজগদানন্দের 'বাম্যস্বভাব'-হেতু তাঁহাকে শ্রীগদাধরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করিবার কারণ নাই। বরং বলা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া শ্রীগদাধরই তাহার সত্যভামারূপ-অবতার শ্রীজগদানন্দদ্বারা প্রণয়কলহ-মাধ্যমে মহাপ্রভুকে অতিকৃচ্ছ্রসাধন হইতে বিরত রাখিতেন।

** শ্রীসত্যভামার সহিত ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী প্রভৃতি সকল মহিষী শীঘ্র সম্মুখে গমন করিয়া ভর্ত্তা (রোষাবিষ্ট) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রোদনসহকারে বিনয়বচনে স্তুতি করত তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিলেন।*

বল্লভকে মন্ত্রদানের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদর্শন ঃ—

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন ।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥" ১৪৮ ॥

বল্লভের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল ।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৪৯ ॥

ভিক্ষা-দিবসে প্রভুর কৃত্রিম-ক্রোধে সন্ত্রস্ত গদাধরকে প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে আহ্বান ঃ—

নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা ।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥ ১৫০ ॥

পণ্ডিতকে স্বরূপের সান্ত্বনা-দান ও সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ

পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন ।
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥ ১৫১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক গদাধরকে প্রতিবাদকরণার্থ উত্তেজনা-চেষ্টাদ্বারা পরীক্ষা ঃ—

তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন ?
ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন ??" ১৫২ ॥

প্রভু-প্রেমস্নিগ্ধ পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বশ্যতা ঃ—

পণ্ডিত কহেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি ।
তাঁর সনে 'হঠ' করি,—ভাল নাহি মানি ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের তৎপ্রিয়তম প্রভুর সর্ব্ববিধ স্নেহাত্যাচার-সহনে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ঃ—

যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি' ।
আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥" ১৫৪ ॥

পণ্ডিতের প্রভুসমীপে আগমন ও ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা ।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৫৫ ॥

পণ্ডিতের প্রেমবশ প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে গদাধরকে আলিঙ্গন ও আশ্বাসন ঃ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥ ১৫৬ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক গদাধরের অতুল স্নিগ্ধ সুদৃঢ় গৌরপ্রেম-বর্ণন ঃ—

"আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা ।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥ ১৫৭ ॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা ।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥" ১৫৮ ॥

প্রভুর "গদাধর-প্রাণনাথ"-নাম ঃ—

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায় ।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৫৯ ॥

ভক্তগণের নিত্য 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম-গান ঃ—

পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১৬০ ॥

অচিন্ত্য-চৈতন্যলীলাসিন্ধুর প্রতি-তরঙ্গে বহু উদ্দেশ্য-সম্পাদন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৬১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক—(১) পণ্ডিতের গৌরপ্রেম প্রচার, (২) বল্লভের গর্ব্বনাশ ও উদ্ধার, (৩) অক্ষজজ্ঞানী জীবকে বাহিরে উপেক্ষাই তৎপ্রতি অধোক্ষজ-কৃপা এবং (৪) তাদৃশ দুঃখ-দণ্ডকে ভগবদনুকম্পা-জ্ঞানেই জীবের নিত্যমঙ্গল ও বুদ্ধিমত্তা-প্রচার ঃ—

পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ ॥ ১৬২ ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা ।
সেইদ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা ॥ ১৬৩ ॥

বাহ্যদ্রষ্টা বহিরর্থমানীরই অধঃপতন ঃ—

অন্তরে 'অনুগ্রহ', বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়' ।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৮। ওলাহন—বাক্যদণ্ড।

১৬২। লোকে করিলা ক্ষেপণ—সকলের নিকট প্রভু বিস্তার করিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৫৭। চালাইলুঁ—সরোষ ব্যবহার প্রদর্শন করিলাম।

১৬৪। বল্লভভট্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরমদয়ালু পতিত-পাবন প্রভু তাঁহাকে বাহ্যে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পণ্ডিত-বৈষ্ণবাভিমান শোধন করেন ; গদাধর-পণ্ডিত বল্লভকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করায়, কয়েক দিবসের জন্য গদাধরকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন ; বাস্তবিক মহাপ্রভু কোনদিনই তদীয় স্বরূপ-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল গদাধরের প্রতি অপ্রসন্ন-চিত্ত হন নাই, হইতে পারেন না। যিনি এই লীলার নিগূঢ়-ভাব বুঝিতে অক্ষম হইবেন, তিনি বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকায়, প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শ্রীগদাধরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিরয়গামী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যে অচলা ভক্তিই চৈতন্যলীলা-তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ ঃ—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৫ ॥

গদাধরকর্তৃক সগণ প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৬৬ ॥

তথায় গদাধরের নিকট মধুররসে বল্লভের কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ ঃ—

তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল ।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥ ১৬৭ ॥

গদাধর-বল্লভ-মিলনে গৌরপ্রীতিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন ।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে 'অপরাধী' বলিয়া বর্জ্জন করেন ; সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ, —এইসকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। অতঃপর মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুসম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কেবলমাত্র (স্বীয় আহার্য্য) প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সেই সঙ্কোচ দূর করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষান্ন-সঙ্কোচকারী প্রভুকে বন্দনা ঃ—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার ।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ গৌরের লীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে ।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর আগমন ঃ—

হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা ।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৫। রামচন্দ্রপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরী-ত্যাখ্য-হরিগুরুবৈষ্ণবনিন্দকবাক্যজন্যলৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ) লৌকিকাহারতঃ (লোকদর্শন-পরিমিত-ভোজ্যান্নাৎ) স্বং (নিজং) ভিক্ষান্নং (ভোজনপরিমাণং যুক্তাহার্য্যম্ অপি) সমকোচয়ৎ (খর্ব্বীচকার) তং কৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৩। এইস্থানে পাঠান্তরে,—"জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বাধিল যেঁহো দিয়া প্রেম ফাঁদ।। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। কৃষ্ণ অবতারি' কৈলা জগৎ নিস্তার।।"

অমৃতাণুকণা—৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ।।" যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন, তিনি গৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরী-নামে খ্যাত। শ্রীরাধার শ্বশ্রূমাতা 'জটিলা' কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।

চৈতন্যে অচলা ভক্তিই চৈতন্যলীলা-তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ ঃ—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৫ ॥

গদাধরকর্তৃক সগণ প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৬৬ ॥

তথায় গদাধরের নিকট মধুররসে বল্লভের কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ ঃ—

তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল ।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥ ১৬৭ ॥

গদাধর-বল্লভ-মিলনে গৌরপ্রীতিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন ।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে 'অপরাধী' বলিয়া বর্জ্জন করেন ; সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ, —এইসকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। অতঃপর মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুসম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কেবলমাত্র (স্বীয় আহার্য্য) প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সেই সঙ্কোচ দূর করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষান্ন-সঙ্কোচকারী প্রভুকে বন্দনা ঃ—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার ।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ গৌরের লীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে ।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর আগমন ঃ—

হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা ।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৫। রামচন্দ্রপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরী-ত্যাখ্য-হরিগুরুবৈষ্ণবনিন্দকবাক্যজন্যলৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ) লৌকিকাহারতঃ (লোকদর্শন-পরিমিত-ভোজ্যান্নাৎ) স্বং (নিজং) ভিক্ষান্নং (ভোজনপরিমাণং যুক্তাহার্য্যম্ অপি) সমকোচয়ৎ (খর্ব্বীচকার) তং কৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৩। এইস্থানে পাঠান্তরে,—"জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বাধিল যেঁহো দিয়া প্রেম ফাঁদ।। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। কৃষ্ণ অবতারি' কৈলা জগৎ নিস্তার।।"

অমৃতাণুকণা—৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ।।" যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন, তিনি গৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরী-নামে খ্যাত। শ্রীরাধার শ্বশ্রূমাতা 'জটিলা' কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।

পরমানন্দপুরী ও প্রভুর রামচন্দ্রপুরীকে যথোচিত পদমর্য্যাদা-দান ঃ—

পরমানন্দপুরী কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সাম্প্রদায়িক ব্যবহার ঃ—

মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ নতি ।
আলিঙ্গন করি' তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥ ৭ ॥

জগদানন্দের ভিক্ষা-দান ঃ—

তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণ ।
জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৮ ॥

স্বয়ং যথাতিরিক্ত ভোজনপূর্ব্বক ভিক্ষাদাতার বা পরিবেশন-কারীর নিন্দা ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ভিক্ষার লাগিয়া ।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিলা তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥ ৯ ॥

স্বয়ং জগদানন্দকে প্রচুর ভোজন করাইয়া 'অত্যাহারি'-জ্ঞানে গৌরগণের নিন্দা ঃ—

ভিক্ষা করি' কহে পুরী,—"শুন জগদানন্দ ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥" ১০ ॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল ।
আপনে আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল ॥ ১১ ॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল ।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

যথার্থ শুদ্ধবৈরাগ্যবান্ গৌরগণের বৈরাগ্যহীন-জ্ঞানে নিন্দা ঃ—

"শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ ।
'সত্য' সেই বাক্য,—সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন ॥ ১৩ ॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্ম্মনাশ ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস' ॥" ১৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ঃ—

এই ত' স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া ।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াঞা ॥ ১৫ ॥

গুরুত্যক্ত রামচন্দ্রপুরীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বর্ণন ; গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর অপ্রকটকালে রামচন্দ্রের আগমন ঃ—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান ।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥ ১৬ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে-কৃষ্ণকীর্ত্তন ঃ—

পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৭ ॥

শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্রের মর্ত্ত্যজ্ঞানে গুরু-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন ঃ—

রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের চিদ্বিলাস-বিরোধ ঃ—

"তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন ??" ১৯ ॥

গুরুমাধবেন্দ্রপুরীর রামচন্দ্রকে অপরাধি-জ্ঞানে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
"দূর দূর, পাপী" বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥ ২০ ॥
"কৃষ্ণকৃপা না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা' ।
আপন-দুঃখে মরোঁ—এই দিতে আইল জ্বালা ॥ ২১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভাস—আভাসমাত্রও।

অনুভাষ্য

৫-৬। রামচন্দ্রপুরী স্বভাবতঃ মৎসর ও হরিগুরুবৈষ্ণব-বিরোধী হইলেও বহির্দ্দৃষ্টিতে ত্যক্তগৃহ বা সন্ন্যাসীর বেশধারী ছিলেন বলিয়াই লোকসমাজে তৎকালে 'গোসাঞি' (গোস্বামী) নামে অভিহিত হইতেন। বর্ত্তমানকালে সমাজে চলিত বিকৃত প্রথার ন্যায় জাতি, কুল বা বংশধারাক্রমেই এই ত্যক্তগৃহোচিত উপাধিটী যে ব্যবহৃত হইত না, তাহার প্রমাণ এস্থলে পাওয়া যায়।

৭। মহাপ্রভুকে ঈশ্বরপুরীর অনুগতজ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিমাত্রেরই যোগ্য-সম্ভাষণ 'কৃষ্ণ' স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসিগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা 'ওঁ নমো ভগবতে নারায়ণায়' বলিয়া কৃষ্ণ স্মরণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে জীবকে আশীর্ব্বাদ ও নমস্কার করিবার বিধি নাই ; স্মৃতি বলিয়াছেন,—'সন্ন্যাসী—নিরাশীর্নির্নমস্ক্রিয়ঃ।'

২০। রামচন্দ্রপুরী স্বীয় গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কাতর দেখিয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বারাণসী অবস্থানকালে শ্রীরামচন্দ্রপুরীর মঠে কিছুকাল লুকাইয়া ছিলেন। "রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া। রহিলেন দুইমাস বারাণসী গিয়া।।" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।১০৫)। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইহার 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' জানাইয়াছেন,—"শ্রীগৌরসুন্দর বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর রামচন্দ্রপুরীর মঠে লুকাইয়া থাকিবার কথা অবগত আছেন। রামচন্দ্রপুরী—মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক কপট শিষ্য, তাঁহার মায়াবাদের প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রকাশ্যভাবে রামচন্দ্রপুরীর মঠে অবস্থানের কথা প্রচার করিয়া তিনি কৃষ্ণভক্তগণের সহিত অন্যত্র বাস করিতেন। রামচন্দ্রপুরী সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, সুতরাং যতি-জীবনে সেই মঠে অবস্থানে বহির্জগতে দোষারোপের অবকাশ ছিল না।

মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি ।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি ॥ ২২ ॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে ।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥" ২৩ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধবশে বিষয়ভোগ বা সংসারবাসনা ঃ—

এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল ।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ বা স্বরূপ-তদ্রূপবৈভবাদি চিদ্বিলাস-
দর্শনবিহীন বিষ্ণুনিন্দারম্ভ ঃ—

শুষ্ক-ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ' ।
সর্ব্ব-লোক নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥ ২৫ ॥

শ্রীল ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি ঃ—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন ।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥ ২৬ ॥

আদর্শ গুরুসেবার নিদর্শন ঃ—

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ।
বর দিলা—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥" ২৮ ॥

গুরুর নিকট একের কৃপালাভের ফল, অপরের
বঞ্চনালাভের ফলে তারতম্য ঃ—

সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর' ।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥ ২৯ ॥

হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও দণ্ডলাভের দৃষ্টান্তদ্বয়-
দ্বারা লোকশিক্ষা ঃ—

মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুইজনে ।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥ ৩০ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভাবস্থায় মাধবেন্দ্রগোস্বামীর অপ্রাকট্য ঃ—

জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেমদান ।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৩১ ॥

পদ্যাবলীতে (৩৩০) ধৃত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥৩২॥

শ্লোকের মর্ম্মার্থ বা তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

এই ত' শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ ।
কৃষ্ণের বিরহ, ভক্তের ভাববিশেষ ॥ ৩৩ ॥

মাধবেন্দ্র—কৃষ্ণপ্রেমকল্পবৃক্ষের অঙ্কুর, শ্রীচৈতন্য স্বয়ং
অঙ্কুরোদ্গত পরিবর্দ্ধিত মূল-বিটপী ঃ—

পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর ।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। বাসনা—শুষ্কজ্ঞান-বাসনা, তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।

অনুভাষ্য

হইয়া লৌকিক-বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে প্রাকৃত-অভাবজন্য শোক-কাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

২৪। এতদ্বিষয়ে ভক্তিসন্দর্ভে (১১১ সংখ্যায়) 'বাসনাভাষ্য'-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট বচন—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।।"* অথবা ভাঃ ১০।২।৩২ শ্লোকের শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত লঘুতোষিণী টীকায় ঐ বাসনাভাষ্য-ধৃত ভগবৎপরিশিষ্টেরই পাঠান্তর,—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্ব্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্য-মহাশক্তৌ ভগবত্য-পরাধিনঃ।।" এবং রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত পুরাণান্তর-বচন—"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ।।"* প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্য দ্রষ্টব্য।

২৫। নির্ব্বন্ধ—নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি। নির্ব্বিশেষ মায়াবাদিগণ সম্বন্ধজ্ঞানে অপটু হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না ; জড়ীয়বিতর্কবলে ব্রহ্ম-বিষয়ে জড়তর্ক প্রয়োগ করে এবং কৃষ্ণভক্তিকে মোক্ষ-সাধকের ফলভোগ-পিপাসামূলক কর্ম্ম-কাণ্ডের অন্যতম ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে এবং ভগবদ্ভক্তকে ও তাঁহার অপ্রাকৃত ভক্ত্যনুশীলনকে চতুর্ব্বর্গপ্রাপক কর্ম্মসাধনমাত্র জ্ঞান করিয়া নিন্দা করে। অধোক্ষজ গুরু বা ভক্তের চরণে অপরাধ হইলেই জীব এতাদৃশ ভয়ানক অজ্ঞানের মধ্যে পতিত হয়।

২৬। শ্রীপাদ-সেবন—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সেবা।

৩০। মহাত্মা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট ঈশ্বরপুরী প্রচুর অনু-গ্রহ পাইয়াছিলেন, আর রামচন্দ্রপুরী কেবলমাত্র নিগ্রহ পাইলেন।

** অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধ হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন (পাঠান্তরে—কর্ম্মদ্বারা পুনরায় বন্ধনপ্রাপ্ত হন)। *—জীবন্মুক্তগণ কোন কোন সময়ে সংসারবাসনা-প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবৎপরায়ণ ঐকান্তিক যোগিগণ কখনও কর্ম্মবাসনায় বিলিপ্ত হন না।*

মাধবেন্দ্রের অন্তর্দ্ধান-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণবিরহোত্থ সেবা-শিক্ষা ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ পুরী-গোসাঞির নির্যাণ ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর শুষ্কবৈরাগ্য ঃ—

রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে ।
বিরক্ত স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥ ৩৬ ॥

পরচ্ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরী ঃ—

অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয় ।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর দৈনিক ভিক্ষা-বিবরণ—প্রভুসহ শ্রীঈশ্বরপুরীশিষ্য গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের একত্র ভিক্ষা ঃ—

প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ ।
কভু কাশীশ্বর, গোবিন্দ খায় তিনজন ॥ ৩৮ ॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয় ।
কেহ যদি মূল্য আনে, চারিপণ-নির্ণয় ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং প্রভুকেও মর্ত্ত্যজ্ঞানে তদ্দোষান্বেষণ ঃ—

প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥ ৪০ ॥

অধোক্ষজ স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণ ও নির্দ্দোষ ঃ—

প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল ।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাঁহা ছিদ্র না পাইল ॥ ৪১ ॥

সন্ন্যাসীর বিধি ও নিষেধ ঃ—

'সন্ন্যাসী হঞা করে মিষ্টান্ন-ভক্ষণ ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ?' ৪২ ॥

সর্ব্বত্র প্রভুনিন্দা, অথচ প্রত্যহ প্রভুদর্শন ঃ—

এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক-স্থানে ।
প্রভুরে দেখিতেহ অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥ ৪৩ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-প্রদান, রামচন্দ্রের নিন্দা বিষোদ্গার ঃ—

প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করেন সম্ভ্রম, সম্মান ।
তেঁহো ছিদ্র চাহি' বুলে,—এই তার কাম ॥ ৪৪ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণেও প্রভুর পুরীকে পদোচিত সম্মান-দানপূর্ব্বক বঞ্চনা ঃ—

যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে ।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥ ৪৫ ॥

একদা প্রাতে প্রভুগৃহে পিপীলিকা-শ্রেণী-দর্শনে স্বয়ং ভগবান্ প্রভুর বৈরাগ্যনিন্দনান্তে প্রস্থান ঃ—

একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর ।
পিপীলিকা দেখি' কিছু কহেন উত্তর ॥ ৪৬ ॥

রামচন্দ্রপুরী-বাক্য—

"রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি । অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥৪৭॥"

স্বকর্ণে প্রভুর পুরীকর্ত্তৃক অনৃত-নিন্দা-শ্রবণ ঃ—

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন 'কল্পিত' নিন্দন ॥ ৪৮ ॥

বিবর্ত্তবুদ্ধিবশেই ভগবানে দোষারোপ ঃ—

সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায় ।
তাহাতে তর্ক উঠাঞা দোষ লাগায় ॥ ৪৯ ॥

স্বনিন্দা-শ্রবণে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপী প্রভুর ভয় ও লজ্জা ঃ—

শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে ।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥ ৫০ ॥

স্বীয় দৈনিকভিক্ষা-সঙ্কোচন ও গোবিন্দের নিকট তৎপরিমাণ-নির্দ্ধার ঃ—

"আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম ।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৫। নির্যাণ—অপ্রকট।

৩৭। অন্যের ভিক্ষার স্থিতির—অন্যলোকে যাহা ভিক্ষা করেন, তাহার নিয়ম বুঝিয়া লয়েন।

৪৭। "রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেইকারণে পিপীলিকাসকল বেড়াইতেছে! অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগের এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!'—এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

৪৮। কল্পিত-নিন্দন—মিথ্যা-আরোপিত নিন্দা।

অনুভাষ্য

৩২। মধ্য, ৪র্থ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ভাববিশেষ—বিপ্রলম্ভ-ভাবস্ফূর্ত্তি ; প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ে সম্ভোগের নামে সাধকের মধ্যে নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য আসিয়া বিপ্রলম্ভের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করে।

৩৭। 'অপর সন্ন্যাসী কোথায় কি পরিমাণ ভিক্ষা করে, কোথায় বা বাস করে, ইত্যাদি পরের চর্চ্চা বা হিসাব লইয়া রামচন্দ্রপুরী দিনপাত করেন। নিশ্চয়—হিসাব।

৪৭। প্রাকৃত-হেয়ত্বাদি গুণের অতীত পূর্ণনির্দ্দোষ-বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর কোন না কোন ছিদ্র পাইবার আশায় রামচন্দ্র অনেক যত্ন করিয়া কৃতকার্য্য না হওয়ায় এবং প্রভুর গৃহে কোন প্রকার মিষ্টদ্রব্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হইলেও বহু পিপীলিকা বেড়াইতে দেখিয়া রাত্রিকালে তথায় গুড় ছিল, অনুমান করিলেন; উদ্দেশ্য,—কোন ছিদ্র উল্লেখপূর্ব্বক নিজ-মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিবেন।

৫১। জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন মাটীর হাঁড়িতে পাওয়া যায়। 'প্রমাণ'-হাঁড়ির চতুর্থভাগকে 'একচৌঠি' বলে।

পরিমাণাতিরিক্ত-গ্রহণে স্থানত্যাগ-ভয়প্রদর্শন ঃ—

ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা ।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥" ৫২ ॥

সর্ব্বভক্তকে প্রভুর কঠোরাদেশ-জ্ঞাপন, সকলের দারুণ দুঃখ ঃ—

সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্ ।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৫৩ ॥

দুরাত্মা রামচন্দ্রপুরীকে প্রাণাধিক প্রভুর বিরোধি-জ্ঞানে ভক্তগণের নিন্দা ঃ—

রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার ।
"এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার ॥" ৫৪ ॥

এক বিপ্রের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেইদিন একবিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ।
এক-চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥ ৫৫ ॥

প্রভুর জন্য গোবিন্দের যথানির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ প্রসাদ-গ্রহণ, প্রভুর সামান্যাহারে বিপ্রের দুঃখ ঃ—

এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার ।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর অর্দ্ধ-ভোজন, গোবিন্দের অবশিষ্টার্দ্ধ-প্রাপ্তি, ভক্তগণের অন্ন-জল-ত্যাগ ঃ—

সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল ।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন ।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥ ৫৮ ॥

গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণে আদেশ ঃ—

গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন ।
"দুঁহে অন্যত্র মাগি' কর উদর ভরণ ॥" ৫৯ ॥

প্রভুর ভোজনসঙ্কোচ-ফলে ভক্ত-দুঃখশ্রবণে রামচন্দ্রের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল ।
শুনি' রামচন্দ্রপুরী প্রভুপাশ আইল ॥ ৬০ ॥

মানদ আচার্য্যরূপী প্রভুর সর্ব্বদাই রামচন্দ্রকে মান-দান ঃ—

প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ-বন্দন ।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে যতিধর্ম্ম শিক্ষা-দান ঃ—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ' ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥ ৬২ ॥

শুষ্কবৈরাগ্যকে সন্ন্যাস অর্থাৎ ভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া কেবল মুখেই প্রচার ঃ—

তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন ।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বাবস্থায় যুক্তবৈরাগ্যেই সিদ্ধিলাভ ঃ—

যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়'-ভোগ ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥ ৬৪ ॥

সর্ব্বত্র যুক্তবৈরাগ্যযুক্ ভক্তিযোগেই অনর্থ-নাশ ঃ—
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬।১৬-১৭)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ৬৫ ॥
যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥" ৬৬ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শ প্রভুর দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—'অজ্ঞ বালক মুই, 'শিষ্য' তোমার ।
মোরে শিক্ষা দেহ',—এই ভাগ্য আমার ॥" ৬৭ ॥

প্রভুর ভক্তগণের অর্দ্ধভোজন-শ্রবণ ঃ—

এত শুনি' রামচন্দ্রপুরী উঠি' গেলা ।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে,—গোসাঞি শুনিলা ॥৬৮॥

একদিন পরমানন্দপুরীপ্রমুখ ভক্তগণের প্রভুকে পরিমিতান্ন-গ্রহণে অনুরোধ ও তৎসমীপে রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব ও ব্যবহার-নিন্দা ঃ—

আর দিন ভক্তগণসহ পরমানন্দপুরী ।
প্রভু-পাশে নিবেদিলা দৈন্য-বিনয় করি' ॥ ৬৯ ॥
"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব ।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ ?? ৭০ ॥
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার করাঞা ।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥ ৭১ ॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন ।
'এত অন্ন খাও'—তোমার কত আছে ধন ?? ৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৫-৬৬। হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না ; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগদ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহার-কর্ম্মসকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্তরূপে নিয়মিত হইলে দুঃখ-নাশক 'যোগ' হয়।

অনুভাষ্য

৬৫। হে অর্জ্জুন, অত্যশ্নতঃ (অত্যধিকভোজনশীলস্য) তু যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (স্বল্পাহারনিরতস্য নিরাহারিণঃ), ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অধিকনিদ্রাশীলস্য) ন চ জাগ্রতঃ (অনিদ্রস্য) এব যোগঃ অস্তি।

৬২। যুক্তাহারবিহারস্য (পরিমিতভোজনশয়নাদিপরস্য)

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু,—তোমার কিছু নাহি 'ভাস' ॥ ৭৩ ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায় ॥ ৭৪ ॥

হিংসার্থ পরের ছল বা ছিদ্রান্বেষণ—শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ঃ—

শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশংসা-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী নিন্দা-নিষেধরূপ বিধিই শাস্ত্রোদ্দেশ্য ঃ—

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে 'বলিষ্ঠ' জানিয়া ॥ ৭৭ ॥

পরবিধিরই অধিকতর গুরুত্ব ঃ—
ন্যায়বচন ঃ—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরিবিধির্বলবান্ ॥ ৭৮ ॥

রামচন্দ্রপুরীর মক্ষিকা-বৃত্তি ঃ—

যাঁহা গুণ শত আছে, না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥ ৭৯ ॥

রামচন্দ্রের ব্যবহার ও স্বভাবে ভক্তগণের মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ঃ—

ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় ॥ ৮০ ॥

রামচন্দ্রবাক্যকে তুচ্ছ-জ্ঞানে প্রভুকে অন্নগ্রহণে অনুরোধ ঃ—

ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান',—সবার বোল ধর ॥" ৮১ ॥

জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুকর্ত্তৃক যতিধর্ম্মবিধি-নির্ণয় ; বিধির অতীত ঈশ্বর ও অধীন বদ্ধজীবে সমবুদ্ধিকারীই 'প্রাকৃত-সহজিয়া' ; আবার স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও আপনাকে বৈরাগ্য-বাধ্য জীবজ্ঞানে যতিবেষী আচার্য্যকে নৈরপেক্ষ্য-শিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু কহে,—"সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?? ৮২ ॥
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥" ৮৩ ॥

ভক্তগণের আগ্রহে প্রভুর অর্দ্ধ-স্বীকার ঃ—

তবে সবে মেলি' প্রভুরে বহু যত্ন কৈলা।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা ॥ ৮৪ ॥
দুইপণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে ॥ ৮৫ ॥

অভক্ত বর্ণ-ব্রাহ্মণ ও পাঙ্‌ক্তেয়-ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-গ্রহণ-রীতি-বৈশিষ্ট্য ঃ—

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ৮৬ ॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু 'প্রসাদ' আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥ ৮৭ ॥

গদাধর, ভগবান্ ও সার্ব্বভৌমের গৃহে ভক্তাধীন ভগবানের ভোজন ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥ ৮৮ ॥
তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাঁহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবেন না।

৭৮। পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

অনুভাষ্য

কর্ম্মসু (সাধনানুষ্ঠানাদিষু) যুক্তচেষ্টস্য (পরিমিতারম্ভপরস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিতনিদ্রা-জাগরণনিষ্ঠস্য) দুঃখহা (সর্ব্ব-দুঃখ-নিবৃত্তিহেতুঃ) যোগঃ ভবতি।

৭৬। শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ শুদ্ধজ্ঞানীর আচরণ-বিধি বর্ণন করিতেছেন,—

প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ একাত্মকং বিশ্বং পশ্যন্ পরস্বভাব-কর্ম্মাণি (পরেষাং হিংসার্থং স্বভাবান্ কর্ম্মাণি গুণকৃত-নৈসর্গিক-বৃত্ত্যাদ্যনুষ্ঠানানি) ন প্রশংসেৎ, ন গর্হয়েৎ (ন নিন্দেৎ)।

৭৭। 'পরস্বভাব'-শ্লোকে পূর্ব্ববিধি "প্রশংসা করিবে না" এবং পরবিধি "নিন্দা করিবে না" পাওয়া যায়। পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধি বলবান্ হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, লোকের প্রশংসা করা তাদৃশ দোষাবহ নহে ; পরন্তু নিন্দা নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে রামচন্দ্র পূর্ব্ববিধি "অপরের প্রশংসা করিবে না" পালন করিয়াছেন ; পরবিধি "অন্যের নিন্দা করিবে না" পালন করেন নাই। সুতরাং রামচন্দ্র পরবিধির সূত্রানুসারে কার্য্য করেন নাই। ইহার অর্থ শ্লেষোক্তিপর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

৭৮। পূর্ব্বপরয়োঃ (প্রাক্-পরয়োর্বিধয়োঃ) মধ্যে পরবিধিঃ (উত্তর-নির্দ্দেশঃ) বলবান্,—পূর্ব্ববিধিং ত্যক্ত্বা পরবিধিঃ গ্রাহ্যঃ ইত্যর্থঃ।

৮০। পায়—পাইয়া।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-রীতি ঃ—

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাঁহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

প্রভুর কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা বঞ্চনা, কখনও পরমেশ্বররূপে পূর্ণকৃপা ঃ—

কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥ ৯১ ॥

কখনও রামচন্দ্রপুরীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান, কখনও তৃণবৎ উপেক্ষা ঃ—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর ঃ—

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥

ভগবদাশ্রয়পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তীর্থ-যাত্রা ঃ—

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥ ৯৪ ॥

তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব ও রুদ্ধশ্বাস-মোচন ঃ—

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥

প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্যবিধি ত্যাগপূর্ব্বক গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বাত্মদ্বারা প্রভু-সন্তোষণ ঃ—

স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৬ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষা-ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব ঃ—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা প্রভুর লোকশিক্ষা ঃ—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণপুটে চৈতন্যচরিতামৃতপান-ফলে হৃৎকর্ণ-রসায়নতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্যচরিত-শ্রবণেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

৯৫। শিরের পাথর—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্কা (লঘু) হয়, সেইরূপ হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ-রায়ের পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার ফলে বড়জানার অকৃপা ও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমে চাঙ্গে উত্তোলন ও পরে প্রভুর কৃপা-চ্ছলে তাঁহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্তের কৃপায় অধম বিষয়িগণেরও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যাদ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ যে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ

প্রভুর অবতারের উদ্দেশ্য ও ব্যবহার-রীতি ঃ—

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাঁহা যৈছে যোগ্য, তাঁহা করেন ব্যবহার ॥ ৯০ ॥

প্রভুর কখনও প্রাকৃত জীবের ন্যায় আচরণদ্বারা বঞ্চনা, কখনও পরমেশ্বররূপে পূর্ণকৃপা ঃ—

কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥ ৯১ ॥

কখনও রামচন্দ্রপুরীকে লৌকিকী মর্য্যাদা-দান, কখনও তৃণবৎ উপেক্ষা ঃ—

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥ ৯২ ॥

অচিন্ত্য ঈশ্বরের সকল আচরণই নিত্য, শিবদ ও সুন্দর ঃ—

ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব মনোহর ॥ ৯৩ ॥

ভগবদাশ্রয়পরিত্যাগপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তীর্থ-যাত্রা ঃ—

এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥ ৯৪ ॥

তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়-ভার লাঘব ও রুদ্ধশ্বাস-মোচন ঃ—

তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥ ৯৫ ॥

প্রাকৃত শুষ্ক বৈরাগ্যবিধি ত্যাগপূর্ব্বক গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের সর্ব্বাত্মদ্বারা প্রভু-সন্তোষণ ঃ—

স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ-ভোজন ॥ ৯৬ ॥

গুর্ব্ববজ্ঞাহেতু গুরুর উপেক্ষা-ফলে জীবের বিষ্ণুবিরোধ বা পাষণ্ডিত্ব ঃ—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥ ৯৭ ॥

অপরাধী রামচন্দ্রের ব্যবহারদ্বারা প্রভুর লোকশিক্ষা ঃ—

যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৯৮ ॥

শ্রবণপুটে চৈতন্যচরিতামৃতপান-ফলে হৃৎকর্ণ-রসায়নতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্যচরিত-শ্রবণেই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥ ১০০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষাসঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৬। অভোজ্যান্ন বিপ্র—যে বিপ্রের গৃহে অন্ন খাওয়া যায় না।

৯৫। শিরের পাথর—মাথায় যে পাথরের বোঝা ছিল, তাহা অকস্মাৎ পড়িয়া গেলে যেরূপ হাল্কা (লঘু) হয়, সেইরূপ হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ভবানন্দ-রায়ের পুত্র গোপীনাথ-পট্টনায়ক রাজার অর্থ নষ্ট করার ফলে বড়জানার অকৃপা ও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রথমে চাঙ্গে উত্তোলন ও পরে প্রভুর কৃপা-চ্ছলে তাঁহার উদ্ধার ও উন্নতি বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরভক্তের কৃপায় অধম বিষয়িগণেরও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুং শশ্বদনূপতাম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥ ৩ ॥

ভক্তসঙ্গে প্রভুর নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যাদ্বারা অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

অনুভাষ্য

১। অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং (অগণ্যাঃ গণয়িতুমশক্যাঃ অসংখ্যাঃ ধন্যাঃ লব্ধসিদ্ধয়শ্চ যে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যপাদাশ্রিতাঃ

প্রভুর অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণবিরহপ্রেম ঃ—

অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ ।
নানা-ভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ ॥ ৫ ॥

দিবাভাগে নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও দর্শন, রাত্রিভাগে স্বরূপ ও রায়সহ রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথ-দরশন ।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ৬ ॥

প্রভুদর্শক-মাত্রেরই উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

ত্রিজগতের লোক আসি' করেন দরশন ।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ৭ ॥

মানববেশে অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসীর প্রভু-দর্শন ঃ—

মনুষ্যের বেশে আসি' গন্ধর্ব্ব-কিন্নর ।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥ ৮ ॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন ।
নানা-বেশে আসি' করে প্রভুর দরশন ॥ ৯ ॥

বৈষ্ণবগণের প্রভুদর্শন ঃ—

প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ ।
আসি' প্রভু দেখি' প্রেমে হয় অচেতন ॥ ১০ ॥

গৃহাভ্যন্তরস্থিত প্রভুর দর্শনার্থ বহির্দ্দেশে লোক-কোলাহল, প্রভুর দর্শন-দান, সকলকেই কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনে আদেশ ঃ—

বাহিরে ফুকারে লোক, দর্শন না পাঞা ।
"কৃষ্ণ কহ" বলেন প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥ ১১ ॥

প্রভুদর্শনে সকলের কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে ।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥ ১২ ॥

প্রভুকে প্রতাপরুদ্রপুত্রকর্ত্তৃক ভবানন্দপুত্র গোপীনাথের হত্যা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন লোক আসি' প্রভুরে নিবেদিল ।
"গোপীনাথেরে 'বড় জানা' চাঙ্গে চড়াইল ॥ ১৩ ॥

প্রভুর কৃপা বিনা রক্ষা পাইবার উপায়াভাব ঃ—

তলে খড়্গ পাতি' তারে উপরে ডারিবে ।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥ ১৪ ॥

সেবক-রক্ষণার্থ প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায় ।
তাঁর পুত্র—তোমার সেবকে রাখিতে যুয়ায় ॥" ১৫ ॥

প্রভুর প্রশ্নোত্তরে সংবাদ-দাতার গোপীনাথের হত্যা-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা কেনে করয়ে তাড়ন?"
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥ ১৬ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভাই ।
সর্ব্বকাল হয় সেই 'রাজবিষয়ী' তাই ॥ ১৭ ॥
'মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটে' তার অধিকার ।
সাধি' পাড়ি' আনি' দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥ ১৮ ॥
দুইলক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হইল ।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত' মাগিল ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। বড়জানা—উড়িষ্যার মহারাজার বড়পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ। চাঙ্গ—হত্যা-প্রক্রিয়া-বিশেষে ব্যবহৃত মঞ্চ,—যাহার নিম্নভাগে নিষ্কোষিত খড়্গসকল রক্ষিত থাকে। মঞ্চের উপর হইতে দণ্ড্য-লোককে খড়্গের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হইত।

১৮। মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট—তন্নামক রাজ্যখণ্ডে তহ্‌শীলদার গোপীনাথ পট্টনায়ক যত টাকা রাজাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি বাকী পড়িল।

অনুভাষ্য

ভক্তাঃ তেষাং) প্রেমবন্যয়া (প্রেমরূপনদীগর্ভাতিরিক্তজল-প্রবাহেণ) অধন্যজনস্বান্তমরুম্ (অধন্যানাম্ অধমানাং জনানাং ভক্তিরহিতানাং স্বানাম্ অন্তকরণরূপং মরুং নির্জ্জলপ্রদেশং) শশ্বৎ (নিরন্তরং) অনূপতাং (জলপ্রায়তাং) নিন্যে (প্রাপিতঃ)।

৮। বিষধর—নাগলোক।

৯। অন্ত্য ২য় পঃ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। প্রহ্লাদ—কোন কোন ঐতিহাসিক-মতে ইনি ত্রেতাযুগে পঞ্জাব-প্রদেশের মূলতান-নামক রাজধানীতে কশ্যপবংশীয় রাজা হিরণ্যকশিপুর বৈষ্ণব-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন। পিতা হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুবিদ্বেষফলে পুত্র প্রহ্লাদের নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, পরে ভগবান্ নৃসিংহদেব উদিত হইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষী অসুর-সম্রাট্‌কে নিহত করেন।

বলি—প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তাঁহার তনয়ই 'বলি'; ভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ-ভূমির প্রার্থনাচ্ছলে আত্মসমর্পণকারী বলিকে কৃপা করিয়াছিলেন। ইঁহার শতপুত্রের মধ্যে বাণ—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

ব্যাস—পরাশরের তনয়, সাত্যবতেয় বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ-মুনি; ইনি বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদব্যাস'-নামে অভিহিত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ইনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীনারদ-ঋষির শিষ্য ছিলেন।

শুক—ব্যাস-তনয়, আকুমার ব্রহ্মজ্ঞানী ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-

তেঁহ কহে,—'স্থূলদ্রব্য নাহি যে দিব ।
ক্রমে-ক্রমে বেচি' কিনি' দ্রব্য ভরিব ॥ ২০ ॥
ঘোড়া দশ-বার হয়, লহ' মূল্য করি' ।'
এত বলি' ঘোড়া আনে রাজদ্বারে ধরি' ॥ ২১ ॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে ।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র-সনে ॥ ২২ ॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাঞা ।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥ ২৩ ॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব,—গ্রীবা ফিরায় ।
ঊর্দ্ধমুখে বারবার ইতি-উতি চায় ॥ ২৪ ॥
তারে নিন্দা করি' কহে সগর্ব্ব বচনে ।
রাজা কৃপা করে তারে, ভয় নাহি মানে ॥ ২৫ ॥
'আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায় ঊর্দ্ধে নাহি চায় ।
তাতে ঘোড়ার মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায় ॥' ২৬ ॥
শুনি' রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল ।
রাজার ঠাঞি যাই' বহু লাগানি করিল ॥ ২৭ ॥
'কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি' ।
আজ্ঞা কর,—চাঙ্গে চড়াঞা লই কৌড়ি ॥' ২৮॥
রাজা বলে,—'যেই ভাল, কর সেই যায় ।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥' ২৯ ॥
রাজপুত্র আসি' তারে চাঙ্গে চড়াইল ।
খড়্গ-উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥" ৩০ ॥

প্রভুর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন ও গোপীনাথকে তিরস্কার ঃ—

শুনি' প্রভু কহে কিছু করি' প্রণয়-রোষ ।
"রাজ-কৌড়ি দিতে নারে, রাজার কিবা দোষ ?? ৩১ ॥
রাজ-বিলাত্ সাধি' খায়, নাহি রাজ-ভয় ।
দারী-নাটুয়ারে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥ ৩২ ॥
যেই চতুর, সেই করে রাজার বিষয় ।
রাজ-দ্রব্য শোধি' পায়, তাহা করে ব্যয় ॥" ৩৩ ॥

তৎকালে প্রভুর সগোষ্ঠী ভবানন্দাদির বন্ধন-সংবাদ প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা ।
"বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বান্ধিয়া ॥" ৩৪ ॥

সন্ন্যাসধর্ম্মের আদর্শরূপে প্রভুর প্রাকৃত বিষয়কথায় ঔদাসীন্য বা নৈরপেক্ষ্য-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব ।
আমি—বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব ??" ৩৫ ॥

স্বরূপ-দামোদরাদি ভক্তগণের প্রভুকে ঔদাসীন্য ছাড়িয়া রামানন্দের স্বজন-রক্ষণার্থ প্রার্থনা ঃ—

তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ ।
প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥ ৩৬ ॥
"রামানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী, সব—তোমার 'দাস' ।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস ॥" ৩৭ ॥

প্রভুর ক্রোধ ও ভর্ৎসনা ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে ।
"মোরে আজ্ঞা দেহ' সবে, যাঙ রাজস্থানে!! ৩৮ ॥
তোমা সবার এই মত,—রাজ-ঠাঞি যাঞা ।
কৌড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিয়া ॥ ৩৯ ॥

সন্ন্যাসীর বিষয়-কথায় অযোগ্যতা ঃ—

পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুইলক্ষ কাহন ??" ৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬। যে রাজপুত্র ঘোড়ার দর স্থির করিতেছিলেন, তাঁহার গ্রীবা উঠাইয়া ঊর্দ্ধে চাওয়া স্বভাব ছিল। সেই বিষয়ে পরিহাস করিবার জন্য গোপীনাথ কহিলেন,—আমার ঘোড়া ঘাড় উঠায় বটে, কিন্তু উপরদিকে চায় না ; অতএব ইহার মূল্য কম হইতে পারে না।' পরিহাস-তাৎপর্য্য এই যে,—'তোমা অপেক্ষা আমার ঘোড়ার মূল্য কম নয়।'

২৯। যায়—গিয়া।

অনুভাষ্য

লীলা দেখাইয়া ইনি একান্তভাবে কৃষ্ণের 'কীর্ত্তনাখ্যা' ভক্তি আশ্রয় করেন।

১৪। ডারিবে—ফেলিয়া দিবে।

১৭। রাজবিষয়ী—রাজার সম্পত্তি-রক্ষক।

২০। স্থূলদ্রব্য—মূল্যবান্ দ্রব্য বা মোটা টাকা অর্থাৎ একে-বারেই পরিশোধিত হয়, এরূপ দ্রব্য ; দ্রব্য ভরিব—রাজার প্রাপ্য দ্রবিণ অর্থাৎ টাকা পরিশোধ করিব।

২৩। ঘাটাঞা—কম করিয়া।

২৭। লাগানি—মিথ্যা দোষারোপ বা অভিযোগ।

৩১। দিতে নারে—দিতে পারে না।

৩৫। লেখার দ্রব্য—হিসাবের টাকা।

৪০। সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ—অর্থহীন ত্যক্তবিষয় ভিক্ষু-বৃত্তি-জীবী।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। রাজ-বিলাত্—বাহির হইতে রাজপ্রাপ্য অর্থ (রাজার ভাণ্ডার বা সম্পত্তি) ; দারী-নাটুয়ারে—বেশ্যা ও নর্ত্তককে। এইসকল লোককে দিয়া টাকা ব্যয় করে, রাজার টাকা যে দিতে হইবে,—এরূপ ভয় করে না।

প্রভুর গোপীনাথের নিধনোদ্যোগ-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা।
খড়েগর উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥ ৪১ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক গোপীনাথকে রক্ষণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা, তথাপি লোকশিক্ষার্থ প্রভুর কঠোর নিরপেক্ষতা ঃ—

শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয়।
প্রভু কহে,—"আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয় ॥৪২

তদর্থে জগন্নাথচরণে প্রার্থনা জানাইতে সকলকে উপদেশ ঃ—

তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি' যাহ জগন্নাথের চরণে ॥ ৪৩ ॥

জগন্নাথদেব স্বয়ং ঈশ্বর ও সর্ব্বপ্রভু ঃ—

ঈশ্বর জগন্নাথ,—যাঁর হাতে সর্ব্ব 'অর্থ'।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥" ৪৪ ॥

প্রতাপরুদ্রের নিকট হরিচন্দন-মহাপাত্রের গোপীনাথপ্রাণ-ভিক্ষা-যাচ্ঞা ঃ—

ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন-পাত্র যাই' রাজারে কহিলা ॥ ৪৫ ॥

হত্যা বা প্রাণদণ্ড-বিধির অনুপযোগিতা ঃ—

"গোপীনাথ-পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥ ৪৬ ॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ? নিজ ধনক্ষয় ॥ ৪৭ ॥
যথার্থমূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে অর্থ, প্রাণ কেনে লয় ॥" ৪৮ ॥

গোপীনাথের হত্যা-সম্বন্ধে রাজার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"এই বাত্ আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লইব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥ ৪৯ ॥

গোপীনাথকে তৎক্ষণাৎ রক্ষণার্থ আদেশ দান ঃ—

তুমি যাই' কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রাখ তার প্রাণ ॥" ৫০ ॥

যুবরাজকে বলিয়া গোপীনাথের প্রাণ-রক্ষা ঃ—

তবে হরিচন্দন আসি' জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥ ৫১ ॥

রাজার অর্থ-শোধনার্থ উপায়-জিজ্ঞাসা, গোপীনাথের উত্তর ঃ—

'দ্রব্য দেহ'—রাজা মাগে, উপায় পুছিল।
"যথার্থ-মূল্যে ঘোড়া লহ", তেঁহ ত' কহিল ॥ ৫২ ॥
"ক্রমে ক্রমে দিমু, আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ,—কি বলিতে পারি ??" ৫৩ ॥
যথার্থ মূল্য করি' ঘোড়া-মূল্যে লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতী করি' ঘরে পাঠাইল ॥ ৫৪ ॥

সংবাদদাতাকে প্রভুর বাণীনাথ-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
"বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল ??" ৫৫ ॥

বাণীনাথের করে সংখ্যানাম-গ্রহণ ঃ—

"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥ ৫৬ ॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥" ৫৭ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্ধ ?? ৫৮ ॥

কাশীমিশ্রের আগমন ; তাঁহাকে স্বীয় আলালনাথ-যাত্রা-জ্ঞাপন ঃ—

হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে ॥ ৫৯ ॥
"ইঁহা রহিতে নারি, যামু আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা, না পাই স্বাস্থ্য ॥ ৬০ ॥

ভবানন্দ-রায়ের বংশ্যগণের সম্বন্ধে অভিযোগ ঃ—

ভবানন্দ-রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানাপ্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য-ব্যয় ॥ ৬১ ॥
রাজার কি দোষ? রাজা নিজ-দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥ ৬২ ॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবারে লোকে আসি' মোরে জানাইল ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর বিষয়-কথায় বীতস্পৃহা-জ্ঞাপন ঃ—

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেয়, নিজ দুঃখ কহি' আসি' ॥ ৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ—কিছু করিতে, কিছু না করিতে বা কিছু অন্যথা করিতে তাঁহারই সামর্থ্য আছে।

৫৪। মুদ্দতী করি'—টাকা দিবার (মেয়াদী বা ধার্য্য) সময় অঙ্গীকার করাইয়া।

অনুভাষ্য

৪৬। ব্যবহার—বিধিসঙ্গত, উচিত।

৫৬-৫৭। সংখ্যাগ্রহণে নির্ব্বন্ধ রক্ষা করিয়া "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্র (ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর)-কীর্ত্তনের বিধি—একান্ত নামাশ্রিত প্রত্যেক সাধকেরই সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে—সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বথা পালনীয়, জানা যাইতেছে।

আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে, যদি না দিবে রাজধন?? ৬৫ ॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি' ক্ষোভ হয় মন।
তাতে ইঁহা রহি' মোর নাহি প্রয়োজন ॥" ৬৬ ॥

কাশীমিশ্রের প্রভুকে আশ্বাসন ও স্তুতি ঃ—

কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
"তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে?? ৬৭

বিষ্ণুপ্রীতিকামনা ব্যতীত স্বীয় জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ বিষ্ণুর নিকট ফলকামনা—মূর্খতা ও বাণিজ্যমাত্র ঃ—

সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা-সনে সম্বন্ধ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥ ৬৮ ॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুপ্রীতিকামী নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তগণ ঃ—

তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা ॥ ৭০ ॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥ ৭১ ॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে ॥ ৭২ ॥

রামানন্দানুজ গোপীনাথ সকাম বণিক্ নহেন ঃ—

রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর একান্ত শরণাগত গোপীনাথের নিধনোদ্‌যোগ-দর্শনে তৎহিতৈষিগণের প্রভুকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

তার দুঃখ দেখি' তার সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল,—যাতে 'অনন্যশরণ' ॥ ৭৪ ॥

শুদ্ধভক্তের সংজ্ঞা ঃ—

সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভাগী ॥ ৭৫ ॥

শুদ্ধভক্তের আচার-ব্যবহার ঃ—

তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৭৭

নীলাচলে থাকিবার জন্য প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রার্থনা ঃ—

তুমি বসি' রহ, কেনে যাবে আলালনাথ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত্ ॥ ৭৮ ॥

প্রভুকৃপাতেই ভাবিকালে গোপীনাথের স্ব-রক্ষায় নিশ্চয়তা ঃ—

যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥" ৭৯ ॥

প্রতাপরুদ্রের স্বীয় গুরু মিশ্র-গৃহে গমন ঃ—

এত বলি' কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥ ৮০ ॥

রাজার গুরুসেবা-নিয়ম ঃ—

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ৮১ ॥

অনুভাষ্য

৫৮। কৃপাছদ্ম-বন্ধ—অনুগ্রহ-ব্যাজে দৈব-সংঘটন।

৬৮-৬৯। ভাঃ ৭।১০।৪ দ্রষ্টব্য।

৬৮। ব্যবহার—জীবিকা বা প্রাকৃতভোগ ; বিষয়িগণ নিজ নিজ বিষয়লাভের জন্য ফলভোগকামনাময়ী চিত্তবৃত্তি লইয়া বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের সাহায্যপ্রার্থী হয়। সপ্তশতী-গ্রন্থে দেবীর উপাসনামূলে তাদৃশ ভক্তিহীন-চিত্তবিশিষ্ট জনগণের জন্য নানা-প্রকার ব্যবহারিক কামসিদ্ধিই ফলরূপে কথিত হয়। এইসকল সকাম চেষ্টা—জ্ঞানচক্ষুরহিত নির্ব্বোধের প্রয়াসমাত্র। বিষয়িগণ ঈশ্বরের নির্ম্মল উপাসনা করিতে গিয়াও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ নিজের প্রাকৃত স্বার্থদ্বারা চালিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্য 'মুক্তি', স্বর্গাদি ভোগ ও ব্যবহারিক অদ্বন্দ্বের আশা করিয়া কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের শুদ্ধসেবাবিমুখ হইয়া পড়ে।

৬৯। আজকাল স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, নিজের উদর-ভরণ, নিজের স্ত্রী-পুত্রের বসন-ভূষণাদি-সংগ্রহকল্পে মন্ত্র-ব্যবসায়ি-গণ ও ধর্ম্মবেষজীবী বিষয়িগণ নামপ্রচারের ছলনা আশ্রয় করিয়াছেন। তাহারা শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপে বাস, গ্রন্থ-বিক্রয়-দ্বারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ও স্ত্রীপুত্র-প্রতিপালন, শাস্ত্র-পাঠ-কথকতা ও বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, দীক্ষাদান, ভিক্ষাকরণ, আত্মীয়লোকের ব্যাধি-নিরসন, ভেকগ্রহণ, দরিদ্রপূজা, সামাজিক উন্নতিসাধন প্রভৃতি নানাপ্রকার ছলনা বিস্তার করিয়া ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানহীন মূর্খলোককে ঠকাইয়া অর্থাদি-অর্জ্জনদ্বারা বিষয়েরই ভজন করিতেছে, কিন্তু তোমার শুদ্ধ নির্হেতুক অকৈতব ভজন-ফলেই যে তোমাতে ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ প্রেমধন-লাভ হয়, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

৭৭। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ-সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥ ৮২ ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥ ৮৩ ॥

মিশ্রকর্ত্তৃক রাজাকে প্রভুর পুরীত্যাগ-সংবাদ-দান ঃ—

"দেব, শুন, আর এক অপরূপ বাত্!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন আলালনাথ!!" ৮৪ ॥

রাজার দুঃখ ও তৎকারণ-জিজ্ঞাসা, উত্তরে মিশ্রের গোপীনাথ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥ ৮৫ ॥
"গোপীনাথ-পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি' প্রভুরে কহিলা ॥ ৮৬ ॥

রাজবিত্তাপহারক গোপীনাথকে ধর্ম্মবিগ্রহ ও ধর্ম্মগোপ্তা প্রভুর তীব্র ভর্ৎসনা ; লৌকিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বা শুক্লবিত্তার্জ্জন-বিধি-বর্ণন ঃ—

শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন ॥ ৮৭ ॥
'অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥ ৮৮ ॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি' ভোগ করে মহাপাপী জন ॥ ৮৯ ॥
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥ ৯০ ॥
নিজ-কৌড়ি মাগে, রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা—মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড!! ৯১ ॥
রাজ-কড়ি না দেয়, আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইঁহা কে সহিতে পারে?? ৯২ ॥

নির্জ্জনবাসেচ্ছা অর্থাৎ বিষয়কথা-মুখরিত স্থানরূপ দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

আলালনাথ যাই' তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু ॥" ৯৩ ॥

পুরীতে প্রভুর অবস্থানার্থ রাজার সর্ব্বস্বত্যাগের প্রতিজ্ঞা ঃ—

এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
"সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা ॥ ৯৪ ॥

ক্ষণকাল প্রভুদর্শনও পরম লোভনীয় ঃ—

একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥ ৯৫ ॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুইলক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥" ৯৬ ॥

ভক্তদুঃখে প্রভুর দুঃখ ঃ—

মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা,—নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়,—এই না যায় সহন ॥" ৯৭ ॥

রাজার গোপীনাথের শাস্তি-লাভ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

রাজা কহে,—"তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা, আমি না জানিয়ে ॥ ৯৮ ॥
পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস।
সেই 'জানা' তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥ ৯৯ ॥

মিশ্রকে প্রভুতোষণার্থ ও ভবানন্দবংশ্যগণের প্রতি স্বীয় স্বাভাবিক প্রীতি-জ্ঞাপনার্থ রাজার অনুরোধ ঃ—

তুমি যাহ, প্রভুরে রাখহ যত্ন করি'।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥" ১০০ ॥
মিশ্র কহে,—"কৌড়ি ছাড়িবা, নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে ॥" ১০১ ॥
রাজা কহে,—"কৌড়ি ছাড়িমু,—ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তা'রা,—ইহা জানাইবা ॥ ১০২ ॥
ভবানন্দ-রায়—আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥" ১০৩ ॥

গোপীনাথকে যুবরাজের অনুগ্রহপ্রদর্শন ও বিদায়-দান ঃ—

এত বলি' মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে 'বড় জানা' ডাকিয়া আনিলা ॥ ১০৪ ॥
রাজা কহে,—"সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠ্যা-পাট তোমারে ত' দিলুঁ ॥ ১০৫ ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥" ১০৬ ॥
এত বলি' নেতধটী তারে পরাইল।
"প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ, বিদায় তোমা দিল ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। ভিয়ান—পরিপাট্য অভিনয়।

৯৬। নির্ম্মঞ্ছন—(আরাত্রিক বা পূজাকালে) অর্ঘ্যোপহার, অর্পণ-বিশেষ।

১০৩। পূজ্য-গর্ব্বিত—পূজ্য ও গৌরবস্থল।

১০৭। নেতধটী—পট্টবস্ত্র।

অনুভাষ্য

৯২। ফুকারে—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে।

গোপীনাথের শাস্তিবর্ণন-প্রসঙ্গে প্রভুকৃপা-ফলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উন্নতি বা শ্রেয়োবৈশিষ্ট্য-বর্ণন ঃ—

পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে?? ১০৮ ॥
'রাজ্য-বিষয়' ফল এই—কৃপার 'আভাসে'!
তাহার গণনা করোঁ, মনে নাহি আইসে!! ১০৯ ॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াঞা লয় ধন-প্রাণ!
কাঁহা সব ছাড়ি' সেই রাজ্যাদি-প্রদান!! ১১০ ॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি' লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি!
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি!! ১১১ ॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি, তারে কৌড়ি ছাড়াইবে।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি' পুনঃ 'বিষয়' দিবে ॥ ১১২ ॥
তথাপি তার সেবক আসি' কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥ ১১৩ ॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবেহ তবু ফলে এত ফল ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময় স্বভাব ঃ—

কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব?
ব্রহ্মা-শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥ ১১৫ ॥

প্রভু ও কাশীমিশ্রের গোপীনাথপ্রতি রাজব্যবহার-বিষয়ে কথোপকথন ঃ—

এথা কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৬ ॥
প্রভু কহে,—"কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা' করাইলা??" ১১৭ ॥
মিশ্র কহে,—"শুন, প্রভু, রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥ ১১৮ ॥
'প্রভু যেন নাহি জানেন,—রাজা আমার লাগিয়া।
দুইলক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥ ১১৯ ॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইঁহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥ ১২০ ॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার।
খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করোঁ বিচার ॥ ১২১ ॥

পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে রাজমহীন্দ্রীর ভূম্যধিকারি-রূপে রাম-রায়ের নিয়োগ ঃ—

রাজমহীন্দ্রে 'রাজা' কৈনু রাম-রায়।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা-দায় ॥ ১২২ ॥
গোপীনাথ এইমত 'বিষয়' করিয়া।
দুইচারি-লক্ষ কাহন রহে ত' খাঞা ॥ ১২৩ ॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
'জানা'-সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার ॥ ১২৪ ॥
'জানা' এত কৈলা,—ইহা মুই নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানোঁ ॥ ১২৫ ॥
তাঁহা লাগি' দ্রব্য ছাড়ি,—ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে ॥" ১২৬ ॥

রাজার দৈন্য-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, সপুত্র রায়-ভবানন্দের আগমন, সদৈন্যে প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইলা তথা রায়-ভবানন্দ ॥ ১২৭ ॥
পঞ্চপুত্র-সহিতে আসি' পড়িলা চরণে।
উঠাঞা প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১২৮ ॥
রামানন্দ-রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ-রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥ ১২৯ ॥

সবংশে ভবানন্দের প্রভুপদে আত্মবিক্রয়োক্তি ঃ—

"তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি' প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥ ১৩০ ॥

পঞ্চপাণ্ডবের বিপদুদ্ধারণের উপমা দিয়া প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥" ১৩১ ॥

গোপীনাথের উদ্ধারহেতু কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, প্রভুর মহিমা-গান ঃ—

'নেতধটী'-মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥ ১৩২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। আমি যে মহাপ্রভুর জন্য অর্থ ত্যাগ করিলাম, ইহা যেন তিনি মনে না করেন, এইরূপভাবে কথা কহিবেন।

১২৬। মাৎ—(হিন্দী-শব্দ) নাই।

১৩০। নিলা মূল—পুনরায় মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া লইলে।

অনুভাষ্য

১১৭। প্রভুর খাতিরে কাশীমিশ্রের কথায় রাজা গোপীনাথের প্রদেয় স্বপ্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রভুর মতে—উহাতে প্রভুকর্ত্তৃক রাজার্থ-প্রতিগ্রহ সাধিত হইল।

১২২। বর্ত্তমান রাজমহেন্দ্রী-নগর—গোদাবরীর উত্তরতটে অবস্থিত। রামানন্দরায়ের সময়ের রাজধানী 'বিদ্যানগর'—গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে। বিদ্যানগর বা বিদ্যাপুর গোদাবরী-নদীর সাগর-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে ছিল। ঐ প্রদেশ তৎকালে 'রাজ-

"বাকী কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা ।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥ ১৩৩ ॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাঁহা 'নেতধটী' পুনঃ,—এ সব প্রসাদ!! ১৩৪ ॥
চাঙ্গের উপর তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥ ১৩৫ ॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া ।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥ ১৩৬ ॥

গৌরস্মরণের মুখ্যফল—গৌরপ্রীতি, গৌণফল—বিষয়-সুখ ঃ—

কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল' ।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥ ১৩৭ ॥

গৌরকৃপা-ফলে রামানন্দ ও বাণীনাথের নিষ্কিঞ্চনতা ঃ—

রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়' ।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়!! ১৩৮ ॥

বিষয়বৃদ্ধিদর্শনে প্রভুসেবা-সৌভাগ্যাভাবাশঙ্কায় প্রভুচরণে গোপীনাথের অমায়া-কৃপা ও বিষয়ভোগবুদ্ধিমুক্তি-প্রার্থনা ঃ—

শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়' ।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥" ১৩৯ ॥

বাহ্য সন্ন্যাস-বেষের প্রতি প্রভুর অনাদর, গোপীনাথকে তদধিকারি-জ্ঞানে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই হরিভজনে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন ।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ ?? ১৪০ ॥

সিদ্ধ গৌরদাসগণের গৃহস্থ ও সন্ন্যাস-বেষে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বাবস্থায় কৃষ্ণভজন-শিক্ষা-দান ঃ—

মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস ।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর 'নিজদাস' ॥ ১৪১ ॥

গোপীনাথকে রাজপ্রতি কর্ত্তব্যতা ও শুল্কার্থার্জ্জনপূর্ব্বক ব্যয়াদির জন্য নৈতিক-ধর্ম্মোপদেশ ঃ—

কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা'-পালন ।
'ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥' ১৪২ ॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয় ।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥ ১৪৩ ॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যাতে দুই লোক যায় ।"
এত বলি' সবাকারে দিলেন বিদায় ॥ ১৪৪ ॥

বিষয়বর্দ্ধনের সহিত প্রভুর অমন্দোদয়-দয়াই কৃপা-বিবর্ত্ত ; তাহাতে প্রভুর ভক্তবশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

রায়ের ঘরে প্রভুর 'কৃপা-বিবর্ত্ত' কহিল ।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥ ১৪৫ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা ।
হরিধ্বনি করি' সব ভক্ত উঠি' গেলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর ব্যবহার না বুঝিয়া সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর কৃপা দেখি' সবার হৈল চমৎকার ।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। তোমার পাদপদ্ম-স্মরণের মুখ্যফল—তোমাতে প্রীতি; জীবন, মান ও ধনের রক্ষা—সেই সৎকর্ম্মের (তোমার পদ-সেবার) ফলাভাস-মাত্র ; যেহেতু জড়বিষয়—স্বয়ংই চঞ্চল, সুতরাং তৎসম্বন্ধি ফল 'মুখ্য' নয়।

অনুভাষ্য

মহেন্দ্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল। করিঙ্গ-দেশের উত্তরাংশ উৎকলিঙ্গ বা উৎকল-দেশ। উৎকলিঙ্গ-রাজ্যের দক্ষিণ-প্রাদেশিক রাজধানীই 'রাজমহেন্দ্রী'। বর্ত্তমানকালে 'রাজমহেন্দ্রী'-নগরের স্থান-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

১৩৭। শ্রীমহাপ্রভুর স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে ; ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও অপবর্গ—মোক্ষপ্রভৃতি গৌণফলই চঞ্চল বিষয়-পিপাসুর লভ্য 'ফলাভাস' ; উহারা—পরিপূর্ণ নিত্যসিদ্ধফল কৃষ্ণপ্রেম-লাভের তুলনায় নিতান্ত হেয় ও অল্পলাভমাত্র।

১৪১। 'আমি—ভগবানের নিত্য-নিজদাস' এইরূপ শুদ্ধ অভিমান হইলে—বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য বৃহদ্বিষয়-সেবা,—কিছুই জীবের বাহ্য অমঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না ;

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। কৃপা-বিবর্ত্ত—বিষয়-মঙ্গল (উন্নতি) রূপ কৃপা যথার্থ কৃপা নয়, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে তাহা এক-বস্তুতে অন্যবস্তু-প্রতীতিরূপ 'বিবর্ত্ত' প্রতীত হইল।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

কেননা, কৃষ্ণসুখ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজভোগ-তাৎপর্য্যপর হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাসন্ন্যাস হয় ; তদবস্থায় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণাবেশ-হেতু লোকভয়ঙ্কর মহামহাবিষয়েও কিছুই অসুবিধা করিতে সমর্থ হয় না, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি—সমভাবে কৃষ্ণসেবক।

১৪২। অপ্রাকৃত ভগবদ্দাসাভিমান বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত-বিষয়ভোগী হইলেই জীব ধর্ম্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ পাপে প্রবৃত্ত হয় ; তাহা নিষেধ করিতেছেন।

১৪৪। জীব পাপে প্রবৃত্ত হইলে প্রাকৃত-মঙ্গল এবং অপ্রাকৃত অনুভব—উভয় বস্তুলাভেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

গোপীনাথোদ্ধারলীলায় প্রভুর গূঢ় আচরণ-রহস্য ও তাৎপর্য্য-বর্ণন—(১) আদৌ গোপীনাথোদ্ধারে অসম্মতি, (২) গোপীনাথোদ্ধারান্তে তাহাকে অশুক্লবিত্তার্জ্জন-জন্য তিরস্কার, (৩) বিরক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আদর্শ-রূপে বিষয়কথারূপ নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগেচ্ছা, (৪) গোপীনাথের বিষয়-বর্দ্ধন, (৫) বিষয়ভোগ-ভীত গোপীনাথকে গৃহে অবস্থান বা গৃহত্যাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা-শিক্ষা-দান ঃ—

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল ।
'আমা হৈতে কিছু নহে'—প্রভু তবে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ ।
এইমাত্র কহিল,—ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল ।
উদ্যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥ ১৫০ ॥

কামভোগে অচঞ্চল চৈতন্যাকৃষ্টেরই চৈতন্যচরিত-মর্ম্মার্থানুভবে যোগ্যতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥ ১৫১ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবানে প্রেমোদয় ঃ—

যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৪৯। জীব হইয়া গোপীনাথ বিষয়ের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত-মঙ্গল-সাধন—ভগবানের গৌণকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্তভক্ত-সজ্জায় বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে প্রভুর তাদৃশ চরিত্রানুসরণফলে বিরক্ত-বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্বীকৃত ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে ; সুতরাং নিরপেক্ষ ত্যাগি-বেষী ভাগবত ব্যক্তি কখনও বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটি-নিবাসী মকরধ্বজ-করও রাঘবের ঝালির 'মুন্সিব' হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেইদিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির-মধ্যে জগমোহন-পরিমুণ্ডা-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোনপ্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদসম্বাহন করিলেন ; বাহির হইতে না পারায় তাঁহার সে-দিবস প্রসাদ-সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা—সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত'—এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তটী জ্ঞাপিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে তাহা খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহ-পূর্ব্বক দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তদ্রব্যে তুষ্ট ভক্তগণজুষ্ট গৌরের বন্দনা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে-কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ-কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন) যেন কেন অপি (সামান্যেন) সন্তুষ্টং [তং] ভক্তানুগ্রহকারকং (ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।

গোপীনাথোদ্ধারলীলায় প্রভুর গূঢ় আচরণ-রহস্য ও তাৎপর্য্য-বর্ণন—(১) আদৌ গোপীনাথোদ্ধারে অসম্মতি, (২) গোপীনাথোদ্ধারান্তে তাহাকে অশুক্লবিত্তার্জ্জন-জন্য তিরস্কার, (৩) বিরক্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের আদর্শ-রূপে বিষয়কথারূপ নির্জ্জনতা বা দুঃসঙ্গ-ত্যাগেচ্ছা, (৪) গোপীনাথের বিষয়-বর্দ্ধন, (৫) বিষয়ভোগ-ভীত গোপীনাথকে গৃহে অবস্থান বা গৃহত্যাগ, সর্ব্বাবস্থাতেই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা-শিক্ষা-দান ঃ—

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল ।
'আমা হৈতে কিছু নহে'—প্রভু তবে কহিল ॥ ১৪৮ ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ ।
এইমাত্র কহিল,—ইহার না বুঝিল ভেদ ॥ ১৪৯ ॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল ।
উদ্‌যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥ ১৫০ ॥

কামভোগে অচঞ্চল চৈতন্যাকৃষ্টেরই চৈতন্যচরিত-মর্ম্মার্থানুভবে যোগ্যতা ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর ।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥ ১৫১ ॥

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য-বৃত্তান্ত-শ্রবণে অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবানে প্রেমোদয় ঃ—

যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্ট-নায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৪৯। জীব হইয়া গোপীনাথ বিষয়ের সেবা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রাকৃত-মঙ্গল-সাধন—ভগবানের গৌণকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বিরক্তভক্ত-সজ্জায় বিষয়ীর উপকার করিতে গেলে প্রভুর তাদৃশ চরিত্রানুসরণফলে বিরক্ত-বৈষ্ণবের আদর্শ খর্ব্বীকৃত ও ঘৃণিত হইয়া পড়ে ; সুতরাং নিরপেক্ষ ত্যাগি-বেষী ভাগবত ব্যক্তি কখনও বিষয়ীর কার্য্যে ব্রতী হইবেন না।

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—রথযাত্রার উদ্দেশে গৌড়ীয়ভক্তগণ পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। রাঘব-পণ্ডিত তাঁহার ভগিনী দময়ন্তীর প্রদত্ত ঝালিতে বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া চলিলেন। পানিহাটি-নিবাসী মকরধ্বজ-করও রাঘবের ঝালির 'মুন্সিব' হইয়া চলিলেন। ভক্তগণ যেদিন পুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, সেইদিন নরেন্দ্রের জলে কেলি করিতে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ নৌকায় চড়িয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া জলক্রীড়া করিলেন। পূর্ব্ববৎ গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি হইল। শ্রীমন্দির-মধ্যে জগমোহন-পরিমুণ্ডা-কীর্ত্তন হইয়াছিল। কীর্ত্তন-বিশ্রামের পর প্রসাদ সেবা করিয়া মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলে গোবিন্দ কোনপ্রকারে নিকটস্থ হইয়া পাদসম্বাহন করিলেন ; বাহির হইতে না পারায় তাঁহার সে-দিবস প্রসাদ-সেবা হয় নাই। গোবিন্দের এই চরিত্রের দ্বারা—সেবার জন্য অপরাধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা উচিত'—এই শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তটী জ্ঞাপিত হইল। গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য যাহা যাহা দিয়াছিলেন, গোবিন্দ প্রভুকে তাহা খাওয়াইলেন। বৈষ্ণবগণ ঘরে ঘরে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিবানন্দের পুত্র চৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণে স্নেহ-পূর্ব্বক দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তদ্রব্যে তুষ্ট ভক্তগণজুষ্ট গৌরের বন্দনা ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে-কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহ-কারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন (ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন) যেন কেন অপি (সামান্যেন) সন্তুষ্টং [তং] ভক্তানুগ্রহকারকং (ভক্তেষু অনুগ্রহবিধায়কং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং বন্দে।

গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রভু-দর্শনার্থ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী-যাত্রা ঃ—

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে ।
পরম-আনন্দে সবে নীলাচল যাইতে ॥ ৩ ॥

অদ্বৈতপ্রমুখ গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—সব-অগ্রগণ্য ।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥ ৪ ॥

গৌরের নিষেধসত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে ।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দের গৌরাজ্ঞা-লঙ্ঘন বিচার, অনুরাগের লক্ষণ ঃ—

অনুরাগের লক্ষণ এই,—'বিধি' নাহি মানে ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৬ ॥

তাহার দৃষ্টান্ত—রাসে গোপীগণের কৃষ্ণসেবা ঃ—

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা ।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৭ ॥

বিধি ও অনুরাগমার্গে বিষ্ণু ও কৃষ্ণতোষণ-বৈচিত্র্য ঃ—

আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥ ৮ ॥

পুরীযাত্রী-গৌড়ীয়-ভক্তগণ ঃ—

বাসুদেব-দত্ত, মুরারি-গুপ্ত, গঙ্গাদাস ।
শ্রীমান্ সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥ ৯ ॥
মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন ।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ১০ ॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন ।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥ ১১ ॥

কুলীনগ্রাম, খণ্ড ও কুমারহট্ট (কাঞ্চনপল্লী) হইতে
ভক্তগণের যাত্রা ঃ—

কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া ।
শিবানন্দ-সেন আইলা সবারে লঞা ॥ ১২ ॥

দময়ন্তী-প্রস্তুত প্রভুপ্রিয়-দ্রব্যপূর্ণ ঝালিসহ রাঘবের যাত্রা ঃ—

রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া ।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১৩ ॥

রাঘবের ঝালির বিবরণ ঃ—

নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥ ১৪ ॥
আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি নাম ।
নেম্বু-আদা-আম্রকলি বিবিধ সন্ধান ॥ ১৫ ॥
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা ।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুখ্‌তা ॥ ১৬ ॥
'সুখ্‌তা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে ।
সুখ্‌তায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে ॥ ১৭ ॥

অপ্রাকৃত ভাবগ্রাহী ভগবান্ ঃ—

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয় ।
সুখ্‌তাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥ ১৮ ॥

দময়ন্তীর শুদ্ধা স্বারসিকী অতীব গাঢ় গৌরপ্রীতির নিদর্শন ঃ—

'মনুষ্য'-বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায় ।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥ ১৯ ॥
সুখ্‌তা পাইলে সেই আম হইবেক নাশ ।'
এই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥ ২০ ॥

প্রেমার্পিতবস্তুই মহাগুণযুক্ত, প্রেমে প্রদত্ত বস্তুর
বাহ্য দোষগুণ-বিচার নাই ঃ—
ভারবী-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ে (৮।২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে ।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্‌ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২১ ॥

ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া ।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। উপযোগ—ব্যবহার, গ্রহণ।

১৬। পুরাণ সুখ্‌তা—শুখান (শুষ্কীকৃত) তিক্ত পাটশাক।

২১। কোন প্রিয়ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ (সপত্নী)-সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেননা, বস্তুতে গুণসকল থাকে না, প্রেমেই থাকে।

অনুভাষ্য

৪। আচার্য্যরত্ন—চন্দ্রশেখর ; আচার্য্যনিধি—বিদ্যানিধি, প্রেমনিধি পুণ্ডরীক।

৭। ভাঃ ১০।২৯।১৮-২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮। কোটিসুখপোষ—কোটিগুণ সুখপুষ্ট।

১৩-৩৯। ইহাদ্বারা গ্রন্থকারের বিচিত্র কৃষ্ণনৈবেদ্য প্রস্তুত করিবার নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে ; মধ্য ১৪শ পঃ ২৬-৩৪, মধ্য ১৫শ পঃ ৬৮-৯১, ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬। তৈলাম্র—সর্ষপতৈলে রক্ষিত আমের আচার ; গুণ্ডা,—গুঁড়ো, চূর্ণ।

১৮। ভাব—অপ্রাকৃত অহৈতুক-কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপরা শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী হৃদয়বৃত্তি ; প্রাকৃত-সহজিয়াগণের নিজসুখপরা ঘৃণ্যা চিত্তবৃত্তি নহে।

শুণ্ঠিখণ্ড, নাড়ু, আর আমপিত্তহর ।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর ॥ ২৩ ॥
কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর ।
কত নাম লইব, আর শতপ্রকার 'আচার' ॥ ২৪ ॥
নারিকেল-খণ্ড, আর নাড়ু গঙ্গাজলি ।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি ॥ ২৫ ॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার ।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেকপ্রকার ॥ ২৬ ॥
শালিকাচটি-ধান্যের 'আতপ' চিড়া করি' ।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥ ২৭ ॥
কতেক চিড়া হুড়ুম্ করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৮ ॥
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া ।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥ ২৯ ॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥ ৩০ ॥
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া ।
চিনি-পাক উখ্ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥ ৩১ ॥
ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইলা ।
চিনি-পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈলা ॥ ৩২ ॥

সুখাদ্য-নির্ম্মাণে পরম নিপুণ হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্য ঃ—

কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥ ৩৩ ॥

রাঘব ও দময়ন্তীর গাঢ় প্রভুপ্রীতি ঃ—

রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী ।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥ ৩৪ ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাঁচকুড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৫ ॥
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি' ।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥ ৩৬ ॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা ।
পরিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥ ৩৭ ॥
ঝালি বান্ধি' মোহর দিলা আগ্রহ করিয়া ।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥ ৩৮ ॥

তজ্জন্যই 'রাঘবের ঝালি'-নাম ঃ—

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই ঝালির বিচার ।
'রাঘবের ঝালি' বলি' খ্যাতি যাহার ॥ ৩৯ ॥

মকরধ্বজের সযত্নে ঝালি-রক্ষা ঃ—

ঝালির উপর 'মুন্সিব' মকরধ্বজ-কর ।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হঞা তৎপর ॥ ৪০ ॥

গৌড়ীয়গণের পুরীতে উপস্থিতি-দিনে নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীগোবিন্দ-দেবের জলক্রীড়োৎসব-সংঘটন ঃ—

এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা ।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥ ৪১ ॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া ।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥ ৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। কুথলী—ছোট ছোট থলী।

২৪। কোলশুণ্ঠি—শুষ্ককুল।

২৫। নাড়ু-গঙ্গাজলি—সাদা নাড়ু।

২৭। শালিকাচটি ধান্যের—(একপ্রকার) শুষ্ক ধান্যের।

৩১। উখ্ড়া— মুড়্‌কি।

অনুভাষ্য

১৯। মনুষ্যবুদ্ধি—গৌড়-ব্রজবাসীর শুদ্ধসত্ত্বময় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন চিত্তে নরবপু গৌর-কৃষ্ণকে স্বীয় শুদ্ধ কেবল প্রেমবশ বলিয়া জ্ঞান ; আম—অগ্নিমান্দ্যহেতু অজীর্ণতাবশতঃ অম্লপিত্ত-ব্যাধি।

২১। কাচিৎ (কান্তা) প্রিয়েণ (প্রেমপাত্রেণ বল্লভেন) সংগ্রথ্য (স্বয়মেব রচয়িত্বা) বিপক্ষসন্নিধৌ (সপত্নীজনসমীপে) পীবর-স্তনে (সমুন্নতপয়োধরে) বক্ষসি (উরসি) উপাহিতাম্ (অর্পিতাং যোজিতাং) জলাবিলাং (কর্দ্দমাদিযুক্তামপি) স্রজং (মালাং) ন বিজহৌ (ন ত্যক্তবতী) ; হি (যস্মাৎ) গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি, ন বস্তুনি [প্রেমার্পিতমেব বস্তু গুণবৎ, অন্যৎ তু গুণবদপি গুণ-হীনং দোষযুক্তমেব, প্রেম তু বস্তুপরীক্ষাং নাপেক্ষতে ইতি ভাবঃ]।

২৫। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার—কদ্মা, কাটাফেণী, ওলা, মঠ, তিলে-খাজা, দম্‌দম্-মিশ্রি, রেশমী মিঠাই ইত্যাদি।

২৮। হুড়ুম্—(পূর্ব্ববঙ্গে কথিত) মুড়ি, (পশ্চিমবঙ্গে, 'হুড়ুম্-চাউল'-নামে একপ্রকার পৃথক্ তণ্ডুলই প্রস্তুত হয়)।

৩২। ফুট্‌কলাই—ভাজা মটর।

৩৫। পাঁচকুড়ি—পাঠান্তরে, 'পাকৌড়ি' ; পাঠান্তরে, 'পাঁপড়ি' অর্থাৎ দলা অথবা 'পর্পটী'।

৩৬। পাতল—পাতলা, হালকা, লঘু ; কাহারও মতে পাথর (প্রস্তর)।

৩৮। মোহর দিল—অন্য লোক কেহ খুলিতে না পারে, এরূপভাবে শীলমোহর আঁটিয়া দিল ; বোঝারি—বোঝার (ভারের) অরি (লাঘবকারী)—ভারবাহী, 'মুটিয়া' বা 'বুঝিয়া'।

তৎকালে প্রভুরও পুরীবাসী ভক্তগণসহ
কৃষ্ণের জলকেলিদর্শন ঃ—

সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি-রঙ্গে ॥ ৪৩ ॥

তৎকালেই প্রভুসহ গৌড়ীয়-ভক্তগণের মিলন ঃ—

সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪৪ ॥

ভক্তগণের প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে ।
উঠাঞা প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৪৫ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তগণের কীর্ত্তন-গান, ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন ।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৬ ॥

ভক্তগণসহ গোবিন্দদেবের জলক্রীড়া ঃ—

জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন ।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৭ ॥

কীর্ত্তন ও ক্রন্দন-ধ্বনির একত্র মিশ্রণোত্থ মহাধ্বনি ঃ—

গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিয়া ।
মহাকোলাহল-শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৮ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর জলক্রীড়া ঃ—

সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে ।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥ ৪৯ ॥

চৈতন্যভাগবতে প্রভুর জলক্রীড়া বর্ণিত ঃ—

প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন ।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিয়াছে বর্ণন ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে পুনরুক্তি-বিরাম ঃ—

পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয় ।
ব্যর্থ লিখন হয়, মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥ ৫১ ॥

স্ব-স্ব-ভক্তগণসহ গোবিন্দদেব ও প্রভুর স্বস্থানে প্রস্থান ঃ—

জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয় ।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥ ৫২ ॥

জগন্নাথ-দর্শনান্তে ভক্তগণের ভোজন সম্পাদন-
পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রেরণ ঃ—

জগন্নাথ দেখি' পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা ।
প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫৩ ॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈলা ।
নিজ-নিজ-পূর্ব্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥ ৫৪ ॥

রাঘবকর্ত্তৃক গোবিন্দসমীপে স্বীয় ঝালি-রক্ষণ ঃ—

গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা ।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥ ৫৫ ॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া ।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥ ৫৬ ॥

একদিন প্রাতে প্রভুর ভক্তসহ জগন্নাথ দর্শন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৭ ॥

সাত-সম্প্রদায়ে বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা ।
সাত-সম্প্রদায়ে তবে গাইতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন ।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৯ ॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
সত্যরাজ-খাঁন, আর নরহরিদাস ॥ ৬০ ॥

প্রভুর মহৈশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ।
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু'—ঐছে সবার মন ॥ ৬১ ॥

মহাসঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল ।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬২ ॥

মহিষীগণসহ রাজার সঙ্কীর্ত্তন-দর্শন ঃ—

রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা ।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্যভাগবতে, অন্ত্য, ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

৪৯। মুন্সিব—(আরবী ভাষায়) 'মন্সিফ্', পরিদর্শক, পরিচালক ; মকরধ্বজ-কর—পানিহাটি গ্রামবাসী, রাঘবপণ্ডিতের অনুগত গৌরভক্ত ; অদ্যাপি পানিহাটিতে তাঁহার গৃহ-ভিত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

অনুভাষ্য

৫২। জগন্নাথ-মন্দিরে বিজয়মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দদেব-বিগ্রহ আছেন ; তিনিই নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করিতে যান।

৫৬। আজাড়—খালি, শূন্য।

৫৮। বেড়া-কীর্ত্তন—মধ্য, ১১শ পঃ ২১৫-২৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বেগ ঃ—

কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী করে টলমল ।
'হরিধ্বনি' করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর নৃত্য-বাঞ্ছা ঃ—

এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্ত্তন ।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৫ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর নৃত্য ঃ—

সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায় ।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে গৌর-রায় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকে উড়িয়া-গানের পদ গাইতে আজ্ঞা ঃ—

উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৭ ॥

যথা পদম্—

"জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাঙ্ ॥" ৬৮ ॥ ধ্রু ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর নর্ত্তনে সকলের আনন্দ ঃ—

এই পদে নৃত্য করেন আপন-আবেশে ।
সবলোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বদনে কেবল 'হরিবোল' ধ্বনি ঃ—

'বোল্' 'বোল্' বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া ।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুর সাত্ত্বিক বিকারসমূহ ঃ—

প্রভু পড়ি' মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥ ৭১ ॥
সঘন পুলক,—যেন শিমুলের তরু ।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥ ৭২ ॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্গম ।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদ্গদ বচন ॥ ৭৩ ॥

দন্তান্দোলন ঃ—

এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ।
ঐছে নড়ে দন্ত—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥ ৭৪ ॥

আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধন ঃ—

ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥ ৭৫ ॥

সকলেরই দেহ ও বাহ্য জগদ্বিস্মৃতি ঃ—

সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর ।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥ ৭৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-ভঙ্গের উপায়-উদ্ভাবন ঃ—

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিলা উপায় ।
ক্রমে-ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥ ৭৭ ॥

স্বরূপাদির মৃদুস্বরে গান ঃ—

প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায় ।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বর গায় ॥ ৭৮ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥ ৭৯ ॥

নিত্যানন্দের কথায় ভক্তশ্রম জানিয়া কীর্ত্তন-সমাপ্তি
ও সকলের সমুদ্রস্নান ঃ—

ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্ত্তন সমাপন ।
সবা লঞা আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥ ৮০ ॥

সকলের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

সব লঞা প্রভু কৈলা প্রসাদ-ভোজন ।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥ ৮১ ॥

প্রভুর শয়ন, গোবিন্দের পাদ-সম্বাহন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন ।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥ ৮২ ॥

প্রত্যহ মৃদুপাদসম্বাহন-ফলে প্রভুর নিদ্রাগমনে গোবিন্দের
প্রভুচ্ছিষ্ট-প্রাপ্তি রীতি ঃ—

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় 'নিয়ম' ।
'প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮৩ ॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসম্বাহন ।
তবে যাই' প্রভুর 'শেষ' করেন ভোজন ॥' ৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহকে 'জগমোহন' বলে। তাহার একদিকে (একান্তে) 'গরুড়স্তম্ভ' আছে। সেই জগমোহনের যেস্থলে ভক্তগণ নৃত্য করেন, তাহাকে 'পরিমণ্ডল' বলে ; পরিমণ্ডলের উৎকলদেশীয় অপভ্রংশ—'পরিমুণ্ডা' ; উড়িয়া-পদটী এস্থলে সম্পূর্ণ না দেওয়ায় ভাল অর্থ হয় না ; এরূপ পদ এক্ষণে উৎকলে প্রসিদ্ধ নাই,—অবশ্যই কোন বিশেষভাবেরই সূচকমাত্র।

অনুভাষ্য

৬৪। কীর্ত্তনাবেশে—পাঠান্তরে, 'কীর্ত্তনাটোপে'—কীর্ত্তনের বেগ বা সংরম্ভ-বশতঃ।

৬৮। জগমোহন—জগমোহন-নামক শ্রীজগন্নাথদেবের নাটমন্দির ; পরি—প্রতি ; মুণ্ডা—মস্তক ; যাউ—অর্পিত হউক, প্রেরিত হউক।

৮২। গম্ভীরা—ঘরের ভিতরের কোঠা।

শ্রান্ত প্রভুর সর্ব্বদ্বার ব্যাপিয়া শয়ন ঃ—

সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন ।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥ ৮৫ ॥

পাদসম্বাহনার্থ গোবিন্দের প্রভুকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে প্রার্থনা, প্রভুর স্বীয় অঙ্গসঞ্চালনে অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন ঃ—

"একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতরে যাইতে ।"
প্রভু কহে,—"শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥" ৮৬ ॥

গোবিন্দের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-সত্ত্বেও প্রভুর একই উত্তর ঃ—

বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে ।
প্রভু কহে,—"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥" ৮৭ ॥

গোবিন্দের পাদসম্বাহন-সেবনেচ্ছা, শ্রান্তিহেতু প্রভুর ঔদাসীন্য ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন ।"
প্রভু কহে,—"কর বা না কর, যেই তোমার মন ॥"৮৮॥

প্রভু-দেহোপরি স্বীয় বহির্ব্বাস রাখিয়া তদুল্লঙ্ঘন ঃ—

তবে গোবিন্দ তার বহির্ব্বাস উপরে দিয়া ।
ভিতর-ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥ ৮৯ ॥

গোবিন্দের মৃদু-মধুর সম্মর্দ্দনে প্রভুর শ্রান্তি-রাহিত্য ঃ—

পাদ-সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল ।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৯০ ॥

প্রভুর প্রায় একঘণ্টা-ব্যাপী নিদ্রা ঃ—

সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ ।
দণ্ড-দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রা-ভঙ্গ ॥ ৯১ ॥

নিদ্রাভঙ্গের পরও অনাহারে গোবিন্দের প্রতীক্ষাদর্শনে প্রভুর ভর্ৎসনা ঃ—

গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা ।
"আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ?? ৯২ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক গোবিন্দের শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি-পরীক্ষা ; প্রভু নিদ্রিত হইলেও গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ না যাইবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে ?"
গোবিন্দ কহে,—"দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে ॥"৯৩

গমনকালে আগমনোপায় অবলম্বন না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভিতর তবে আইলা কেমনে ?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে ??" ৯৪ ॥

শুদ্ধ অনুরাগী গৌর-কৃষ্ণসেবকেরই সর্ব্বোত্তম সেবার আদর্শ বর্ণন ; গৌর-কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছাই সেবকের একমাত্র লক্ষিতব্য ঃ—

গোবিন্দ কহে—"আমার সেবা সে 'নিয়ম' ।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯৫ ॥

গৌরকৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বিন্দুমাত্র আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছাতেও শুদ্ধভক্তের ঘৃণা ও অপরাধাশঙ্কা ঃ—

'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি ।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥" ৯৬ ॥

মহাপ্রসাদে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-বস্তু ও তদীয়-বুদ্ধি থাকিলেও ব্যক্তিগত নিজ-সম্বন্ধহেতু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাশঙ্কায় গোবিন্দের প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা ঃ—

এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা ।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৭ ॥

অন্যদিবস প্রভুর নিদ্রা-গমনে গোবিন্দের প্রসাদ-সম্মানার্থ-গমন ঃ—

প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে ।
সে দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥ ৯৮ ॥

সেই দিবস প্রসাদ-সম্মানার্থ গমনের অসুবিধার কারণ ঃ—

যাইতেহ পথ নাহি, যাইবেন কেমনে ?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৯ ॥

চৈতন্য-কৃপা-পাত্রেরই শুদ্ধভক্তিরহস্য-জ্ঞান ঃ—

এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম ।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম্ম ॥ ১০০ ॥

স্ব-ভক্তের শুদ্ধভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রকাশকারী প্রভু ঃ—

ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী ।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। প্রভুর সেবার জন্য কোটী কোটী অপরাধকেও আমি গণনা করি না ; কিন্তু নিজের ভোগের নিমিত্ত অপরাধের আভাসকেও ভয় করি।

১০২। পরিমুণ্ডা-নৃত্য—পরিমণ্ডল-নৃত্য।

অনুভাষ্য

৯৬। আদি ৪র্থ পঃ ২০১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—'নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা-ক্রোধে ॥"

১০০। কর্ম্মিগণ ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুষ্ঠান-মাত্রকেই ভক্তির ন্যায় জ্ঞান করে ; কিন্তু যাহাতে ভগবৎসেবা সাধিত হয়, তাহার নাম—'ভক্তি' এবং যাহাতে নিজের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃত-ফল-লাভ ঘটে, তাহাই 'কর্ম্ম'। প্রাকৃতসহজিয়া কর্ম্মিগণ বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের সেবা-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যকৃপা-লাভে বঞ্চিত হয়।

গৌরভক্তের নিত্য-গেয় প্রভুর পরিমুণ্ডা-নৃত্য ঃ—

সঙ্ক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য ।
অদ্যাপি গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ১০২ ॥

ভক্তগণসহ গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ।
গুণ্ডিচা-গৃহে কৈলা ক্ষালন, মার্জ্জন ॥ ১০৩ ॥

আইটোটায় প্রসাদ-সেবন ঃ—

পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন, নর্ত্তন ।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥ ১০৪ ॥

রথাগ্রে নর্ত্তন ও হেরাপঞ্চমী-দর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্ত্তন ।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৫ ॥

চাতুর্ম্মাস্য পর্য্যন্ত গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥ ১০৬ ॥

গৌড় হইতে ভক্তগণ-সংগৃহীত নৈবেদ্য ঃ—

পূর্ব্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল ।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সেবনার্থ গোবিন্দসমীপে তদ্দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি ।
"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥" ১০৮ ॥

নৈবেদ্য-বৈচিত্র্য ঃ—

কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা ।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ, প্রকার যার নানা ॥ ১০৯ ॥

প্রভু ভোজন না করায়, নৈবেদ্যরাশি পুঞ্জীভূত ঃ—

"অমুক্ এই দিয়াছে" গোবিন্দ করে নিবেদন ।
"ধরি' রাখ" বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥ ১১০ ॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ ।
শত-জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১১১ ॥

স্ব-স্ব-দত্ত-নৈবেদ্য-সেবন-বিষয়ে ভক্তগণের গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন ।
"আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ ??"১১২॥

ছলবাক্যে নৈবেদ্যদাতাকে গোবিন্দের সান্ত্বনা ঃ—

কাঁহা কিছু কহি' গোবিন্দ করেন বঞ্চন ।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥ ১১৩ ॥

প্রভুসমীপে গোবিন্দের নিবেদন ঃ—

"আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে ।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥ ১১৪ ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার ।
কত বঞ্চনা করিমু, কেমনে আমার নিস্তার ??" ১১৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক ভক্তগণের দুঃখ-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"'আদিবস্যা' দুঃখ কাঁহে মানে?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥" ১১৬ ॥

প্রভুর ভোজনে উপবেশন ; গোবিন্দের প্রত্যেক নৈবেদ্যদাতা গৌড়ীয়-ভক্তের নামোল্লেখপূর্ব্বক নৈবেদ্য-পরিবেশন ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে ।
নাম ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥ ১১৭ ॥
"আচার্য্যের এই পৈড়, পানা-রস-পূপী ।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কুপী ॥ ১১৮ ॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার ।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥ ১১৯ ॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার ।
আচার্য্যনিধির এই, অনেক প্রকার ॥ ১২০ ॥
বাসুদেব-দত্তের, মুরারিগুপ্তের আর ।
বুদ্ধিমন্ত-খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥ ১২১ ॥
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন ।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥ ১২২ ॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত ।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥" ১২৩ ॥

প্রভুর সকলেরই প্রদত্ত নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে ।
সন্তুষ্ট হঞা প্রভু সব ভোজন করে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৬। আদিবস্যা—পূর্ব্ব হইতে যাঁহার বাস, তাঁহাকে 'আদি-বস্যা' বলে। প্রভু কহিলেন,—যাঁহারা 'আদিবস্যা' অর্থাৎ আমার সহিত একত্রে পূর্ব্ব হইতে আছেন, তাঁহাদের ইহাতে কোন দুঃখ নাই ; কেননা, আপাততঃ যাঁহারা গৌড় হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এইসকল সুখাদ্য আনিয়াছেন।

১১৮। পৈড়—(উৎকল-শব্দ) নারিকেল।

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—'পৈড়' ; 'বহুমূল্য প্রসাদ সব, পদ্মচিনি ছানা।'

১১৬। আদিবস্যা—কাহারও মতে 'ভাগ্যহীন' অথবা অবুঝ বা নির্ব্বোধ, চঞ্চলমতি বা আ-দেখ্‌লা (অতিব্যগ্র, 'কাঙ্‌লা') প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত।

১১৮। পূপী—পিষ্টক ; কুপী—মৃন্ময় পাত্র (?)

পর্য্যুষিত হইলেও সদ্য নির্ম্মিতের ন্যায় প্রসাদসমূহ—
স্বাদু ও সুগন্ধি ঃ—

যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥ ১২৫ ॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
'বাসি' বিস্বাদ নহে, সেই প্রভুর প্রসাদ ॥ ১২৬ ॥
শত-জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা!
"আর কিছু আছে?" বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥ ১২৭ ॥

সর্ব্বনৈবেদ্য ভোজনান্তে রাঘবের ঝালি অবশিষ্ট ঃ—

গোবিন্দ বলে,—"রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।"
প্রভু কহে,—"আজি রহু, তাহা দেখিমু পাছে ॥"১২৮॥

অন্যদিন প্রভুর একাকী ভোজনকালে রাঘবের ঝালিস্থিত
উত্তম নৈবেদ্যরাশি-ভোজন ও তৎপ্রশংসা ঃ—

আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥ ১২৯ ॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥ ১৩০ ॥

একবৎসর পরেও রাঘবের ঝালির বিকাররহিত
নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাঞা ॥ ১৩১ ॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত নৈবেদ্য-স্বীকার ঃ—

কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥ ১৩২ ॥

স্বীয় ভক্তগণসহ প্রভুর কৃষ্ণকথায় চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩৩ ॥

স্ব-স্ব-গৃহে অদ্বৈতাচার্য্যাদির নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুপ্রিয় বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

মরিচের ঝাল, আর মধুরাম্ল আর।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥ ১৩৫ ॥
শাক দুই চারি, আর সুখ্‌তার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥ ১৩৬ ॥
ভৃষ্ট-ফুলবড়ি, আর মুদ্গ-ডালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর অনুরূপ ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর প্রসাদসহ নৈবেদ্য-ভোজন ঃ—

জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন, কাঁহা গণের সহিত ॥ ১৩৮ ॥

অপর নিমন্ত্রণকারী গৌড়ীয় ভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥ ১৩৯ ॥
এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি'।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত-মুরারি ॥ ১৪০ ॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করেন নিমন্ত্রণ ॥ ১৪১ ॥

শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের 'চৈতন্যদাস' নাম ॥ ১৪২ ॥
প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তাঁর নাম ত' পুছিলা ॥ ১৪৩ ॥

নিজ-দাস্যসূচক নাম-শ্রবণে প্রভুর আত্মগোপন
ও অজ্ঞতার ভাণ ঃ—

'চৈতন্যদাস' নাম শুনি' কহে গৌররায়।
"কি নাম ধরাঞাছ, বুঝন না যায় ॥" ১৪৪ ॥

শিবানন্দের উত্তর ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

সেন কহে,—"যে জানিলুঁ, সেই নাম ধরিল।"
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪৫ ॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর প্রচুর ভোজনহেতু অপ্রসন্নতা ঃ—

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
অতিগুরু-ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৫। মুকুতা—মুখছোলা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৩০। উপযোগ—স্বীকার, গ্রহণ।

১৩৫-১৩৭। এইস্থানে গ্রন্থকারের রন্ধন-নৈপুণ্য প্রকাশিত।

১৪১। কুলীনগ্রামী—সত্যরাজ-খাঁন, রামানন্দ বসু প্রভৃতি; খণ্ডবাসী—মুকুন্দদাস, নরহরি-দাস, রঘুনন্দনাদি।

১৪২। চৈতন্যদাস—ইঁহারই কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের সংস্কৃত-টীকা; কেহ কেহ বলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যেরও ইনিই রচয়িতা।

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের অগ্নি-মান্দনাশক দ্রব্যদ্বারা 'স্বারসিকী' সেবা ঃ—

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥
দধি,লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া-লবণ ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

অন্তর্যামি-প্রভুর চৈতন্যদাসের যথার্থ শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তিতে আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

স্বীয় দাসকে প্রভুর স্বোচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ ১৫১ ॥

চারিমাস ধরিয়া ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

গদাধর ও সার্ব্বভৌমের প্রভুনিমন্ত্রণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত, আচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণকারী ভক্তগণ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

অনুভাষ্য

১৫১। ভাজন—ভাক, পাত্র।

১৫৬। ঘাটাইলা—কমাইল।

১৫৮। শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ক অন্ন এবং অভোজ্যান্ন

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে অর্দ্ধভোজন ঃ—

প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণের গৌড়ে গমন, পুরীবাসিগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুর ভিক্ষারীতি, ভক্তদ্রব্য ও পরিমুণ্ডা-নৃত্যাদি বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-কথা-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয় ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥

গৌরকথা—জীবের হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ-কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালি দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করত হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অঙ্কে হরিদাস-দেহগ্রহণপূর্ব্বক নৃত্যকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং)

প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া শিবানন্দপুত্র চৈতন্যদাসের অগ্নি-মান্দ্যনাশক দ্রব্যদ্বারা 'স্বারসিকী' সেবা ঃ—

আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥ ১৪৮ ॥
দধি,লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া-লবণ ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৯ ॥

অন্তর্যামি-প্রভুর চৈতন্যদাসের যথার্থ শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তিতে আনন্দ ঃ—

প্রভু কহে,—"এ বালক আমার মত জানে ।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥" ১৫০ ॥

স্বীয় দাসকে প্রভুর স্বোচ্ছিষ্ট-প্রদান ঃ—

এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন ।
চৈতন্যদাসেরে দিলা উচ্ছিষ্ট-ভোজন ॥ ১৫১ ॥

চারিমাস ধরিয়া ভক্তগণের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥ ১৫২ ॥

গদাধর ও সার্ব্বভৌমের প্রভুনিমন্ত্রণে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিত, আচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥ ১৫৩ ॥

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণকারী ভক্তগণ ঃ—

গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ১৫৪ ॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫৫ ॥

রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে অর্দ্ধভোজন ঃ—

প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারিপণ ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৬ ॥

গৌড়ীয়ভক্তগণের গৌড়ে গমন, পুরীবাসিগণের পুরীতে অবস্থান ঃ—

চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৭ ॥

প্রভুর ভিক্ষারীতি, ভক্তদ্রব্য ও পরিমুণ্ডা-নৃত্যাদি বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ।
ভক্ত-দত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥ ১৫৮ ॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণচৈতন্য-কথা-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয় ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা ।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৬০ ॥

গৌরকথা—জীবের হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন ।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৬১ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৫১। ভাজন—ভাক, পাত্র।

১৫৬। ঘাটাইলা—কমাইল।

১৫৮। শৌক্র-ব্রাহ্মণগণের গৃহে পক্ক অন্ন এবং অভোজ্যান্ন শৌক্র-ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণে দুইপণ বা চারিপণ-কৌড়ির মূল্যের মহাপ্রসাদ স্বীকার করিতেন।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্ম-হরিদাসঠাকুর মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া দেহত্যাগ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সমারোহের সহিত লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিলেন। স্বহস্তে বালি দিয়া চৌতারা বাঁধিয়া দিলেন, পরে সমুদ্রস্নান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষা করত হরিদাসের বিজয়মহোৎসব করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

অঙ্কে হরিদাস-দেহগ্রহণপূর্ব্বক নৃত্যকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুম্ ।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময় ।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) যন্মূর্ত্তিং (যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং)

জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥
কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর ।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥ ৪ ॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥ ৫ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৬ ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য ।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥ ৭ ॥
জয় গৌরভক্তগণ—গৌর যাঁর প্রাণ ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥ ৮ ॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ।
রঘুনাথ, গোপাল,—ছয় মোর প্রাণনাথ ॥ ৯ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি, আত্মশোধনার্থ চৈতন্যগুণলীলা-বর্ণন ঃ—

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥ ১০ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচলে কীর্ত্তনবিলাস ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ১১ ॥

দিবসে নামসঙ্কীর্ত্তন ও জগন্নাথদর্শন, রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দসহ শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেম-রসাস্বাদন ঃ—

দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন ।
রাত্র্যে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুদেহে সাত্ত্বিকভাবোদয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥ ১৩ ॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্র্যে অতিশয় ।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥ ১৪ ॥

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-লীলায় নিত্যসঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি, আর রামানন্দ রায় ।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥ ১৫ ॥

হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; হরিদাসকে গোবিন্দের প্রসাদ দিতে গমন ঃ—

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লঞা ।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥ ১৬ ॥

হরিদাসঠাকুরের অপ্রকট-কালের অবস্থা ঃ—

দেখে,—হরিদাস-ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দকর্ত্তৃক প্রসাদ-গ্রহণে অনুরোধ, হরিদাসের লঙ্ঘনেচ্ছা ঃ—

গোবিন্দ কহে,—"উঠ আসি' করহ ভোজন ।"
হরিদাস কহে,—"আজি করিমু লঙ্ঘন ॥ ১৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক নামাশ্রিত সাধকের প্রসাদসম্মান-বিষয়ে আদর্শ ব্যবহার-প্রদর্শন ঃ—

সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু ??" ১৯ ॥
এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন ।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ ॥ ২০ ॥

একদিন প্রভুর হরিদাস-সমীপে আগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা —

আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা ।
"সুস্থ হও, হরিদাস"—বলি' তাঁরে পুছিলা ॥ ২১ ॥

হরিদাসের দৈন্যোক্তি ঃ—

নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন ।
"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥" ২২ ॥

প্রভুপ্রশ্নোত্তরে সংখ্যানাম-কীর্ত্তনাভাবজনিত স্বীয় দুঃখজ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয় ?"
তেঁহো কহে,—"সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয় ॥" ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি,—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

২০। রঞ্চ—কণা।

অনুভাষ্য

সংস্থিতাং (সমাধিপ্রাপ্তাম্) অপি স্বাঙ্কে (স্বস্য ক্রোড়ে) কৃত্বা ননর্ত্ত, তং হরিদাসং তৎপ্রভুং তং চৈতন্যং চ নমামি।

৫। গৌরদেহ—গৌরবর্ণকান্তি-দেহধারী।

৭। চৈতন্যের আর্য্য—মহাপ্রভুর মান্য।

২৩। এস্থলেও সংখ্যা-গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বন্ধের সহিত ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে (ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর) "হরে কৃষ্ণ"-মহামন্ত্রের উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-বিধিই প্রত্যেক নামাশ্রিত সাধকের একমাত্র পালনীয়, জানা যাইতেছে ; অন্ত্য, ৩য় পঃ ৯৯, ১১৩-১১৫, ১২০, ১২৩-১২৪, ১২৯, ১৭৫, ২২৩, ২২৭, ২৩৮-২৪২ প্রভৃতি সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ হরিদাসকে সাধনাভিনয় হ্রাস করিতে আদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর ।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর ?? ২৪ ॥

স্বয়ং প্রভুর বাক্য—"নামের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে হরিদাস অবতীর্ণ" ঃ—

লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার' ।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥ ২৫ ॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন ।"
হরিদাস কহে,—"শুন মোর নিবেদন ॥ ২৬ ॥

হরিদাসের পাষাণদ্রাবক দৈন্যবাক্য ও প্রভুমহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর ।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥ ২৭ ॥
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥ ২৮ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥ ২৯ ॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া ।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু 'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥ ৩০ ॥

প্রভুসমীপে নিজাভিপ্রায়-জ্ঞাপন ঃ—

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর অপ্রকটের পূর্ব্বেই স্বীয় লীলাসম্বরণেচ্ছা ঃ—

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥ ৩২ ॥

কায়মনোবাক্যে গৌর-কৃষ্ণসেবাসুখপর স্বাভিলাষসহ অপ্রকটেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ-বদন ॥ ৩৩ ॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥ ৩৪ ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয় ।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময় ॥ ৩৫ ॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে ।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ॥" ৩৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, যে তুমি মাগিবে ।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩৭ ॥

লীলা-পরিকরের বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রভুর অতি মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ বাক্য ঃ—

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা ।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥" ৩৮ ॥

হরিদাসকর্ত্তৃক প্রভুর নিষ্কপট কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

চরণে ধরি' কহে হরিদাস,—"না করিহ 'মায়া' ।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই 'দয়া' ॥ ৩৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥ ৪০ ॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল ।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ??৪১॥

ভক্তবৎসল-প্রভুসমীপে হরিদাসের আপনাকে তদ্দাসাভাস-বর্ণন ও স্বাভীষ্ট-সিদ্ধিবিষয়ে আশাবন্ধ ঃ—

'ভকতবৎসল' তুমি, মুই 'ভক্তাভাস' ।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥" ৪২ ॥

প্রভুর প্রস্থান ও পরদিবস প্রভুর আগমন-বিষয়ে আশ্বাসন ঃ—

মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥ ৪৩ ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন ।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥ ৪৪ ॥

পরদিবস প্রাতে ভক্তগণসহ জগন্নাথদর্শনান্তে হরিদাসকে দর্শনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা ।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। সেই লীলা—তোমার অন্তর্দ্ধান-লীলা।

অনুভাষ্য

২৫। তোমার অবতার—ভগবদ্ভক্ত ও পার্ষদগণ ভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সেবার্থে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

৩০। শ্রাদ্ধপাত্র—বিষ্ণু-স্মৃতিতে—'ব্রাহ্মণাপসদা হ্যেতে কথিতাঃ পঙ্ক্তিদূষকাঃ। এতান্ বিবর্জ্জয়েদ্যত্নাৎ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি পণ্ডিতঃ।।" শৌক্রব্রাহ্মণ-জন্ম-লাভ ঘটিলেও স্মৃতিকথিত পঙ্ক্তি-দূষক 'অপসদাখ্য' বিপ্রকে শ্রাদ্ধপাত্র দিবে না। এক্ষেত্রে শুদ্ধ-বিপ্রের প্রাপ্য শ্রাদ্ধপাত্র দৈক্ষবিপ্র হরিদাসকে প্রদত্ত হইয়াছে। ম্লেচ্ছ-কুলোদ্ভূত হইলেও 'হরিজন' বলিয়া তাঁহার অধিকার আছে।

হরিদাসের নির্য্যাণ-বর্ণন, হরিদাসের ভক্ত ও ভগবানের চরণ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হরিদাসের কুশল-জিজ্ঞাসা ; হরিদাসের গোলোকগমনোদ্‌যোগ ঃ—

প্রভু কহে,—"হরিদাস, কহ সমাচার।"
হরিদাস কহে,—"প্রভু, যে-আজ্ঞা তোমার ॥" ৪৭ ॥

হরিদাস-কুটীর-সম্মুখে ভক্তগণসহ প্রভুর মহাকীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪৮ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৯ ॥

সকলের সম্মুখে প্রভুর মহানন্দে ভক্তহরিদাসের গুণবর্ণন ঃ—

রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥ ৫০ ॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥ ৫১ ॥

সকল ভক্তের বিস্ময় ও হরিদাসের পদ-বন্দন ঃ—

হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥ ৫২ ॥

নিজ-সম্মুখে প্রভুকে দর্শন ও প্রভুর নাম-কীর্ত্তনমুখে ঠাকুরের নির্য্যাণ বা উৎক্রান্তি ঃ—

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা ॥ ৫৩ ॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥ ৫৪ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥ ৫৫ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ ॥ ৫৬ ॥

সকলের দ্বাপরযুগের ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যু-স্মরণ ঃ—

মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্য্যাণ' সবার হইল স্মরণ ॥ ৫৭ ॥

মহাকীর্ত্তন-কোলাহল, প্রভুর প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

'হরি' 'কৃষ্ণ'-শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥

অঙ্কে হরিদাসের অপ্রাকৃত দেহ লইয়া প্রভুর নৃত্য ঃ—

হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ৫৯ ॥

সকলের প্রেমাবেশে কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্ত্তন ॥ ৬০ ॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে কৈলা নিবেদন ॥ ৬১ ॥

ভক্তগণসহ প্রভুর কীর্ত্তনমুখে ঠাকুর হরিদাসকে সমুদ্রে আনয়ন ঃ—

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬২ ॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥ ৬৩ ॥

হরিদাসকে সমুদ্রে স্নপন, তদবধি তৎস্পর্শে সমুদ্রের 'মহাতীর্থত্ব' ঃ—

হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—"সমুদ্র এই 'মহাতীর্থ' হইলা ॥" ৬৪ ॥

ভক্তগণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত-বপু হরিদাসের পাদোদক-পান ঃ—

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥ ৬৫ ॥

কীর্ত্তনমুখে সমাধি-প্রদান-রীতি ঃ—

ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥ ৬৬ ॥

ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নর্ত্তন ঃ—

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর শ্রীহস্তে ঠাকুরকে সমাধিস্থকরণ ঃ—

'হরিবোল' 'হরিবোল' বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥ ৬৮ ॥

সমাধিপীঠ নির্ম্মাণ ঃ—

তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥ ৬৯ ॥

ভক্তগণসহ কীর্ত্তন-নর্ত্তনান্তে সমুদ্রস্নানান্তে সমাধিপীঠ-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্দিরে আগমন ঃ—

তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৬। উৎক্রামণ—বাহির, নির্গমন।

৬৬। ডোর—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী পট্টডোরী ; কড়ার—প্রসাদী চন্দন।

অনুভাষ্য

৫৭। ভীষ্মের নির্য্যাণ—ভাঃ ১।৯।২৯-৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে ॥ ৭১ ॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥ ৭২ ॥

হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবার্থ সিংহদ্বারে বিপণিকারের নিকট স্বয়ং প্রভুর প্রসাদ-ভিক্ষা ঃ—

সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥ ৭৩ ॥
"হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ ত' আমারে ॥" ৭৪ ॥

বিপণিকারগণের সমস্ত প্রসাদ দিতে ইচ্ছা ঃ—

শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা ॥ ৭৫ ॥

স্বরূপের তাহাদিগকে নিষেধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥ ৭৬ ॥

প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া স্বয়ং স্বরূপের মহোৎসব-কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥ ৭৭ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
"এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥"৭৮ ॥

প্রচুর প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

এইমতে নানাপ্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা।
লঞা আইলা চারি-জনের মস্তকে চড়াঞা ॥ ৭৯ ॥

বাণীনাথ ও কাশীমিশ্রের প্রসাদ-সংগ্রহ ঃ—

বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥ ৮০ ॥

বিরহ-মহোৎসবে বৈষ্ণবগণকে প্রভুর শ্রীহস্তে প্রচুর প্রসাদ পরিবেশন ঃ—

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি ॥ ৮১ ॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥ ৮২ ॥

প্রভুকে বিরত করিয়া স্বরূপের ভক্তত্রয়সহ পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, বসি' করহ দর্শন।
আমি ইঁহা-সবা লঞা করি পরিবেশন ॥" ৮৩ ॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥ ৮৪ ॥

ভক্তগণের প্রভুর ভোজনাপেক্ষা, প্রভুকে কাশীমিশ্রের প্রসাদ-ভিক্ষা-দান ঃ—

প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুরে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥ ৮৫ ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লঞা।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥ ৮৬ ॥

সন্ন্যাসিগণসহ প্রভুর প্রসাদ-সম্মান ঃ—

পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥ ৮৭ ॥

সকল ভক্তের আকণ্ঠভোজন-সম্পাদন ঃ—

আকণ্ঠ পূরাঞা সবায় করাইলা ভোজন।
দেহ' দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥ ৮৮ ॥

সকলের আচমনান্তে প্রভুদত্ত মাল্যচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥ ৮৯ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর ভক্তগণকে বরদান ঃ—

প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥ ৯০ ॥

হরিদাসের বিরহোৎসবে যে কোনপ্রকারে যোগদান-কারীরই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বরলাভ ঃ—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥ ৯১ ॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥ ৯২ ॥
অচিরে সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে 'শক্তি' ॥ ৯৩ ॥

প্রিয়ভক্তবিরহে ভগবানের বিলাপোক্তি ঃ—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥ ৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। পিছাড়া—পশ্চাদ্‌গামী লোক (মতান্তরে 'ঝুড়ি' বা 'ঝোলা'—৭৯সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৭৮। পুঞ্জা—চারি চারি করিয়া এক ভাগ।

অনুভাষ্য

৭৫। চাঙ্গড়া—বড় ঝুড়ি।

৯১। বিজয়োৎসব—বিরহ-মহোৎসব।

হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে ।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥ ৯৫ ॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ ॥ ৯৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের গুণ-বর্ণন ঃ—

হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি' ।
তাহা বিনা রত্ন-শূন্যা হইল মেদিনী ॥ ৯৭ ॥

হরিদাসের জয়ধ্বনি ও প্রভুর নৃত্য ঃ—

'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি ।"
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ ৯৮ ॥
সবে গায়,—"জয় জয় জয় হরিদাস ।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥" ৯৯ ॥

ভক্তগণকে বিদায়দান এবং ভক্তের বিরহ ও বিজয়ৈশ্বর্য্য-দর্শনে হর্ষবিষাদসহ প্রভুর বিশ্রাম ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা ।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥ ১০০ ॥

ভক্তশ্রেষ্ঠ নামাচার্য্য হরিদাসের তিরোভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণে কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ হরিদাসের বিজয় ।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥ ১০১ ॥

ভক্তবাঞ্ছা-পূরক ভক্তবৎসল গৌর-ভগবান্ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি ।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ১০২ ॥

গোলোকগমনকালে হরিদাসকে সাক্ষাৎ কৃপা দান ঃ—

শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন ।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা ।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥ ১০৪ ॥

মহাভাগবত বিদ্বৎসন্ন্যাসী পরমহংসবর ঠাকুর-হরিদাস ঃ—

মহাভাগবত হরিদাস—পরম-বিদ্বান্ ।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥ ১০৫ ॥

চৈতন্যচরিতসিন্ধুর বিন্দুও হৃৎকর্ণরসায়ন ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—অমৃতের সিন্ধু ।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু ॥ ১০৬ ॥

মায়া পার হইয়া কৃষ্ণসেবনেচ্ছুর চৈতন্যচরিতশ্রবণ-কর্ত্তব্যতা ঃ—

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত ।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥ ১০৭ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৮ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০১। হরিদাসের বিজয়—শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটা-গোপীনাথ হইতে সমুদ্রতীরে গেলে সমুদ্রের উপরেই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি এখনও বর্ত্তমান। প্রতিবৎসর 'অনন্তচতুর্দ্দশী'-দিবসে ঠাকুর হরিদাসের বিজয়োৎসব হইয়া থাকে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১০৩-১০৪। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-ক্ষেত্রে কিঞ্চিদধিক একশত বর্ষপূর্ব্বে শ্রীগৌর, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মূর্ত্তিত্রয়ের সেবা স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়ার 'ভ্রমরবর'-নামক জনৈক উৎকলবাসী ভক্তের আনুকূল্যে পুরীর স্বর্গদ্বারে স্থায়ী শ্রীমন্দির গঠিত হয়। এই সেবা—টোটা-গোপীনাথের সেবায়েত গোস্বামি-গণের পর্য্যবেক্ষণাধীন ছিল। এক্ষণে ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া অন্যের হস্তগত হইয়াছে এবং তাঁহারাই সেবা চালাইতেছেন। হরিদাসের সমাধিবাটীর সন্নিহিত-প্রদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বীয় ভজন-স্থান 'ভক্তিকুটী' নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সালে ঐ ভক্তিকুটীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। ভক্তি-

---

অনুভাষ্য

রত্নাকরে তৃতীয় তরঙ্গে—"শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা। হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ।। ভূমিতে পড়িয়া কৈলা প্রণতি বিস্তর। ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে। শ্রীনিবাসে স্থির কৈলা সস্নেহ-বচনে।। পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া । যে বিলাপ কৈলা, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া।।"

১০৫। পরম বিদ্বান্—যাহাদ্বারা অবিদ্যারূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তু বিষ্ণু, অচ্যুত বা অধোক্ষজ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহাই 'বিদ্যা'। হরিদাস ঠাকুর সর্ব্বোত্তমা কৃষ্ণবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কেননা, তিনি বিদ্যাবধূ-জীবন শ্রীহরিনামসঙ্কীর্ত্তনের আচার্য্য ও প্রচারকরূপে অবতীর্ণ ; বিশেষতঃ "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-লক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।" এই (ভাঃ ৭।৫।২০) ভাগবত-বাক্যে কৃষ্ণের নববিধা ভক্তির মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাঙ্গ কীর্ত্তনানুশীলনকারীকেই 'সর্ব্বশাস্ত্রাধীতী' বলিয়া জানা যায়।

ইতি অনুভাষ্যে একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর রাত্রে প্রেমবিকার এবং দিবসেও তাহার আলোচনা চলিতে লাগিল। এদিকে (ভক্তগণের সহিত) গৌড়দেশ হইতে শিবানন্দ-সেন তাঁহার পত্নী ও পুত্রত্রয়কে লইয়া যাত্রা করিলেন। পথে নিত্যানন্দপ্রভুর বাসা পাইতে বিলম্ব হওয়ায় তিনি শিবানন্দের প্রতি প্রেমকোপ দেখাইয়া লাথি মারিয়াছিলেন। শিবানন্দ তাহাতে কৃতার্থ হইলেও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীকান্ত-সেন দুঃখিত হইয়া অগ্রেই মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া গেলেন। সেই বৎসর পরমেশ্বরদাস-মোদক সপরিবারে মহাপ্রভু-দর্শনে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাদের বিদায়কালে মহাপ্রভু অনেক বিনয়বাক্য প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ-পণ্ডিত শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদবস্ত্রের সহিত প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি শিবানন্দের গৃহ হইতে 'চন্দনাদি' নামক সুগন্ধি-তৈল এক কলসী প্রস্তুত করিয়া আনিয়া মহাপ্রভুর মস্তকে দিবার জন্য গোবিন্দকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই তৈল অঙ্গীকার না করায়, জগদানন্দ সেই তৈল-সহিত কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুইদিবস উপবাস করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে শীতল করিবার জন্য তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করায়, জগদানন্দ পণ্ডিত অন্নব্যঞ্জন পাক করত মহাপ্রভুকে সেবা করাইয়া প্রসাদাদি লইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তগণকে সর্ব্বদা চৈতন্যচরিতামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণার্থ অনুরোধ ঃ—

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥ ২ ॥

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥ ৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তি ঃ—

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ-অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥ ৪ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসঙ্গ-ব্যাকুলতা ঃ—

"হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাঁহা যাঙ, কাঁহা পাঙ মুরলীবদন!!" ৫ ॥

দিবারাত্রি কৃষ্ণবিরহজ্বালা ঃ—

রাত্রিদিন এই দশা, স্বস্তি নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ৬ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় গৌড়ীয়ভক্তগণের প্রভুদর্শনার্থ পুরী-গমনোদ্যোগ ঃ—

এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥

সকল ভক্তের নবদ্বীপে আগমন ঃ—

শিবানন্দ-সেন আর আচার্য্য-গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা একঠাঞি ॥ ৮ ॥

কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥ ৯ ॥

প্রভুর নিষেধসত্ত্বেও নিত্যানন্দের যাত্রা ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১০ ॥

সপরিবার গৌরভক্ত গৃহস্থগণের যাত্রা ঃ—

শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥ ১১ ॥

শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লঞা।
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাঞা ॥ ১২ ॥

দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥ ১৩ ॥

শচীকে প্রণামপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে সকলের যাত্রা ঃ—

শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥ ১৪ ॥

সম্পন্ন শিবানন্দের পথকর-প্রদান ও ভক্তগণের পরিচালনপূর্ব্বক ভক্তগণেরই সেবা ঃ—

শিবানন্দ-সেন করে ঘাটী-সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। হে ভক্তগণ, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর।

অনুভাষ্য

১। হে ভক্তাঃ, মুদা (আনন্দেন) চৈতন্যচরিতামৃতং নিত্যং (পুনঃ পুনঃ) শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) গীয়তাং গীয়তাং, (পুনঃ পুনঃ) চিন্ত্যতাং, চিন্ত্যতাম্।

৬। পাঠান্তরে—'স্বাস্থ্য নাহি মানে।'

১০। অন্ত্য, ১০ম পঃ ৫-৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দের উড়িষ্যা-পথাভিজ্ঞতা ঃ—

সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ১৬ ॥
একদিন সবলোক ঘাটীতে রাখিলা ।
সবা ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥ ১৭ ॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে ।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে ॥ ১৮ ॥

নিত্যানন্দের অপ্রাকৃত ব্রজ-গোপবালকবেশে ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাবে শিবানন্দকে কৃত্রিম রোষাভাস-প্রদর্শন ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা ।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা ॥ ১৯ ॥
"তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল ।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥" ২০ ॥

নিত্যানন্দশাপ-শ্রবণে শিবানন্দপত্নীর ক্রন্দন ও শিবানন্দকে শাপবৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা ।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটী হৈতে আইলা ॥ ২১ ॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া ।
"পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা ॥" ২২ ॥

পত্নীকে শিবানন্দের আশ্বাসন ঃ—

তেঁহো কহে,—"বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥" ২৩ ॥

শিবানন্দের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-সৌভাগ্যপ্রাপ্তি ঃ—

এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ২৪ ॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা ।
শীঘ্র বাসা-ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দকে নির্ব্বাচিত গৃহে আনয়নপূর্ব্বক স্তুতি ঃ—

চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা ।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥ ২৬ ॥

নিজজন-জ্ঞানেই সেবকের প্রতি প্রভুর ভর্ৎসনা —

"আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা ।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥ ২৭ ॥

ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বা দুঃখই প্রচ্ছন্ন পরমকৃপা ও সুখ ঃ—

'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা' ।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা?? ২৮ ॥

সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর নিত্যানন্দ-পদধূলি-লাভেই পুরুষার্থ কৃষ্ণভক্তিলাভ ঃ—

ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু ।
হেন-চরণ স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥ ২৯ ॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম ।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥" ৩০ ॥

স্ব-স্তুতি-শ্রবণে প্রভুর আনন্দ ঃ—

শুনি' নিত্যানন্দপ্রভুর আনন্দিত মন ।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ৩১ ॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান ।
আচার্য্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসস্থান ॥ ৩২ ॥

নিত্যানন্দের (গুরুর) ক্রোধাভাসই প্রচ্ছন্ন পরম-কৃপা ও নিত্যকল্যাণসূচক ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত' ।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকান্ত-সেনের বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম ।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥ ৩৪ ॥

মাতুলের নিত্যানন্দ-পদাঘাত-দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীতে গিয়া প্রভুদর্শন ঃ—

"চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ।
'ঠাকুরালি' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি ॥"৩৫॥
এত বলি' শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি' যান ।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥ ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯। ভোকে—ক্ষুধা।

অনুভাষ্য

১৫। ঘাটী-সমাধান—জমিদারের মহালের মধ্যে যাত্রী বা পথিকগণ গমনাগমন করিলে, কর আদায় হইত। পূর্ব্বকালে পথকর প্রভৃতি আদায় না হওয়ায়, রাস্তাঘাটের মালিকগণ এই কর পাইতেন। শিবানন্দ-সেন জগন্নাথ-যাত্রিগণের প্রদেয় পথকর স্থানে-স্থানে ঘাটোয়ালগণের নিকট সরবরাহ করিতেন।

১৬। উড়িয়া-পথের—উড়িষ্যায় যাইবার পথের।

অনুভাষ্য

১৭। ঘাটোয়ালগণ অত্যাচার করিয়া যাত্রিগণের নিকট হইতে অধিক মাশুল আদায় করিত এবং তাহাদের প্রাপ্য হইতে অতিরিক্ত আদায় করিবার জন্য যাত্রিগণকে ঘাটীতে আটকাইয়া রাখিত। শিবানন্দ সকলযাত্রীর পক্ষে স্বয়ং 'জামিন' হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন।

২৩। 'বাউলী'—'বাতুলী' বা 'পাগলী'; পাঠান্তরে, বাউনী,—ব্রাহ্মণী; শৌক্র-ব্রাহ্মণ না হইলেও তৎকালে ভদ্রমহিলাবর্গকে তাদৃশ সম্ভাষণ বিহিত ছিল।

শ্রীকান্তকে গোবিন্দকর্ত্তৃক ভগবদ্বিগ্রহ-বিষয়ে মর্য্যাদা-বিধির উপদেশ ঃ—

পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার ।
গোবিন্দ কহে,—"শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার ॥"৩৭॥

অন্তর্যামী প্রভুর শ্রীকান্তের মনোভাব-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ ॥" ৩৮ ॥

প্রভুর গৌড়ীয়-ভক্তগণের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ও উত্তর ঃ—

বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা ।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥ ৩৯ ॥
'দুঃখ পাঞা আসিয়াছে'—এই প্রভুর বাক্য শুনি' ।
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু'—এত অনুমানি' ॥ ৪০ ॥

স্বীয় মনোভাব-জ্ঞাতা প্রভুকে অন্তর্যামি-জ্ঞানে পদাঘাত-সংবাদ-গোপন ঃ—

শিবানন্দে লাথি মারিলা,—ইহা না কহিলা ।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥ ৪১ ॥

গৌড়ীয়গণের আগমন ও নারীগণের দূর হইতে প্রভুদর্শন ঃ—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন ।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥ ৪২ ॥

সকলকে গৃহাদি-প্রদান ঃ—

বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইলা ।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥ ৪৩ ॥

সপুত্রক শিবানন্দকে প্রভুর কৃপা ঃ—

শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা ।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥ ৪৪ ॥

প্রশ্নোত্তরে কনিষ্ঠপুত্রের পরমানন্দপুরী-দাস নাম-শ্রবণ ঃ—

ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা ।
'পরমানন্দদাস'-নাম সেন জানাইলা ॥ ৪৫ ॥

পরমানন্দপুরী-দাস-নামের আদিকারণ-বৃত্তান্ত-বর্ণন ; প্রভুর আজ্ঞায় নামকরণ ঃ—

পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৬ ॥
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার ।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥" ৪৭ ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার ।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তার ॥ ৪৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ-দাস' ।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥ ৪৯ ॥

পরমানন্দ (পুরী)-দাসের প্রভুর পাদাঙ্গুষ্ঠ-চোষণ ঃ—

শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা ।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥ ৫০ ॥

শিবানন্দের পরম সৌভাগ্য ঃ—

শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥ ৫১ ॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন ।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা করি' আচমন ॥ ৫২ ॥

সপরিবার শিবানন্দকে প্রভুর নিজজন-জ্ঞানে সাক্ষাৎ কৃপা ঃ—

"শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায় ।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥" ৫৩ ॥

শ্রীমায়াপুরবাসী পরমেশ্বর-মোদকের বৃত্তান্ত ঃ—

নদীয়াবাসী মোদক, তার নাম—'পরমেশ্বর' ।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥ ৫৪ ॥

প্রভুর বাল্যলীলা ও পরমেশ্বর ঃ—

বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান ।
দুগ্ধ, খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥ ৫৫ ॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে ।
সে বৎসর সে আইল প্রভুরে দেখিতে ॥ ৫৬ ॥

পরমেশ্বরের আত্মপরিচয় দিয়া প্রণাম ও পত্নীর আগমন-জ্ঞাপন ঃ—

"পরমেশ্বর্য়া মুঞি" বলি' দণ্ডবৎ কৈল ।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥ ৫৭ ॥
"পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল, আইলা ।"
"মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে," প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। পেটাঙ্গি—অঙ্গরাখা, জামা।

৫৩। শিবানন্দের 'প্রকৃতি'—শিবানন্দের স্ত্রী।

অনুভাষ্য

২৫। গৌড়-ঘরে—গোয়ালার বাড়ীতে।

৩৭। তন্ত্রবাক্য—"বস্ত্রেণাবৃত-দেহস্তু যো নরঃ প্রণমেদ্ধরিম্। শ্বিত্রী ভবতি মূঢ়াত্মা সপ্ত জন্মনি ভাবিনি।।" *

৫০। পরবর্ত্তিকালে পিতৃদেবসহ পুরীতে আগমন এবং প্রভু-কর্ত্তৃক কৃষ্ণোচ্চারণার্থ বহু সাধ্যসাধনার পর অবশেষে তাঁহার কৃষ্ণলীলা-শ্লোক-রচনা—অন্ত্য, ১৬শ পঃ ৬৫-৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** হে ভাবিনি, বস্ত্রাবৃত-দেহ হইয়া যে-মানব শ্রীহরিকে প্রণাম করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি সপ্তজন্মকাল ধবলরোগী হইয়া থাকে।*

মাতৃতুল্যা বয়স্কা হইলেও স্ত্রীলোকের নাম-শ্রবণে জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক সন্ন্যাসিলীলাভিনয়কারী প্রভুর সঙ্কোচ-বোধ ঃ—

মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা ।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥ ৫৯ ॥

সরলস্নেহে বহিঃশিষ্টাচার বা বাহ্যমর্য্যাদা-জ্ঞানাভাব-দোষসত্ত্বেও ভাবগ্রাহী প্রভুর নিষ্কপট ব্যবহার-গুণে সন্তোষ ঃ—

প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে ।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥ ৬০ ॥

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥

ঈশ্বরের যাত্রাদি-দর্শনান্তে শ্রীবাসপত্নীর প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন ।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৬২ ॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে ।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥ ৬৩ ॥

দিবসে সগোষ্ঠী সঙ্কীর্ত্তন, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ।
রাত্র্যে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥ ৬৪ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে গৌড়-গমনের পূর্ব্বে ভক্তগণ-প্রতি প্রভুর উক্তি ঃ—

এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল ।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫ ॥
সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ।
সর্ব্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥ ৬৬ ॥

ভক্ত-দুঃখে ভগবানের দুঃখ ঃ—

"প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥ ৬৭ ॥

ভক্তদুঃখহেতু প্রভুর তদ্দর্শনে নিষেধাজ্ঞা, অথচ ভক্তসঙ্গ-লোভ ঃ—

তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে ।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥ ৬৮ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-কীর্ত্তন ঃ—

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে ।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে ?? ৬৯ ॥
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি' ।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥ ৭০ ॥
মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া ।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা ॥ ৭১ ॥

ভক্তগণের প্রভুপ্রীতি-তুলনায় স্বীয় ভক্তপ্রীত্যভাব-রূপ দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া ।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥ ৭২ ॥

ভক্তসমীপে স্বীয় অপরিশোধ্য ঋণ ঃ—

সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন ।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন ?? ৭৩ ॥

ঋণ-শোধের উপায়-বর্ণন ঃ—

দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥" ৭৪ ॥

ভগবানের দৈন্যবিলাপোক্তি-শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন ঃ—

প্রভুর বচনে সবার দ্রবি হৈল মন ।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৭৫ ॥

ভক্তগণকে ভগবানের আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন ।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৭৬ ॥

বিরহ-দুঃখভারহেতু সকলের গমনে বিলম্ব ঃ—

সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল ।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥ ৭৭ ॥

নিত্যানন্দাদ্বৈতের প্রভুবাৎসল্য-বর্ণন ঃ—

অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায় ।
"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥ ৭৮ ॥

ভগবদ্‌বাৎসল্য-প্রেমে ভক্ত আবদ্ধ ঃ—

আবার তাতে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে ।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ??" ৭৯ ॥

সকলকে সান্ত্বনা ও বিদায় দান ঃ—

তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হঞা ॥ ৮০ ॥

নিত্যানন্দের প্রতি আজ্ঞা ঃ—

নিত্যানন্দে কহিলা—"তুমি না আসিহ বারবার ।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥" ৮১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬০। 'মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে'—এই কথা সন্ন্যাসীর নিকটে বলা—কেবল পূর্ব্বপ্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য-মাত্র। প্রশ্রয়-প্রাগল্‌ভ্য কখনই শুদ্ধ-বৈদগ্ধী অর্থাৎ শুদ্ধবাক্‌চাতুর্য্য জানে না।

অনুভাষ্য

৬০। পাঠান্তরে—'প্রশ্রয়-পাগল শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে'; 'প্রশ্রয়'-শব্দে স্নেহ, স্নেহযুক্ত সম্মান, বিনয়, বিশ্বাস, আব্দার। 'প্রাগল্‌ভ্য'-শব্দে প্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য, তেজস্বিতা ; 'বৈদগ্ধী'-শব্দে চতুরতা, রসিকতা, শোভা, পটুতা, পাণ্ডিত্য, কৌশল, ভঙ্গী।

ভক্ত ও ভগবান্—পরস্পর প্রেমবদ্ধ, উভয়ের বিচ্ছেদে উভয়ের বিষাদ ঃ—

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা ॥ ৮২ ॥

ভগবানের বাৎসল্য-ঋণও ভক্তবিশেষের অপরিশোধ্য ঃ—

নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে ।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ?? ৮৩ ॥

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর প্রভুই পরিচালক, ভক্তই পরিচালিত ঃ—

যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥ ৮৪ ॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥ ৮৫ ॥

জগদানন্দের নবদ্বীপে শচীসকাশে আগমন ও প্রণামান্তে প্রভুদত্ত দ্রব্যাদি-প্রদান ঃ—

পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া-নগরে ॥ ৮৬ ॥
আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন ।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা ।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥ ৮৮ ॥

জগদানন্দ-সমীপে শচীর পুত্রকথা-শ্রবণ ঃ—

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥ ৮৯ ॥

শচীর নিকট মধ্যে মধ্যে প্রভুর হর্ষভরে মাতৃপাচিতান্ন-ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

জগদানন্দ কহে,—"মাতা, কোন কোন দিনে ।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥ ৯০ ॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা ।
'মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥ ৯১ ॥

বাৎসল্যভরে প্রভুর সাক্ষাদ্ভোজনকে শচীর স্বপ্ন-বোধ ঃ—

আমি যাই' ভোজন করি—মাতা নাহি জানে ।
সাক্ষাতে খাই আমি, তেঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে ॥" ৯২ ॥

শচীর পরম বাৎসল্যোক্তি ঃ—

মাতা কহে,—"কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ।
নিমাঞি ইঁহা খায়,—ইচ্ছা হয় মোর মন ॥ ৯৩ ॥
নিমাঞি খাঞাছে,—ঐছে হয় মোর মন ।
পাছে জ্ঞান হয়,—মুঞি দেখিনু 'স্বপন' ॥" ৯৪ ॥

শচীমাতা ও গৌড়ীয়-ভক্তগণসহ পণ্ডিতের চৈতন্যকথায় পরমসুখে দিন-যাপন ঃ—

এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে ।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥ ৯৫ ॥
নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা ।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥ ৯৬ ॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ ।
জগদানন্দে পাঞা হৈলা আচার্য্য আনন্দ ॥ ৯৭ ॥
বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা ।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥ ৯৮ ॥

জগদানন্দ-মুখে চৈতন্যকথায় সকলেই আত্মহারা ঃ—

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে ।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥ ৯৯ ॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে ।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥ ১০০ ॥

জগদানন্দের গুণাবলী ঃ—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য ।
যারে মিলে সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥ ১০১ ॥

কাঞ্চনপল্লী হইতে চন্দন-তৈল সংগ্রহ এবং পুরীতে গিয়া প্রভুর ব্যবহারার্থ গোবিন্দকে প্রদান ঃ—

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা ।
'চন্দনাদি' তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈলা ॥ ১০২ ॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥ ১০৩ ॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা ।
"প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল"—গোবিন্দে কহিলা ॥ ১০৪ ॥

প্রভুকে গোবিন্দের জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন ।
"জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

জগদানন্দের অপ্রাকৃত নরবপু প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত অতুল-প্রেম ঃ—

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥ ১০৬ ॥
এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া ।
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥" ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। একমাত্রা—ষোল সের।

১০৩। গাগরী—কলসী।

অনুভাষ্য

১০৭। গৌড়দেশে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আনিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর আদর্শ-আচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার!! ১০৮ ॥

পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া জগদ্‌গুরু প্রভুকর্ত্তৃক সাধককে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণদ্বারা একমাত্র ভোক্তা ঈশ্বরেরই স্বারসিকী সেবা-কর্ত্তব্যোপদেশ ; তাহাতেই জীবের সেবা-শ্রম-সার্থকতা ঃ—

জগন্নাথে দেহ' তৈল,—দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম-সফলে ॥" ১০৯ ॥

জগদানন্দকে গোবিন্দের প্রভুর আদেশ-বাণী-জ্ঞাপন, জগদানন্দের প্রণয়াভিমান-ক্রোধ ঃ—

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥ ১১০ ॥

পরে গোবিন্দের পুনরায় প্রভুকে জগদানন্দেচ্ছা-জ্ঞাপন ঃ—

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।
"পণ্ডিতের ইচ্ছা,—তৈল করুন অঙ্গীকার ॥" ১১১ ॥

জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ভোগচেষ্টার অনৌচিত্য-শিক্ষা-দান ঃ—

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ-বচন।
"মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন!! ১১২ ॥
এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমার 'পরিহাস' ॥ ১১৩ ॥

নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-সম্ভোগপ্রিয় যতিবেষীকে গর্হণ ঃ—

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
'দারী সন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥" ১১৪ ॥

প্রভুর রোষহেতু গোবিন্দ নির্ব্বাক ঃ—

শুনি' প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ॥ ১১৫ ॥

স্বয়ং সর্ব্ববস্তুর ভোক্তা হইয়াও জগদানন্দের আগমনে লোক-শিক্ষক আচার্য্যরূপে প্রভুর সাধক বা আচার্য্যকে ইন্দ্রিয়সুখ-ত্যাগ বা আদর্শ-বৈরাগ্যাচার-প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে।
আমি ত' সন্ন্যাসী,—তৈল না পারি লইতে ॥ ১১৬ ॥

পণ্ডিতকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বচিদুপকরণ-ভোক্তা ভগবানের সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট-দ্রব্যদ্বারা সেবাতেই জীবের সেবা-সাফল্য-শিক্ষাদান ঃ—

জগন্নাথে দেহ' লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥" ১১৭ ॥

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুপ্রতি প্রণয়াভিমান-রোষ ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"কে তোমারে কহে মিথ্যাবাণী?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥" ১১৮ ॥

প্রভু-সম্মুখে তৈলপাত্র-ভঙ্গ ঃ—

এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৯ ॥

স্বগৃহে আপনাকে আবদ্ধকরণ ঃ—

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥ ১২০ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের ভক্তমানভঞ্জন বা কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
"উঠহ পণ্ডিত"—করি' কহেন ডাকিয়া ॥ ১২১ ॥

ভক্তগৃহে ভগবানের স্বয়ং উপযাচকরূপে ভিক্ষাঙ্গীকার ঃ—

"আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে যাই দরশনে ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—সস্ত্রীক সন্ন্যাসী।

১২২। যাই দরশনে—শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাই।

অনুভাষ্য

১০৮। "প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা। মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জ্জয়েৎ।।"* এই 'ব্রত'-শব্দে কেহ কেহ 'যতিব্রত' ব্যাখ্যা করেন। তিথি-তত্ত্বে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন লিখিয়াছেন,—"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্। অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গে চ নিত্যশঃ।।" অর্থাৎ ঘৃত, সার্ষপতৈল, পুষ্পতৈল এবং পক্বতৈল মাখিলে 'গৃহস্থে'র পক্ষে দোষাবহ হয় না।

১১২। সহায়হীন ভিক্ষুর অর্থাৎ সন্ন্যাসীর অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে নাই। এক্ষেত্রে বিলাস-সহচর সুগন্ধি-তৈল মাখাইবার জন্য বিলাসপরায়ণ ভোগিগণের ন্যায় কিঙ্করতুল্য লোক নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুখের বিষয় হয়,—ইহা শ্লেষোক্তি।

১১৪। দারী সন্ন্যাসী—স্ত্রীসম্ভোগী, মিথ্যাচার-ভ্রষ্ট, তান্ত্রিক যতি।

১২০। জগদানন্দ সমুদ্রকূলে হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থানের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান-কালের 'সাত-আসন' নামক ভজন-কুটীর-সমূহের অন্যতম 'গিরিধারী'-আসনে থাকিতেন,—ইহা শ্রীরঘু-নাথবৈদ্য-লিখিত গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

** প্রাতঃস্নানকালে, যে কোন ব্রতে, দ্বাদশী-তিথিতে (অথবা দ্বাদশী-ব্রতে) এবং সূর্য্য-চন্দ্রগ্রহণকালে তৈল-ব্যবহার মদ্যলেপন তুল্য, অতএব তৎকালে তৈল বর্জ্জনীয়।*

প্রভুপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রভুর জন্য ভোগ-রন্ধন ও সমর্পণ ঃ—

এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা ।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥ ১২৩ ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ।
পাদপ্রক্ষালন করি' বসিলা আসনে ॥ ১২৪ ॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা ।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥ ১২৫ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী ।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥ ১২৬ ॥

অভিন্নাত্মা প্রণয়পাত্র ভক্তসহ ভক্তপ্রেমবশ ভগবানের একত্র আহারেচ্ছা ঃ—

প্রভু কহে,—"দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন ।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিমু ভোজন ॥" ১২৭ ॥
হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন ।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥ ১২৮ ॥

পণ্ডিতের প্রভুপ্রীত্যুক্তি ; পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

"আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু ।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু ??" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রেমপাচিতান্ন-প্রসাদের স্তুতিপূর্ব্বক তদ্ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥ ১৩০ ॥
"ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥ ১৩১ ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া ।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥ ১৩২ ॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ??" ১৩৩ ॥

গৌর-সর্ব্বস্ব, গৌরগতপ্রাণ পণ্ডিতের প্রভুকেই সর্ব্বকর্ত্তৃ-স্বরূপে জ্ঞান ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা ।
আমি সব,—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥" ১৩৪ ॥

ভক্তের অভিমান-ভয়ে ভগবানের প্রচুর ভোজন ঃ—

পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥ ১৩৫ ॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন ।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥ ১৩৬ ॥
বারবার প্রভু উঠিতে করেন মন ।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥ ১৩৭ ॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥ ১৩৮ ॥

পরিবেশন-বিরামার্থ পণ্ডিতকে কাতরভাবে অনুরোধ ঃ—

তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান ।
"দশগুণ খাওয়াইলা, এবে কর সমাধান ॥" ১৩৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুর পণ্ডিতকে স্বসম্মুখে ভোজনে অনুরোধ ঃ—

তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন ।
পণ্ডিত আনিল, মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥ ১৪০ ॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে ।
'আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥' ১৪১ ॥

বাম্যস্বভাব পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্য-বুদ্ধিতে প্রভুর মর্য্যাদা-সংরক্ষণ, প্রভুকে বিশ্রামে গমনার্থ-প্রার্থনা ঃ—

পণ্ডিত কহে,—"প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম ।
মুই, এবে প্রসাদ লইমু করি' সমাধান ॥ ১৪২ ॥

গোবিন্দের সঙ্গী প্রভুভৃত্য রামাই ও রঘুনাথভট্টের সেই ভোগ-রন্ধনান্তে প্রভু-প্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই, রঘুনাথ ।
ইঁহা-সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥" ১৪৩ ॥

পণ্ডিতের ভোজন-সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ গোবিন্দকে আদেশ দিয়া প্রভুর গৃহে গমন ঃ—

প্রভু কহেন,—"গোবিন্দ, তুমি ইঁহাই রহিবা ।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা ॥" ১৪৪ ॥

প্রভুসুখৈকনিষ্ঠ পণ্ডিতের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা না করিয়া গোবিন্দকে প্রভু-সেবনার্থ প্রেরণ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন ।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥ ১৪৫ ॥
"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসম্বাহনে ।
কহিহ,—'পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥' ১৪৬ ॥

প্রভুর নিদ্রান্তে প্রভুচ্ছিষ্ট-সম্মানার্থ আসিতে অনুরোধ ঃ—

তোমার প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া ।
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥" ১৪৭ ॥

সকলের বণ্টনপূর্ব্বক প্রভুচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩৯। সমাধান—নিষ্পত্তি, সমাপন, অবসান, শেষ।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বয়ং প্রভূচ্ছিষ্ট-গ্রহণ ঃ—

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানেরও স্ব-সুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষানুসন্ধান ঃ—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

পণ্ডিতের ভোজনান্তে প্রভুর শয়ন ; ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজকার্য্য-সমাধান-জ্ঞান ও সুখ ঃ—

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

গৌরবশকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত দ্বাপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেমোপমা ঃ—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত'-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণে প্রেমোদয় ঃ—

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। 'প্রেমবিবর্ত্ত'—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ-বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করত সনাতনের সহিত বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস-সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু-ফল-ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান-শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক' নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীর বা বৈষ্ণবের পক্ষে পরস্ত্রীর মুখে কৃষ্ণগীত সাক্ষাৎ শ্রবণ করা যে অযুক্ত—ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় কায়স্থ রামদাস-বিশ্বাস-পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস-পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্বহেতু মুক্তি-বাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদ-শেষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহকৃশ অথচ ভাবপ্রফুল্ল প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌর-চন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) মনঃ তনূঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া) ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ) ক্বচিৎ ফুল্লতাং (স্ফীততাং) দধাতে (ধারয়তঃ), তং গৌরম্

স্বয়ং প্রভুচ্ছিষ্ট-গ্রহণ ঃ—

আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন ।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥ ১৪৯ ॥

ভক্তপ্রেমবশ ভগবানেরও স্ব-সুখার্থ চেষ্টা ছাড়িয়া ভক্তের সন্তোষানুসন্ধান ঃ—

"দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥" ১৫০ ॥

পণ্ডিতের ভোজনান্তে প্রভুর শয়ন ; ভক্তের তৃপ্তি বা সন্তোষেই প্রভুর নিজকার্য্য-সমাধান-জ্ঞান ও সুখ ঃ—

গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন ।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥ ১৫১ ॥

গৌরবশকারী পণ্ডিত ও প্রভুর প্রেমের সহিত দ্বাপরে সত্যভামা ও বাসুদেবের প্রেমোপমা ঃ—

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে ।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥ ১৫২ ॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের 'প্রেমবিবর্ত্ত'-শ্রবণে গৌরকৃষ্ণে প্রেমোদয় ঃ—

জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন ।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। 'প্রেমবিবর্ত্ত'—এক অর্থ এই যে, প্রেমের 'বিবর্ত্ত' অর্থাৎ প্রেমকার্য্যে রোষভ্রম হয়, এরূপ ব্যবহার ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, জগদানন্দ মহাপ্রভুর চরিত্র যে স্ব-কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহা।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু কলার শরলায় শয়ন করিলে তাঁহার বড় কষ্ট হয় বলিয়া জগদানন্দ লেপ-বালিস ইত্যাদি তৈয়ার করিলে মহাপ্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। স্বরূপ গোস্বামী কলার পেটো চিরিয়া চিরিয়া যে লেপ-বালিসের মত তৈয়ার করিয়া দিলেন, তাহা অনেক আপত্তির সহিত মহাপ্রভু স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে গমন করত সনাতনের সহিত বহুবিধ ভক্তি আস্বাদন করিলেন। মুকুন্দ সরস্বতীর বহির্ব্বাস-সম্বন্ধে আচার্য্যাভিমানরূপ পরমোপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। জগদানন্দ সনাতনের ভেট মহাপ্রভুকে দিলে তাহাতে পিলু-ফল-ভক্ষণের রহস্য উঠিল। দেবদাসীর গান-শ্রবণে মহাপ্রভু কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া, গায়ক যে স্ত্রীলোক ইহা না জানিয়া তাহার দিকে দৌড়িতেছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে অবরোধ করায়, তিনি 'স্ত্রীলোক' নাম শুনিয়া গোবিন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। সন্ন্যাসীর বা বৈষ্ণবের পক্ষে পরস্ত্রীর মুখে কৃষ্ণগীত সাক্ষাৎ শ্রবণ করা যে অযুক্ত—ইহা এই আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় কায়স্থ রামদাস-বিশ্বাস-পণ্ডিতকে পথে সঙ্গে পাইয়াছিলেন। বিশ্বাস-পণ্ডিতের হৃদয়ে বিদ্যাগর্ব্বহেতু মুক্তি-বাঞ্ছা থাকায় মহাপ্রভু তাহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন না। ভট্টগোস্বামীর আংশিক জীবনী এই পরিচ্ছেদ-শেষে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহকৃশ অথচ ভাবপ্রফুল্ল প্রভুর আশ্রয়গ্রহণ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদজাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌর-চন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) মনঃ তনূঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা (কৃষ্ণবিরহজনিতপীড়য়া) ক্ষীণে অপি চ ভাবৈঃ (সাত্ত্বিকাদিভিঃ) ক্বচিৎ ফুল্লতাং (স্ফীততাং) দধাতে (ধারয়তঃ), তং গৌরম্

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে ।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩ ॥

উক্ত শ্লোকার্থ ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন-কায় ।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥ ৪ ॥

প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য ঃ—

কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায় ।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥ ৫ ॥

তদ্দর্শনে প্রভুসুখতৎপর ভক্তগণের কষ্ট ; জগদানন্দের প্রভুসুখবিধানে চেষ্টা ঃ—

দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায় ।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥ ৬ ॥

প্রভুর জন্য গেরুয়া ওয়াড় দিয়া তোষক ও বালিশ তৈয়ার ঃ—

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা ।
শিমূলীর তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥ ৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে নিয়োগার্থ গোবিন্দকে অনুরোধ ঃ—

এক তুলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা ।
'প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়'—তাহারে কহিলা ॥ ৮ ॥

শ্রীস্বরূপকেও অনুরোধ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ ।
"আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন ॥" ৯ ॥

স্বরূপ ও গোবিন্দের তদ্দ্বারা শয্যা-রচনা, তদ্দর্শনে প্রভুর ক্রোধ ঃ—

শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা ।
তুলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥ ১০ ॥

প্রভুর তন্নির্ম্মাণকারীর নাম-জিজ্ঞাসা ; পণ্ডিতের নাম-শ্রবণে প্রভুর ভয় ঃ—

গোবিন্দেরে পুছেন,—'ইহা করাইল কোন্ জন?"
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥ ১১ ॥

তৎক্ষণাৎ সেই শয্যা দূরে নিক্ষেপ ও কদলীপত্রে শয়ন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' সেই তুলি দূর কৈলা ।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥ ১২ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক জগদানন্দের দুঃখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥" ১৩ ॥

আপনাকে বিরক্ত যতি-অভিমানে প্রভুর কৃত্রিম ক্রোধপূর্ব্বক অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"খাট এক আনহ পাড়িতে ।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥ ১৪ ॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন ।
আমারে খাট-তুলি-বালিশ—মস্তক-মুণ্ডন !!" ১৫ ॥

জগদানন্দকে স্বরূপের প্রভুবাক্য-জ্ঞাপন, পণ্ডিতের ক্লেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা ।
শুনি' জগদানন্দ মনে মহাদুঃখ পাইলা ॥ ১৬ ॥

সেবা-চতুর শ্রীস্বরূপের প্রভু-সেবার্থ শয্যা-দ্রব্য নির্ম্মাণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার ।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥ ১৭ ॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা ।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে-সব ভরিলা ॥ ১৮ ॥

অতিকষ্টে প্রভুর তদ্গ্রহণে সম্মতি-প্রদান ঃ—

এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে ।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥ ১৯ ॥

প্রভুর শয়নে সকলে সুখী, কেবলমাত্র জগদানন্দের দুঃখ ঃ—

তাতে শয়ন করেন প্রভু,—দেখি' সবে সুখী ।
জগদানন্দ—ভিতর-বাহিরে মহাদুঃখী ॥ ২০ ॥

পণ্ডিতের বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ; পূর্ব্বে ইচ্ছা-সত্ত্বেও প্রভুর বিনাদেশে গমনে অসামর্থ্য ঃ—

পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে ।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥ ২১ ॥

অধুনা প্রভুর শয়ন-ব্যাপারে দুঃখিত হইয়া মথুরা-গমনে প্রভুর আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

ভিতরের দুঃখ বাহ্যে প্রকাশ না কৈলা ।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২২ ॥

প্রভুর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি' ।
আমায় দোষ লাগাঞা হইবা ভিখারী ॥" ২৩ ॥

বাম্যস্বভাব হইয়াও প্রভুপদে জগদানন্দের সসম্ভ্রমে কাতর-নিবেদন ঃ—

জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ ।
"পূর্ব্ব হইতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥ ২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫। কলার শরলাতে—কদলীর বল্কলে।

১৫। মস্তক-মুণ্ডন—লজ্জা দিবার কথা।

অনুভাষ্য

[অহম্] আশ্রয়ে (শরণং প্রপদ্যে)।

৮। তুলি—তুলার তোষক, গদী।

১৯। ওড়ন-পাড়ন—ওতঃপ্রোত ; কাহারও মতে—বালিশ ও তোষক।

প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে ।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥" ২৫ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুর নিষেধ, পণ্ডিতের নির্ব্বন্ধ ঃ—

প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার ।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥ ২৬ ॥

শ্রীস্বরূপকে পণ্ডিতের নিবেদন, প্রভুর পণ্ডিতের গমন-বিষয়ে অসম্মতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন ।
"পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥ ২৭ ॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি ।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, 'ক্রোধে যাহ' বলি' ॥২৮॥

স্বীয় গমন-বিষয়ে প্রভুর সম্মতি-গ্রহণার্থ স্বরূপকে অনুরোধ ঃ—

সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ', করিয়ে বিনয় ॥" ২৯ ॥

স্বরূপের তজ্জন্য প্রভুপদে নিবেদন ও আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

তবে স্বরূপ গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে ।
"জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩০ ॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার ।
আজ্ঞা দেহ',—মথুরা দেখি' আইসে একবার ॥ ৩১ ॥
আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায় ।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥" ৩২ ॥

স্বরূপের অনুরোধে জগদানন্দকে ডাকিয়া তথাকার কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা ।
জগদানন্দে বোলাঞা তাঁরে শিখাইলা ॥ ৩৩ ॥

পথবিষয়ে উপদেশ-দান ঃ—

"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে ।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥ ৩৪ ॥
কেবল গৌড়ীয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি' বান্ধে ।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥ ৩৫ ॥

মথুরা-গমনান্তে কর্ত্তব্যোপদেশ ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন রাগমার্গীয় ভক্তের সহিত সঙ্গ-বিষয়ে সতর্কীকরণ ঃ—

মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা ।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥ ৩৬ ॥
দূরে রহি' ভক্তি করি' সঙ্গে না রহিবা ।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদা সনাতন-সঙ্গে অবস্থান-জন্য উপদেশ ঃ—

সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন ।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণভিন্ন গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিতে নিষেধ ঃ—

শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল ।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥ ৩৯ ॥

সনাতনকে প্রভুর আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন ও ভজন-স্থান নির্ব্বাচন করিতে আদেশ —

আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে ।
আমার তরে একস্থান করে বৃন্দাবনে ॥" ৪০ ॥

পণ্ডিতকে বিদায়ালিঙ্গন, পণ্ডিতের প্রভুপদ-বন্দন ঃ—

এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন ।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। মথুরার স্বামী-সবের—মথুরাবাসী 'চৌবে'গণের।

৩৭। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধবাৎসল্যভাবে তাঁহারা যে-সকল আচার করিয়া থাকেন, তাহা—স্মার্ত্তমতের বিরুদ্ধ ; ইহা দেখিয়া (ঐশ্বর্য্যভাবরত) তোমার মনে অশ্রদ্ধা হইতে পারে। কিন্তু ব্রজমণ্ডলবাসীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা না হওয়াই আবশ্যক ; কেননা, তাঁহাদের ভক্তি—রাগাত্মিকা। অতএব (তোমার ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবপ্রিয় ভক্ত রাগমার্গীয় তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিয়া) দূরে থাকিয়াই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি করিবে।

৩৯। অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্র চলিয়া আসাই ভাল। শ্রীগোপাল-দর্শনের জন্য গোবর্দ্ধনে চড়িবে না ; যেহেতু গোবর্দ্ধন—সাক্ষাদ্ভগবন্মূর্ত্তি ; তাঁহার উপর চড়া ভাল

অনুভাষ্য

২৮। 'ক্রোধে যাহ' বলি'—'ক্রোধের সহিত যাও' বলিয়া।

৩৪। ক্ষত্রিয়াদি-সাথে—দস্যুহস্ত হইতে রক্ষাকারী ক্ষত্রিয়-গণের সঙ্গে।

৩৫। গৌড়ীয়া অর্থাৎ গৌড় বা বঙ্গদেশীয় মনুষ্য—স্বভাবতঃ অস্থূলকায় ও দুর্ব্বলপ্রতিম। একাকী পাইলে নিঃসহায় দুর্ব্বল-গণকে বাটপাড় অর্থাৎ পথদস্যুগণ বান্ধিয়া রাখিয়া সমস্ত কাড়িয়া লয় এবং গমনবিষয়ে বিরোধ করে অর্থাৎ যাইতে দেয় না। কাহারও মতে,—গৌড়ীয়দিগকে 'সুচতুর' দেখিয়া পথদস্যু-কার্য্যে নিযুক্ত করে এবং দস্যুকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কোথাও ছাড়িয়া দেয় না।

৪০। প্রভুর পুনর্ব্বার বৃন্দাবন-গমনের কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখা যায় না ; পরবর্ত্তী ৭০ সংখ্যায় সনাতন-প্রভুকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর বাসস্থান-রূপে নির্ব্বাচিত-স্থান-সংস্কারদ্বারা অনুমিত হয় যে, মহাপ্রভু পরে পুনর্ব্বার বৃন্দাবন গমন করিতেও পারেন।

ভক্তগণ হইতে বিদায় লইয়া কাশী-আগমন ঃ—

সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥ ৪২ ॥

তপনমিশ্র ও বৈদ্য চন্দ্রশেখর-সহ সাক্ষাৎকার ও সংলাপ ঃ—

তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর,—দোঁহারে মিলিলা ।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকল শুনিলা ॥ ৪৩ ॥

মথুরায় সনাতনসহ মিলন ও উভয়ের আনন্দ ঃ—

মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে ।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥ ৪৪ ॥

সনাতনানুগত্যে পণ্ডিতের দ্বাদশবন-দর্শন ঃ—

সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশবন-দরশন ।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥ ৪৫ ॥

উভয়ের একত্র অবস্থান, কিন্তু পৃথক্ অভ্যাস-মত
পৃথক্ খাদ্য-গ্রহণ ঃ—

সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে একঠাঞি ।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥ ৪৬ ॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে ।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥ ৪৭ ॥

মানদ সনাতনকর্ত্তৃক পণ্ডিতের সেবা ঃ—

সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ।
মহাবনে দেন আনি' মাগি' অন্ন-পান ॥ ৪৮ ॥

একদিন পণ্ডিতের সনাতনকে নিমন্ত্রণ ও রন্ধন ঃ—

একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা ।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥ ৪৯ ॥

মস্তকে সন্ন্যাসিদত্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সনাতনের
পণ্ডিতের গৃহে আগমন ঃ—

'মুকুন্দ সরস্বতী' নাম সন্ন্যাসী মহাজনে ।
এক বহির্ব্বাসে তেঁহো দিল সনাতনে ॥ ৫০ ॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥ ৫১ ॥

সনাতনের বস্ত্রকে প্রভুদত্ত-বস্ত্রজ্ঞানে পণ্ডিতের প্রেম ঃ—

রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা ।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥ ৫২ ॥

সনাতনের বস্ত্রপ্রাপ্তির কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

"কাঁহা পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?"
"মুকুন্দ-সরস্বতী দিল",—কহেন সনাতন ॥ ৫৩ ॥

প্রভু ব্যতীত অন্য সন্ন্যাসীর দান-গ্রহণে পণ্ডিতের ক্রোধ ঃ—

শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল ।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥ ৫৪ ॥

সনাতনের লজ্জা ঃ—

সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা ।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা ॥ ৫৫ ॥

সনাতনকে পণ্ডিতের ভর্ৎসনা ঃ—

"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান ।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥ ৫৬ ॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।
কোন্ ঐছে হয়,— ইহা পারে সহিবারে ??" ৫৭ ॥

অমানী মানদ মহাধীর সনাতন-গোস্বামীর আত্মদৈন্য ও
পণ্ডিতের গৌরপ্রেম-নিষ্ঠা-প্রশংসা ঃ—

সনাতন কহে,—"সাধু পণ্ডিত-মহাশয় !
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥ ৫৮ ॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে ?? ৫৯ ॥

পণ্ডিতের প্রেমপরীক্ষণ ও প্রত্যক্ষ তদ্দর্শন ঃ—

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥ ৬০ ॥

রাগমার্গীয় পরমহংসের কাষায়বস্ত্রপরিধান-
বিষয়ে নিষিদ্ধতা ঃ—

রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায় ।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কায উহায় ??" ৬১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

নয়। গোপাল যখন যখন অন্যাশ্রমে যান, সে-সময় দর্শন করাই ভাল।

৪৬। সনাতন তখন মাধুকরী-ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটির টুক্‌রা খাইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাত না খাইলে নিজের প্রতিদিন চলিবে না বলিয়া জগদানন্দ-পণ্ডিত দেবালয়ে গিয়া পাক করিতেন ; ব্রজের দেবালয়ে ভাত-ডাল প্রসাদ হইত না।

অনুভাষ্য

৪৮। সমাধান—সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন বা সেবন।

৫৫। জানি—জানাইয়া অথবা গৌরপ্রেমময় জানিয়া।

৬১। বৈষ্ণবগণ—পরমহংস ও অকিঞ্চন ; সুতরাং বৈধ-সন্ন্যাসিগণের পরিধেয় গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় পারমহংস্যাশ্রম নির্দ্দেশ বা প্রদর্শন করিতে হয় না। বিশেষতঃ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর শ্রীগৌরহরি একদণ্ডীর বেশ স্বীকার করায় তাঁহার পদাশ্রিত কিঙ্করগণ তদ্দাসাভিমানে অপ্রাকৃত

অমৃতানুকণা—৬১। শ্রীসনাতন-গোস্বামীর শিরোধৃত 'রাতুল-বস্ত্র' 'শ্রীমুকুন্দ-সরস্বতী'-নামক কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর প্রদত্ত জানিয়া

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত শ্রীসনাতন-প্রতি যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর শ্রীসনাতন গোস্বামী তদুত্তরে যে "রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়" বলিয়াছিলেন—ইহাতে কেহ কেহ বৈষ্ণবস্থানে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করায় বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়া বিচার করিয়া থাকেন যে, 'গৈরিকবসন-ব্যবহার বৈষ্ণবের পক্ষে সঙ্গত নহে।' 'রাতুল-বস্ত্র' বা 'রক্ত-বস্ত্র' বলিতে মুখ্যতঃ কাষায় বসন বা গৈরিক-বস্ত্রই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত কখনই 'গৈরিক বস্ত্র' প্রতি বীতরাগ ছিলেন না, যে তদ্দর্শনে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীসনাতনকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য তোষক বালিশ তৈয়ার করিতে বস্ত্র গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলেন,—"সুক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা। শিমুলির তুলা দিয়া তাহা পূরাইলা।।" (অন্ত্য ১৩।৭) ; এবং তিনি শ্রীসনাতন গোস্বামীর মস্তকে ধৃত গৈরিকবস্ত্র-দর্শনে প্রথমে উহা মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র-জ্ঞানেই প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন,—"রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা।" কিন্তু যাঁহাকে তিনি মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে গণ্য করিতেন ("তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান। তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন।।"), সেই শ্রীসনাতনপ্রভুর মস্তক একমাত্র মহাপ্রভুর উপভুক্ত বস্ত্রেই ভূষিত হওয়ার যোগ্য,—সেস্থলে কোন একদণ্ডী সন্ন্যাসীর বসন ধৃত হইলে মহাপ্রভুর 'নিজ ধন'-রূপ শ্রীসনাতনের অবমাননাই হইয়া থাকে এবং তাহা শ্রীজগদানন্দ-পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়াই তিনি শ্রীসনাতনকে ঐরূপ প্রণয়-ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার গৈরিক-বসন-বিরোধিতা কিরূপে প্রকাশ পাইল? বস্তুতঃ এতদ্দ্বারা শ্রীজগদানন্দের শ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রধান সেবক শ্রীসনাতন—উভয়ের প্রতিই প্রণয়াতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এইবাক্যে গৈরিকবসন তথা যতিবেষ-ধারণ অর্থাৎ পক্ষান্তরে সন্ন্যাসগ্রহণ বৈষ্ণবগণের কখনও কর্ত্তব্য নহে, ইহাই যদি শ্রীসনাতন গোস্বামীর অভিপ্রায় হইত, তবে তদনুসারে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং তাঁহার সন্ন্যাসি-সঙ্গিগণের যতিবেষও অবৈধরূপে বিচারিত হইত। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ 'স্বয়ং ভগবানের' সন্ন্যাসগ্রহণ এবং তদুচিত বেষধারণ অবৈধ!—এইরূপ অশাস্ত্রীয় বিচার নিখিলশাস্ত্রবেত্তা শ্রীসনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে কখনও সম্ভব নহে। সকল বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, সংহিতা, এমনকি সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যাঁহাকে ভাগবতের যথার্থ ব্যাখ্যাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই শ্রীল শ্রীধরস্বামীর 'ভাবার্থ-দীপিকা' (১০।৮৬।৩) "পূজ্যতম-ত্রিদণ্ডি-বেষম্"—সর্ব্বত্র যেস্থলে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি ও মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে, সেস্থলে সর্ব্বপণ্ডিতকুল-চূড়ামণি শ্রীসনাতন গোস্বামীর ঐরূপ বাক্যের অর্থ-অনুধাবন যে কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ 'মাটিয়া-বুদ্ধি'র কার্য্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের (২।৭।১৪) দিগ্‌দর্শিনী-টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী জানাইয়াছেন,—"যে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দাশ্রয়াস্তে যতয় এব নোচ্যন্তে, কিন্তু পরমভক্তা এব, সর্ব্বপরিত্যাগেন তচ্চরণারবিন্দাশ্রয়ণাৎ, কেবলং গৃহাদিপরিত্যাগনিষ্ঠার্থমেব সন্ন্যাসগ্রহণাৎ, বেষমাত্রেণ যতি-সাদৃশ্যং তেষাম্।" অর্থাৎ, 'যাঁহারা ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে (বেষচিহ্নদ্বারা) কেবল 'যতি' বলা যাইতে পারে না,—সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎচরণকমল আশ্রয়হেতু তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভক্তই। কেবল গৃহাদি-পরিত্যাগে নিষ্ঠার জন্যই সন্ন্যাস-গ্রহণহেতু বেষমাত্রদ্বারা তাঁহাদের (ভক্তগণের) 'যতি'-সাদৃশ্য।' শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছেন,—'পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেষধারণ। মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ।।" (মধ্য ৩।৮)—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক যে গৈরিকবেষাদি ধারণ হইয়া থাকে, তাহা কেবল গৃহত্যাগাদি-নিষ্ঠা তথা পরাত্ম-শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠার জন্য। বেষধারণ করিলেই 'সংসারতারণ' হয়, এরূপ নহে, তাহা কেবল মুকুন্দসেবা-দ্বারাই ঘটিয়া থাকে—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। সুতরাং 'গৈরিকবেষ-ধারণ বৈষ্ণবগণের সঙ্গত নহে'—এইরূপ বিচার যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শী নহেন, মাৎসর্য্য-কুপিত হওয়ায়—তত্ত্বান্ধ।

"রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়"—এই সনাতন-উক্তি প্রথমে উক্ত প্রসঙ্গানুসারেই বুঝিতে হইবে। বৈষ্ণব—কাষায়-পরিহিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তথা 'আমিই নারায়ণ', এইরূপ মননকারী একদণ্ডী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য তাঁহার কাষায়বসন-ধারণে বৈষ্ণবের উচ্চাসন খর্ব্বই হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, রাগমার্গীয় পরমহংস বৈষ্ণব—কাষায়-বসন পরিহিত বৈধমার্গীয় বর্ণাশ্রমান্তর্গত সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেক্ষেত্রে তিনি গৈরিকবস্ত্র-ধারণবিধির উর্দ্ধে হওয়ায় তাঁহার পক্ষে উক্ত বস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ।।" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)—যিনি বহির্বিষয়ে বিরক্ত হইয়া মোক্ষকামনায় জ্ঞাননিষ্ঠ হন অথবা মোক্ষবিষয়ে অপেক্ষাশূন্য হইয়া আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্ত হন, তিনি 'সলিঙ্গ-আশ্রম' অর্থাৎ সন্ন্যাসাদি আশ্রমের চিহ্নস্বরূপ গৈরিকবসন, ত্রিদণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া বিধি-নিষেধের অনধীন হইয়া বিচরণ করিবেন। এস্থলে ইহা লক্ষণীয় যে, কেবল বৈষ্ণবেরই নহে, জ্ঞানীরও তদ্রূপ সন্ন্যাসোচিত রক্তবস্ত্র 'পরিতে না যুয়ায়'। তবে তাহা কোন্ অধিকারে?—ইহার সদুত্তর উক্ত শ্লোকের শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত টীকায় স্পষ্ট দেখা যায়,—"পরিপক্ব-জ্ঞানিনো নিষ্কাম-স্বভক্তস্য চ বর্ণাশ্রমনিয়মাভাবমাহ,—জ্ঞাননিষ্ঠঃ পরিপক্বজ্ঞানবান্ ** অত্র সর্ব্বথা নৈরপেক্ষম-জাতপ্রেম্নো ভক্তস্য ন সম্ভবেদত উৎপন্নপ্রেমৈব ভক্তঃ সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যজেৎ, অনুৎপন্নপ্রেমা তু নির্লিঙ্গাশ্রমধর্ম্মাংস্ত্যজেদিত্যর্থো লভ্যতে।" অর্থাৎ, 'পরিপক্বজ্ঞানীর এবং নিষ্কাম নিজভক্তের (শ্রীকৃষ্ণভক্তের) বর্ণাশ্রম-নিয়ম অপ্রয়োজন, ইহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠ—যিনি পরিপক্ব-জ্ঞানবান্। সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষতা অজাতপ্রেম-ভক্তের সম্ভব নহে, অতএব উৎপন্নপ্রেম-ভক্তই কেবল চিহ্নসমূহ-সহ 'আশ্রম' ত্যাগ করিবেন, (এতদ্দ্বারা) অজাতপ্রেম-ভক্ত কিন্তু 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' ত্যাগ করিবেন, এই অর্থই লাভ হইতেছে।'

অতএব দেখা যাইতেছে, যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইয়া "ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা" (গীতা ১৮।৫৪) হইয়াছেন এবং যিনি আত্মধর্ম্মোচিত শুদ্ধভক্তি-যোগে প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পারমহংস্য-ধর্ম্মে উন্নীত ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র গৈরিকবস্ত্র-দণ্ডাদি চিহ্নসহ সন্ন্যাসাদি আশ্রম পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, সর্ব্ব অধিকার-নির্ব্বিশেষে নহে। অজাতপ্রেম-ভক্ত 'নির্লিঙ্গ-আশ্রমধর্ম্ম' অর্থাৎ পারমহংস্য-আশ্রম, যে-আশ্রমের নির্দ্দিষ্ট

প্রভুকে ভোগসমর্পণ ও উভয়ের একত্র প্রসাদসম্মান ঃ—

পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা ।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥ ৬২ ॥

প্রভুবিরহে উভয়ের ক্রন্দন ঃ—

প্রসাদ পাই দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন ।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। রাতুল—রাঙ্গা (কাষায়, গেরুয়া)।

অনুভাষ্য

চিদ্বিলাস-ভেদবুদ্ধিতে বেষগ্রহণ-বিষয়ে তাঁহার সহিত সাম্যব্যবহার যোগ্য বা বিধেয় বলিয়া মনে করেন না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

অনুভাষ্য

পরমহংস বৈষ্ণবগুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া বৈষ্ণবদাসগণ আপনাদিগকে বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস-বৈষ্ণবাসনে অধিষ্ঠিত বলিবার অযোগ্য-জ্ঞানে অনেক সময় দৈন্য-জ্ঞাপনোদ্দেশে গুরু-বৈষ্ণবের অযোগ্য তুর্য্যাশ্রমোচিত গৈরিক (কাষায়) বসনাদি পরিয়াও থাকেন।

কোন চিহ্ন নাই, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজ অধিকারানুযায়ী বর্ণাশ্রম-নিয়মানুসারে আশ্রমোচিত চিহ্নাদি গ্রহণ করিবেন—এই ইঙ্গিতও যে উক্ত শ্লোকে যুগপৎ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা রসিকভক্ত-শেখর শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় অঙ্গুলীনির্দ্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ রাগমার্গীয় পরমহংস-বৈষ্ণবগণের মর্য্যাদামার্গোচিত কাষায় বস্ত্রপরিধানের বা পরিবর্জ্জনের বাধ্য-বাধকতা নাই—তাঁহারা গুণাতীত হওয়ায়, "ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।" (গীতা ১৪।১২)। তজ্জন্য দেখা যায়,—ভক্তিকল্পবৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ ও তৎশিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী এবং উক্তবৃক্ষের নয়টী মূলস্বরূপ—শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ এবং শ্রীসুখানন্দপুরী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিত্যনিমগ্ন ভগবৎ-পার্ষদগণ, তাঁহারা বহির্দৃষ্টিতে 'রক্তবস্ত্র' পরিত্যাগের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নাই। সুতরাং কাষায়-বসনাদিদ্বারা সর্ব্বস্থলেই 'অজাতপ্রেমত্ব' বা বর্ণাশ্রমাধীনত্ব সূচিত হয় না, ইহাও লক্ষিতব্য। বিশেষতঃ রক্তবস্ত্র-মাধ্যমে একদিকে যেরূপ তাঁহারা দৈন্যবশতঃ নিজদিগকে লোকসমক্ষে বর্ণাশ্রমান্তর্গতরূপে চিহ্নিত করাইয়া তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ সহজ অনুরাগ গোপন রাখিতে প্রয়াস করিতেন, অপরদিকে উক্ত 'রক্তবস্ত্র' তাঁহাদিগের জন্য এক বিশেষ উদ্দীপন-স্বরূপ হইয়া পরম ভজনানুকূল-বিচারে তাহা অপরিত্যাজ্য হওয়াও অসম্ভব কিছু নহে—"কনকনিবহ-শোভানিন্দি-পীতং নিতম্বে, তদুপরি নব-**রক্তবস্ত্র**-মিত্থং দধানঃ। **প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ**, প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্টপূর্ত্তিং মুকুন্দঃ।।" (শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্')—যিনি নিতম্বদেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীতবসন এবং তদুপরি '**রক্তবস্ত্র**' এইপ্রকারে ধারণ করিয়াছেন, যেন তাহাতে প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন। সুতরাং বিদ্বদ্রঢ়িবিচারে 'রক্তবস্ত্রে'ও যে মহিমা অনুস্যূত থাকে, তাহা কেবল ভজনচতুর ব্যক্তিগণেরই অনুভবনীয়।

আবার যে-কারণে শ্রীগৌরভৃত্যবর্গ কাষায়-বস্ত্রধারী একদণ্ডীর বেশে অবস্থিত ভগবানের ন্যায় বেষগ্রহণপ্রথার আদর না করিয়া দীনজনোচিত পুরাতন মলিন বসনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধবিচার অবলম্বন করিয়াই শ্রীগোপাল-ভট্টাদি রূপানুগগণ স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ শ্রীরূপাদি গুরুদেবের পারমহংস্য-বেষ গ্রহণ না করিয়া ভাগবত-বিধিমতে একান্ত গৌরভৃত্য শ্রীপ্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদের আনুগত্যপ্রভাবে কাষায় বসন ও শিখাসূত্র ধারণাদি করিয়াছিলেন। শ্রীগোপালভট্ট আকুমার বৃহদ্‌ব্রতী ছিলেন, তজ্জন্য কাষায়-বসন পরিহার করিয়া তাঁহাকে সমাবর্ত্তন করিতে হয় নাই। তদবধি গৌড়ীয় সমাজে উক্ত শ্রীচৈতন্যশিক্ষার আদর চলিয়া আসিতেছে। অনেকে (নিজ স্থূলবুদ্ধি প্রমাণ করিতে) বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং কাষায় বস্ত্রধারী হইলেও তিনি কাহাকেও উক্ত বস্ত্র ধারণের উপদেশ করেন নাই। যিনি "আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।।" (আদি ৩।২০-২১) এই বিচারাবলম্বনে ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন,—যিনি "মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ", "মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন", "মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পাঁরো সহিতে।" (অন্ত্য ৪র্থ) ইত্যাদিরূপে শ্রীসনাতনপ্রভু-মাধ্যমে সাধকভক্তগণকে মর্য্যাদা-মার্গ অবলম্বনের উপদেশ করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার সেই সাক্ষাৎ আচরণ ও বাণী হইতে যদি কেহ তাদৃশ শিক্ষা লাভ না করেন, তবে তাহা দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে।

সাধকগণের তথা সিদ্ধগণের কাষায় বস্ত্র-ধারণের ইতিহাস সত্যযুগ হইতে পরিলক্ষিত হয়। বড় বড় ত্রিকালদর্শী মহানুভব ঋষি-মহর্ষিগণ উক্ত বস্ত্র ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী—নিত্যই কাষায়বসনা—'পৌর্ণমাসীভগবতী সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়িনী। কাষায়-বসনা গৌরী কাশকেশীদরায়তা।।" (শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা) ইত্যাদি। কলিযুগেও শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামী, শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীবল্লভাচার্য্য প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক-বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কাষায়বস্ত্র-ধারণের যে শাশ্বতধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন, তাহা পারমহংস্য-আচরণের অনুকরণপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও অনুরাগের আবরণে কিছু বেদবিরোধী অপসম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। রাগানুগাভিমানী হইয়া যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে বাহ্যাভ্যন্তরে শ্রীরূপানুগ না হইতে পারিয়া বাহ্যিক বেষাদিতেই মাত্র রূপানুগত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সর্ব্বতোভাবে গর্হণপূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত-বিচারানুসারে মর্য্যাদা-সংরক্ষণদ্বারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর তুষ্টিবিধানেই ব্রতী হন।

উভয়ের গৌরবিরহানুভূতি ঃ—

এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥ ৬৪ ॥

প্রভুর ভাবি আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপন, তজ্জন্য স্থান-নির্ব্বাচনার্থ আজ্ঞা ঃ—

মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে।
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥' ৬৫ ॥

জগদানন্দের বিদায়-গ্রহণ ও প্রভুর জন্য সনাতনপ্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥ ৬৬ ॥
রাসস্থলীর বালু, আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পিলুফল আর গুঞ্জামালা ॥ ৬৭ ॥

পণ্ডিতের পুরী-যাত্রা, পণ্ডিতকে সনাতনের কষ্টে বিদায়-দান ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥ ৬৮ ॥

প্রভুর অবস্থান-জন্য দ্বাদশাদিত্য-টিলায় মঠ-নির্ব্বাচন ও সংস্কার-সাধন ঃ—

প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা ॥ ৬৯ ॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া ॥ ৭০ ॥

পণ্ডিতের পুরী-গমন ও সগণ প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
ভক্তসহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥ ৭১ ॥
প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৭২ ॥

প্রভুকে সনাতনের দণ্ডবৎ-জ্ঞাপন ও তদ্দত্ত দ্রব্যাদি-দান ঃ—

সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণের পীলুফল-ভোজন-লীলা ঃ—

সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি' খাইলা হৃষ্ট হঞা ॥ ৭৪ ॥
যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল।
যে না জানে গৌড়ীয়া, পীলু চাবাঞা খাইল ॥ ৭৫ ॥
মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা ॥ ৭৬ ॥

বৃন্দাবন হইতে জগদানন্দের আগমনে সকলের হর্ষ ঃ—

জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥ ৭৭ ॥

প্রভুর ও গুর্জ্জরী-রাগিণীতে গায়িকা দেবদাসীর বৃত্তান্ত-বর্ণন ; কৃষ্ণ-বিষয়ক পদশ্রবণে প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রেমাবেশে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে তৎসহ মিলনার্থ ধাবন ঃ—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥ ৭৮ ॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে।
'গীতগোবিন্দ'-পদ গায় জগমোহনেরে ॥ ৭৯ ॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥ ৮০ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে 'সিজের বাড়ী' হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥ ৮১ ॥

আত্মহারা প্রভুর রক্ষার্থে গোবিন্দের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা!
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥ ৮২ ॥

গোবিন্দের প্রভুকে সাবধান করিয়া বাহ্যদশায় আনয়ন ঃ—

ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্পদূরে।
"স্ত্রী-গান" বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥৮৩॥

আশ্রয়জাতীয়-ভাবযুক্ত প্রভুর জগদ্গুরুত্ব আচার্য্যত্ব ; 'গৌরনাগরী"-বাদ-নিরাস ; প্রভুর প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥ ৮৪ ॥

যোষিৎস্পর্শ বা সঙ্গ—আচার্য্য বা প্রচারকের মৃত্যুকারণ, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া গোবিন্দসমীপে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশচ্ছলে শিক্ষাদান ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯। দ্বাদশাদিত্য-টিলা—শ্রীমদনমোহনের পুরাতন ভগ্ন-মন্দির যে-উচ্চটিলার উপর বর্ত্তমান, তাহাকেই 'দ্বাদশাদিত্য-টিলা' বলে। কৃষ্ণলীলায় সময় দ্বাদশাদিত্য সেইস্থলে উদিত হইয়াছিলেন।

৮১। সিজের বাড়ী—উৎকল-দেশে পুষ্পোদ্যানকে 'ফুল-বাড়ী' বলে। সেখানে সিজের গাছ অর্থাৎ মনসা-সিজ ও কাঁটা-সিজ থাকে ; তাহাকে 'সিজের বাড়ী' বলে। 'বাড়ি' অর্থে—বেড়া।

অনুভাষ্য

৬৯। মঠ—দেবালয়।

গোবিন্দের নিকট অপরিশোধ্য ঋণ, প্রপন্ন গোবিন্দের জগন্নাথকেই রক্ষক-জ্ঞান ঃ—

এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার ।"
গোবিন্দ কহে,—"জগন্নাথ রাখেন, মুই কোন্ ছার ?"৮৬

গোবিন্দকে প্রভুর সর্ব্বক্ষণ সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

প্রভু কহে,—"গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা ।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥" ৮৭ ॥

সংবাদ-শ্রবণে ও প্রভুর অবস্থা-স্মরণে স্বরূপাদির আশঙ্কা ঃ—

এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে ।
শুনি' মহা-ভয় পাইলা স্বরূপাদি মনে ॥ ৮৮ ॥

রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর বৃত্তান্ত ; তাঁহার আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বৃহদ্‌ব্রতী-লীলা ঃ—

এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য ।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ৮৯ ॥

সেবকসহ রঘুনাথের গৌড়-পথে পুরী-যাত্রা ঃ—

কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়-পথ দিয়া ।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাঞা ॥ ৯০ ॥

পথে পুরীযাত্রী রামদাস-বিশ্বাসের মিলন ঃ—

পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস ।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥ ৯১ ॥

রামদাস—রামানন্দীসম্প্রদায়ভুক্ত (রামায়েৎ) ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥ ৯২ ॥
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রিদিনে ।
সর্ব্ব ত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥ ৯৩ ॥

রামদাসকর্ত্তৃক রঘুনাথভট্টপ্রভুর সেবা ঃ—

রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা ।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥ ৯৪ ॥
নানাসেবা করি' করে পাদসম্বাহন ।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥ ৯৫ ॥

রঘুনাথের পণ্ডিত-প্রদত্ত-সেবা-গ্রহণে আপত্তি ঃ—

"তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত ।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥" ৯৬ ॥

রামদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণব-বিপ্রদাস্যে আনন্দ ঃ—

রামদাস কহে,—"আমি শূদ্র অধম !
'ব্রাহ্মণের সেবা',—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥ ৯৭ ॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস' ।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয় উল্লাস ॥" ৯৮ ॥

রামদাসের অনুক্ষণ রামনাম-জপ ঃ—

এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে ।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রিদিনে ॥ ৯৯ ॥

রঘুনাথের পুরী-গমন ও প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে ।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥ ১০০ ॥
দণ্ড-প্রণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে ।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ১০১ ॥

প্রভুপদে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের প্রণতি-জ্ঞাপন, ভগবানের স্বভক্তকুশল-জিজ্ঞাসা ঃ—

মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥ ১০২ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর জগন্নাথদর্শনার্থ আজ্ঞা ও নিজগৃহে নিমন্ত্রণ ঃ—

"ভাল হইল আইলা, দেখ 'কমললোচন' ।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥" ১০৩ ॥

বাসস্থান-দান ও স্বরূপাদি ভক্তসহ মিলন ঃ—

গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা ।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥ ১০৪ ॥

আটমাস প্রভুসঙ্গে অবস্থান ও প্রভুর স্নেহকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস ॥ ১০৫ ॥

স্বগৃহে রঘুনাথের প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১০৬ ॥

অমৃতনিন্দি নৈবেদ্য-রন্ধন-বিদ্যায় পারদর্শী রঘুনাথ ঃ—

রঘুনাথ ভট্ট—পাকে অতি সুনিপুণ ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥ ১০৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। বিশ্বাসখানার কায়স্থ—গৌড়েশ্বরের হিসাব-কার্য্যালয়কে 'বিশ্বাসখানা' বলিত ; কায়স্থগণই তথায় কার্য্য করিতেন, কেননা, তাঁহারা রাজবিশ্বাসী ছিলেন।

৯২। পরম বৈষ্ণব—যিনি হৃদয়ে 'মুমুক্ষু', তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত নন। বস্তুতঃ রামোপাসক থাকায় রামদাসকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বলা যায়। কিন্তু সেকালে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের শ্রেণী-ভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

অনুভাষ্য

৯২। কাব্যপ্রকাশ—মম্মথভট্ট-বিরচিত স্বনামখ্যাত অলঙ্কার-গ্রন্থবিশেষ।

১০২। মিশ্র আর শেখরের—তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের।

ভট্টগোস্বামীর প্রভূচ্ছিষ্ট-লাভ ঃ—

পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥ ১০৮ ॥

রামদাসসহ সাক্ষাৎকার হইলেও অন্তর্যামী প্রভুর তৎপ্রতি ঔদাসীন্য ঃ—

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥ ১০৯ ॥

ঔদাসীন্যের কারণ ঃ—

অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥ ১১০ ॥

রামদাসের কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপনা ঃ—

রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় 'কাব্যপ্রকাশ' ॥ ১১১ ॥

রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুকর্ত্তৃক সংসারে প্রবেশানিচ্ছুক ও অপ্রবিষ্ট সাধককে স্বস্থানে থাকিয়া যোষিৎসঙ্গদ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ-স্পৃহা-মূলে অত্যাহার, প্রয়াস বা লৌল্যাদি-নিষেধ ঃ—

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
"বিবাহ না করিহ" বলি' নিষেধ করিলা ॥ ১১২ ॥

কাশীতে গিয়া বৈষ্ণব-সেবার্থে আদেশ এবং অনর্থমুক্ত কৃষ্ণসুখতৎপর-ভাগবতসমীপেই কৃষ্ণসেবার্থে চিন্ময়-ভাগবতাধ্যয়নার্থ আদেশ ঃ—

"বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥ ১১৩ ॥

পুরীতে একবার আসিতে আদেশ, কণ্ঠমালা-প্রসাদ-দান ঃ—

পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।"
এত বলি' কণ্ঠমালা দিলা তাঁর গলে ॥ ১১৪ ॥

ভট্টকে বিদায়-দান, প্রভুবিরহে ভট্টের ক্রন্দন ঃ—

আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥

ভক্তাজ্ঞা লইয়া রঘুনাথের কাশীতে আগমন ঃ—

স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥ ১১৬ ॥

কাশীতে বৈষ্ণবপণ্ডিত-সমীপে ভাগবতাধ্যয়ন ঃ—

চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥ ১১৭ ॥

পিতামাতার ধামপ্রাপ্তির পর বিরক্ত হইয়া পুরীতে প্রভু-সকাশে আগমন ঃ—

পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্ববৎ রঘুর অষ্টমাস অবস্থানান্তে প্রভুর ব্রজে রূপ-সনাতনের সঙ্গী হইতে আদেশ ঃ—

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥ ১১৯ ॥
"আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। মুক্তি-বাঞ্ছা ও বিদ্যা-গর্ব্ব—এই দুই দোষে রামদাসকে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' হইতে দেয় নাই।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১১১। পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে—ভবানন্দের অধস্তনগণকে।

১১২। শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথভট্টকে সংসারে অপ্রবিষ্ট-অবস্থায়ই কৃষ্ণপরায়ণ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে 'অত্যাহার'রূপ দারপরিগ্রহ করিয়া ভোগায়তন মায়াময় সংসারে প্রবিষ্ট হইতে নিষেধ করিলেন। বিষয়ী স্ত্রৈণ সাংসারিকগণ গৃহব্রত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভোক্তা পুরুষাভিমান ও ভোগবুদ্ধিবশতঃ অনেক সময় কৃষ্ণসেবাবিমুখ, তজ্জন্য তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা অল্প।

১১৩। এস্থানে জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক আচার্য্য শ্রীরঘুনাথ-ভট্টকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধককে একান্ত পরমগৌরভক্ত বৈষ্ণব পিতামাতাকে স্বীয় হরিসেবার অনুকূলভাবে সেবা করিবার জন্যই আদেশ দিয়াছেন ; কৃষ্ণভজনার্থী সেবকমাত্রকেই হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিমুখ পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ দেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী না সা স্যাৎ। দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।"* এবং "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তি-মিচ্ছতা।।"* শ্লোকদ্বয় আলোচ্য।

অবৈষ্ণব-বৈয়াকরণের নিকট ভাগবত পাঠ করিতে গেলে জড়ীয়কাব্যগ্রন্থেরই পাঠ-শ্রবণ হয় ; যেহেতু ঐ সকল পাঠক

** ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞান-উপদেশদ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, তিনি —'গুরু' নহেন, তিনি—'স্বজন' নহেন, তিনি—'পিতা' নহেন, তিনি—'জননী' নহেন, তিনি—'দেবতা' নহেন, তিনি—'পতি' নহেন।*

** হে মুনে! জগতে লৌকিকী অথবা বৈদিকী যে-সকল ক্রিয়া কৃত হইয়া থাকে, ভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি সেইসকল ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলেই অনুষ্ঠান করিবেন।*

বৃন্দাবনে নিত্যকৃত্য-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥" ১২১ ॥

প্রভুর কৃপালিঙ্গন ; রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেম-মত্ততা ঃ—

এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥ ১২২ ॥

জপের তুলসী-মালাদি প্রদান ঃ—

চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা ।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥ ১২৩ ॥

রঘুনাথের প্রত্যহ মালিকা-সেবা ঃ—

সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা ।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥ ১২৪ ॥

বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান ঃ—

প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥ ১২৫ ॥

শ্রীরূপপ্রভুর নিকট রূপানুগবর রঘুনাথের ভাগবত-পাঠ ঃ—

রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন ।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥ ১২৬ ॥

রঘুনাথের অষ্টসাত্ত্বিক ভাব ঃ—

অশ্রু, কম্প, গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে ।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে ॥ ১২৭ ॥

অতীব সুকণ্ঠ ভট্টগোস্বামী ঃ—

পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥ ১২৮ ॥

কৃষ্ণস্মরণে আত্মহারা রঘুনাথ ঃ—

কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে ।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥ ১২৯ ॥

গোবিন্দৈকপ্রাণ রঘুনাথ ঃ—

গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥ ১৩০ ॥

স্বীয় শিষ্যদ্বারা গোবিন্দ-মন্দির ও বিগ্রহভূষণাদি-নির্ম্মাণ ঃ—

নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা ।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা ॥ ১৩১ ॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বিরক্তকুলচূড়ামণি শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী ঃ—

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥ ১৩২ ॥

রঘুনাথের অন্য-নিন্দাদিশূন্যতা, সর্ব্বত্র কৃষ্ণকার্য্য-দর্শন ও অনুভূতি ঃ—

বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে ।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥ ১৩৩ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণস্মরণ-প্রক্রিয়া ঃ—

মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি লেন গলে ॥ ১৩৪ ॥

রঘুনাথের অব্যবহিত কৃষ্ণপ্রেম ঃ—

মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল ।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥ ১৩৫ ॥

পরিচ্ছেদে বর্ণিত -বিষয়ের সংক্ষেপে পুনরুক্তি ঃ—

জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবন-গমন ।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥ ১৩৬ ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল ।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলুঁ সকল ॥ ১৩৭ ॥

গৌর ও গৌরভক্তকথা-শ্রবণে গৌরকৃপায় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

যে এইসকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি' ।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

আপনারাই ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হয় না বলিয়া সংসার ভোগ করে, অপরকে কিরূপে অনর্থনির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে? মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ—মুক্ত-গৃহবন্ধ, সুতরাং তাঁহারাই স্বয়ং 'ভাগবত' হইয়া ভাগবতের প্রকৃত অর্থ অবগত এবং ভক্তিপ্রভাবে সংসারমুক্ত।

১২৩। ছুটা-পান-বিড়া—মশলাদি উপাদান-রহিত পৃথক্-কৃত তাম্বূল।

১২৬। আউলায়—অলগ্ন, শ্লথ, আকুল, অস্থির, উন্মত্ত হয়।

১৩৩। বৈষ্ণবের নিন্দ্যকর্ম্ম—যে অনুষ্ঠানদ্বারা বৈষ্ণবত্বের হানি হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিমুখতা এবং যোষিৎসঙ্গরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধ বা বৈষ্ণবের পক্ষে দূষণীয় বিষয়দ্বয়। বৈষ্ণবা-চার্য্যের কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে কোনপ্রকারেই তদাশ্রিত হরি-ভজনোন্মুখ বৈষ্ণব বা কৃপাপাত্রকে পূর্ব্বোক্ত কদাচারদ্বয় ভজন-বিমুখ না করাইতে পারে, তজ্জন্য উপদেশপ্রদানপূর্ব্বক তাহা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস করা। রঘুনাথ-ভট্টের মধ্যমাধিকারী ভাগবতের ন্যায় অশ্রদ্ধালু কাহারও নিন্দ্যচরিত্র-শোধনে প্রয়াস ছিল না। তিনি জানিতেন যে, সকলেই কৃষ্ণভজন করেন অর্থাৎ "কেহ মানে, কেহ না মানে, সব—তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ।।"

১৩৪। মননের কালে—স্মরণ-সময়ে।

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ়-দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইতেছে। যে-সময়ে তিনি গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা-আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটিতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, প্রভু কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল ; তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা দিলেন ; আর সেই যোগিভাবে কিরূপে বৃন্দাবন-বাস হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটী দশাই প্রভুতে উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন প্রভু তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা-দীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন ; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল ; তখন ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল করিয়া গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর বিপ্রলম্ভরসে অধিরূঢ় মহাভাব-বশে দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি) বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া ।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্ ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন ।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

গৌরভক্ত-সমীপে চৈতন্যচরিত-বর্ণনে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপা ব্যতীত মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিরও প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব—গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

প্রভুকৃপা-বলেই প্রভুর অপ্রাকৃত-লীলোপলব্ধি ঃ—

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনে আকর-গ্রন্থ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস ।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে-যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী চেষ্টা তয়া সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন) মনসা বপুষা (দেহেন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ (অনুষ্ঠানং) ব্যধত্ত (চেষ্টাদিকং চকার), অধুনা (সাম্প্রতং) তল্লেশঃ (যৎকিঞ্চিৎ) কথ্যতে (উচ্যতে)।

অনুভাষ্য

৫। শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক গম্ভীর উন্মাদভাব বুদ্ধিমন্তব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানকালে নব্য ভক্তাভিমানিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রঙ্গিণ 'নদীয়া-নাগরী'-ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব কল্পিত উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাবই জ্ঞাপন করে।

৭। শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শনজ্ঞাপিকা টিপ্পনীসমূহেই মহাপ্রভুর এই গম্ভীর-লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌরপার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সুখলালসায় মায়াময়

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহে অধিরূঢ়-দিব্যোন্মাদ প্রলাপ বর্ণিত হইতেছে। যে-সময়ে তিনি গরুড়-স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, কোন উড়িয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার স্কন্ধের উপর পদ দিয়া মহা-আর্ত্তির সহিত দেখিতে লাগিলে, গোবিন্দ তাহাকে নিবারণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাহার আর্ত্তি প্রশংসা করিয়া মহাপ্রেম-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমের সময় কৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল, আবার এই স্ত্রীলোকের ব্যাপার ঘটিতেই বাহ্যদশা হওয়ায়, প্রভু কৃষ্ণ না দেখিয়া জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত কৃষ্ণদর্শন হারাইয়া প্রভুর রাগোদয় হইল ; তাহাতে আপনাকে যোগীর সহিত উপমা দিলেন ; আর সেই যোগিভাবে কিরূপে বৃন্দাবন-বাস হইতেছে, তাহার বর্ণনা করিলেন। সময় সময় প্রসিদ্ধ দশটী দশাই প্রভুতে উপস্থিত হইতে লাগিল। একদিন প্রভু তিনদ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রে ভিতর প্রকোষ্ঠে শুইয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দ ও স্বরূপ দেখেন,—দ্বার সব বন্ধ আছে, কিন্তু প্রভু অদৃশ্য! ইহা দেখিয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থিসন্ধি-শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা-দীর্ঘাকার ও অচেতন অবস্থায় পাইলেন ; কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর জ্ঞান হইলে পুনরায় ঘরে লইয়া গেলেন। আবার কোন সময় চটক-পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন-ভ্রমবশতঃ দ্রুতগতি যাইতে যাইতে স্তম্ভিত হইয়া কদম্বের ন্যায় মহাপ্রভুর রোমোদ্গম ইত্যাদি মহাভাবযুক্ত একটী দশা দেখা গিয়াছিল ; তখন ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে শীতল করিয়া গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর বিপ্রলম্ভরসে অধিরূঢ় মহাভাব-বশে দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি) বর্ণন ঃ—

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥ ২ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥ ৩ ॥

গৌরভক্ত-সমীপে চৈতন্যচরিত-বর্ণনে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্যবর্ণন ॥ ৪ ॥

গৌরকৃপা ব্যতীত মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিরও প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব—গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥ ৫ ॥

প্রভুকৃপা-বলেই প্রভুর অপ্রাকৃত-লীলোপলব্ধি ঃ—

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥ ৬ ॥

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের কড়চাই গৌরলীলা-বর্ণনে আকর-গ্রন্থ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ-দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন, বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে-যে-কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা (কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেণ যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী চেষ্টা তয়া সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকেন) মনসা বপুষা (দেহেন) ধিয়া (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) যৎ যৎ (অনুষ্ঠানং) ব্যধত্ত (চেষ্টাদিকং চকার), অধুনা (সাম্প্রতং) তল্লেশঃ (যৎকিঞ্চিৎ) কথ্যতে (উচ্যতে)।

৫। শ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জনিত অপ্রাকৃত অলৌকিক গম্ভীর উন্মাদভাব বুদ্ধিমন্তব্যক্তিগণ স্ব-স্ব-অক্ষজজ্ঞানে বুঝিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানকালে নব্য ভক্তাভিমানিগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রঙ্গিণ 'নদীয়া-নাগরী'-ভাব ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিনব কল্পিত উপাসনা গৌরলীলার মধ্যে প্রবেশাভাবই জ্ঞাপন করে।

৭। শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর কড়চা অর্থাৎ নিদর্শনজ্ঞাপিকা টিপ্পনীসমূহেই মহাপ্রভুর এই গম্ভীর-লীলার উদ্দেশ সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা এই গৌরপার্ষদদ্বয়ের শ্রীচরণ পরিত্যাগ করিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়সুখলালসায় মায়াময়

স্বরূপ ও রঘুনাথপ্রভুদ্বয়ের প্রামাণ্যের কারণ ঃ—

সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে ।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে ॥ ৮ ॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন ।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥ ৯ ॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার' ।
তার বাহুল্য বর্ণি—পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥ ১০ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-ভাব-শ্রবণে তদনুসরণেই প্রেমলাভ ঃ—

তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥ ১১ ॥

অন্তর্দশায় প্রভুহৃদয়ে কৃষ্ণবিরহিণী রাধাদি-গোপীভাবোদয় ; শেষ সপ্তপরিচ্ছেদেই 'গৌরনাগরবাদ'-নিরাস ঃ—

কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে-দশা হৈল ।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে-দশা উপজিল ॥ ১২ ॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধাভাবেই বিভাবিত প্রভু, সুতরাং তাঁহাতে কৃষ্ণের সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা-বৃত্তির অভাব ঃ—

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা 'অভিমান' ।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা'-জ্ঞান ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯। সংক্ষেপে বাহুল্যে—স্বরূপ-গোস্বামী সংক্ষেপে এবং রঘুনাথদাস-গোস্বামী বাহুল্যে কড়চা রচনা করিয়াছেন।

১০। স্বরূপ গোস্বামী সূত্র এবং রঘুনাথ তাঁহার বৃত্তি লিখিয়াছেন ; সেই দুইটী বর্ণনাই একটু বাহুল্য করিয়া পাঁজি-টীকার (প্রস্তাবনার) ন্যায় আমি লিখিতেছি। 'পাঁজিটীকা' বা 'পঞ্জিটীকা'র অর্থ এই যে, বৃত্তিকারের মূল আকর-গ্রন্থের বিচারগুলি তুলার ন্যায় পিঁজিয়া কিছু বৃদ্ধি করিয়া বলেন।

অনুভাষ্য

সংসারে, গৌরভক্তির নাম লইয়া মনোধর্ম্মচালিত হইয়া 'রং-বেরং'-মতে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বুঝিতে অক্ষম হইয়া গৌরসেবাবিমুখ হন।

৮। এই পদ্যে জানা যায় যে, শ্রীরঘুনাথ ও অপর অনেকেই মহাপ্রভুর শেষ দিব্যোন্মাদ-লীলা সম্বন্ধে অনেক কথা স্ব-স্ব-রচিত কড়চা-গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন ; তদ্দ্বারা জগতে অনেক মঙ্গল সাধিত হইত। দুঃখের বিষয়, সেই সকল কড়চা আজ পর্য্যন্ত লোকলোচনের অগোচরীভূত অবস্থায় রহিয়া জীবের দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছেন।

৯। এই দুই গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসমূহ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করিয়া উহা অল্পবিস্তর কড়চাকারে রচনা করেন, পরন্তু যথারীতি গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

১০। সূত্র—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।" বৃত্তি—কারিকা ; "কারিকা যাতনা-বৃত্ত্যোঃ" ইত্যমরঃ ; তট্টীকায়—"সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্ব্বিবরণং বৃত্তিঃ।।"*

অনুভাষ্য

১২। যে দশা হইল—সুদীর্ঘ বিপ্রলম্ভ।

১৩। শ্রীরাধার বিলাপ—ভাঃ ১০।৪৭।১২-২১ শ্লোকে ভ্রমরগীতা দ্রষ্টব্য।

১৪। অভিমান—(উঃ নীঃ)—"অভিমানো নিজপ্রেমোৎ-কর্ষাখ্যানং তু ভঙ্গিতঃ। সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব সঃ। ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে।।"*

সদা অভিমান—সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সেবকাভিমান। যদিও শ্রীগৌরসুন্দর—স্বয়ং কৃষ্ণ, তথাপি শ্রীমতী রাধিকা-সম্মিলিত তনু বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীমতীর ভাবে অভিন্নভাবে নিমগ্ন ছিলেন। সম্ভোগময় কৃষ্ণভাবে অবস্থিত হইলে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বাধা হয়। বর্ত্তমানকালে গৌরবিদ্বেষী অবৈষ্ণবগণ বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ভজন-প্রণালীকে উল্টা বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বকপোল-কল্পিত 'প্রাকৃত নাগর' সাজাইয়া আপনাদিগকে 'রঙ্গের নদীয়ানাগরী' করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতেছে। বর্ত্তমানকালে 'থিয়সফিষ্ট'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলের জন্য 'বিপ্রলম্ভ-সাধনকেই সিদ্ধির একমাত্র পথ' বলিয়া প্রদর্শন করিলেও তিনি স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ, সুতরাং জীবমাত্রেরই যাহার যাহা ইচ্ছা, তদ্রূপ উপাদানে তাঁহাকে গড়াইয়া ও সাজাইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর স্ব-স্ব-মনঃকল্পিত উপাদানে অর্থাৎ যে কোন উপায়ে ভজন করিতে পারিবে ; তাহার প্রতিষেধ-কল্পে গৌরসুন্দর অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভভাবে কৃষ্ণ-সেবার পরম চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

** সূত্র—স্বল্প অক্ষরবিশিষ্ট, সন্দেহশূন্য, সারবান্, সর্ব্বতোগামী, সফল এবং নির্দ্দোষ বাক্যই 'সূত্র' বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। অমরকোষে 'কারিকা'র অর্থ নরক-যাতনা, শ্লোক বলা হইয়াছে। উহার টীকা,—সংক্ষেপে শ্লোকসমূহদ্বারা বিবরণই 'বৃত্তি'।*

** ভঙ্গিতে নিজ-প্রেমের উৎকর্ষ-খ্যাপনই 'অভিমান' বলিয়া কথিত—(উঃ নীঃ ৯।২৩)। বহু মনোজ্ঞ বস্তু থাকুক, কিন্তু ইহাই আমার প্রার্থনীয়—এইরূপ যে নির্ণয় হইয়া থাকে, তাহাই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক 'অভিমান' বলিয়া কথিত হয়—(উঃ নীঃ ১৪।১৯)।*

প্রভুর অধিরূঢ়-মহাভাবে দিব্যোন্মাদ :—

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥ ১৫ ॥

দিব্যোন্মাদের সংজ্ঞা ও তাহার প্রকারভেদ :—
উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে (১৯০)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাধার কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর দিব্যোন্মাদ
(উদ্‌ঘূর্ণা)-দৃষ্টান্ত :—

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে,—দেখিলা স্বপন ॥ ১৭ ॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর-দেহ, মুরলীবদন।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৯ ॥
দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা।
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু'—এই জ্ঞান কৈলা ॥ ২০ ॥

জাগ্রদবস্থায় (বাহ্যদশায়) প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ :—

প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন'-জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥ ২১ ॥

অভ্যাসে নিত্যকৃত্য-সম্পাদন :—

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ-দরশন ॥ ২২ ॥

গরুড়স্তম্ভ হইতে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন :—

যাবৎকাল দর্শন করেন গরুড়ের আগে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥ ২৩ ॥

এক উড়িয়া স্ত্রীলোকের অজ্ঞাতসারে প্রভুস্কন্ধে
পদার্পণপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শন :—

উড়িয়া এক স্ত্রী ভীড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে গোবিন্দের সেই স্ত্রীলোককে অবরোপণ :—

দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীরে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণদর্শনদ্বারা কৃষ্ণের সেবাসুখ-বিধানহেতু
স্ত্রীমূর্ত্তিকে অপ্রাকৃত কার্ষ্ণজ্ঞান :—

"'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ-দরশন ॥" ২৬ ॥

সেই স্ত্রীলোকের তৎক্ষণাৎ অবতরণ ও প্রভুকে প্রণাম-
পূর্ব্বক স্বদৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন :—

আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥ ২৭ ॥

তৎপ্রেমার্ত্তিদর্শনে প্রভুর স্বদৈন্যোক্তিপূর্ব্বক গুরুজ্ঞানে স্তুতি :—

তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
"এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা!! ২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানে কৃষ্ণসেবককে 'স্ত্রী-পুরুষাদি' বাহ্য-
পরিচয়ে দর্শননিষেধ-শিক্ষা-দান :—

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥ ২৯ ॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়!! ৩০ ॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত গোপীভাবময় প্রভুর সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন :—

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী-বদন ॥" ৩২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ :—

এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥ ৩৩ ॥

কুরুক্ষেত্রে বাসুদেব-দর্শনে শ্যামবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভু :—

কুরুক্ষেত্রে দেখি' কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন।
'কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ, কাঁহা বৃন্দাবন??' ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। মোহনাখ্য-ভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে 'বৈচিত্রী'-নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি—দিব্যোন্মাদের বহুভেদ-বিশেষ।

অনুভাষ্য

১৬। কামপি (অনির্ব্বচনীয়াং) গতিম্ (অবস্থাম্) উপেয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য) সতঃ এতস্য মোহনাখ্যস্য (মোহনম্ আখ্যা যস্য তস্য) ভ্রমাভা (ভ্রমস্য ইব আভা যস্যাঃ সা) কাপি (অপূর্ব্বা) বৈচিত্রী (চমৎকারিতা-প্রতিপাদিকা-বৃত্তিবিশেষরূপা) দিব্যোন্মাদঃ ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে); উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাঃ বহবঃ তদ্ভেদাঃ (দিব্যোন্মাদভেদাঃ) মতাঃ (কথিতাঃ)।

২০। রসে আবিষ্ট হৈলা—তন্ময়তা লাভ করিল।

২৫। গরুড়ে চড়ায় বৈষ্ণবাপরাধ এবং প্রভুর স্কন্ধে পদ দেওয়ায় ভগবচ্চরণে অপরাধ—এই আশঙ্কায় ব্যস্ততার সহিত গোবিন্দ সেই স্ত্রীলোককে বর্জ্জন অর্থাৎ নামাইয়া দিলেন।

২৬। আদিবস্যা—অন্ত্য, ১০ম পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। আর্ত্তি—দর্শনাগ্রহ; জগন্নাথদর্শনের আগ্রহে হিতাহিত-

কৃষ্ণসঙ্গ-বঞ্চিতা গোপীভাবে কাতর প্রভু ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা ঐছে ব্যগ্র হইলা ।
বিষণ্ণ হঞা প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর মহাভাব-চেষ্টা ঃ—

ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে ।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥ ৩৬ ॥
"পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাঁহা মুই আইনু??" ৩৭ ॥

অর্দ্ধবাহ্যদশার লক্ষণ ঃ—

স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন ।
বাহ্য হৈলে হয়—যেন হারাইনু ধন ॥ ৩৮ ॥

দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভুর অভ্যাসে নিত্যকৃত্যাদি-সম্পাদন ঃ—

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য ।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥ ৩৯ ॥

রাত্রিতে স্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ ঃ—

রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা ।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥ ৪০ ॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর দিব্যোন্মাদ (চিত্রজল্প) ঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে—"হাহা হরি হরি",
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের আকর্ষণশক্তির বলে দশদশাপ্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

"শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী ।
যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ৪৩ ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি',
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥ ৪৪ ॥

চিন্তা, মলিনাঙ্গতা ও প্রলাপ-দশা ঃ—

চিন্তা-কান্থা উড়ি' গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
'হাহা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর ।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥ ৪৫ ॥

তানব-দশা ঃ—

ব্যাস, শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥ ৪৬ ॥

উন্মাদ-দশা ঃ—

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি', 'মহা-বাউল' নাম ধরি',
শিষ্য লঞা করিল গমন ।
মোর দেহ স্বসদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ বিত্তকে একবার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিক-যোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করত স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপি-শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে 'উপমালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

৪৩-৫১। মহাপ্রভু কহিলেন,—কৃষ্ণমাধুরীতে লোভ করিয়া বেদধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার মন যোগী হইয়া ভিখারী হইয়াছে। মন যোগী হইয়া, যোগিগণ যেরূপ শঙ্খকুণ্ডল ধারণ করে, সেইরূপ কৃষ্ণলীলা-মণ্ডলকে শুদ্ধ শঙ্খমণ্ডলরূপে ধারণ করিয়াছে। সামান্য যোগিদিগের শঙ্খকুণ্ডল শঙ্খারিগণই প্রস্তুত করে, কিন্তু আমার মনোরূপ যোগীর কৃষ্ণলীলামণ্ডলরূপ ভাগবতকুণ্ডল সাক্ষাৎ বাদরায়ণ শ্রীশুকরূপ কারিকর গঠন

অনুভাষ্য

বিবেচনারহিত হইয়া পরম-বন্দনীয় মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গে অজ্ঞাত-সারে পদক্ষেপ করিয়াছিল।

৪১। প্রাপ্ত-প্রণষ্টাচ্যুতবিত্তঃ (আদৌ প্রাপ্তং নয়নসরণীলব্ধং, পশ্চাৎ প্রণষ্টং পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ চ, অচ্যুতবিত্তম্ অচ্যুতরূপবিত্তং যেন সঃ) বিষাদোজ্ঝিতদেহগেহঃ (বিষাদেন কৃষ্ণবিরহজ-ক্লেশেন উজ্ঝিতঃ ত্যক্তপ্রায়ঃ দেহ এব গেহঃ যেন সঃ) গৃহীত-কাপালিক-ধর্ম্মকঃ (গৃহীতঃ অঙ্গীকৃতঃ কাপালিকস্য যোগিবিশেষস্য ধর্ম্মঃ নৈসর্গিকস্বভাবাদিকঃ যেন সঃ) মে (মম) আত্মা (শুদ্ধমনঃ) সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ (ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দানি তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ) বৃন্দাবনং যযৌ।

৪৫। পাঠান্তরে—'লোভের ঝুল্‌নী মাথে'; 'ঝুল্‌নী'-শব্দে শিরোদেশস্থ আবরণযোগ্য বসন।

৪৬। তর্জ্জ—(আরবী ভাষায় তর্জ্জা) দুই দলের মধ্যে সঙ্গীতে পরস্পরের উত্তর-খণ্ডন ; কবি-গান ও ঝুমুরের সম-জাতীয়।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যগণে ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণগুণ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ,পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥ ৪৯ ॥

জাগর দশা ঃ—

শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥ ৫০ ॥

ব্যাধি, মোহ ও মৃত্যু (প্রলয়)-দশা ; চিত্রজল্প ঃ—

মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর আউলায় ॥" ৫১ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রোষিতভর্ত্তৃকা গোপীর দশদশাযুক্ত কৃষ্ণবিরহী প্রভু ঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥ ৫২ ॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১৬৭)—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা ।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ৫৩ ॥

এই দশ-দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে ।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥ ৫৪ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর বিপ্রলম্ভ-ভাবোপযোগি-কালোচিত শ্লোকপাঠ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন করিলা ।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করিয়াছেন। যোগী যাহা যাহা চায়, আমার মনরূপ যোগী তাহা তাহা স্বীকার করিয়াছে। সামান্য যোগীর অলাবু-নির্ম্মিত কমণ্ডলু ও স্থালী (ভিক্ষাপাত্র) থাকে, আমার মনরূপ যোগী কৃষ্ণতৃষ্ণা-রূপ লাউর থালি করিয়াছে,—'কৃষ্ণ পাইব', এই আশারূপ ঝুলি কাঁধের উপর ঝুলাইয়াছে,—আর, 'কি উপায়ে কৃষ্ণ পাইব', এই চিন্তারূপ কাঁথা গায় পরিয়াছে। যোগিগণ পাংশু-বিভূতি ধারণ করেন, আমার মনরূপ যোগী ধূলিবিভূতিদ্বারা মলিনাকার হইয়াছে, সকল কথায় 'হা হা কৃষ্ণ' এইরূপ প্রলাপবাক্যে উত্তর দিয়া থাকে। সামান্য-যোগিগণ দ্বাদশটী বলয় হাতে পরিয়া থাকেন, আমার মনরূপ যোগীর হাতে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার, মনের বেগ, কম্প-বিকার, নিশ্বাস, চাপল্য ও চিন্তা,—এই দ্বাদশটী বলয় শোভা পাইতেছে ; কৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভরূপ ঝুলি মস্তকে বাঁধি-য়াছে ; উহা আবার ভিক্ষা না পাইয়া ক্ষীণ-কলেবর। ব্যাস-শুকাদি যে-সকল যোগী নির্ম্মলাত্মরূপ কৃষ্ণের ব্রজলীলাসকল ভাগবতাদিশাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন, আমার মনরূপ যোগী তাঁহাদের কৃত তরজা-সকল সতত পাঠ করিয়া থাকে। বাউল যোগিগণ যেরূপ দশদশটী শিষ্য করেন, আমার মনরূপ যোগী 'মহাবাউল' নাম ধরিয়া দশটী ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করত আমার দেহরূপ নিজালয়ে বিষয়-ভোগরূপ মহাধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছে। শিষ্যগণ বৃন্দাবনে স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত প্রজাবর্গ এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমিগণের ঘরে ভিক্ষাটন করত ফল-মূলপত্র-সেবনরূপ বৃত্তি আচরণ করিতেছেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ,—এই সকল সুধা সর্ব্বদা আস্বাদন করেন, তাঁহাদের ভোজনাবশেষ আনিয়া জ্ঞানে-ন্দ্রিয়রূপ পঞ্চশিষ্য সেই প্রসাদভক্ষণদ্বারা জীবন রক্ষা করেন। সামান্য যোগিগণ যেরূপ এক-কোণে বসিয়া ধ্যান করেন, আমার মনরূপ যোগীও কৃষ্ণশূন্য কুঞ্জমণ্ডপের কোণে শিষ্যগণের সহিত কৃষ্ণধ্যানে যোগ অভ্যাস করে। কৃষ্ণ—নির্ম্মলাত্মস্বরূপ ; আমার মনযোগী তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে চায়, না পাইয়া ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। মন কৃষ্ণ-বিয়োগী হইয়া অতি-দুঃখে এই যোগি-দশা লাভ করত সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-অবস্থায় দশ-দশা প্রাপ্ত হয়, সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মন আর যোগী হওয়া বিফল দেখিয়া পলায়ন করিল ; আমার শরীর শূন্য হইয়া রহিল। এই শেষ আলঙ্কারিক-প্রয়োগে প্রলয়াবস্থা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইল।

৫৩। চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু,—এই দশটী দশা।

অনুভাষ্য

৫১। কাপালিকগণ—যোগিবিশেষ ; তাহারা নরকপাল অর্থাৎ মস্তকের খুলি লইয়া বিচরণ করে। তাহাদের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাবলীর সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এই অংশ বর্ণিত হইয়াছে। কাপালিকগণ—অবৈদিক ও অস্পৃশ্য, সুতরাং অবৈষ্ণব ; তাহাদের ব্যবহারেরই উপমা-মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

৫৩। [অত্র প্রবাসাখ্যে বিপ্রলম্ভে দশ দশাঃ কথিতাঃ]—চিন্তা (অভীষ্টলাভোপায়ধ্যানং), জাগরঃ (নিদ্রারাহিত্যঃ), উদ্বেগঃ (মনঃকম্পবিশেষঃ), তানবং (কৃশতা), মলিনাঙ্গতা (অঙ্গমালিন্যং), প্রলাপঃ (অসম্বদ্ধবচনং), ব্যাধিঃ, উন্মাদঃ (বিভ্রম-চেষ্টাসম্পন্নঃ) মোহঃ (চিত্তবিভ্রান্তিঃ), মৃত্যুঃ (স্পন্দনাভাবঃ)।

উদাহরণ-মালা-লিখিত হইতেছে ; তন্মধ্যে—

(১) 'চিন্তা'—যথা হংসদূতে—"যদা যাতো গোপীহৃদয়-

অনুভাষ্য

মদনো নন্দসদনান্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুরুন্ধন্ মধুপুরীম্। তদামাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈরগাধায়াং বাধাময়-পয়সি রাধা বিরহিণী।।"

অর্থাৎ, অক্রূরের অনুরোধে নন্দগৃহ হইতে। গোপীহৃদানন্দ যবে গেল মথুরাতে।। তবে বিরহিণী রাধা উদ্‌ঘূর্ণিতমনা। তীব্র-পীড়া-জলরূপা উৎকট ভাবনা।। নিজের বিনাশ-চিন্তা-ব্যাকুলতা-ফলে। ডুবিল অতলস্পর্শ-চিন্তানদী-তলে।। 'আমার সন্ধান লাগি' প্রিয়তম কৃষ্ণ। ভাবিকালে ব্রজে আসি' হইয়া সতৃষ্ণ।। আমার মরণ-কথা যবে লোকমুখে। শুনিবে, হৃদয়ে কভু না পাইবে সুখে।। দয়িতের দুঃখ-ভার বিচার করিয়া। কভু মৃত্যু-বাঞ্ছা নাহি করে মোর হিয়া।।'

(২) 'জাগরঃ'—যথা পদ্যাবলীতে—"যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ। অস্মাকন্তু গতে কৃষ্ণে গতা নিদ্রাপি বৈরিণী।।"

অর্থাৎ, প্রিয়সখী বিশাখাকে রাধা-ঠাকুরাণী। নিজে ভাগ্য-হীনা জানি কহিলেন বাণী।। 'প্রিয়তম-দরশন স্বপনের কালে। যে নারীর ঘটে, তার ধন্য লিখে ভালে।। কৃষ্ণের গমন হলে নিদ্রা-রূপা অরি। ছাড়িয়াছে মম সঙ্গ সাধিতেছে বৈরী।।'

(৩) 'উদ্বেগঃ'—যথা হংসদূতে—"মনো মে হা কষ্টং জ্বলতি কিমহং হন্ত করবৈ ন পারং নাবারং সুমুখি কলয়াম্যস্য জলধেঃ। ইয়ং বন্দে মূর্দ্ধ্না সপদি তমুপায়ং কথয় মে, পরামৃশ্যে যস্মাদ্ধৃতি-কণিকয়াপি ক্ষণিকয়া।।"

অর্থাৎ, ললিতাকে কহে রাধা,—'সুমুখি ললিতে। দহিছে হৃদয় মম, না পারি বলিতে।। হায় কি করিবে, দেখি,—জলধি অপার। নমি আমি তব পদে, করহ বিচার।। উপদেশ দাও মোরে,—কিবা আমি করি। ক্ষণেকের তরে কিছু ধৈর্য্য কিসে ধরি।।'

(৪) 'তানবং', যথা—"উদঞ্চদ্বক্ত্রাম্ভোরুহবিকৃতিরন্তঃকলু-ষিতা, সদাহারাভাবগ্লপিতকুচকোকা যদুপতে। বিশুষ্যন্তি রাধা তব বিরহতাপাদনুদিনং, নিদাঘে কুল্যেব ক্রশিম পরিপাকং প্রথয়তি।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব ফিরিয়া যবে কৃষ্ণ-সন্নিধানে। রাধিকা-বিশাখা-বার্ত্তা কৃষ্ণ তার স্থানে।। জিজ্ঞাসিল, তদুত্তরে উদ্ধব কহিল। মথুরায় কৃষ্ণচন্দ্র সাগ্রহে শুনিল।। 'যদুপতে, কি বলিব সেই সব কথা। তোমার বিরহে রাধা পায় যে যে ব্যথা।। মলিন বিবর্ণ তাঁর বদন-কমল। সুবিষাদ-দৈন্যে ঢাকা অন্তরের স্থল।। আহার-অভাবে বক্ষশ্চকোরিকাদ্বয়। গ্লানিযুক্ত দেখিয়াছি, শুন রসময়।। নিদাঘে সলিল যেন শুকাইয়া যায়। তোমার বিরহতাপে রাধা ক্ষীণকায়।।'

(৫) 'মলিনাঙ্গতা', যথা—"হিমবিসরবিশীর্ণাম্ভোজতুল্যানন-শ্রীঃ, খরমরুদপরজ্যদ্বন্ধুজীবোপমৌষ্ঠী। অঘহর শরদর্কোত্তা-পিতেন্দীবরাক্ষী তব বিরহবিপত্তিম্লাপিতাসীদ্বিশাখা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'শুন, অঘহর মম। খরতর-বায়ুভরে বন্ধুতরু-সম।। বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক বিরহ-কাতরা। হিমপুঞ্জশীর্ণ-পদ্মতুল্য-বিম্বাধরা।। বিরহ-বিপত্তিবশে বিশাখা সুদীনা। শারদীয়-রবিতপ্ত-কুমুদনয়না।।'

(৬) 'প্রলাপঃ', যথা ললিতমাধবে—"ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ, ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ। ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধিনির্ধির্ম্মম, সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্বিধিঃ।।"

অর্থাৎ, প্রোষিতভর্ত্তৃকা রাধা বিলাপ-কাতর। বলে,—'সখি, কোথা নন্দকুলশশধর।। শিখিচন্দ্র-অলঙ্কার কোথা গেল বল। গম্ভীরমুরলী-রবকারী কোথা গেল।। ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি পুরুষ উত্তম। রাসরসতাণ্ডবী বা তব সুহৃত্তম।। মম প্রাণরক্ষৌষধিনিধি কোথা বল। ধিগ্ বিধি, ভাগ্যে লিখেছিলে এই ফল??

(৭) 'ব্যাধিঃ',—যথা ললিতমাধবে—"উত্তাপী পুটপাকতো-ঽপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো দম্ভোলেরপি দুঃসহঃ কটুরলং হৃন্মগ্নশূল্যাদপি। তীব্রঃ প্রৌঢ়বিসূচিকানিচয়তোঽপ্যুচ্চৈর্ম্মমায়ং বলী মর্ম্মাণ্যদ্য ভিনত্তি গোকুলপতের্বিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ।।"

অর্থাৎ, বিরহিণী রাধা কহে,—'শুন গো ললিতে। কৃষ্ণের বিরহ-জ্বর না পারি বর্ণিতে।। মৃণ্ময় সম্পুটে তপ্ত যেরূপ কনক। গরলাদি হইতেও ক্ষোভের জনক।। বজ্র হইতে সুদুঃসহ বিদ্ধ শল্য। যেন যন্ত্রণায় তীব্রবিসূচিকাতুল্য।। সজনি, আমার মর্ম্ম ভেদিতেছে যেই। অতিশয় পরাক্রমবলে বলী সেই।।

(৮) 'উন্মাদঃ', যথা—"ভ্রমতি ভবনগর্ভে নির্নিমিত্তং হসন্তী প্রথয়তি তব বার্ত্তাং চেতনাচেতনেষু। লুঠতি চ ভুবি রাধা কম্পিতাঙ্গী মুরারে বিষমবিরহখেদোদ্গারিবিভ্রান্তচিত্তা।।"

অর্থাৎ, উদ্ধব কহেন,—'তব বিরহ-কাতরা। হে মুরারে, রাধা অকারণে হাস্যপরা।। গৃহমধ্যে ভ্রাম্যমাণা প্রশ্ন যারে তারে। সচেতন-অচেতনে কিছু না বিচারে।। বিষম বিরহ-খেদে বিধুরা রাধিকা। বিভ্রান্তের বশে এবে লুটিছে মৃত্তিকা।।'

(৯) 'মোহঃ', যথা—"নিরুদ্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরুচিন্তা, পরিভবং বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্পলহরীম্। ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহমূর্চ্ছা সহচরী।।"

অর্থাৎ, ললিতা কৃষ্ণের স্থানে লিখিল পত্রিকা। 'তব সুবিচ্ছেদে মূর্চ্ছা লভিয়া রাধিকা।। হে কংসারে, সাচিব্যের বিধাতা হইয়া। দৈন্যসিন্ধু হরে, চিত্ত-বিকার শমিয়া।। বলে বাষ্প-তরঙ্গের স্তম্ভন করিয়া। রাধা আছেন তব গুরুচিন্তা লইয়া।। নারীবধরূপ

স্বরূপের তত্তদ্ভাবকালীয় গানদ্বারা প্রভুর চেতন-সম্পাদন ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা-গান ।
দুই জনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান ॥ ৫৬ ॥

গৃহমধ্যে প্রভু শায়িত ঃ—

এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥ ৫৭ ॥

সকলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রভুর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন ঃ—

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ।
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৫৯ ॥

কীর্ত্তন ও শব্দের অভাবে প্রভুকে সকলের অন্বেষণ ও অপ্রাপ্তি ঃ—

শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে ।
তিনদ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে !! ৬০ ॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া ।
প্রভু চাহি' বুলে সবে ব্যাকুল হঞা ॥ ৬১ ॥

প্রভুকে অচেতনাবস্থায় প্রাপ্তি ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি ।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ৬২ ॥

স্বরূপাদি ভক্তের হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা ।
প্রভুর দশা দেখি' পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা ॥ ৬৩ ॥

তদবস্থ প্রভুর বর্ণন ঃ—

প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয় ।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ ৬৪ ॥
এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন হাত ।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্মে আছে মাত্র তাত ॥ ৬৫ ॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত ।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত ॥ ৬৬ ॥
চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা ।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ৬৭ ॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ন ।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥ ৬৮ ॥

স্বরূপের উচ্চৈঃস্বরে প্রভুকর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া ।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥ ৭০ ॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল ।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥ ৭১ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে এই বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছে প্রকাশ ॥ ৭২ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে কৃষ্ণবিরহগ্রস্ত প্রভুর দশা ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৪)—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৩ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় লোকসমাগম-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা ।
"ক্যা কর, কিবা"—এই স্বরূপে পুছিলা ॥ ৭৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৮। উত্তান-নয়ন—চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়াছে।

৭৩। কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকলভাবে গদ্গদ-বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

অনুভাষ্য

মহানিধি আশা করি। শ্রীরাধা-বিষয়ে তুমি চিন্তা পরিহরি'।। আজি বা আগামী কল্য লভিবে সন্দেশ। সুখে অবস্থান কর, আনন্দে বিশেষ।।'

অনুভাষ্য

(১০) 'মৃত্যুঃ',—যথা হংসদূতে—"অয়ে রাসক্রীড়ারসিক মম সখ্যং নবনবা, পুরা বদ্ধা যেন প্রণয়লহরী হন্ত গহনা। স চেন্মুক্তাপেক্ষস্ত্বমসি ধিগিমাং তুলশকলং, যদেতস্যা নাসানিহিত-মিদমদ্যাপি চলতি।।"

অর্থাৎ, মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণে তিরস্কার করি'। হংসদ্বারে কহে দেবী ললিতা-সুন্দরী।। 'রাসক্রীড়া-রসময়, রসের কারণে। বেঁধে-ছিলে রাধিকারে প্রণয়বন্ধনে।। মম প্রিয় সখী-প্রতি নিরপেক্ষ কেন। রাধিকা এসব কথা সদা স্মরে যেন।। নাসারন্ধ্রে তুলাখণ্ড পরীক্ষা করিব। শ্বাস বহিলেই ধিক্ তাহাকে জানিব।।'

৬৫। তাত—জীবনের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক উষ্ণভাব।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে গৃহে আনয়ন ও সর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে ।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥" ৭৫ ॥
এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লঞা গেলা ।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥ ৭৬ ॥

বাহ্যদশায় আসিয়া প্রভুর বিস্ময় ও নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার ।
প্রভু কহে,—"কিছু স্মৃতি নাহিক আমার!! ৭৭ ॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥" ৭৮ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা ।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর মহাভাব-বিকার বিস্ময়জনক ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥ ৮০ ॥

প্রভুর অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্ব মহাভাব ঃ—

লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥ ৮১ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ-ভাবমুদ্রা—অক্ষজজ্ঞানীর বোধাতীত ঃ—

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥ ৮২ ॥

অপ্রাকৃত অনুভূতিতে শ্রৌতপন্থায় গ্রন্থকারের বর্ণন ঃ—

রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি ।
তাঁর মুখে শুনি' লিখি করিয়া প্রতীতি ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর গোবর্দ্ধন-জ্ঞানে চটকপর্ব্বতাভিমুখে মহাভাবাবেশে দ্রুতধাবন ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ।
'চটক'-পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥ ৮৪ ॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥ ৮৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৮৬ ॥

সঙ্গী গোবিন্দের তৎপশ্চাদ্ধাবন ঃ—

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে ।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥ ৮৭ ॥

কোলাহলপূর্ব্বক লোকের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল ।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥ ৮৮ ॥

সকল ভক্তের তথায় আগমন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর ।
রামাই, নন্দাই আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥ ৮৯ ॥
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে ।
ভগবান্-আচার্য্য—খঞ্জ, চলিলা ধীরে ধীরে ॥ ৯০ ॥

পথে স্তম্ভাদি-বিকার বর্ণন ঃ—

প্রথমে চলিলা প্রভু,—যেন বায়ুগতি ।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৯১ ॥
প্রতি রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার ।
তার উপরে রোমোদ্গম—কদম্বপ্রকার ॥ ৯২ ॥
প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥ ৯৩ ॥
দুই নেত্রে ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার ।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥ ৯৪ ॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায়, শ্বেত হৈল অঙ্গ ।
তবে কম্প উঠে,—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর পতন ঃ—

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা ।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥ ৯৬ ॥

অনুভাষ্য

৭৩। ক্বচিৎ মিশ্রাবাসে (কাশীমিশ্রগৃহে) ব্রজপতিসুতস্য (নন্দনন্দনস্য) উরুবিরহাৎ (অত্যন্তবিচ্ছেদাৎ) শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ (শ্লথন্ নিজনিজাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োঃ) ভুজপদোঃ (বাহুচরণয়োঃ) অধিকদৈর্ঘ্যং দধৎ (ধারয়ন্) ভূমৌ লুঠন্ কাক্বা (কাতরয়া বাণ্যা) গদ্গদবচা বিকল-বিকলম্ (অতিশয়েন বিকলং) রুদন্ সঃ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) সন্ মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

অনুভাষ্য

৭৪। ক্যা কর, কিবা—কেয়া করো, কেঁও।

৭৯। পাণিশঙ্খ—হস্তে ধারণযোগ্য বাদ্যমান শঙ্খ ; অথবা দ্বারোদ্ঘাটন-কালে করতালি শব্দ ; পাঠান্তরে—'পানী-শঙ্খ', (আচমনীয়) শঙ্খ।

৮৪। চটক-পর্ব্বত—বালুকার পর্ব্বত-সদৃশ উচ্চ স্তূপ ; বালির চড়াই।

৮৬। মধ্য, ১৮শ পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গোবিন্দের জল-সেচন ও ব্যজনপূর্ব্বক প্রভুর চৈতন্য-সম্পাদন-চেষ্টা ঃ—

করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন ।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে সকলের রোদন ঃ—

স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা ।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কান্দিতে লাগিলা ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥ ৯৯ ॥

সকলের উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ও গোবিন্দাদির জলসেচন ঃ—

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে ।
সুশীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥ ১০০ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় অবতরণ ঃ—

এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥ ১০১ ॥

হর্ষভরে সকলের হরিধ্বনি ঃ—

সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি' ॥ ১০২ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি উতি চায় ।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥ ১০৩ ॥
'বৈষ্ণব' দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল ।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ ॥

শ্রীরাধাকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর স্বীয় অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল ?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥ ১০৫ ॥
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে ।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥ ১০৬ ॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু ।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥ ১০৭ ॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধাঠাকুরাণী ।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥ ১০৮ ॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে ।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥ ১০৯ ॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা ।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইঁহা লঞা আইলা ॥ ১১০ ॥

কৃষ্ণসঙ্গবঞ্চিত প্রভুর ক্রন্দন, ভক্তগণেরও ক্রন্দন ঃ—

কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে ।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে !!" ১১১ ॥
এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ।
তাঁর দশা দেখি' বৈষ্ণব করেন রোদন ॥ ১১২ ॥

প্রভুর বাহ্যদশায় মর্য্যাদা-প্রদর্শন ঃ—

হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী,—দুইজন ।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥ ১১৩ ॥
নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা ।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥ ১১৪ ॥

প্রভুর তদাগমন-কারণ জিজ্ঞাসা ও পুরীর উত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে ?"
পুরীগোসাঞি কহে,—"তোমার নৃত্য দেখিবারে ॥"১১৫

প্রভুর লজ্জা ও ভক্তগণসহ সমুদ্রস্নানান্তে প্রসাদ-সম্মান ঃ—

লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥ ১১৬ ॥
স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা ।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ—ব্রহ্মার অগোচর ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব ।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥ ১১৮ ॥

রঘুনাথদাস-কর্ত্তৃক স্বগ্রন্থে প্রভুর এই লীলা বর্ণিত ঃ—

'চটক'-গিরি-গমন-লীলা রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ১১৯ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৮)—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ

১০৯। কন্দরাতে—গুহাতে।

১১৪। নিপট্ট বাহ্য হইলে—অনাচ্ছাদিত বাহ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাহ্যদশায় আসিলে।

অনুভাষ্য

৯৯। অষ্টসাত্ত্বিকবিকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

১০০। শ্রবণে—কর্ণের নিকট।

১০৪। অর্দ্ধবাহ্য—সম্পূর্ণ বাহ্য সংজ্ঞা না পাইয়া।

১০৮। করিয়া সাজনি—সজ্জিতা হইয়া।

১২০। নীলাদ্রেঃ (নীলাচলস্য) সমীপে (নিকটে) চটক-গিরিরাজস্য (সৈকতস্তূপরূপ-পর্ব্বতস্য) কলনাৎ (ঈক্ষণাৎ) অয়ে

প্রভুর অলৌকিক লীলা ঃ—

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা ।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা ?? ১২১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদানুসরণেই জীবের কৃষ্ণপদ-লাভ ঃ—

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন ।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-গমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নীলাচলের নিকট সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটক-গিরি দেখিয়া 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতঃ (ক্ষেত্রাৎ) গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুং) ব্রজন্ অস্মি (ব্রজামি) ইতি উক্ত্বা প্রমদঃ (প্রমত্তঃ) ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) অবধৃতঃ (পশ্চাদনুসৃতঃ), স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল ; কৃষ্ণ-রূপের ভাব উদিত হইল। কৃষ্ণের অদর্শনে রাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন, প্রভুরও সেইসকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-স্মৃতি উদিত হওয়ায় এইসকল ভাব প্রবলরূপে উঠিল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগরে নিমগ্ন প্রভু ঃ—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা ।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর ।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহপ্রেমাবেশে অচৈতন্য ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ঃ—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি ।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠান ঃ—

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয় ।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

জগন্নাথরূপী কৃষ্ণাকৃষ্ট প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবা ঃ—

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ-দরশন ।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। দুর্গমে (ব্রহ্মাদীনাং সূরীণামপি অক্ষজজ্ঞানবশাৎ দুর্ব্বি-গাহ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্নম্ উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন) গৌরেণ হরিণা (গৌর-হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা) ভূরি (সুবহুলং) দর্শিতা (প্রকটীকৃতা)।

৬। কুমারের চাক—ঘটাদি-নির্ম্মাণকালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্বপ্রদত্ত-বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বদা তাহাতে

প্রভুর অলৌকিক লীলা ঃ—

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক-লীলা।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা?? ১২১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদানুসরণেই জীবের কৃষ্ণপদ-লাভ ঃ—

সংক্ষেপে কহিয়া করি দিক্ দরশন।
যে ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-গমনরূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। নীলাচলের নিকট সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটক-গিরি দেখিয়া 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ইতঃ (ক্ষেত্রাৎ) গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং (দ্রষ্টুং) ব্রজন্ অস্মি (ব্রজামি) ইতি উক্ত্বা প্রমদঃ (প্রমত্তঃ) ইব ধাবন্ স্বৈঃ গণৈঃ (স্বরূপাদিভিঃ) অবধৃতঃ (পশ্চাদনুসৃতঃ), স গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—উপলভোগের পর মহাপ্রভুর বিলাপ উপস্থিত হইল ; কৃষ্ণ-রূপের ভাব উদিত হইল। কৃষ্ণের অদর্শনে রাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে বনে কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিয়া-ছিলেন, প্রভুরও সেইসকল ভাব উদিত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী গীতগোবিন্দ হইতে একটী গান করিলে মহাপ্রভুর ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদি উদিত হইয়া পরমাস্বাদের বিষয় হইয়া উঠিল। সমুদ্রতীরস্থ উপবন দর্শনে বৃন্দাবন-স্মৃতি উদিত হওয়ায় এইসকল ভাব প্রবলরূপে উঠিল। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগরে নিমগ্ন প্রভু ঃ—

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিরহপ্রেমাবেশে অচৈতন্য ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥ ৪ ॥

অন্তর্দশা, অর্দ্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা ঃ—

কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥ ৫ ॥

স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠান ঃ—

স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥ ৬ ॥

জগন্নাথরূপী কৃষ্ণাকৃষ্ট প্রভুর হৃষীকদ্বারা গোবিন্দ-সেবা ঃ—

একদিন করেন প্রভু জগন্নাথ-দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌরহরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। দুর্গমে (ব্রহ্মাদীনাং সূরীণামপি অক্ষজজ্ঞানবশাৎ দুর্ব্বি-গাহ্যে) কৃষ্ণভাবাব্ধৌ (কৃষ্ণভাবরূপসিন্ধৌ) নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা (নিমগ্নম্ উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন) গৌরেণ হরিণা (গৌর-হরিণা কৃষ্ণচৈতন্যেন) প্রেমমর্য্যাদা (প্রেম্ণঃ মর্য্যাদা) ভূরি (সুবহুলং) দর্শিতা (প্রকটীকৃতা)।

৬। কুমারের চাক—ঘটাদি-নির্ম্মাণকালে যেরূপ কুম্ভকারের চক্র পূর্ব্বপ্রদত্ত-বলে আপনা হইতে ঘুরিতে থাকে, সর্ব্বদা তাহাতে

একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥ ৮ ॥
একমন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে ।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥ ৯ ॥

ভক্তগণের প্রভুকে গৃহে আনয়ন ঃ—

হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল ।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লঞা আইল ॥ ১০ ॥
স্বরূপ, রামানন্দ—এই দুইজন লঞা ।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥ ১২ ॥
সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুর্য্য-বলের আকর্ষণ-ক্ষমতা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য ঃ—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥ ১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮-৯। পঞ্চগুণ—চক্ষে রূপ, কর্ণে গীত, নাসায় ঘ্রাণ, জিহ্বায় রস, ত্বকে স্পর্শ,—কৃষ্ণের এই পাঁচটী অপ্রাকৃত গুণ অপ্রাকৃত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। মনকে এই পাঁচ বিষয়ে এক সময় টানিলে মন অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

১৪। যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্ত-পর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক নর্ম্ম-রম্য-বচনযুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্যরূপ অমৃত-প্লবদ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযূষপূর্ণ অধর-যুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।

অনুভাষ্য

হস্তস্পর্শ করিয়া থাকিতে হয় না, তদ্রূপ প্রভুর দৈহিক ক্রিয়াসমূহ, বাহ্য সংজ্ঞা না থাকাকালেও স্বভাবক্রমে সম্পন্ন হইত। মুক্ত, সিদ্ধ অর্থাৎ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের প্রপঞ্চে প্রকট-থাকা-কালে তাঁহার প্রাত্যহিক কৃত্যাদির সুন্দর উপমা-স্থলে ব্রহ্মসূত্র ও তদ্ভাষ্যশ্রেষ্ঠ ভাগবতে এই বিষয়ে প্রচুর কথা আছে।

১৪। হে আলি, (সখি,) যঃ সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ (সৌন্দর্য্যম্ এব অমৃতসিন্ধুঃ তস্য সুধার্ণবস্য ভঙ্গৈস্তরঙ্গরূপৈঃ জলচ্ছটাভিঃ ললনানাং চিত্তরূপাদ্রিং সং সম্যক্ প্লাবয়িতুং শীলং যস্য সঃ) কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ (কর্ণম্

গোপীকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত পুষ্পবাণের মাধুর্য্যবল-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায় ।
দেখি' লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব—মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥ ১৫ ॥

পুষ্পাবাণাকৃষ্ট গোপীন্দ্রিয়গণ ঃ—

সখি হে, শুন, মোর দুঃখের কারণ ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে,—হর' পরধন ॥ ১৬ ॥ ধ্রু ॥

গোপীর কৃষ্ণাধীন অবস্থা ঃ—

এক অশ্ব এককক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইঁহা-সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ ।
রূপাদি পাঁচ, পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫-২৩। কৃষ্ণের রূপ, বচন, মুরলীধ্বনি ইত্যাদি রূপ, শব্দ, স্পর্শ, সৌরভ ও অধররস,—এই পাঁচটী মহামাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ; আমার পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের তত্তদ্বিষয়-দর্শনে লুব্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আমার মনরূপ একটীমাত্র অশ্বের উপর চড়িয়া যুগপৎ পাঁচদিকে দৌড়িতে চায় ; সখি গো, দুঃখের কথা কি বলিব? আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—নিতান্ত বিষয়লম্পট ও দস্যুপ্রায়। কৃষ্ণ যে পরপুরুষ, তাহা জানিয়াও সেই সেই কৃষ্ণবিষয় হরণ করিতে প্রবৃত্ত। আমার মনও একটীমাত্র অশ্ব ; চক্ষুরাদি প্রত্যেক

অনুভাষ্য

আনন্দয়িতুং শীলং যস্য তত্তেন নর্ম্মে স্মিতেন চ সহ রম্যং বচনং যস্য সঃ) কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ (কোটীচন্দ্রাৎ অপি শীতং সুশীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ (সৌরভ্যমেব অমৃতং তস্য সংপ্লবঃ সাগরঃ তেন আবৃতম্ আচ্ছাদিতং জগৎ যেন সঃ) পীযূষরম্যাধরঃ (পীযূষতঃ অমৃতাদপি রম্যঃ অধরো যস্য সঃ) সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ (ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ) বলাৎ (প্রসভেন) মে (মম) পঞ্চেন্দ্রিয়াণি (চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগাদীনি) কর্ষতি (স্ব-রূপ-বংশীধ্বনি-সৌরভ্যাস্বাদ-স্পর্শাদিষু নয়তি)।

১৬। কৃষ্ণাকৃষ্ট আমার পঞ্চদস্যুরূপ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর সকলেই যুক্তি করে,—'চল, সকলে মিলিয়া এই পরধন মনরূপ অশ্বটীকে অপহরণ করি, অর্থাৎ চুরি করা যাউক।'

কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায় ।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন ।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণগন্ধ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ—সৌরভ-ভর, মৃগমদ-মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন ।
জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণাধর-স্পর্শ-মাধুর্য্যের বল ঃ—

কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারীর মন ।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥" ২৩ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহে সঙ্গিদ্বয়ের নিকট বিলাপ ঃ—

এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥" ২৪ ॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে-দিনে ।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥ ২৫ ॥

প্রভুর বিরহে স্বরূপ ও রামরায়ের সান্ত্বনা ঃ—

সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন ।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥ ২৬ ॥

প্রভুর ভাবোপযোগি-প্রিয়গ্রন্থসমূহ ঃ—

কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥ ২৭ ॥

গোপীর কিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর সর্ব্বত্র
কৃষ্ণলীলা-দর্শন ও তদন্বেষণ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা ।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥ ২৯ ॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥ ৩০ ॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি-তরুলতা ।
শ্লোক পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অশ্বটীকে লইয়া (রূপাদি) পাঁচপাঁচ (বিষয়ের) দিকেই টানাটানি করে, এরূপ যুগপৎ টানিতে গেলে লাভের মধ্যে ঘোড়ারই প্রাণ যায়,—তাহা কিরূপে সহিতে পারি? যদি বল, তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তুমি দমন কর না কেন? সখি গো, ইন্দ্রিয়গণকেই বা কিরূপে দোষ দিব? কৃষ্ণরূপাদি পাঁচটী বিষয় —স্বভাবতঃ মহা-আকর্ষণযুক্ত ; রূপাদি পাঁচজন পাঁচটী ইন্দ্রিয়কে আপন-আপন দিকে টানিতে থাকে, মনরূপ অশ্বারোহী সেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয় ; ফলে ঘোড়ার প্রাণনাশ হইলে আমারও প্রাণ যায়। ত্রিজগতে যত নারী আছে, তাহাদের চিত্ত উচ্চগিরির ন্যায় বটে, কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধুর তরঙ্গ-বিন্দু সেই উচ্চগিরিকে ডুবাইয়া ফেলিতেছে। কৃষ্ণের রসনর্ম্ম (পরিহাস)-রূপ বচনচাতুরী নারীদিগের প্রতি এরূপ অন্যায় আচরণ করে যে, উহা আর বলা যায় না ; নারীগণের কর্ণপ্রবিষ্ট হইয়া উহা মাধুরীগুণে বন্ধন করত টানাটানি করায় কাণের প্রাণ যায়। কৃষ্ণের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল, তাঁহার শীতল কিরণ কোটী কোটী ইন্দু ও চন্দনকে পরাজয় করে। কৃষ্ণাঙ্গ—নারী-গণের শৈলবক্ষ-আকর্ষণে অতিশয় দক্ষ এবং নারীগণের মন আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অঙ্গ-সৌরভ-মনোহর মৃগমদ ও নীলোৎ-পলের গর্ব্ব নাশ করে—জগতের নারীগণের নাসিকায় প্রবেশ করত তথায় বাসা করিয়া নারীগণকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণের অধরামৃত মন্দহাস্যরূপ কর্পূরসহ মিশ্রিত হইয়া স্বীয় মাধুর্য্যে নারীগণের মন হরণ করে; তাহা কৃষ্ণব্যতীত অন্য বিষয়ে লোভ ছাড়াইয়া দেয়, কিন্তু স্বয়ং দুর্ল্লভতাবশতঃ অপ্রাপ্য হইয়া মনের ক্ষোভ উৎপত্তি করে, সেই অধরামৃতই ব্রজনারীগণের মূলধন।

কৃষ্ণবিরহিণী গোপীগণের সর্ব্বত্র চেতনময়ী কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ প্রতীতি-বশে কৃষ্ণান্বেষণ (উদঘূর্ণা) ; প্রতিবৃক্ষকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা :—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯, ৭, ৮)—

চূতপ্রিয়াল-পনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীতুলসীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা :—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা :—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে ।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণে তন্ময়ী বিরহিণী গোপীগণের কৃষ্ণান্বেষণপূর্ব্বক বিলাপ :—

"আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার ।
তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা, পাইলা দরশন ?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥" ৩৬ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান ।
'এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥ ৩৭ ॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥ ৩৮ ॥
অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে ।'
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥ ৩৯ ॥
"তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে ।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ?? ৪০ ॥
তুমি-সব হও আমার সখীর সমান ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥" ৪১ ॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে ।
'এহ—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥' ৪২ ॥
আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ পাঞা ।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥ ৪৩ ॥

হরিণীকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা :—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১১)—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখী সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকার্থ :—

"কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা ।
তোমায় সুখ দিতে আইলা ? না কর অন্যথা ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। হে চূত (আম্রজাতিবিশেষ), পিয়াল, কাঁঠাল, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ (কদম্ব-বিশেষ ইত্যাদি তরুগণ,) এবং হে অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরমঙ্গলচিত্তক (পরহিতব্রত) বৃক্ষসকল, রহিতাত্মস্বরূপ (শূন্য-মনাঃ) আমাদিগকে, কৃষ্ণ কোথায় আছে, তাহা বল।

৩৩। ওগো কল্যাণি, গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে তুলসি, তুমি—অচ্যুতের অতিপ্রিয় ; তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়াছ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শপূর্ব্বক তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ?

অনুভাষ্য

৩২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করায় তদদর্শনে একান্ত কৃষ্ণময়চিত্তা গোপীগণ তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ (সমীপবর্ত্তিনঃ ফলবৃক্ষাদীন্ আহুঃ—হে আম্র, হে প্রিয়াল, হে কণ্টক, হে পীতশাল, হে কোবিদার, হে জম্বো, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, যূয়ং) যে অন্যে (তে চ হে বৃক্ষাঃ), পরার্থভবকাঃ, (পরার্থমেব ভবঃ জন্ম যেষাং তে,) যমুনোপকূলাঃ, (যমুনায়াঃ কালিন্দ্যাঃ উপকূলে তটভূমৌ বর্ত্তমানাঃ তরবঃ তে ভবন্তঃ) রহিতাত্মনাং (শূন্য-মনসাং) নঃ (অস্মাকং) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু)।

৩৩। হে কল্যাণি, (সৌভাগ্যশালিনি,) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, (গোবিন্দস্য চরণপ্রিয়ে,) তুলসি, অলিকুলৈঃ সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ (গোবিন্দঃ) কচিৎ [ত্বয়া কিং] দৃষ্টঃ ?

৩৪। হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, কর-স্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং জনয়ন্ যাতঃ (প্রস্থিতঃ) মাধবঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) কচ্চিৎ অদর্শি (দৃষ্টম্) ?

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৪। কান্তার অঙ্গসঙ্গদ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালাধারি-কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক্ হইতে আসিতেছে। হে মৃগি, রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া কি এইপথে গিয়াছেন ?

রাধা-প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥ ৪৬ ॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু—সুবাসিত ॥ ৪৭ ॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি' গেলা, ইঁহ—বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই—না শুনে কাহিনী ॥" ৪৮ ॥

বৃক্ষগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা ঃ—

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥ ৪৯ ॥
কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥ ৫০ ॥

শাস্ত্রদৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৫১ ॥

শ্লোকার্থ ঃ—

"প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥ ৫২ ॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে? ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥" ৫৪ ॥

কৃষ্ণরূপদর্শন-লাভ ঃ—

এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে,—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥ ৫৫ ॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণদর্শনে প্রভুর মূর্চ্ছা ও ভক্তগণের চৈতন্য-সম্পাদন ঃ—

সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥ ৫৭ ॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥ ৫৮ ॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণদর্শন-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ? এখনি পাইনু দরশন!
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন!! ৬০ ॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন!
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥" ৬১ ॥

বিশাখাপ্রতি কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধার বাক্য ঃ—

বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥ ৬২ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪) শ্রীরাধিকা-বাক্য—

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫১। হে তরুসকল, বল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু ন্যাসকরত হস্তে পদ্মধারণপূর্ব্বক তুলসিকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত (অনুসৃত বা পশ্চাদ্ধাবিত) হইয়া চলিতে চলিতে প্রণয়াবলোকনদ্বারা তোমাদের প্রণাম গ্রহণপূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিয়াছেন?

৬৩। হে সখি, নবীন-মেঘ-শোভি নববিদ্যুতের ন্যায় মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক, সুন্দর-মুরলীবদন, ফুল্ল-শরৎশোভিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

৪৪। গোপীগণসহ রাসক্রীড়া করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে একান্ত কৃষ্ণগতচিত্তা গোপীগণ বিরহে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন,—

হে সখি, এণপত্নি, (হরিণি,) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) প্রিয়য়া [সহ বর্ত্তমানঃ] গাত্রৈঃ (অঙ্গসঙ্গৈঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (নয়নানাং) সুনির্বৃতিং (সুখং) তন্বন্ (বর্দ্ধয়ন্) ইহ অপি [কিম্] উপগতঃ? [যতঃ] কুলপতেঃ (কৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কান্তাঙ্গসঙ্গোত্থ-বক্ষঃস্থ-কুঙ্কুমরাগেণ বিভূষিতায়াঃ) কুন্দস্রজঃ (কুন্দপুষ্পমালায়াঃ) গন্ধঃ ইহ বাতি (প্রবহতি)।

৫১। হে তরবঃ, (বৃক্ষাঃ,) প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধে) বাহুং (বাম-ভুজম্) উপধায় (সংন্যস্য) গৃহীতপদ্মঃ (দক্ষিণভুজধৃত-লীলাকমলঃ) মদান্ধৈঃ (রসপানমদেন অন্ধৈঃ) তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসিকায়াঃ অলিকুলৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) রামানুজঃ (কৃষ্ণঃ) ইহ চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং কিম্ অভিনন্দতি বা?

৫৪। সম্বিৎ—জ্ঞান, চৈতন্য।

৬৩। হে সখি, নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতিঃ (নবাম্বুদাৎ নবমেঘাদপি লসন্তী শোভমানা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণরূপ-বর্ণন (চিত্রজল্প)—

"নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল ।
জিনি' উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥ ৬৪ ॥
কহ, সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥ ৬৫ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণরূপের উপমা ঃ—

সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল ।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥ ৬৬ ॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয় ।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণদর্শন-সুখ-বঞ্চিত শ্রীরাধার স্বীয় দুর্ভাগ্য-বর্ণন ঃ—

লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল ।
দুর্দ্দৈব-ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥" ৬৮ ॥

রামানন্দের প্রভুর ভাবোপযোগি-শ্লোকপাঠ ;
স্বয়ং প্রভুর তদ্ব্যাখ্যা ঃ—

পুনঃ কহে,—"হায় হায়, পড় পড় রামরায়",
বলে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে ।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি' প্রভুর হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৯ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৭০ ॥

শ্লোকার্থ ; গোপীর প্রতি কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যের
বল-প্রয়োগ-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

"কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার ।
ব্রজনারী আসি' আসি', ফান্দে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥ ৭১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মুখ ময়ূরদল (পিচ্ছ)-ভূষিত, সুভগ-তার (মুক্তা)-হারপ্রভাযুক্ত সেই মদনমোহন আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

৬৪। শ্রীকৃষ্ণকান্তি—দলিত (পিষ্ট বা মর্দ্দিত) অঞ্জনের চিক্কণতা পরাজয়পূর্ব্বক নবীন-মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধবর্ণ, ইন্দীবর (নীলপদ্ম) অপেক্ষা সুকোমল এবং সকল উপমানের অতীত।

৬৫-৬৮। হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ—অদ্ভুতমেঘস্বরূপ ; আমার নেত্রচাতক সেই মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণের যে পীতবসন, তাহা সেই মেঘে সৌদামিনীস্বরূপ ; কিন্তু তাহা—অস্থির। তাঁহার গলায় যে মুক্তাহার আছে, তাহা মেঘের (শুভ্র) নিম্নভাগে বকশ্রেণীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহার যে শিখিপুচ্ছ, তাহা—মেঘস্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় ; তাঁহার (পঞ্চবর্ণযুক্ত) বৈজয়ন্তীমালা—ইন্দ্রধনুসদৃশ। কৃষ্ণের মুখে যে মুরলীর কলধ্বনি, তাহা—কৃষ্ণরূপ মেঘের মধুর গর্জ্জনস্বরূপ ; তাহা শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নাচিতেছে। কৃষ্ণের লাবণ্য-জ্যোৎস্না অকলঙ্ক পূর্ণ (ষোড়শ)-কল অপূর্ব্বচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণমেঘের লীলামৃত-বর্ষণ চৌদ্দভুবনকে সেচন করিতেছে। সেই কৃষ্ণরূপ মেঘ যখন দেখা দিল, তখন আমার দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্ঝাবায়ু সেই মেঘকে স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। এখন মেঘ না দেখিয়া আমার নেত্র-চাতক—জলাভাবে মৃতপ্রায়।

৬৫। বলাহক—মেঘ।

৬৭। অকলঙ্ক পূর্ণ-কল—কলঙ্কহীন এবং পরিপূর্ণ ষোল-কলায় উদিত বিচিত্র চন্দ্র।

৬৮। ঝঞ্ঝা-বাত—ঘূর্ণী বাতাস।

অনুভাষ্য

(নবতড়িতঃ নবীনসৌদামিন্যাঃ অপি মনোজ্ঞে রুচিরে অম্বরে বসনে যস্য সঃ) সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ (সুষ্ঠু চিত্রয়া মনোজ্ঞয়া মুরল্যা স্ফুরৎ শোভমানং শরদি অমন্দঃ অক্ষীণচন্দ্রঃ ইব আননং যস্য সঃ) ময়ূরদলভূষিতঃ (শিখিপিচ্ছশোভিতঃ) সুভগতারহারপ্রভঃ (সুভগাঃ সুদীপ্তা তারাঃ ইব হারস্য প্রভা যস্মিন্ সঃ) সঃ মদনমোহনঃ (মদয়তি সম্ভোগরসপুষ্ট্যর্থং বিপ্রলম্ভাংশে গ্লাপয়িত্বা সম্ভোগপুষ্টিং করোতি চ ইতি মদনঃ তাভ্যাং স্ববশীকরোতি ইতি মোহনঃ স চাসৌ স চ ইতি) মে (মম) নেত্রস্পৃহাং (নয়নদিদৃক্ষাং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৬৪-৬৬। মধ্য, ২১শ পঃ ১০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৯। হর্ষ-শোক—কৃষ্ণমাধুর্য্যশ্রবণে 'হর্ষ', তদ্বিরহে 'শোক'।

৭০। মধ্য, ২৪শ পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ৭২ ॥ ধ্রু ॥

গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥ ৭৩ ॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥ ৭৪ ॥

সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল-ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥" ৭৬ ॥

কৃষ্ণবিরহী প্রভুর শ্লোক-পাঠ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখারে কহে রাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥ ৭৭ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণা ঃ—
গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)—

হরিণ্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্তরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণদর্শনবঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥ ৭৯ ॥
চঞ্চলস্বভাব কৃষ্ণের, না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্দ্ধানে ॥" ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭১-৭৬। চন্দ্র ও পদ্মকে পরাজয়পূর্ব্বক (গোপীরূপ) মৃগী ধরিবার জন্য কৃষ্ণ মুখ-ফাঁদ পাতিয়াছেন। সেই ফাঁদে মধুর হাসি-রূপ 'চার' অর্থাৎ (গোপীরূপ) মৃগীকে ভুলাইবার কপট-খাদ্য রাখা হইয়াছে। ঘর, দ্বার ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজনারীরূপা মৃগীগণ সেই ফাঁদে পড়িয়া দাসী হইতেছে। ওগো, আমাদের বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ব্যাধের আচারই করিয়া থাকেন। সেই ব্যাধ ধর্ম্মাধর্ম্ম মানে না,—ব্রজরমণীরূপ মৃগীগণের মর্ম্ম হরণ করিবার নানা উপায় সৃষ্টি করে ; গণ্ডস্থলে মকরকুণ্ডল ঝলমল করিয়া নাচিয়া নারীগণের মন হরণ করে ; তাহাদের হৃদয়ে সহাস্য কটাক্ষবাণ বিদ্ধ করিয়া নারীবধের কোন ভয় করে না। কৃষ্ণের যে (দস্যুর ন্যায় লুণ্ঠনপ্রবণ) প্রশস্ত বক্ষ, যাহাতে লক্ষ্মী ও শ্রীবৎস (দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী)-চিহ্নদ্বয় অলঙ্কারস্বরূপে আছে, তাহা লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবী এবং তাহাদের মন ও বক্ষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সেই হরিরই দাসী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণের অতি-সুন্দর, সুদীর্ঘ অর্গলস্বরূপ কৃষ্ণসর্পকায়-প্রায় ভুজদ্বয় নারীদিগের দুই পর্ব্বতরূপ স্তনের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে) প্রবেশ করিয়া হৃদয় দংশন করে। (গোপী সেই স্পর্শরূপ দংশনবিষে কাম-জ্বালায় জ্বলিতে থাকে) ; কৃষ্ণের কর-পদতল কর্পূর, বেণামূল ও চন্দনকে পরাজয় করিয়া কোটীচন্দ্র-সুশীতল হইয়াছে। উহারা একবার যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার কন্দর্প-জ্বালা-বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

৭৪। ডাকাতিয়া বক্ষ—ডাকাতের ন্যায় (কৃষ্ণের) যে বক্ষ সকল (ব্রজ-) নারীকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লয়।

৭৫। শৈল-ছিদ্রে—হৃদয়স্থ স্তনদ্বয়ের ছিদ্রে (মধ্যস্থলে)।

৭৮। হে সখি, যাঁহার বক্ষঃস্থল—ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনঃকলুষ (কাম-তাপ) হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৪। লক্ষ্মী—বক্ষোবামে স্বর্ণরেখা-চিহ্ন ; শ্রীবৎস—বক্ষো-দক্ষিণে শ্রীবৎসচিহ্ন বা দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী।

৭৬। বেণামূল—সুগন্ধি খসখস।

৭৮। হে সখি, হরিণ্মণিকবাটিকা-প্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ (হরি-ণ্মণিভিঃ ইন্দ্রনীলমণিভিঃ রচিতায়াঃ কবাটিকায়া প্রততিঃ বিস্তৃতিঃ তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তথাভূতং চ বক্ষস্থলং যস্য সঃ) স্মরার্ত্ত-তরুণীমনঃ-কলুষহারিদোরর্গলঃ (স্মরার্ত্তানাং মদনপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনঃকলুষং মনস্তাপং হর্ত্তুং ভুজরূপার্গলঃ যস্য সঃ) সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ (সুধাংশুঃ শশধরঃ চ হরিচন্দনং চ উৎপলং কুবলয়ং পদ্মং কমলং চ সিতাভ্রং কর্পূরঃ চ এভ্যোঽপি শীতলম্ অঙ্গং যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) বক্ষঃস্পৃহাং তনোতি।

গোপীপ্রেমবর্দ্ধনার্থ কৃষ্ণের রাস হইতে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৮)—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৮১ ॥

স্বরূপকে গান গাইতে আজ্ঞা ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞিরে কহেন,—"গাও এক গীত।

যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' 'সম্বিৎ' ॥" ৮২ ॥

স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।

গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাঞা ॥ ৮৩ ॥

গোপীর রাসরসিক কৃষ্ণকে স্মরণ ঃ—

গীতগোবিন্দে (২।৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥ ৮৪ ॥

গানশ্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা।

উঠি' প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও সর্ব্বভাবের যুগপৎ উদয় ঃ—

'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাব অঙ্গে প্রকট হইল।

হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' সব উথলিল ॥ ৮৬ ॥

ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, ভাব-শাবল্য।

ভাবে-ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥ ৮৭ ॥

সেই পদের গান, আস্বাদন ও নর্ত্তন ঃ—

সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।

পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন ॥ ৮৮ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তন-সমাপন ঃ—

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।

স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর অবস্থা-দর্শনে স্বরূপের গানে বিরতি ঃ—

'বল্' 'বল্' বলি প্রভু কহেন বার বার।

না গায় স্বরূপ-গোসাঞি প্রেম দেখি তাঁর ॥ ৯০ ॥

সকলের হরিধ্বনি ঃ—

'বল্', 'বল্' প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি'।

চৌদিকেতে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি ॥ ৯১ ॥

রায়কর্ত্তৃক প্রভুর শ্রান্তি-অপনোদন ঃ—

রামানন্দ-রায় তবে প্রভুরে বসাইলা।

ব্যজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥ ৯২ ॥

প্রভুর স্নান ও ভোজনান্তে শয়ন ঃ—

প্রভুরে লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।

স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লঞা আইলা ঘরে ॥ ৯৩ ॥

ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন।

রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ-স্থান ॥ ৯৪ ॥

গোপীকিঙ্করী-অভিমানে প্রভুর বৃন্দাবনলীলোদ্দীপনরূপ দিব্যোন্মাদ (উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর উদ্যান-বিহার।

বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥ ৯৫ ॥

বিলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।

শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন লিখন ॥ ৯৬ ॥

বৃন্দাবনোদ্দীপনায় প্রেমাবেশে কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী প্রভু ঃ—

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৬)—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া

মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।

ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৯৭ ॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।

দিঙ্মাত্র দেখাঞা তাহা করিয়ে সূচন ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। তাহাদিগের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও তাহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

৮৪। এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসকারী হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

৯৭। সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করত প্রভু মুহুর্মুহু

অনুভাষ্য

৮১। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব শুশ্রূষু পরীক্ষিৎকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করিতেছেন,—

কেশবঃ (কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ কৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (তেষাং সৌভাগ্যমূলগর্ব্বং) মানং (গর্ব্বং) চ বীক্ষ্য, তস্য প্রশমায় প্রসাদায় তত্র (রাসস্থল্যাম্) এব অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতঃ বভূব)।

৮২। সম্বিৎ—ব্যাকুলচিত্তে স্থিরজ্ঞান-লাভ।

৮৪। হে সখি, ইহ রাসে (রাসক্রীড়ায়াং) মম মনঃ বিহিত-বিলাসং (বিহিতঃ সম্পাদিতঃ বিলাসঃ যেন তং) কৃতপরিহাসং (কৃতঃ বিহিতঃ পরিহাসঃ যেন তং) হরিং স্মরতি।

৮৭। ভাবোদয়—অষ্টসাত্ত্বিক-ভাবের উদয় ; ভাবসন্ধি—তুল্য অথবা পৃথক্ ভাবদ্বয়ের মিলন ; ভাবশাবল্য—ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দ্দ।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন ; প্রচল (চঞ্চল) রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্য-দেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৯৭। ক্বচিৎ যঃ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে (তটে বালুকা-খণ্ডে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন) মুহুঃ (অনুক্ষণং) বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বৃন্দাবন-চিন্তোদয়াৎ প্রেম্ণা কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ) অভূৎ, কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ (কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদাকীর্ত্তনেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য সঃ) ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (মার্গং) পুনরপি কিং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস আসিয়াছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন ; ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-পানে নিমগ্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তিশিক্ষা-দাতা গৌরের প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভুর লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

পরবর্ষে রথযাত্রোপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কালিদাসের আগমন ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥

কালিদাসের গুণ ঃ—

মহাভাগবত তেঁহো, সরল উদার।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভাক্ কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় ঃ—

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৬। 'কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার'—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত (স্বীয়) ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃষ্ণভাবামৃতং (উন্নতোজ্জ্বলরসং) স্বয়ম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ (নিজাশ্রিতান্) আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং (শুদ্ধ-প্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং) চ অশিক্ষয়ৎ (উপদিদেশ), তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৭। কোন অনর্থযুক্ত জীব যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সমর্পিতাত্ম,

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইলেন ; প্রচল (চঞ্চল) রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন—এবম্ভূত চৈতন্য-দেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৯৭। ক্বচিৎ যঃ পয়োরাশেঃ (সমুদ্রস্য) তীরে (তটে বালুকা-খণ্ডে) স্ফুরদুপবনালি-কলনয়া (স্ফুরন্তীনাং সুশোভিতানাং উপবনালীনাং উপবনপুঞ্জানাং কলনয়া অবলোকনেন) মুহুঃ (অনুক্ষণং) বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ (বৃন্দাবন-চিন্তোদয়াৎ প্রেম্ণা কৃষ্ণপ্রেমলালসয়া বিবশঃ) অভূৎ, কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচলরসনঃ (কৃষ্ণেতি নাম্নঃ সদাকীর্ত্তনেন প্রচলা চঞ্চলা রসনা যস্য সঃ) ভক্তিরসিকঃ সঃ চৈতন্যঃ মে (মম) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) পদং (মার্গং) পুনরপি কিং যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কথাসার—গৌড়ীয় ভক্তগণ পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রঘুনাথদাসের জ্ঞাতি-খুড়া কালিদাস আসিয়াছিলেন। কালিদাস গৌড়দেশস্থ সমস্ত বৈষ্ণবের অধরামৃত লাভ করিয়াছিলেন ; ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। সেই সুকৃতিবলে নীলাচলে মহাপ্রভুর পদজল ও প্রসাদ পাইলেন। সপ্তবর্ষবয়সে কবিকর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া হরিনাম-মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কবিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন। বল্লভভোগ প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভু ফেলামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন এবং সমস্ত বৈষ্ণবকে ফেলামৃত সেবন করাইয়া স্বয়ং কৃষ্ণের অধরামৃত-পানে নিমগ্ন হইলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক ভক্তিশিক্ষা-দাতা গৌরের প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ প্রভুর লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে ।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

পরবর্ষে রথযাত্রোপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত কালিদাসের আগমন ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম ।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥ ৫ ॥

কালিদাসের গুণ ঃ—

মহাভাগবত তেঁহো, সরল উদার ।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥ ৬ ॥

কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায় ।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥ ৭ ॥

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভাক্ কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় ঃ—

রঘুনাথদাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া ।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥ ৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৬। 'কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার'—কৃষ্ণনামের সঙ্কেতের সহিত (স্বীয়) ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃষ্ণভাবামৃতং (উন্নতোজ্জ্বলরসং) স্বয়ম্ আস্বাদ্য ভক্তান্ (নিজাশ্রিতান্) আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষাং (শুদ্ধ-প্রীতিমূলাং ভজনপ্রণালীং) চ অশিক্ষয়ৎ (উপদিদেশ), তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৭। কোন অনর্থযুক্ত জীব যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণবে সমর্পিতাত্ম,

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের বৈষ্ণবে অদ্বিতীয় সেবাপ্রবৃত্তি-হেতু মহামহাপ্রসাদে বিশ্বাস ঃ—

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয় ।
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥ ১০ ॥

তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া ।
কাঁহা না পায়, তবে রহে লুকাঞা ॥ ১১ ॥

ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায় ।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥ ১২ ॥

কালিদাসের বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা ।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা ॥ ১৩ ॥

কালিদাস ও ঝড়ু-ঠাকুরের বৃত্তান্ত ঃ—

ভুঁইমালি-জাতি, 'বৈষ্ণব'—'ঝড়ু' তাঁর নাম ।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥ ১৪ ॥

আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা ।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥ ১৫ ॥

পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া ।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥ ১৬ ॥

ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে ।
ঝড়ুঠাকুর কহে তাঁরে মধুর-বচনে ॥ ১৭ ॥

ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যমূলে বঞ্চন-চেষ্টা, অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

"আমি নীচজাতি, তুমি—অতিথি সর্ব্বোত্তম ।
কোন্ প্রকারে করিমু তোমার সেবন ?? ১৮ ॥

আজ্ঞা দেহ',—ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে ।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥" ১৯ ॥

কালিদাসের দৈন্যোক্তি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রাহিত্য ঃ—

কালিদাস কহে,—"ঠাকুর, কৃপা কর মোরে ।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥ ২০ ॥

পবিত্র হইনু মুই, পাইনু দরশন ।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥ ২১ ॥

এক বাঞ্ছা হয়,—যদি কৃপা করি' কর ।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥" ২২ ॥

অমানী মানদ ঝড়ুঠাকুরের দৈন্যোক্তি ঃ—

ঠাকুর কহে,—"ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায় ।
আমি—নীচ জাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥" ২৩ ॥

ঝড়ুঠাকুরের নিকট কালিদাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যসূচক শ্লোকপাঠ ঃ—

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
শুনি' ঝড়ুঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥ ২৪ ॥

হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥২৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। ভুইমালী—হড্ডী ('হাঁড়ি') তুল্য জাতিবিশেষ।

অনুভাষ্য

অনন্যভাক্ ও অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শ্রীকালিদাসের কৃষ্ণনাম-নিষ্ঠার অনুসরণ না করিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ অক্ষজ বহির্দর্শনে তাঁহার বঞ্চনলীলার অনুকরণপূর্ব্বক কখনও পাশা (দ্যূত)-ক্রীড়াদি বৃথা ব্যসনে আসক্ত হয়, তাহা হইলে (ভাঃ ১।১৮।৩৮-৪১ শ্লোকানুসারে) তাহার কলির দাসত্বহেতু পাপ বা অধর্ম্মপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। বাহিরে তাহার নামোচ্চারণ-অনুকরণ ও চেষ্টা থাকিলে সেই নামোচ্চারণানুকরণ-চেষ্টাই নাম-বলে পাপ প্রবৃত্তিহেতু নামাপরাধেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগতের শিক্ষিত, সংযত ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিমাত্রেই ধর্ম্মের নামে তাহার ঐ প্রকার ভণ্ডামী বা দুর্নীতিমূলক কাপট্যের নিন্দা করিবে।

১০। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব—শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব।

অনুভাষ্য

১৩। শূদ্র-বৈষ্ণব—শৌক্রশূদ্রকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব।

৫-১৪। কালিদাস ও ঝড়ুঠাকুর—ইঁহাদের উভয়ের শ্রীপাট-বাটী 'ভেদো' বা 'ভাদুয়া' গ্রামে ছিল। শ্রীল দাস গোস্বামীর প্রকটভূমি 'কৃষ্ণপুর' গ্রাম হইতে তিনমাইল দক্ষিণে ও ই-আই-আর লাইনে ব্যাণ্ডেল-জংশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, ডাকঘর—দেবানন্দপুর। ঝড়ুঠাকুরের সেবিত শ্রীমদন-গোপাল-বিগ্রহ এইস্থানে শ্রীরামপ্রসাদ দাস নামক জনৈক রামায়েৎ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। শুনা যায়, কালিদাসের সেবিত-বিগ্রহ সরস্বতী-নদীতীরবর্ত্তী শঙ্খ-নগরে এতাবৎকাল কোনপ্রকারে সেবিত হইয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি কিঞ্চিদধিক বিশ-বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীর অধিবাসী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্যক্তি লইয়া গিয়া নিজগৃহে সেবা করিতেছেন।

২৫। মধ্য, ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণভক্তের পদবী নির্ণয় ঃ—

শুনি' ঠাকুর কহে,—"শাস্ত্র, এই সত্য হয় ।
সেই নীচ নহে,—যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণভক্তের জড়াভিমানশূন্য অপ্রাকৃত-অভিমানময় অমানিত্ব ও মানদত্ব ঃ—

আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥" ২৯ ॥

মানদ ঝড়ুঠাকুরের কালিদাসানুব্রজ্যা, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা ।
ঝড়ুঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥ ৩০ ॥

তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল ।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥ ৩১ ॥

কালিদাসের প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণব-জ্ঞানে ঝড়ুঠাকুরের ধূলি-মৃক্ষণ ঃ—

সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা ।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বব্রাহ্মণ-গুরু ঝড়ুঠাকুরের মনোময়ী অর্চ্চার মানস-পূজান্তে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-জ্ঞানে আম্রভোজন ঃ—

ঝড়ুঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল ।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥ ৩৩ ॥

অনুভাষ্য

২৬। মধ্য, ২০শ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। মহাভারতে বনপর্ব্বে ১৮০ অঃ—"শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।।" ঐ বনপর্ব্বে ২১১ অঃ—"শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌-গুণানুপতিষ্ঠতঃ। আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভি-জায়তে॥"* ঐ অনুশাসন-পর্ব্বে ১৬৩ অঃ—"স্থিতো ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্য-মুপজীবতি। ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি।। এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা। শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।। ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্।।"✣ ভাঃ ৪।২১।১২—'সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক-দণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।" ভাঃ ৭।১১।৩৫—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।"* পাদ্মে—"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে।।" "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।" 'শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষ্যতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।।"* গারুড়ে,—"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।।" তত্ত্বসাগরে—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"* প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত-ব্রাহ্মণতা নিত্য অনুস্যূত জানা যায়। অতএব নীচ-কুলোদ্ভব ব্যক্তিও কৃষ্ণভক্তিমান্ হইলে আর তাঁহার নীচজাতিত্ব থাকিতে পারে না।

২৯। 'বৈষ্ণব' নহি,—ইহা ঝড়ুঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত উদারতা এবং আপনার নিরভিমানিত্ব-জ্ঞাপকমাত্র, 'আমা-ব্যতীত অন্য সমুদয় কৃষ্ণভক্তেরই শাস্ত্রীয়-সত্যানুসারে উত্তমাধিকার ; আর কেবলমাত্র আমিই ভক্তিহীন এবং নীচকুলোদ্ভূত ; আমার উচ্চাধিকার লাভের শক্তি নাই',—ইত্যাদি শুদ্ধভক্তোচিত দৈন্যোক্তিই বাস্তবিক দেহাত্মবুদ্ধিমুক্ত মহাভাগবতগণের স্বভাব।

✻ মহাভারতে বনপর্ব্বে—'শূদ্রে যদি বিপ্রলক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণে সে-লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তি শূদ্র নহেন এবং ব্রাহ্মণ-বংশোৎপন্ন জনও ব্রাহ্মণ নহেন।' 'শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহাতে বিরাজমান থাকে, সেস্থলে 'সরলতা'-নামক গুণ থাকিলে তাঁহার ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে।' ✣ মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে—'ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণতা হইয়া থাকে—সেই ধর্ম্মে স্থিত কোন ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। হে দেবি! এইসকল আচরিত শুভকর্ম্মসমূহদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণতা লাভ করেন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়তা প্রাপ্ত হন। জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ কহে, বৃত্তই (স্বভাবই) একমাত্র কারণ।' ✻ শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।১২)—'সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্ পৃথু মহারাজের আজ্ঞা ঋষিকুল ব্রাহ্মণ ও অচ্যুতগোত্রীয় বৈষ্ণবগণ-ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্রই অপ্রতিহতা ছিল। ভাঃ ৭।১১।৩৫—মানবগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যে-স্থানে লক্ষিত হইবে, সেই লক্ষণদ্বারাই সেই বর্ণত্বে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। ✻পদ্মপুরাণে—'ভগবদ্ভক্তগণ 'শূদ্র' নহেন, তাঁহারা 'ভাগবত' বলিয়া অভিহিত হন। সর্ব্ববর্ণ-মধ্যে তাহারাই শূদ্র, যাহারা শ্রীজনার্দ্দনের ভক্ত নহেন।' 'জগতে কুক্কুরভোজী চণ্ডালগণকে যেমন দর্শন করিতে নাই, তদ্রূপ বিপ্র অবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে দর্শন করা নিষিদ্ধ ; কিন্তু বৈষ্ণব বর্ণবহির্ভূত হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করেন।' 'যিনি ভগবদ্ভক্তকে 'শূদ্র' অথবা 'নিষাদ' বা 'শ্বপচ' ইত্যাদিরূপে সাধারণ জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করেন, তিনি নিশ্চিতই নরকগমন করেন।' ✣ গরুড়পুরাণে—'এই অষ্টবিধা ভক্তি যে-ম্লেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান থাকে, তিনি—বিপ্রপ্রধান, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত বলিয়া জানিতে হইবে।' তত্ত্বসাগরে—'যেরূপ, 'কাংস্য'-ধাতু রসবিধানহেতু স্বর্ণতা লাভ করে,সেরূপ মানবগণের দীক্ষাবিধানদ্বারা দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে।'

কলার পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া ।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণব-পত্নীর বৈষ্ণব-পত্যুচ্ছিষ্ট সম্মান ঃ—

চুষি' চুষি' চোষা আঠি ফেলিলা পাটুয়াতে ।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥ ৩৫ ॥
আঠি-চোষা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া ।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইলা লঞা ॥ ৩৬ ॥

মহাসৌভাগ্যবান্ কালিদাসের মহানন্দে অপ্রাকৃত-
বুদ্ধিতে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-সম্মান ঃ—

সেই খোলা, আঁঠি, চোকলা চুষে কালিদাস ।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥ ৩৭ ॥

গৌড়দেশস্থ সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-
সম্মানকারী কালিদাস ঃ—

ঐইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে ।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥ ৩৮ ॥

পুরী আসিলে কালিদাসপ্রতি প্রভুর নিষ্কপট মহাকৃপা ঃ—

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা ।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥ ৩৯ ॥

প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক গোবিন্দ ঃ—

প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে ।
জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥ ৪০ ॥

সিংহদ্বারের নিকটে সোপানতলে গর্ত্তমধ্যে
প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ঃ—

সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ।
বাইশ 'পহাচ'-তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥ ৪১ ॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদপ্রক্ষালনে ।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে ॥ ৪২ ॥

লোকশিক্ষক আচার্য্যরূপী প্রভুর কঠোর নিয়ম ঃ—

গোবিন্দেরে মহাপ্রভু কৈরাছে নিয়ম ।
"মোর পাদজল যেন না লয় কোনজন ॥" ৪৩ ॥

অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলেরই
প্রভুপাদোদকে অনধিকার ঃ—

প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল ।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥ ৪৪ ॥

কালিদাসের প্রভু-পাদোদকগ্রহণার্থ প্রভুসমীপে হস্তপ্রসারণ ঃ—

একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ।
কালিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥ ৪৫ ॥

তিনবার করপুটে প্রভু-পাদোদকপানান্তে প্রভুর নিবারণ ঃ—

এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥ ৪৬ ॥

প্রভুর স্বীয় পাদোদকপ্রদানান্তে পুনর্গ্রহণে নিষেধ ঃ—

"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ।
এতাবতা বাঞ্ছা পূরণ করিলুঁ তোমার ॥" ৪৭ ॥

অন্তর্যামী পরমেশ্বর গৌরসুন্দর ঃ—

সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥ ৪৮ ॥

বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-হেতু কালিদাসকে ব্রহ্মাদিরও
দুর্ল্লভ কৃপা-প্রদর্শন ঃ—

সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা ।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥ ৪৯ ॥

প্রভুর শ্রীনৃসিংহ-প্রণাম ঃ—

বাইশ 'পহাচ'-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে ।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥ ৫০ ॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধভক্তি-প্রচারক-ভক্তৈকরক্ষক, পাষণ্ড-মর্দ্দন,
ভক্তপ্রিয় শ্রীনৃসিংহের প্রণাম ঃ—
নৃসিংহ-পুরাণ-বচনদ্বয়—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ ৫২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। বাইশ পহাচ—বাইশ 'পাহাচ' ; উড়িয়াগণ সিঁড়ির এক এক ধাপকে 'পাহাচ' বলে। সিংহদ্বার দিয়া উঠিতে হইলে বাইশ 'পাহাচ' দিয়া উঠিতে হয়।

৫২। প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক নরসিংহকে নমস্কার ; হিরণ্য-কশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক-নখধারী নৃসিংহকে নমস্কার।

অনুভাষ্য

৩০। অনুব্রজি'—পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া।

৩৪। পাটুয়া-খোলা—পাতা ও বাকল ; নিকাশিয়া—বাহির করিয়া।

৩৭। চোকলা—খোলা।

৪১। আড়ে—আড়ালে, অন্তরালে ; বর্ত্তমানকালে এইসকল স্থান পতিতাবস্থায় আর নাই, তথায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ে—গর্ত্তে।

৪৭। এতাবতা—এই পর্য্যন্ত।

৫২। হিরণ্যকশিপোঃ (কশ্যপতনয়স্য প্রহ্লাদপিতুঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিনঃ দৈত্যরাজস্য) বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে (বক্ষঃ এব শিলাঃ তস্যাঃ টঙ্কঃ পাষাণ-বিদারকাস্ত্রবিশেষঃ, টঙ্কঃ এব

শুদ্ধভক্তিপ্রচারকের সর্ব্বত্রই অধোক্ষজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্ব-রক্ষকরূপে দর্শন ঃ—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৫৩॥

প্রভুর প্রসাদান্ন-ভোজন ঃ—

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥ ৫৪ ॥

উচ্ছিষ্টলাভ-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান কালিদাসকে প্রভুর ইচ্ছামতে তদুচ্ছিষ্টদান ঃ—

বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥ ৫৫ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে ॥ ৫৬ ॥

প্রভুর চরম কৃপালাভের একমাত্র কারণ ঃ—

বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥ ৫৭ ॥

সকল সাধককে গ্রন্থকারের উপদেশ ঃ—

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥ ৫৮ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ও ভক্তোচ্ছিষ্টের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ'-নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥ ৫৯ ॥

সাধকের চিদ্বলাধানকারী অপ্রাকৃত বস্তুত্রয় ঃ—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥ ৬০ ॥

উক্ত বস্তুত্রয়-সেবনই পরমপুরুষার্থরূপ প্রয়োজনলাভের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত একমাত্র উপায় ঃ—

এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ ৬১ ॥

পরমপুরুষার্থ প্রেম-লাভেচ্ছু নিখিল সাধককে গ্রন্থকারের সনির্ব্বন্ধ উপদেশ ঃ—

তাতে বার বার কহি,—শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন-সেবন ॥ ৬২ ॥

উক্ত সাধনত্রয়ই কৃষ্ণনাম-প্রেম-কৃপালাভের একমাত্র উপায় ঃ—

তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস ॥ ৬৩ ॥

পুরীতে ভক্তোচ্ছিষ্টে বিশ্বাস-হেতুই কালিদাসকে ভগবানের কৃপা ঃ—

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥ ৬৪ ॥

রথযাত্রোপলক্ষে শিবানন্দের পরমানন্দপুরীদাস-পুত্রসহ পুরীগমন ঃ—

সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লইয়া আইলা।
'পুরীদাস'-ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥ ৬৫ ॥

পুরীদাসের প্রভুপদে প্রণাম ঃ—

পুত্রসঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণনামোচ্চারণার্থ তাহাকে আদেশ, বালকের মৌনভাব ঃ—

'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥ ৬৭ ॥

তদর্থে শিবানন্দের ব্যর্থ যত্ন ঃ—

শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥ ৬৮ ॥

তদ্দর্শনে স্বয়ং প্রভুর বিস্ময়োক্তি ঃ—

প্রভু কহে,—"আমি নাম জগতে লওয়াইলু।
স্থাবরে পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ ॥ ৬৯ ॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!"
শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥ ৭০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৩। এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,—এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

৬০। তিন সাধনের বল—ভক্তের পদধূলি গ্রহণ, ভক্তের পদজল গ্রহণ এবং ভক্তের অধরামৃত গ্রহণ—এই তিনটীই সর্ব্ব সাধনের বলস্বরূপ।

অনুভাষ্য

নখানাং আলিঃ শ্রেণী যস্য তস্মৈ) প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে (হিরণ্যকশিপোঃ তনয়স্য শুদ্ধবৈষ্ণবপ্রবরস্য আনন্দদাত্রে) নরসিংহায় (নৃসিংহদেবায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।

৫৩। ইতঃ (অস্মিন্ স্থানে দেবীধাম্নি) নৃসিংহঃ, পরতঃ (পরব্যোম্নি) নৃসিংহঃ, যতঃ যতঃ (যত্র যত্র) [প্রতি-] যামি, ততঃ (তত্র) নৃসিংহঃ ; বহিঃ (প্রপঞ্চ) নৃসিংহঃ ; হৃদয়ে (অন্তর্জ্জগতি) নৃসিংহঃ [স্ফুরতি] ; অতঃ আদিম্ (আদিদেবং সর্ব্বমূলং) নৃসিংহম্ [অহং] শরণং প্রপদ্যে (আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ)।

৫৫। ঠারে—ইশারায়, সঙ্কেতে।

স্বরূপকর্ত্তৃক পুরীদাসের মৌনাবস্থান-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা ঃ—

"তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে ।
মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥ ৭১ ॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ।
এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান ॥" ৭২ ॥

অন্যদিন প্রভুর আদেশে বালক পুরীদাসের মৌনভঙ্গ ও শ্লোক-পঠন ঃ—

আর দিন কহেন প্রভু,—"পড়, পুরীদাস ।"
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥ ৭৩ ॥

গোপীহৃদয়-ভূষণ কৃষ্ণের জয় ঃ—
কবিকর্ণপূর-কৃত আচার্য্যশতকে (১)—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডলমখিলং হরির্জয়তি ॥ ৭৪ ॥

শিশুর শ্লোকরচনায় সকলের বিস্ময় ঃ—

সাত বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন ।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকে চমৎকার মন ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা ।
ব্রহ্মাদি-দেব যার নাহি পায় সীমা ॥ ৭৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে গৌড়ে যাইতে আদেশ ঃ—

ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারিমাসে ।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥ ৭৭ ॥

গৌড়ীয়-ভক্তসঙ্গে বাহ্যদশায় কৃত্য কৃষ্ণকথাকীর্ত্তন-প্রচার ছাড়িয়া অন্তর্দশায় কৃষ্ণবিরহিণী গোপীভাবে উন্মাদ ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান ।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান ॥ ৭৮ ॥

অনুক্ষণ কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসঙ্গানুভূতি বা স্ফূর্ত্তি ঃ—

রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস ।
সাক্ষাদনুভবে,—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥ ৭৯ ॥

প্রভুর উদঘূর্ণোক্তি ও জগন্নাথরূপী শ্যামসুন্দর-দর্শন ঃ—

এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে ।
সিংহদ্বারে দলই আসি' করিল বন্দনে ॥ ৮০ ॥
তারে বলে,—"কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও" বলি' ধরে তার হাত ॥ ৮১ ॥
সেহ কহে,—"ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥" ৮২ ॥
"তুমি মোর সখা, দেখাহ,—কাঁহা প্রাণনাথ ?"
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥ ৮৩ ॥
সেহ বলে,—"এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥" ৮৪ ॥
গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন ।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥ ৮৫ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন বর্ণিত ঃ—

এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৮৬ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৭)—

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব ।
দ্রুতঃ গচ্ছন্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত তদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮৭ ॥

জগন্নাথের বাল্য-ভোগ ঃ—

হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'-ভোগ লাগাইল ।
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল ॥ ৮৮ ॥

জগন্নাথ-সেবকগণের প্রভুকে মহাপ্রসাদ-দান ঃ—

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ।
প্রসাদ লঞা প্রভু-ঠাঞি কৈল আগমন ॥ ৮৯ ॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ।
আস্বাদ রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

৮০। দলই—দ্বারপাল।

৮৭। 'হে সখে দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে এখানে শীঘ্র দেখাও',—দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায় এইরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন! এবম্ভূত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করুন।

৮৮। বল্লভভোগ—যাহাকে এ প্রদেশে 'বালভোগ' বলে।

অনুভাষ্য

৭১। শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্তমন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে মন্ত্রের বীর্য্য থাকে না ; শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের আখ্যায়িকায় আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানিয়াছি।

৭৪। শ্রবসোঃ (কর্ণয়োঃ) কুবলয়ঃ (নীলোৎপলং) তথা অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুষোঃ) অঞ্জনং (কজ্জ্বলশোভনম্) উরসঃ (বক্ষসঃ) মহেন্দ্রমণিদাম (ইন্দ্রনীলমণিমালা) বৃন্দাবনরমণীনাং (ব্রজললনানাম্) অখিলং (সর্ব্ববিধং) মণ্ডনম্ (অলঙ্কাররূপঃ) হরিঃ জয়তি।

৮২। ইঁহা হয়—হিঁয়া হ্যায়, (হিন্দী)—এখানে আছেন।

৮৭। হে সখে, মে (মম) কান্তঃ (কৃষ্ণঃ) ক্ব (কুত্র)? ত্বম্ এব ইহ (অস্মিন্ স্থানে সময়ে বা) তং (কান্তং কৃষ্ণং) ত্বরিতং

প্রভুকে প্রসাদ-গ্রহণার্থ পাণ্ডাগণের যত্ন ঃ—

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥ ৯১ ॥

প্রভুর কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ-গ্রহণ ঃ—

তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা ॥ ৯২ ॥

মহাপ্রসাদাস্বাদনে প্রভুর বিস্ময় ও সাত্ত্বিক বিকার ঃ—

কোটিঅমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত-জ্ঞানে প্রেমাবেশ ; ঐশ্বর্য্যাশ্রিত-সেবক-দর্শনে সঙ্গোপন ঃ—

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হৈতে আইল ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥' ৯৪ ॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥ ৯৫ ॥

ভক্ত্যুন্মুখী মহাসুকৃতিফলে মহাপ্রসাদ লাভ ; অজ্ঞ জগন্নাথ-সেবকের প্রশ্ন ঃ—

"সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব" বলেন বারবার ।
ঈশ্বর-সেবক পুছে,—"কি অর্থ ইহার ??" ৯৬ ॥

প্রভুর কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট বা মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রভু কহে,—"এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত ।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত'!! ৯৭ ॥

ফেলা বা মহাপ্রসাদের সংজ্ঞা ঃ—

কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা'-নাম ।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯৮ ॥

কর্ম্মোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতির ফল-বৈশিষ্ট্য বর্ণন ঃ—

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥ ৯৯ ॥

(ভক্ত্যুন্মুখী) সুকৃতি-শব্দের অর্থ ঃ—

'সুকৃতি'-শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য' ।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥" ১০০ ॥

উপলভোগ-দর্শনান্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন ঃ—

এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা ।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥ ১০১ ॥

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-মাধুর্য্য-স্মৃতি ঃ—

মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥ ১০২ ॥

প্রেমাবেশ ও কষ্টে তৎসম্বরণ ঃ—

বাহ্য-কৃত্য করেন, প্রেমে গর-গর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥ ১০৩ ॥

সন্ধ্যার পর ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে ।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১০৪ ॥

পুরী, ভারতী, স্বরূপ, রায় ও ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তগণকে গোবিন্দের মহাপ্রসাদ দান ঃ—

প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা ।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥ ১০৫ ॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥ ১০৬ ॥

অলৌকিক প্রসাদাস্বাদনে সকলের বিস্ময় ঃ—

প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥ ১০৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক বদ্ধজীবের প্রাকৃত ভোগ্যদ্রব্য ও কৃষ্ণের চিদিন্দ্রিয়-ভোগ্য অপ্রাকৃত চিদুপকরণ-নৈবেদ্যের গুণ-ভেদ-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥ ১০৮ ॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥ ১০৯ ॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০০। যে পবিত্র কর্ম্মে কৃষ্ণকৃপা জন্মায়, তাহাকে (ভক্ত্যুন্মুখী) 'সুকৃতি' বলে।

অনুভাষ্য

(শীঘ্রং) লোকয় (দর্শয়) ইতি (এবম্ভূতেন বাক্যেন) উন্মদঃ (উন্মত্তঃ) ইব দ্বারাধিপম্ অভিবদন্ (কথয়ন্) প্রিয়ং (কৃষ্ণং) দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ (আগচ্ছ) তদুক্তেন (দ্বারাধিপ-বাক্যেন) ধৃততদ্ভুজান্তঃ (ধৃতঃ তদ্ভুজান্তং তস্য করপ্রান্তং যেন সঃ) গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

অনুভাষ্য

৯৬-১০০। মহাভারতে ও স্কান্দে উৎকল-খণ্ডে,—"মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে। স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে।।"

৯৯। সামান্য ভাগ্য—কর্ম্মফলজন্য সৌভাগ্য।

১০৮। ঐক্ষব—ইক্ষুজাত গুড় বা চিনি ; গব্য—দুগ্ধ ঘৃতাদি।

১০৯। রসবাস—সুগন্ধ ও রসযুক্ত এলাচি ও লবঙ্গ ; গুড়ত্বক—দারুচিনি বা জৈত্রী ; প্রাকৃত—বদ্ধজীবের স্ব-সুখ-

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের চিহ্ন ঃ—

আস্বাদ দূরে রহু, গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥ ১১১ ॥

কৃষ্ণাধরস্পর্শ-মহিমা ঃ—

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥ ১১২ ॥

কৃষ্ণোষ্ঠ-স্পৃষ্ট চিদুপকরণ—ভক্তের চিদিন্দ্রিয়োন্মাদক ঃ—

অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ অন্য-বিস্মারণ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥ ১১৩ ॥

সকলকে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাসহ প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ ঃ—

অনেক 'সুকৃতে' ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥" ১১৪ ॥

কৃষ্ণাধরামৃত-আস্বাদনে সকলের প্রেমাবেশ ঃ—

হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হইল সবার মন ॥ ১১৫ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় রায়ের শ্লোক-পাঠ ঃ—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
রামানন্দ-রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরামৃত-যাচ্ঞা (চিত্রজল্প) ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১১৭ ॥

স্বয়ং প্রভুর তৎসূচক শ্লোকপাঠ ঃ—

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণসেবনোন্মুখ চিদ্জিহ্বার লোভবর্দ্ধক
কৃষ্ণ-ফেলা-লবামৃত ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৮) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলালবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্ ॥ ১১৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্লোকদ্বয়-ব্যাখ্যা ঃ—

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১২০ ॥

প্রথম শ্লোক-ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণাধরামৃতের চিহ্ন-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥ ১২১ ॥
নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ১২২ ॥ ধ্রু ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৭। হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপে চুম্বিত, চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত, তাহা আমাদিগকে দেও।

১১৯। হে সখি, যাঁহার অধরামৃত—ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদিগের ইতর রসসমূহে তৃষ্ণাহরণকারী, যাঁহার ফেলা-কণ—সুকৃতিলভ্য, সুধাজয়কারিণী পর্ণবীটিকা চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমার জিহ্বাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

১২১-১৩৩। হে নাগর, তোমার অধরের চরিত্র বর্ণন করিতেছি, তুমি শুন। তিনি লোকের তনু ও মনকে ক্ষোভিত

অনুভাষ্য

বিধানেচ্ছামূলে যে-সকল বস্তু—তাহা ইন্দ্রিয়ভোগ্য, সেই সকল খণ্ড, সীমাবিশিষ্ট, নশ্বর বা কালক্ষোভ্য জড়দ্রব্য।

১১৭। রাসক্রীড়াকালে কৃষ্ণ হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া রাসস্থলী হইতে যমুনাতটে আসিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—

হে বীর (দানবীর,) সুরতবর্দ্ধনং (সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তি যত্তৎ) শোকনাশনং (অপ্রাপ্তিজন্যদুঃখধ্বংসকং) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠুচুম্বিতং (নাদামৃত-বাসিতং) নৃণাম্ ইতররাগবিস্মারণম্ (ইতরেষু কৃষ্ণেতর-বিষয়সুখেষু যঃ রাগঃ ইচ্ছা, তৎ বিস্মারয়তি বিলোপয়তি ইতি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতম্ (অধর এব অমৃতং) নঃ (অস্মাকং) বিতর (দেহি)।

১১৯। হে সখি, যঃ ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর-প্রদীব্যদধরামৃতঃ (ব্রজে যা অতুলাঃ নিরুপমাঃ কুলাঙ্গনাঃ ব্রজবধ্বঃ তাসাম্ ইতরেষু রসালিষু যা তৃষ্ণা তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎ প্রদীব্যৎ প্রকৃষ্টরূপেণ সর্ব্বোপরি শোভমানম্ অধরামৃতং যস্য সঃ) সুকৃতিলভ্য-ফেলা-লবঃ (সুকৃতিভিঃ সৌভাগ্যবদ্ভিঃ লভ্যঃ প্রাপ্যঃ ফেলায়াঃ অধরসুধায়াঃ লবঃ স্বল্পাংশঃ যস্য সঃ) সুধা-জিদহিবল্লিকা-সুদলবীটীকা-চর্ব্বিতঃ (সুধাজিৎ অমৃতনিন্দিতং তথা অহিবল্লিকা তাম্বূলবল্লী তস্যাং সুদলৈঃ শোভনপত্রৈঃ নির্ম্মিতা যা বীটীকাঃ তাসাং চর্ব্বিতং চর্ব্বণং যস্য সঃ) মদন-মোহনঃ [স্ব-ফেলয়া] জিহ্বা-স্পৃহাং (সেবোন্মুখী-জিহ্বালৌল্যং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণের বেণুর প্রতি শ্রীরাধার ঈর্ষা ঃ—

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥ ১২৪ ॥
বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান।
'ওহে, শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥ ১২৫ ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু, কর আসি' পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥' ১২৬ ॥

বেণু ও অধরামৃতের সম্মিলিত বলপ্রয়োগ-ফল ঃ—

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন।
আমরা ধর্ম্মে ভয় করি', রহি যদি ধৈর্য্য ধরি',
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥ ১২৭ ॥
নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লঞা যায়।
আনি' কথায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এই মত নারীরে নাচায় ॥ ১২৮ ॥

শ্রীরাধাদির তুষ্ণীভাব ঃ—

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল গোসাঞি।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি',
চোরার মাকে ডাকি' কান্দিতে নাই ॥ ১২৯ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা ; কৃষ্ণের অধরামৃতের মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

করেন, কন্দর্পলোভকে বৃদ্ধি করেন, হর্ষশোকাদির ভার বিনাশ করেন, অন্য রস ভুলাইয়া দেন, জগৎকে আত্মবশ করেন, লজ্জা, ধর্ম্ম ও ধৈর্য্যকে ক্ষয় করেন, নারীগণের মন মত্ত করেন ও জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি করাইয়া আকর্ষণ করেন, বিচার করিবার সময় তাঁহার সকলই আমি বিপরীত দেখিতেছি। হে কৃষ্ণ,—তুমি পুরুষ, তোমার অধরামৃতে নারীর মন আকর্ষণ করিবে,—ইহাই নিয়ম ; কিন্তু তাহা পুরুষরূপ বেণুকে আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পান করাইয়া অন্য যাবতীয় রস ভুলাইয়া দেয় ; সচেতন দূরে থাকুক, অচেতনকে সচেতন করে, অতএব তোমার অধর—একটী মহা-বাজিকর। আরও বিপরীত দেখ,—তোমার যে বেণু, সে—শুষ্ক কাষ্ঠমাত্র ; তোমার অধরামৃত আপনাকে পান করাইয়া তাহার ইন্দ্রিয় ও মন প্রস্তুত করত (চেতনবৃত্তিযুক্ত করিয়া) তাহাকে সুখ দেয়। সেই বেণু ধৃষ্টপুরুষরূপে স্বয়ং পুরুষাধর (পুনঃ পুনঃ) পান করিয়া নিজ-পান বিজ্ঞাপন করে, আর এই কথা বলে,—'ওহে গোপীগণ, তোমাদের যদি 'স্ত্রী' বলিয়া অভিমান থাকে, তাহা হইলে পুরুষাধরামৃতরূপ তোমাদের নিজ-ধন পান কর।' রাধিকা কহিতেছেন,—"সেই বেণু আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া বলে, তুমি লজ্জা-ভয় ছাড়িয়া ইহা পান কর, তাহা হইলেই আমি (তোমাকে এই অধর) ছাড়িয়া দিব ; আর তুমি যদি লজ্জা-ভয় না ছাড়, তাহা হইলে আমিই নিরন্তর পান করিব ; কৃষ্ণাধরামৃতে তোমার বিশেষ অধিকার দেখিয়া আমার একটু ভয় হয় ; অন্যসকলকেই আমি তৃণের সমান দেখি।' সেই বেণু নিজের স্বরে অধরামৃত সঞ্চার করিয়া অর্থাৎ তাহার সহিত একতা করিয়া (একযোগে বলপূর্ব্বক) এইরূপ ত্রিজগৎকে আকর্ষণ করে। আমরা গোপীগণ যদি ধর্ম্মভয় করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে বিশেষ বিড়ম্বনা করে ; এমন কি, আমাদের লজ্জা-ধর্ম্ম ছাড়াইয়া গুরুজনের সম্মুখে নীবি অর্থাৎ কটিবন্ধ খসাইয়া দেয়,—আমাদিগকে যেন কেশে ধরিয়া লইয়া যায়,—আমাদিগকে তোমার দাসী করিয়া দেয় ; লোকে তাহা শুনিয়া হাস্য করিয়া থাকে (এইরূপভাবে গোপীকে স্বেচ্ছামত চালিত করে)। বাঁশি শুষ্কবাঁশের কাঠিমাত্র হইয়াও (প্রভুরূপে) আমাদিগকে অপমান করিয়া এইরূপ দশাগ্রস্ত করে। আমরা ইহা সহ্য না করিয়া আর কি করিতে পারি? চোরকে দণ্ড করিলে তাহার মা যেরূপ (পরিত্রাণ বা নিরপেক্ষ বিচারের জন্য) ডাকিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে পারে না (অর্থাৎ তাহার পক্ষে ডাকিয়া কাঁদিতে নাই অথবা কাঁদা উচিত নয়,) আমিও সেইরূপ

অনুভাষ্য

১২১। 'ভার বিনাশয়'—পাঠান্তরে 'ভাব বিলাসয়' ও 'ভাব বিনাশয়'।

১২৩। ধৃষ্ট-রায়—প্রগল্‌ভ বা উদ্ধত-প্রধান।

১২৮। নীবি—কটিবন্ধ, বস্ত্রবন্ধন ; খসায়—উন্মোচন করে।

সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥ ১৩০ ॥
সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহু জন্ম পুণ্য করে, তার 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতে' তার লব পায় ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃত-সার',
গোপীর মুখ করে 'আলবাটী' ॥ ১৩২ ॥
এসব—তোমার কুটিনাটী, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ।
আপনার হাসি লাগি', নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত দান ॥" ১৩৩ ॥

প্রভুর উৎকণ্ঠা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল।
ক্রোধ মন শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥ ১৩৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণাধরামৃতের পরম-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

"পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥ ১৩৫ ॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্ল্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥ ১৩৬ ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥ ১৩৭ ॥
তাতে জানি,—কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুর আদেশে রায়ের শ্লোক-পঠন ঃ—

কহ রাম রায়, কিছু শুনিতে হয় মন।"
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥ ১৩৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণাধরস্পর্শসুখী বেণুর প্রশংসা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১৪০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মৌন ধরিয়া থাকি;—অধরের এইরূপই রীতি। অধরের সহিত যাহার মিলন, তাহার আবার কুনীতি শ্রবণ কর ;—সেই অধর-স্পৃষ্ট ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য অমৃত-সমান হইয়া 'কৃষ্ণফেলা' নাম ধরে। দেবতাগণ আরাধনা করিয়াও সেই ফেলার এক-লবও পান না। ফেলার আবার এরূপ দম্ভ যে, তাহা সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারে না ; কেননা, বহুজন্মের পুণ্যক্রমে যে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি লাভ হয়, সেই 'সুকৃতি'বলেই সেবক কৃষ্ণফেলার লব বা কণ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল-প্রসাদের উদ্গারকে 'অমৃতসার' বলে ; গোপীগণের মুখ—তাহা রাখিবার আলবাটী অর্থাৎ পিকদানী-সদৃশ। অতএব হে শ্যাম, তোমার এই কুটীনাটী-পরিপাটী (কৌশল) পরিত্যাগ কর, বেণুদ্বারা গোপীদিগের আর প্রাণ নাশ করিও না ; তুমি হাসিয়া হাসিয়া নারীর বধভাগী হইও না, আমাদিগকে নিজের অধরামৃত দান কর।

অনুভাষ্য

১৩০। মেলা—মিলন।

১৩১। পাতিয়ায়—প্রতীতি হয়।

১৩২। আলবাটী—আলের (লালার) বাটী, পিকদানী।

১৩৩। কুটিনাটী—কপটতা ; পরিপাটী—কারিগরি, নৈপুণ্য, কৌশল।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। 'আপনার হাসি লাগি'—'প্রথমার্থ' এই যে, নারীর বধভাগী হইলে আপনারই নিন্দা হইবে, সেরূপ না করিয়া নিজাধরামৃত দেও ; দ্বিতীয়ার্থ এই যে, নিজের কৌতুকের জন্য নারীবধ করিও না।

১৪০। হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা ভোগ করিতেছে? আর্য্য-ব্যক্তিগণ যেরূপ (কোন ভগবদ্ভক্ত) মহৎসন্তানের (জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন) করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-(সকল নদীর) জলে পুষ্ট হইয়াছে, (সেই সকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে) এবং যে তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-রূপ অশ্রু মোচন করিতেছে।

অনুভাষ্য

১৪০। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণপূর্ব্বক বংশীধ্বনি করায় গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণবেণুর সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন,—

অন্যা অন্যা ঊচুঃ,—হে গোপ্যঃ, অয়ং বেণু কিং কুশলং (পুণ্যম্) আচরৎ (অনুষ্ঠিতবান্) স্ম, যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাম্ (এব ভোগ্যাং সতীমপি) দামোদরাধরসুধাং (কৃষ্ণাধরামৃতং) স্বয়ং

প্রভুর ভাবাবেশে প্রলাপ-ব্যাখ্যা ঃ—

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্লোকার্থ ; বেণুর কৃষ্ণাধরামৃতপানসৌভাগ্য-দর্শনে গোপীগণের ঈর্ষা অথচ স্তুতি-বাক্য (চিত্রজল্প) ঃ—

"অহো, ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ, যারে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥ ১৪২ ॥

গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ॥ ১৪৩ ॥ ধ্রু ॥

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি, স্থাবর 'পুরুষজাতি',
সেই সুধা সদা করে পান ॥ ১৪৪ ॥

যার ধন, না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥ ১৪৫ ॥

মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু-ঝুটাধর রস, হঞা লোভে পরবশ,
সেইকালে হর্ষে করে পান ॥ ১৪৬ ॥

এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥ ১৪৭ ॥

নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পে হাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুরে মানি' নিজ জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব' হৈলে আনন্দ-বিকার ॥ ১৪৮ ॥

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী।
যাহা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সইতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥" ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২-১৪৯। কোন গোপী অন্য গোপীদিগকে বলিতেছেন,—'ব্রজেন্দ্রনন্দনের একি আশ্চর্য্যলীলা দেখ। ইনি অবশ্য ব্রজের কন্যাগণকে পরিণয় করিবেন, অতএব গোপীগণ জানেন যে, কৃষ্ণের অধরামৃত—তাঁহাদেরই নিজধন এবং সেই অধরামৃত অপরের লভ্য নয়।' হে গোপীগণ, বিচার করিয়া দেখ যে, এই কৃষ্ণবেণু জন্মান্তরে অবশ্য কোন তীর্থ, কোন তপ, কোন সিদ্ধ-মন্ত্র জপ করিয়াছিল, যদ্দ্বারা সে এরূপ কৃষ্ণাধরসুধা,—যাহার জন্য গোপীগণ প্রাণ ধারণ করিতেছে, তাহা—নিজের 'অমৃত-মুদ্রা' করিয়া লইয়াছে। এই বেণু—অতিশয় অযোগ্য, স্থাবর বংশ-জাতি ; তাহাতে আবার, 'পুরুষজাতি' হইয়া কৃষ্ণাধর-সুধা সর্ব্বদা পান করিয়া থাকে। উহা গোপীদিগের স্বকীয় ধন হইলেও সে তাহাদিগকে না বলিয়া উহা বলাৎকারে পান করে এবং গোপী-দিগকে উচ্চরবে পান করিতে আহ্বান করে। আবার, এই বেণুর তপস্যাফল এবং ভাগ্যবলও দেখ,—ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনগণ পর্য্যন্ত খাইতেছেন ; কৃষ্ণ যখন ভুবনপাবনী কলিন্দ-নন্দিনী ও মানসগঙ্গাতে স্নান করেন, তখন তাহারা (যমুনা ও মানসগঙ্গা-রূপ মহাজনগণ) লোভপরবশ হইয়া বেণুর উচ্ছিষ্ট অধররস হর্ষভরে পান করেন। নদীর কথা দূরে থাকুক, সেই নদীতীরস্থ তাপসসদৃশ পরোপকারী বৃক্ষ-সকলও কি জন্য যে মূলদ্বারা নদীর উপভুক্ত 'শেষরস' আকর্ষণ করিয়া পান করে, তাহা বুঝিতে পারি না। সেইসকল বৃক্ষ নিজ নিজ অঙ্কুরে পুলকিত এবং পুষ্প-বিকাশরূপে হাস্যবিকশিত হইয়া 'মধুমিষে' অর্থাৎ মধুচ্ছলে অশ্রুধারা নিক্ষেপ করে ; মনে হয়, আর্য্যপুরুষদিগের পুত্রপৌত্র বৈষ্ণব হইলে তাহারা যেরূপ আনন্দ-বিকার লাভ করেন, বৃক্ষ-গণ স্ব-বংশীয় বৃক্ষজাতিরূপ বেণুকে সেইরূপ মানিয়া কার্য্য করিতেছেন। এখন কথা এই যে, বেণু—নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু আমরা—যোগ্যা নারী ; বেণুর যে কি তপস্যা, তাহা জানিতে পারিলে আমরাও সেইরূপ তপস্যা করিব। আমাদের মনের কথা

অনুভাষ্য

(স্বাতন্ত্র্যেণ) অবশিষ্টরসং (কেবলমবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি, তথা) ভুঙ্‌ক্তে ; হ্রদিন্যঃ (যাসাং পয়সা পুষ্টঃ তাঃ মাতৃতুল্যাঃ নদ্যঃ) হৃষ্যত্বচঃ (জাত-রোমহর্ষাঃ বিকসিতকমলবন-মিষেণ রোমাঞ্চিতাঃ) [লক্ষ্যন্তে] ; আর্য্যাঃ (কুলবৃদ্ধাঃ) যথা [স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্টা পুলকিতাঃ সন্তঃ অশ্রু মুঞ্চন্তি, তদ্বৎ] তরবঃ (যেষাং বংশে স জাতঃ তে) অশ্রু (মধুধারা-মিষেণ আনন্দাশ্রু) মুমুচুঃ।

১৪৪। 'যে কৈল অমৃতমুদা'—কাহারও মতে, অমৃতকেও যাহা স্বমাধুর্য্যবলে আচ্ছাদন (পরাভূত) করে।

১৪৮। মধু-মিষে—মধুধারা-ছলে (শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি; এইজন্যই বেণুর তপস্যা বিচার করিতেছি।

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা; ইহারা 'পুণ্য-নদী' বলিয়া 'মহাজন'।

১৪৭। পবিত্র নদী হইলেও ইহারা—নদী, অতএব তাহাদের

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই কার্য্য (অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধরামৃতরস-পান) সম্ভব হইতে পারে।

১৪৯। এ অযোগ্য—এই বেণু স্থাবর-বস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু যে তৈলঙ্গী-গাভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুরু-মুখে শ্রৌতপন্থায় গৌরের অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন ঃ—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

প্রভুর তৎকালীন নিত্যসঙ্গী ঃ—

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

স্বরূপের ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুর সেবন ঃ—

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

প্রভুপ্রিয় গ্রন্থ হইতে রায়ের শ্লোকপাঠ ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্লোক-পাঠ ও বিলাপোক্তি ঃ—

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

প্রভুর শয়নান্তর উভয়ের প্রস্থান ঃ—

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

প্রভুর উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

অনুভাষ্য

১। যৈঃ (সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদর-রঘুনাথ-প্রমুখৈঃ অন্তরঙ্গৈঃ ভক্তৈঃ) শ্রীলগৌরেন্দোঃ (গৌরচন্দ্রস্য) অদ্ভুতম্ (অশ্রুতচরম্) অলৌকিকম্ (অদৃষ্টচরং) দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং (মহাভাবান্মত্তে-হিতং) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষীকৃতং) তন্মুখাৎ (তেষাং শ্রীগুরূণাং কীর্ত্তন-কারিণাং শ্রীমুখাদেব) তৎ শ্রুত্বা [ময়া] লিখ্যতে।

প্রভুর গোপীভাবে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ঃ—

এতেক বিলাপ করি', প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায়।
কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥ ১৫০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই যে, অযোগ্য বেণু যে কৃষ্ণাধরামৃত পান করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা দুঃখে মরিতেছি; এইজন্যই বেণুর তপস্যা বিচার করিতেছি।

১৪৫। মহাজনে—মানসগঙ্গা ও যমুনা; ইহারা 'পুণ্য-নদী' বলিয়া 'মহাজন'।

১৪৭। পবিত্র নদী হইলেও ইহারা—নদী, অতএব তাহাদের

স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥ ১৫১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাসপ্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

এই কার্য্য (অর্থাৎ বেণুর উচ্ছিষ্ট কৃষ্ণাধরামৃতরস-পান) সম্ভব হইতে পারে।

১৪৯। এ অযোগ্য—এই বেণু স্থাবর-বস্তু, সুতরাং কৃষ্ণের অধরামৃত পাইতে অযোগ্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—নানারূপ প্রেমোন্মাদের মধ্যে রাত্রিতে দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মহাপ্রভু যে তৈলঙ্গী-গাভীর মধ্যে কমঠাকারে পড়িয়াছিলেন, তাহাই এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গুরু-মুখে শ্রৌতপন্থায় গৌরের অপ্রাকৃত লীলা-বর্ণন ঃ—

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর উন্মাদ ও প্রলাপ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥ ৩ ॥

প্রভুর তৎকালীন নিত্যসঙ্গী ঃ—

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঞাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ৪ ॥

স্বরূপের ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুর সেবন ঃ—

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥ ৫ ॥

প্রভুপ্রিয় গ্রন্থ হইতে রায়ের শ্লোকপাঠ ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥ ৬ ॥

স্বয়ং প্রভুর শ্লোক-পাঠ ও বিলাপোক্তি ঃ—

মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥ ৭ ॥

প্রভুর শয়নান্তর উভয়ের প্রস্থান ঃ—

এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥ ৮ ॥

প্রভুর উচ্চ নামসঙ্কীর্ত্তন ঃ—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদ-চেষ্টা যাঁহারা (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

অনুভাষ্য

১। যৈঃ (সৌভাগ্যবদ্ভির্দামোদর-রঘুনাথ-প্রমুখৈঃ অন্তরঙ্গৈঃ ভক্তৈঃ) শ্রীলগৌরেন্দোঃ (গৌরচন্দ্রস্য) অদ্ভুতম্ (অশ্রুতচরম্) অলৌকিকম্ (অদৃষ্টচরং) দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতং (মহাভাবান্মত্তে-হিতং) দৃষ্টং (প্রত্যক্ষীকৃতং) তন্মুখাৎ (তেষাং শ্রীগুরূণাং কীর্ত্তন-কারিণাং শ্রীমুখাদেব) তৎ শ্রুত্বা [ময়া] লিখ্যতে।

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান ।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥ ১০ ॥
তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া ।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হৈঞা ॥ ১১ ॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভিগণ ।
তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥ ১২ ॥

প্রভুর শব্দ না শুনিয়া সকলের প্রভু-অন্বেষণ ও প্রাপ্তি ঃ—

এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাঞা ।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥ ১৩ ॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ১৪ ॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ।
গাভিগণ-মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥ ১৫ ॥

প্রভুর অবস্থা ঃ—

পেটের ভিতর হস্ত-পাদ—কূর্ম্মের আকার ।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ১৬ ॥
অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল ।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥ ১৭ ॥
গাভি-সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥ ১৮ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনে বহুযত্ন ও গৃহে আনয়ন ঃ—

অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন ।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥ ১৯ ॥

উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে প্রভুর চেতন ও অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন ।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥ ২০ ॥
চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল ।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥ ২১ ॥

স্বরূপকে নিজাবস্থা-বর্ণন ঃ—

উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি ।
স্বরূপে কহেন,—"তুমি আমা আনিলা কতি ?? ২২ ॥
বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৩ ॥
সঙ্কেতে বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ-ঘরে ।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥ ২৪ ॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥ ২৫ ॥
গোপীগণ-সহ বিহার, হাস-পরিহাস ।
কণ্ঠধ্বনি-উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥ ২৬ ॥
হেনকালে তুমি কোলাহল করি' ।
আমা লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণধ্বনিশ্রবণ-বঞ্চিত প্রভুর বিলাপ ঃ—

শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী ।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥" ২৮ ॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদ্গদ-বাণী ।
"কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি, পড় 'রসামৃত' শুনি ॥" ২৯ ॥

গৌরাদেশে স্বরূপের শ্লোকপাঠ ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণবেণুমাধুর্য্যে সর্ব্ববিধ সেবকই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৭)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রম্ ॥ ৩১ ॥

গোপীভাবাবিষ্ট প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা ।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণের প্রতি গোপীর স্বীয় ভাব-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

"হৈল গোপী ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন ।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি',
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ বর্ণনারম্ভ ঃ—

'নাগর, কহ, তুমি করিয়া নিশ্চয় ।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্যা নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?? ৩৪ ॥ ধ্রু ॥

বেণুমাধুর্য্য-বল-বর্ণন ঃ—

কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী-মন ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। কর্ণতৃষ্ণায়—কৃষ্ণগুণ-শ্রবন-পিপাসায়।

৩৩-৩৮। গোপীগণ ভাবে আবিষ্ট হইয়া রাসলীলায় প্রবেশ-

অনুভাষ্য

১৪। দেউটি—দীপকাষ্ঠ।

৩১। মধ্য, ২৪শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্য্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥ ৩৫ ॥

অপ্রাকৃত নবীন-মদন বা কামদেব অনঙ্গ ঃ—

ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা ভয় সকল ছাড়ায় ।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' 'পতিত্যাগে দোষ',
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও !! ৩৬ ॥

অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটি ।
তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥ ৩৭ ॥

বেণুনাদ-অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা-বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত ।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত ??" ৩৮ ॥

রাধাভাবে প্রভুর কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন ঃ—

এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন ।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥ ৩৯ ॥

মধুরবিগ্রহ মদনমোহন ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ ।
রমাদিক-বরাঙ্গণা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥ ৪০ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনিমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

পুনর্যথা রাগ—

"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায় ।
তার এক শ্রুতি-কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥ ৪১ ॥

কহ সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৪২ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কন-ধ্বনি চটকে লাজায় ।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি' রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥ ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

পূর্ব্বক কৃষ্ণের উপেক্ষা-বচন অর্থাৎ ঔদাসীন্য-বাক্য শ্রবণ করত 'কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলেন'—ইহা সত্য মানিয়া কৃষ্ণকে সরোষ বাক্য কহিতেছেন,—"ওহে নাগর, বল দেখি, এই ত্রিজগতে যত যোগ্যা নারী আছে, তোমার বেণু কাহাকে না আকর্ষণ করে? জগতে তুমি বেণুধ্বনি করিলে, উহা মন্ত্রাদি-সিদ্ধা যোগিনীরূপে দূতী হইয়া নারীগণের মন মোহিত (প্রলোভিত) করে এবং তাহাদের মহা-উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া (পতিগুরুজন প্রভৃতির সেবারূপ) বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ করাইয়া (পরকীয়া-কান্তাভাবে) তোমার নিকট সমর্পণ করে। সেই বেণু ও কটাক্ষরূপ কামশরদ্বারা আমাদিগকে বিদ্ধ করত ধর্ম্মপথ ও লজ্জা-ভয় ছাড়াইয়া তোমার নিকট আনিয়াছ। কিন্তু পতিত্যাগাদি দোষ দেখাইয়া ও করাইয়া এখন তুমি ধার্ম্মিকের ন্যায় আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছ! তোমার মন—একপ্রকার, কথা—অন্যপ্রকার ও আচরণ—তৃতীয় প্রকার। এই সব—শঠতা-পারিপাট্য (কৌশলমাত্র) ; তুমি পরিহাস জান, তাহাতে নারীর সর্ব্বনাশ হয়, অতএব এইসব কপটতা ছাড়। একে বেণুনাদরূপ অমৃত-ঘোল, তাহাতে আবার বাক্যামৃতরূপ মিষ্ট-বুলি, তাহাতে আবার অমৃত সমান ভূষণধ্বনি,—এই তিনপ্রকার অমৃত মিলিয়া আমাদের কাণ, মন ও প্রাণ হরণ করিতেছে।

৩৮। শিঞ্জিত—ধ্বনি।

৪০। হে সখি, যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।

অনুভাষ্য

৩৮। ঘোলে—চলিত-কথায়, 'ঘোল খাওয়ায়' অর্থাৎ আচ্ছাদন বা পরাভব করে ; পাঠান্তরে 'রোলে' অর্থাৎ রবে, শব্দে ; পাঠান্তরে 'উগারে' উদ্গীরণ করে।

৪০। হে সখি, নদজ্জলদনিস্বনঃ (নদতঃ গর্জ্জনশীলস্য জলদস্য মেঘস্য নিস্বনঃ ইব গম্ভীরকণ্ঠধ্বনিঃ যস্য সঃ) শ্রবণকর্ষিসৎশিঞ্জিতঃ (গোপীকর্ণস্য কর্ষণে শীলং যস্য তৎ সচ্ছিঞ্জিতঃ সুমধুরং ভূষণানাং ধ্বনিঃ যস্য সঃ) সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ (নর্ম্মণা সহ বর্ত্তমানৈঃ রসসূচকৈঃ অক্ষরৈঃ পদার্থানাং ভঙ্গী পরিপাটী যস্যাং তথাভূতা উক্তিঃ যস্য সঃ) রমাদিকবরাঙ্গণাহৃদয়-হারী-বংশীকলঃ (রমাদিক-বরাঙ্গণানাং লক্ষ্ম্যাদি-শ্রেষ্ঠরমণীনাং হৃদয়হারিহৃদয়াকর্ষী বংশ্যাঃ কলঃ শব্দঃ যস্য সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) কর্ণস্পৃহাং (শ্রবণাভিলাষং) তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

কৃষ্ণের বচন-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ।
শব্দ, অর্থ,—দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম্ম-বিভূষিত ॥ ৪৪ ॥
সে অমৃতের এককণ, কর্ণ-চকোর জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে ।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরমে পিয়াসে ॥ ৪৫ ॥

বেণুধ্বনি-মাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায় ।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায় ॥ ৪৬ ॥

লক্ষ্মীরও কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে লোভ কিন্তু অসামর্থ্য ঃ—

যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায় ।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণসেবাবিহীন কর্ণের গর্হণ ঃ—

এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান ।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥" ৪৮ ॥

প্রভুর ভাবশাবল্য ঃ—

করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন ।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানাভাবে হইল মিলন ॥ ৪৯ ॥

কৃষ্ণ বিরহোন্মাদ ঃ—

ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক ।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥ ৫০ ॥

শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

বিল্বমঙ্গল-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথমন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৫১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১-৪৮। নবীনমেঘের ধ্বনিকে পরাজয় করিয়া যাঁহার কণ্ঠের গভীর ধ্বনি বিরাজমান ; যাঁহার মিষ্ট গানে কোকিল লজ্জা পায়,—যাঁহার সামান্য কিছুমাত্র কর্ণগত হইলেই জগতের (অন্যান্য) কাণকে (শব্দকে) এমন নিমগ্ন (পরাভূত) করে, যে সেই কাণ আর ফিরিয়া আসিতে পারে না ; হে সখি, কৃষ্ণের সেই শব্দগুণে আমার কর্ণ অপহৃত হইয়াছে, এখন তাহা না পাইয়া আমাকে তৃষ্ণায় মরিতে হইতেছে। তাঁহার নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি হংস-সারস-স্বরকে পরাজয় করে, তাঁহার কঙ্কণধ্বনি চটক-পক্ষীকে লজ্জা দেয়। যাহার কাণে একবার উহা প্রবেশ করে, সে অন্য কোন শব্দকেই কাণে প্রবেশ করিতে দেয় না। কৃষ্ণের বচন-মাধুরী—অমৃত অপেক্ষাও পরম অমৃতময়ী ; তাহা আবার হাস্যরূপ কর্পূর মিশ্রিত ; তাহা শব্দশক্তি, অর্থশক্তি ও শৃঙ্গারাদি নানারসের ব্যঞ্জনা করে এবং তাহার প্রতি-অক্ষর—নর্ম্ম অর্থাৎ পরিহাস-ভূষিত। সেই অমৃতের এককণ (বিন্দু)—কর্ণরূপ চকোরের জীবনস্বরূপ ; তাহার আশাতেই কর্ণচকোর জীবিত থাকে ; কখনও ভাগ্যবশতঃ উহা প্রাপ্ত হয়, কখনও অভাগ্যবশে উহা পায় না ; যখন পায় না, তখন পিপাসায় সে মরণাপন্ন হয়; আবার তাঁহার বেণুকলধ্বনি একবার শুনিলে জগন্নারীর চিত্ত এলাইয়া (শিথিল হইয়া) পড়ে, নীবিবন্ধ খসিয়া পড়ে এবং তাহারা বিনামূল্যের দাসী হইয়া বাতুলিনীর ন্যায় কৃষ্ণের নিকট ধাবমানা হয়। আবার লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহার কাকলী-রব শ্রবণ করত প্রত্যাশাপূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট আসিয়াও কৃষ্ণসঙ্গ না পাওয়ায় তাঁহার তৃষ্ণা-তরঙ্গ বৃদ্ধি পায় ; সেই আশায় তিনি তপস্যা করিয়াও কৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন না। এই চারি-প্রকার শব্দামৃত অর্থাৎ বচন, নূপুরকঙ্কন-শব্দ, কণ্ঠধ্বনি ও মুরলীধ্বনি ভাগ্যবান্ লোকেরই কর্ণে প্রবেশ করে। যাঁহার কর্ণে এই শব্দামৃতচতুষ্টয় প্রবেশ করে নাই, সেই কাণের জন্মই বৃথা ; কাণাকাড়ির ন্যায় তাহা—নিরর্থক।

৪৩। চটক—পক্ষিবিশেষ।

৪৪। 'শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি'—'অভিধা' ও 'লক্ষণা', এই দুই শব্দশক্তি ; তন্মধ্যে অর্থালঙ্কার প্রভৃতিই অর্থশক্তি।

৫০। লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল গোস্বামী।

৫১। হায়, আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার

অনুভাষ্য

৫০। পাঠান্তরে—লীলাসুখ।

৫১। হে সখ্যঃ, [তৎ] ইহ (বিপ্রলম্ভে বৈশসে) কিং কৃণুমঃ

শ্লোকার্থ ; শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতা-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়!! ৫২ ॥
হাহা সখি, কি করি উপায়!
ক্যা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥" ৫৩ ॥

নৈরাশ্যের আকাঙ্ক্ষা ও আদর ঃ—

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদগম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ-বিস্মরণ-চেষ্টা ঃ—

"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণবিস্মরণ ॥" ৫৫ ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক অপ্রাকৃত কামদেবস্বরূপে হৃদয়াধিকার ঃ—

কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীরে কহে হঞা বিস্মিতে।
"যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥ ৫৬ ॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় 'কাম'-জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে, যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥" ৫৭ ॥

কৃষ্ণার্থে ঔৎসুক্য ঃ—

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ রাজ্য-মনে।
মনে হইল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমতীর কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—

"মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায়।
মধুর হাস্য বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ ঃ—

হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ-সাগর।
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস নাগর!! ৬০ ॥

বিরহিণী রাধার ভাবে প্রভুর ধাবন ঃ—

কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাঁহা যাই,"
এত কহি' চলিলা ধাঞা।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজ স্থানে বসাইলা নিয়া ॥ ৬১ ॥

স্বরূপের চেষ্টায় চৈতন্য-লাভ ; স্বরূপের ভাবোপযোগি-গান ঃ—

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈলা, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা,
"স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান।"

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আশায় যাহা করিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ধন্য (ভাল) কথা বল। (কামরূপে) তিনি আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথা কিরূপেই বা ছাড়িব? সেই মধুর-হাস্য-মূর্ত্তি মনোনয়নোৎসবরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্যভাবময়ী (দীনা) তৃষ্ণা সর্ব্বদা বৃদ্ধি অবলম্বন করিতেছে (বাড়িতেছে)।

৫৪। পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি,—পিঙ্গলা-বেশ্যা যে বলিয়াছিল, "আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্" সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহাতে ভাবোদয় করাইয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

৫৭। 'কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান'—কৃষ্ণকে কন্দর্পবোধ করায়।

৫৯। বাম-দীন—বাম্যভাবপ্রযুক্ত দীন ; মন ও নেত্রের রসায়নস্বরূপ মধুরহাস্যবদনযুক্ত কৃষ্ণে দ্বিগুণ তৃষ্ণা বাড়ায়।

অনুভাষ্য

[যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ?] কস্য ক্রমঃ [যূয়ম্ অপি তুল্যাবস্থাঃ এব, তস্য] আশয়া (কৃষ্ণলাভাশয়া) যৎকৃতম্ (অনুষ্ঠিতং), তৎ কৃতম্; অন্যাং (কামপি) ধন্যাং (পুণ্যাং) কথাং কথয়ত ; অহো (কষ্টম্) হৃদয়েশয়ঃ (কামঃ শত্রুঃ মম হৃদয়মধ্যে বসতীতি ন ত্যাজ্যঃ অতঃ অয়মেব মাং মারয়তীতি কিং কুর্ম্মঃ?) বত (খেদে) মধুর-মধুরস্মেরাকারে (মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরঃ মদনমদাদিভিঃ উৎ-ফুল্লশ্চ আকারঃ আকৃতিঃ যস্য তস্মিন্) মনোনয়নোৎসবে (মনো-নয়নয়োঃ উৎসব যস্মাৎ তস্মিন্) কৃষ্ণে কৃপণকৃপণা (কৃপণা-দপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়া সুকাতরা) তৃষ্ণা চিরম্ (অনুক্ষণং) লম্বতে (বর্দ্ধতে)।

৫৪। পিঙ্গলোপাখ্যান ;—ভাঃ ১১।৮।২২-৪৪ সংখ্যা এবং মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে ১৭৪ অঃ দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥
জীব দীন কি করিবে, তাহার বর্ণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-শ্রবণে প্রেমতত্ত্বজ্ঞানোদয় ঃ—

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমতীর ভাবে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও জীবে তদ্বিতরণ ঃ—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা ।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ঃ—

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য ।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ ৬৮ ॥

চৈতন্য-ভজনেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি'-ভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুলীলা-বর্ণিত ঃ—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী-গাভী-দিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৫৭। মারে—'মার' অর্থাৎ কামদেবরূপে পরাজয় করে।

৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-চেষ্টাবিষয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত-শক্তিমান্ অনন্তদেবও সমর্থ নহেন ; আমি—দীন শক্তিহীন, নিতান্ত অসমর্থ জীব, সুতরাং সম্যগ্‌ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হই নাই ; তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছি।

অনুভাষ্য

৬৯। সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে।

৭২। অহো, [কাশীমিশ্রগৃহে] দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য (অনুন্মুচ্য) উরু (উন্নতং) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়ং) চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘ্য) কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (ত্রৈলঙ্গদেশান্তর্গত করিঙ্গ-দেশোদ্ভব-গোষু মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বত্বং তস্মাৎ) কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

গোদাবরীনদী যে-স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী 'করিঙ্গ' বা 'দক্ষিণ কলিঙ্গ' অবস্থিত ছিল। তৈলঙ্গী গাইকে সংস্কৃতভাষায় 'কালিঙ্গিক-সুরভি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনা-ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ;—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা-স্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া 'বড়মাছ' বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে, অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পর্শ করিবা-মাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে, আমার

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥ ৬২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদাদি মহাভাব—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অপরিমেয় ঃ—

এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে ।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥ ৬৩ ॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার ।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥ ৬৪ ॥
জীব দীন কি করিবে, তাহার বর্ণন ।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-শ্রবণে প্রেমতত্ত্বজ্ঞানোদয় ঃ—

ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥ ৬৬ ॥

শ্রীমতীর ভাবে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ও জীবে তদ্বিতরণ ঃ—

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা ।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥ ৬৭ ॥

মহাবদান্য ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা ঃ—

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য ।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য ॥ ৬৮ ॥

চৈতন্য-ভজনেই কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প) বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি'-ভাব ।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥ ৭০ ॥

রঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-গ্রন্থে প্রভুলীলা-বর্ণিত ঃ—

এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭১ ॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭২ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদ-প্রলাপো নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭২। বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী-গাভী-দিগের মধ্যে নিপতিত শরীর সমস্ত সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৫৭। মারে—'মার' অর্থাৎ কামদেবরূপে পরাজয় করে।

৬৫। শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ-চেষ্টাবিষয়িণী লীলা বর্ণন করিতে সহস্রমুখে অনন্ত-শক্তিমান্ অনন্তদেবও সমর্থ নহেন ; আমি—দীন শক্তিহীন, নিতান্ত অসমর্থ জীব, সুতরাং সম্যগ্‌ভাবে গৌরলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হই নাই ; তথাপি দিক্ নিরূপণ করিবার জন্য শাখাচন্দ্রন্যায়-মাত্র অবলম্বন করিয়াছি।

অনুভাষ্য

৬৯। সর্ব্বভাবে—সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে।

৭২। অহো, [কাশীমিশ্রগৃহে] দ্বারত্রয়ম্ অনুদ্ঘাট্য (অনুন্মুচ্য) উরু (উন্নতং) ভিত্তিত্রয়ং (প্রাচীরত্রয়ং) চ উচ্চৈঃ বিলঙ্ঘ্য (উল্লঙ্ঘ্য) কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে (ত্রৈলঙ্গদেশান্তর্গত করিঙ্গ-দেশোদ্ভব-গোষু মধ্যে) নিপতিতঃ কৃষ্ণোরুবিরহাৎ (কৃষ্ণস্য বিষমবিচ্ছেদাৎ) তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ (তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বত্বং তস্মাৎ) কমঠঃ (কূর্ম্মঃ) ইব বিরাজন্ গৌরাঙ্গঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি (আনন্দয়তি)।

গোদাবরীনদী যে-স্থানে সমুদ্রে সঙ্গতা হইয়াছে, তথায় তৈলঙ্গদেশের রাজধানী 'করিঙ্গ' বা 'দক্ষিণ কলিঙ্গ' অবস্থিত ছিল। তৈলঙ্গী গাইকে সংস্কৃতভাষায় 'কালিঙ্গিক-সুরভি' বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কোনদিবস মহাপ্রভু আইটোটা হইতে সমুদ্র দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে যমুনা-ভ্রমবশতঃ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ;—রাধাকৃষ্ণের জলকেলি-লীলা-স্বাদনই এই লীলার তাৎপর্য্য। এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে প্রভু কোণার্কের দিকে চলিলেন। কোন জালিয়া 'বড়মাছ' বলিয়া তাঁহাকে জালদ্বারা টানিয়া দেখিল যে, অচৈতন্যাবস্থায় প্রভুর আকৃতি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। তাঁহাকে স্পর্শ করিবা-মাত্র তাহার প্রেমাবেশ হইল। সে ভয় করিল যে, আমার

(স্কন্ধে) এই ভূতটা পাইয়া বসিয়াছে। এই মনে করিয়া সে ওঝার নিকট যাইতেছিল, এমত সময় মহাপ্রভুকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে অন্বেষণ করিয়া স্বরূপগোস্বামী প্রভৃতি তীরে তীরে আসিতে তাহার সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের জিজ্ঞাসাক্রমে সে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত বলায় স্বরূপ-গোস্বামী দেখিলেন যে, সেই জালিয়া প্রভুকে তীরে তুলিয়াছে। কৃষ্ণনামের চাপড় দিয়া জালিয়ার ভয়রূপ ভূত ছাড়াইলেন। পরে মহাপ্রভুকে নামকীর্ত্তনের দ্বারা সচেতন করত উঠাইয়া তাঁহার লীলা শ্রবণ করত তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

যমুনা-জ্ঞানে সমুদ্রে ভাসমান কৃষ্ণবিরহী প্রভুর কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছানঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর তীব্র কৃষ্ণবিরহ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥ ৩ ॥

শারদীয় জ্যোৎস্নারাত্রিতে রাসলীলার উদ্দীপন ঃ—

শরৎকালের রাত্রি, সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রিসকল ॥ ৪ ॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেন কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥ ৫ ॥
কভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥ ৬ ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু পড়ি' যায় ॥ ৭ ॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥ ৮ ॥

সমগ্র রাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঠ ও ব্যাখ্যায় প্রভুর যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ ঃ—

এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥ ৯ ॥

গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে তদ্বর্ণনা-বিরতি ঃ—

সে-সব শ্লোকের অর্থ, সে-সব 'বিকার'।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার ॥ ১০ ॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে।
অতি বাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থ না কৈলুঁ লিখনে ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে কেবল দিঙ্মাত্র নির্দ্দিষ্ট ঃ—

পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিক্‌দরশন।
তৈছে জানিহ 'বিকার' 'প্রলাপ'-বর্ণন ॥ ১২ ॥

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর লীলা-পরিমাণে অসামর্থ্য ঃ—

সহস্র-বদনে যবে কহয়ে 'অনন্ত'।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥ ১৩ ॥

স্বর্গের লেখকশ্রেষ্ঠ গণেশের পক্ষে উহা নিতান্তই অসম্ভব ঃ—

কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥ ১৪ ॥

গোপীর প্রেমদর্শনে স্বয়ং কৃষ্ণেরও বিস্ময় ঃ—

ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?? ১৫ ॥

গোপীপ্রেম-নির্দ্ধার ও আস্বাদন-পরিমাণার্থ কৃষ্ণের গোপীভাব-স্বীকার ঃ—

ভক্ত-প্রেমার যে-দশা, যে-গতি-প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে, তাহা আস্বাদিতে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত বিক্রম ঃ—

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই'।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে একঠাঞি ॥ ১৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সমুদ্রকে দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহ-তাপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া সমস্ত রাত্রি মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে (স্বরূপাদি নিজ-অন্তরঙ্গ-গণকর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন নিজ-লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শচীনন্দনঃ) শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোঃ (শরদি শরৎ-কালীয়মেঘরহিতে ব্যোম্নি বা জ্যোৎস্না তয়া বিভাবিতঃ যঃ সিন্ধুঃ তস্য) অবকলনয়া (সন্দর্শনেন) জাতযমুনা-ভ্রমাৎ (জাতঃ যঃ যমুনায়াঃ ভ্রমঃ তস্মাৎ হেতোঃ) ধাবন্ হরিবিরহতাপার্ণবে (কৃষ্ণবিচ্ছেদক্লেশসমুদ্রে) ইব অস্মিন্ (পয়সি) মূর্চ্ছানঃ (নিমগ্নঃ সন্) অখিলাং (সমস্তাং) রাত্রিং নিবসন্ প্রভাতে স্বৈঃ (স্বীয়ৈঃ অন্তরঙ্গভক্তৈঃ) প্রাপ্তঃ, সঃ শচীসূনুঃ (গৌরঃ) ইহ নঃ (অস্মান্) অবতু (রক্ষতু)।

কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনরূপ প্রেমা—স্বয়ং ভগবানেরও বর্ণন-ক্ষমতাতীত ঃ—

প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন' ॥ ১৯ ॥

চিৎপরমাণু-কণ জীবের অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুর বিন্দুমাত্র-স্পর্শেই অধিকার ঃ—

বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরে এক 'কণ'।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥ ২০ ॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ?? ২১ ॥

স্বরূপ ও রামরায়াদি কৃষ্ণশক্তিবর্গেরই প্রভুর ভাবানুভূতিতে অধিকার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ' ॥ ২২ ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক 'কণ' ॥ ২৩ ॥

গোপীসহ কৃষ্ণের জলকেলি-শ্লোক পাঠ ঃ—

এইমত রাসের শ্লোক সকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৩)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরণুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৫ ॥

যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে প্রভুর ঝম্প ও মূর্চ্ছা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥ ২৬ ॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল' ॥ ২৭ ॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা ॥ ২৮ ॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥ ২৯ ॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ?? ৩০ ॥

মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভাসিয়া কোণার্কাভিমুখে গমন ঃ—

কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥ ৩১ ॥

ভাবে নিমগ্ন গোপী-কিঙ্করী-অভিমানী প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা ঃ—

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ ৩২ ॥

স্বরূপাদিকর্তৃক প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
'কাঁহা গেলা প্রভু ?' কহে চমকিত হঞা ॥ ৩৩ ॥

নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি-পরিচালক প্রভুকে স্বতন্ত্র-জ্ঞান ঃ—

মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় অলিগণের দ্বারা অনুগত (পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত) হইয়া শ্রম অপনোদন করিবার আশায় জলে প্রবেশ করিলেন। সে-সময়ে গোপীর কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত মালা তাহাদের অঙ্গসঙ্গদ্বারা ঘৃষ্ট (মর্দ্দিত) হইয়াছিল।

৩১। কোণার্ক—'অর্কতীর্থ', যাহাকে আজকাল 'কোণারক' বলে।

অনুভাষ্য

৯। কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলায় 'হর্ষ' আর গোপীগণের বিপ্রলম্ভ-লীলায় 'বিষাদ'।

২৫। শুদ্ধচিত্ত পরীক্ষিতের নিকট মহাভাগবত পরমহংসকুল-চূড়ামণি শ্রীশুকদেব অপ্রাকৃত গোপীগণসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

অনুভাষ্য

শ্রান্তঃ, সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমং (ক্রীড়া-ক্লান্তিম্) অপোহিতুম্ (অপনেতুম্) অঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (অঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা স্রক্ কুন্দমালা তস্যাঃ অতএব) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপাঃ গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তি যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতঃ (অনুসৃতঃ সন্ তাভিঃ যুতঃ) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণস্তু অতিক্রান্ত-লোকমর্য্যাদঃ) গজীভিঃ ইভরাট্ (গজেন্দ্রঃ ইব) বাঃ (জলম্) আবিশৎ।

৩১। কোণার্ক—উত্তর-অক্ষাংশ ১৯° ৫৩' ২৫"; পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রতটে স্থিত। ত্রয়োদশ-শক-শতাব্দীর প্রারম্ভে এস্থানে স্থাপত্য নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কৃষ্ণ-প্রস্তরময় সূর্য্য-মন্দির-নির্ম্মাণের প্রয়াস হয়।

৩২। অন্ত্য ১৮শ পঃ ৮০-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মনে মনে বিতর্ক ঃ—

'জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা?? ৩৫ ॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্ব্বতে গেলা, কিবা কোণার্কেরে??' ৩৬ ॥

সমুদ্রতীরে গমন ঃ—

এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা ॥ ৩৭ ॥

প্রভুর অপ্রাপ্তিতে তদন্তর্দ্ধানানুমান ঃ—

চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
'অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু',—নিশ্চয় করিল ॥ ৩৮ ॥

মনে মনে ভক্তগণের অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—

প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়হৃদয়ে প্রিয়ের অদর্শন-জন্য অমঙ্গলাশঙ্কা ঃ—
অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে (৪) শকুন্তলার প্রতি প্রিয়ম্বদা-বাক্য—

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥ ৪০ ॥

সকলে মিলিয়া প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥ ৪১ ॥
পূর্ব্ব দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪২ ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে, নাহিক 'চেতন'।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥ ৪৩ ॥

অদ্ভুত-ভাবাবিষ্ট এক ধীবরসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দেখেন, এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪৪ ॥

ধীবরকে তাহার ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥ ৪৫ ॥

গ্রহাবিষ্ট ধীবরকর্ত্তৃক প্রভুর সংবাদ ও অবস্থা-বর্ণন ঃ—

"কহ জালিয়া, এই দিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে,—কহ ত' কারণ??" ৪৬ ॥
জালিয়া কহে,—"ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥ ৪৭ ॥
বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলুঁ যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥ ৪৮ ॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ ৪৯ ॥
ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল ॥ ৫০ ॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পশে সেই কায় ॥ ৫১ ॥
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
এক হস্ত পদ তার, তিন তিন হাত ॥ ৫২ ॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি' প্রাণ কার নাহি রহে ধরে ॥ ৫৩ ॥
মড়া রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু দেখি অচেতন ॥ ৫৪ ॥
সাক্ষাৎ দেখেছোঁ,—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত ॥ ৫৫ ॥
সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ,—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥ ৫৬ ॥

শ্রীনৃসিংহ-স্মরণে সকল বিপদবিনাশ ঃ—

একা রাত্র্যে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে 'নৃসিংহ'-স্মরণে ॥ ৫৭ ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥ ৫৮ ॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥" ৫৯ ॥

স্বরূপের প্রভুসন্ধানপ্রাপ্তি-বিষয়ে যথার্থানুমান ঃ—

এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥ ৬০ ॥

স্বরূপের ধীবরকে আশ্বাসন ও ভয়াপনোদন ঃ—

"আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।"
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥ ৬১ ॥
তিন চাপড় মারি' কহে,—"ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ" বলি' সুস্থির করিল ॥ ৬২ ॥
একে প্রেম, আরে ভয়,—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল,—সে হৈল কিছু ধীর ॥ ৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। বন্ধু-হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টে আশঙ্কা করে।

অনুভাষ্য

৪০। মূলগ্রন্থে—"সিণেহো পাবসঙ্কী" অথবা "সিণেহো পাবমাসঙ্কাদি"—এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

৪১। চিরায়ু-পর্ব্বত—চটক-পর্ব্বত।

৫৫। জীবে—বাঁচিবে।

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

স্বরূপ কহে,—"যাঁরে তুমি কর 'ভূত'-জ্ঞান ।
ভূত নহে, তেঁহো—কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥ ৬৪ ॥
প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে ।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥ ৬৫ ॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥ ৬৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক ধীবরকে প্রভু-প্রদর্শনার্থ আদেশ ঃ—

এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে ।
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥" ৬৭ ॥

বুদ্ধিবিভ্রম ঃ—

জালিয়া কহে,—"প্রভুরে দেখ্যাছোঁ বারবার ।
তেঁহো নহেন এই অতিবিকৃত আকার ॥" ৬৮ ॥

স্বরূপের প্রভুপ্রেম-বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তাঁর হয় প্রেমের বিকার ।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার ॥" ৬৯ ॥

ধীবরকর্ত্তৃক সকলকে প্রভু-প্রদর্শন ; প্রভুর অবস্থা ঃ—

শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল ।
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥ ৭০ ॥
ভূমিতে পড়িয়া আছেন দীর্ঘ সব কায় ।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগ্যাছে গায় ॥ ৭১ ॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম্ম নট্‌কায় ।
দূর পথ উঠাঞা আনান না যায় ॥ ৭২ ॥

প্রভুর চৈতন্যসম্পাদনার্থ বহু যত্ন ও সেবা ঃ—

আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাঞা ।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥ ৭৩ ॥

সকলের উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন ঃ—

সবে মেলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে ।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর অর্দ্ধবাহ্যদশায় আগমন ঃ—

কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল ।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥ ৭৫ ॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে ।
'অর্দ্ধবাহ্যে', ইতি-উতি করেন দরশনে ॥ ৭৬ ॥

প্রভুর দশাত্রয়ের পরিচয় ঃ—

তিন-দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল ।
'অন্তর্দ্দশা', 'বাহ্যদশা', 'অর্দ্ধবাহ্য' আর ॥ ৭৭ ॥

আপনাকে গোপীর কিঙ্করী-জ্ঞানকারী প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য-দশা-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান ।
সেই দশা কহেন ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥ ৭৮ ॥
'অর্দ্ধবাহ্যে' কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে ।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
"কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন ।
দেখি,—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৮০ ॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে এক মেলি' ।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥ ৮১ ॥
তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে ।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥ ৮২ ॥

আপনাকে গোপী-কিঙ্করীজ্ঞানে প্রভুকর্ত্তৃক কৃষ্ণের শ্রীরাধাদি গোপীগণসহ জলক্রীড়া-বর্ণন (চিত্রজল্প) ঃ—

যথা রাগ—

পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র পরিধান ।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥ ৮৩ ॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে ।
কৃষ্ণ-মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি' নিজ সঙ্গে ॥ ৮৪ ॥ ধ্রু ॥
আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার ।
সবে জয়-পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥ ৮৫ ॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্ঘন, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে ।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥ ৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। করপুষ্কর—করকমল ; (মতান্তরে, শুণ্ডাগ্র)।

৮৬। স্থির তড়িতের ন্যায় গোপীগণ নবঘনশ্যামরূপ কৃষ্ণকে জলবর্ষণপূর্ব্বক সেচন করিতে লাগিল, আবার শ্যামরূপ নবঘনও পুনরায় (গোপীরূপী) তড়িদ্গণের উপর জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৮২। নিজ নিজ যূথেশ্বরীর সেবানন্দ-সুখতৎপরা আমি ও আমার ন্যায় অন্যান্য নবীনা লাল্যা কিঙ্করী (মঞ্জরীগণ) ;—এতদ্দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়সম্ভোগ-বাঞ্ছামূলে সাধকের অহংগ্রহোপাসনা নিষিদ্ধ হইল ; মধ্য, ৮ম পঃ ২০২-২০৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রথমে যুদ্ধ 'জলাঞ্জলি', তবে যুদ্ধ 'করাকরি',
তার পাছে যুদ্ধ 'মুখামুখি'।
তবে যুদ্ধ 'হৃদাহৃদি', তবে হৈল 'বাদাবাদি',
তবে হৈল যুদ্ধ 'নখানখি' ॥ ৮৭ ॥
সহস্র-করে জল-সেকে, সহস্র-নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্রপাদ নিকটে গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীমর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥ ৮৮ ॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন-জলে,
ছাড়িলা তাঁহা, যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরি,
গজোদ্ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥ ৮৯ ॥
যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে করে কৃষ্ণ দরশনে ॥ ৯০ ॥
পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥ ৯১ ॥
কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ-বপু জলে পশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে-মুখে না পারি চিনিতে ॥ ৯২ ॥
এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণে অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥ ৯৩ ॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে গোপীগণ ॥ ৯৪ ॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥ ৯৫ ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
'পদ্ম' চাহে লুটি' নিতে, 'উৎপল' চাহে রাখিতে,
'চক্রবাক লাগি' দুঁহার রণ ॥ ৯৬ ॥
পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাক পদ্মে আস্বাদয়।
ইঁহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে অন্যায় হয় ॥ ৯৭ ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি',
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল,—এ বড় চিত্র,
এই বড় 'বিরোধ-অলঙ্কার' ॥ ৯৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯১। অঙ্গাবরণের জন্য হস্তরূপ পদ্মিনীপত্র ; কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অধোবসন কল্পনা করিলেন ; কেহ কেহ হস্তকে 'কঞ্চুলী' করিলেন।

৯৪। হেমাব্জ—গোপী ; নীলাব্জ—কৃষ্ণ ; সেবাপরা গোপীগণ তীরে থাকিয়া উভয়ের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

৯৫-৯৮। গোপীগণের স্তনসকল—চক্রবাকমণ্ডল ; সকলই যখন পৃথক্ পৃথক্ যুগলরূপে জল হইতে উঠিল, সেই সময় পৃথক্ পৃথক্ কৃষ্ণের নীলপদ্মস্বরূপ করদ্বয় চক্রবাকগুলিকে

অনুভাষ্য

৮৭। পাঠান্তরে—'রদা-রদি'।

৯১। পাঠান্তরে—'স্বস্তিকে কাঁচুলি রচিল'।

৯৮। সূর্য্যোদয়ে পদ্মের বিকাশ হওয়ায় সূর্য্য—পদ্মের মিত্র; সূর্য্যের উদয়ে চক্রবাকের মিলন হয়। কিন্তু এস্থলে পদ্ম সূর্য্যের মিত্র হইয়াও নিজ-মিত্র সূর্য্যের মিত্র চক্রবাককে লুণ্ঠন করিতেছে। চক্রবাক—চেতন, আর পদ্ম—অচেতন পদার্থ। কিন্তু এস্থলে কৃষ্ণকররূপ পদ্ম অচেতন হইয়াও গোপীবক্ষোরূপ সচেতন চক্রবাককে আক্রমণ করিতেছে,—ইহাই 'বিরোধাভাসালঙ্কার'।

অমৃতানুকণা—৮৮। "সহস্রপাদ নিকটে গমন"—সহস্রপাদ অর্থাৎ সূর্য্য—সিঞ্চিত জলের অতিবেগ-হেতু সূর্য্য-নিকটে অর্থাৎ অতি উচ্চে গমন ; পাঠান্তরে "সহস্র-পদে নিকটে গমন"। এস্থলে 'সহস্র'-অর্থে অসংখ্য ; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জলযুদ্ধ-ব্যপদেশে প্রেমাত্মক-মিলনে পরস্পর অপরিমিত অনুরাগের প্রকাশরূপে 'সহস্র'-শব্দের ব্যবহার—যেমন, "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" (বিদগ্ধমাধব)। ৯১। জলে ভাসমানা 'পদ্মিনীলতা' সখীরূপে সাহায্যার্থে কোন কোন গোপীগণের হস্তে পত্রসমর্পণ করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহারা বক্ষো-আবরণ রচনা করিলেন। কেহ কেশপাশ মুক্ত করিয়া অগ্রে বিস্তার করত অধোবাস নির্ম্মাণ করিলেন, কেহ কেহ নিজ হস্তকে 'কঞ্চুলী' অর্থাৎ বক্ষো-আবরণরূপে ধারণ করিলেন।

অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥ ৯৯ ॥

অপ্রাকৃত মঞ্জরীগণের গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের সেবন-বৈচিত্র্য ঃ—

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল-মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥ ১০০ ॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধ-পুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥ ১০১ ॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥ ১০২ ॥
উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥ ১০৩ ॥
এক নারিকেল নানা জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধপ্রকার।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সন্তারা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥ ১০৪ ॥
খরমুজা, ক্ষীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দারিম্বাদি যত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আচ্ছাদন করিল। গোপীদিগের হস্তগুলি—রক্তোৎপল ; উহারা যুগলে যুগলে উঠিয়া নীলপদ্মগুলিকে নিবারণ করিতে লাগিল। নীলপদ্মগুলি চক্রবাকগুলিকে লুটিতে চায় আর রক্তোৎপল-গুলি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায়, সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। নীলপদ্ম ও রক্তোৎপল—প্রেমে অচেতন; চক্রবাকগুলি সচেতন হইলেও নীলপদ্ম চক্রবাকগুলিকে আস্বাদন করিতে লাগিল। ইহাতে বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, সাধারণতঃ চক্রবাক-পক্ষীই পদ্ম আস্বাদন করে ; কৃষ্ণের এই লীলায় অচেতন পদ্মই সচেতন চক্রবাককে আস্বাদন করিল। সূর্য্যমিত্র পদ্ম সহজে চক্রবাকের সহবাসী, কিন্তু মিত্র হইয়াও উহা চক্রবাককে লুণ্ঠন করে। উৎপল অর্থাৎ কুমুদ রাত্রে ফোটে বলিয়া চক্রবাকের অপরিচিত শত্রু হইলেও গোপীর হস্তরূপ সেই কুমুদ স্বীয় স্তনরূপ চক্রবাককে রক্ষা করে ;—ইহা বড়ই বিচিত্র, অতএব এ-স্থলে 'বিরোধালঙ্কার'।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

সূর্য্যোদয়ে উৎপল মুদ্রিত হয় বলিয়া সূর্য্য—উৎপলের শত্রু। রাত্রে উৎপল প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া উহা—চক্রবাকের অপরিচিত। এস্থলে সূর্য্য—উৎপলের শত্রু এবং চক্রবাক—সেই শত্রুর মিত্র। গোপীবক্ষোরূপ চক্রবাকই এস্থলে গোপীকররূপ উৎপলকর্ত্তৃক রক্ষিত,—ইহাও বিচিত্র 'বিরোধালঙ্কার'।

৯৯। অতিশয়োক্তি—উপমেয় পদার্থের পরিবর্ত্তে উপ-মানকে অভিন্ন-নিশ্চয়ে (জ্ঞানে) ব্যবহার করায় তাহা—'অতি-শয়োক্তি-অলঙ্কার' ; যথা সাহিত্যদর্পণে (১০ম পঃ ৬৯৩ কারিকায়)—"সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে।"*

বিরোধাভাস—যথা কাব্যপ্রকাশে (১০ম উঃ ২৪ কারিকায়) —'বিরোধঃ সোঽবিরোধেঽপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ। জাতিশ্চতু-র্ভির্জাত্যাদ্যৈর্বিরুদ্ধাঃ স্যাদ্‌গুণস্ত্রিভিঃ। ক্রিয়াদ্বাভ্যামপি দ্রব্যঃ দ্রব্যেণৈবেতি তে দশ।"*

১০০। উদ্বর্ত্তন—আবাটা, যদ্দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জিত হয়।

১০১। সম্ভার—পুষ্পগন্ধ, সজ্জাবেশাদি উপায়নসমূহ।

১০৩। সংস্কার—ভোজনোপযোগি অস্থিত্বগাদি-বিশ্লেষণ, গ্রাসোপযোগি ধৌতকরণ, খণ্ডখণ্ডকরণ ইত্যাদি।

১০৪। কোলি—কুল, বদরী ; পনস—কাঁঠাল ; নারঙ্গ—কমলা-নেবু-জাতীয় নেবু ; দ্রাক্ষা—আঙ্গুর ; সন্তারা—বাতাবি-নেবু-জাতীয় বৃহৎ নেবু (পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম-বিভাগে এই নামে

** অধ্যবসায়ের (অভেদ-প্রতিপত্তির) অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের একীভাবের সিদ্ধি হইলে, সেস্থলে 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার কথিত হয় (অর্থাৎ উপমেয়-রূপ গোপীবক্ষের উপমান—'চক্রবাক' ও উপমেয়-রূপ শ্রীকৃষ্ণহস্তের উপমান—'নীলপদ্ম' এবং উপমেয়-রূপ গোপী-হস্তের উপমান—'রক্তোৎপল'। উপমেয়-বিষয়ের নির্দ্দেশ না করিয়া উপমানকেই অভিন্ন-বিচারে উপমেয়-রূপে স্থাপন করাকে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। এস্থলে উপমান—'চক্রবাক', 'নীলপদ্ম' ও 'রক্তোৎপল'কে যথাক্রমে উপমেয়—গোপীবক্ষ, শ্রীকৃষ্ণহস্ত ও গোপীহস্তের সহিত অভেদ প্রতিপন্ন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'অতিশয়োক্তি'-অলঙ্কার সাক্ষাৎ প্রকট করিয়া দেখাইলেন)।*

** অবিরোধেও বিরুদ্ধত্বরূপে যে বাক্য, তাহা 'বিরোধ' ; চতুর্ব্বিধ জাতি, ত্রিবিধ গুণ, দ্বিবিধ ক্রিয়া ও দ্রব্য—এই ভেদে বিরোধ দশপ্রকার।*

কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি লেখা যায় কত ?? ১০৫ ॥

গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপুরী, অমৃতি, পদ্মচিনি।

খণ্ডক্ষিরিসার-বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ-লাগি' আনি ॥ ১০৬ ॥

ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈল বন্য-ভোজন।

সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥ ১০৭ ॥

কেহ করে ব্যজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ।

রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছা ঃ—

হেনকালে মোরে ধরি', মহাকোলাহল করি',
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।

কাঁহা যমুনা, বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ, গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা!!" ১০৯ ॥

অর্দ্ধবাহ্য হইতে বাহ্যদশায় আগমন, স্বরূপকে কারণ-জিজ্ঞাসা, স্বরূপের উত্তর ঃ—

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল 'বাহ্য' হৈল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥ ১১০ ॥
"ইঁহা কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা?"
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥ ১১১ ॥
"যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রের তরঙ্গে আসি' এতদূর আইলা!! ১১২ ॥
এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥ ১১৩ ॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইনু আসিয়া ॥ ১১৪ ॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি' সবে মনে পায় পীড়া ॥ ১১৫ ॥
কৃষ্ণনাম লইতে তোমার 'অর্দ্ধবাহ্য' হইল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা যে শুনিল ॥" ১১৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বীয় বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"স্বপ্নে দেখি, গেলাঙ বৃন্দাবনে।
দেখি,—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে ॥ ১১৭ ॥
জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলুঁ, হেন লয় মনে ॥" ১১৮ ॥

স্বরূপের মহাপ্রভুকে স্নানান্তে গৃহে আনয়ন ঃ—

তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে স্নান করাঞা।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥ ১১৯ ॥

প্রভুর এই মহাভাব-শ্রবণে অচৈতন্যেরও কৃষ্ণোন্মুখতারূপ চৈতন্য-লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১২০ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

কথিত হয়) ; মেওয়া—পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি শীতপ্রধানদেশে উৎপন্ন উপাদেয় সুস্বাদু ফলসমূহ ; খরমুজা—তরমুজা-জাতীয় ক্ষুদ্রতর ফল (কোন কোন অঞ্চলে 'ফুটি' বা 'বাঙ্গী' নামেও কথিত) ; ক্ষীরিকা—'ক্ষীরাই' ; তাল—তালশাঁস বা ফোপল; কেশুর,—মুথা-জাতীয় তৃণমূলবিশেষ, 'কশেরু—রু', 'কসেরু—রু', ইত্যাদি নামেও পরিচিত ; পানীফল—শৈবালাচ্ছাদিত সুপুরাতন সরসী বা নদীর জলে উৎপন্ন ফলবিশেষ, শৃঙ্গাটক ; মৃণাল—পদ্মনাল বা পদ্মমূল (?) ; দাড়িম্ব—মস্কট ও বেদানা জাতীয় ফল, 'ডালিম'।

১০৬। এস্থলে 'গঙ্গাজল' ইত্যাদি সমস্তই 'নাড়ু' ও গরুর দুগ্ধের ছানার সহিত শর্করা-সহযোগে প্রস্তুত বিবিধ 'পিষ্টক'-জাতীয় খাদ্য ; খণ্ডক্ষীরিসার,—শর্করানির্ম্মিত বৃক্ষাকৃতি নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মাতৃভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রভু প্রতি-বৎসর জগদানন্দ-পণ্ডিতকে প্রসাদী বস্ত্র ও মিষ্টান্ন দিয়া শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইতেন। জগদানন্দ সেইরূপ একবৎসর নবদ্বীপ গিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের লিখিত তর্জ্জাপ্রহেলী লইয়া আসিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর দশা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভক্তগণ বিচার করিতে লাগিলেন যে, 'মহাপ্রভু বুঝি শীঘ্রই অপ্রকট হইবেন' ; (প্রভুর অবস্থা) এমন হইল যে, রাত্রিতে মুখঘর্ষণ করায় প্রভুর ক্ষতাঙ্গে রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বরূপ-গোস্বামী তন্নিবারণার্থ শঙ্কর-পণ্ডিতকে প্রভুর গৃহে শয়ন করাইলেন। কোন সময়ে বৈশাখ-পূর্ণিমা-রাত্রিতে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক নানাভাব প্রকাশ করিতে করিতে অশোক-বৃক্ষের তলে হঠাৎ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ; তাহাতে তিনি কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে উন্মত্ত হইয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

মাতৃরূপি-ভক্তে অতুল স্নেহময় এবং জগন্নাথবল্লভোদ্যানে মহাভাবাবিষ্ট প্রভুর বন্দনা ঃ—

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্ ।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥ ৩ ॥

পণ্ডিত জগদানন্দের গুণ ঃ—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥ ৪ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় সেইবারও প্রভুকর্ত্তৃক নবদ্বীপে স্বীয় মাতৃসমীপে অতুল বাৎসল্যোক্তি-জ্ঞাপনার্থ পণ্ডিত প্রেরিত ঃ—

প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥ ৫ ॥

"নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার ।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥ ৬ ॥

কহিহ তাঁহারে,—তুমি করহ স্মরণ ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥ ৭ ॥

যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥ ৮ ॥

তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস ।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ ॥ ৯ ॥

ভক্তবৎসল ভগবানেরও ভক্তসেবায় আপনাকে অযোগ্য-জ্ঞানে দৈন্যোক্তি ও ক্ষমা-যাচ্ঞা ঃ—

এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার ।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥ ১০ ॥

শচীদেবীর আদেশেই প্রভুর পুরী-বাস ঃ—

নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥" ১১ ॥

পরমানন্দপুরীর অনুরোধে শচীদেবীকে নবদ্বীপে বস্ত্র ও প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে ।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥ ১২ ॥

জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ।
মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে ॥ ১৩ ॥

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-প্রেমবশ ভগবান্ ঃ—

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি ।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥ ১৪ ॥

পণ্ডিতের নবদ্বীপে গিয়া শচীদেবীকে প্রভুপ্রদত্ত সন্দেশাদি-প্রদান ঃ—

জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা ।
প্রভুর যত নিবেদন, সকল কহিলা ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি—মাতৃভক্ত-শিরোমণি এবং প্রলাপ করিতে করিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেমলালসা-প্রদর্শনার্থ জগন্নাথবল্লভরূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। মুখসঙ্ঘর্ষী (মুখং সঙ্ঘর্ষয়িতুং শীলং যস্য সঃ) যঃ (কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবঃ) প্রলপ্য (প্রলাপবচনাদিকম্ উচ্চার্য্য) মধূদ্যানে (জগন্নাথবল্লভাখ্যে বাসন্তিকবিহারকাননে) ললাস (বিলসিতবান্), তং মাতৃভক্তশিরোমণিং (মাতৃভক্তেষু শিরোমণিঃ তং মস্তকভূষণং পরম-শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণচৈতন্যম্) অহং বন্দে।

১২। শ্রীজগন্নাথদেবের গোপবেশ-সম্বন্ধীয় প্রসাদ-বস্ত্র।

১৪। মাতার প্রদত্ত, লালিত ও পুষ্ট জড়-শরীর ধারণ করিয়া উহা কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত করিলেই হরিভজনদ্বারা শুদ্ধভাবে অতি উত্তম মাতৃসেবাই হয়।

নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে অবস্থানান্তে বিদায়-যাত্রা ঃ—

আচার্য্যাদি-ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া ।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥ ১৬ ॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা ।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥ ১৭ ॥

পণ্ডিতদ্বারে মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রহেলিকা-প্রেরণ ঃ—

তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে-ঠোরে ।
প্রভুমাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ১৮ ॥
"প্রভুরে কহিহ আমার কোটী নমস্কার ।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥ ১৯ ॥

মহাপ্রভুর অবতারোদ্দেশ্য-সিদ্ধি এবং লীলা-সঙ্গোপনার্থ ইঙ্গিত ঃ—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল ।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥ ২০ ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল ।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ২১ ॥

তচ্ছ্রবণে জগদানন্দের হাস্য ও পুরীতে আসিয়া প্রভুকে তদ্বর্ণন ঃ—

এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা ।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥ ২২ ॥

তচ্ছ্রবণে প্রভুর হাস্য ও তূষ্ণীম্ভাব ঃ—

তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা ।
"তাঁর যেই আজ্ঞা"—বলি' মৌন ধরিলা ॥ ২৩ ॥

শ্রীস্বরূপকর্ত্তৃক অর্থ-জিজ্ঞাসা ঃ—

জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে পুছিল ।
"এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥" ২৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক প্রহেলিকার ব্যাখ্যা-সঙ্কেত ঃ—

প্রভু কহেন,—'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল ।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥ ২৫ ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন ।
পূজা লাগি' কতকাল করেন নিরোধন ॥ ২৬ ॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন ।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥ ২৭ ॥

মহাযোগৈশ্বর্য্যশালী অদ্বৈতপ্রভু ঃ—

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥" ২৮ ॥

ভক্তগণের বিস্ময়, স্বরূপের বিমর্ষ ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-দশা বৃদ্ধি ঃ—

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল ।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥ ৩০ ॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে ।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥ ৩১ ॥

প্রভুর উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপ ঃ—

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৩২ ॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন ।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা (চিত্রজল্প) ঃ—

ললিতমাধবে (৩।২৫) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ।
ক্ব রসরাসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা ধিগ্বিধিম্ ॥ ৩৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০-২১। (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পণ্ডিত-জগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক-কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

২৬। আবাহন—পূজা করিবার পূর্ব্বে দেবতাকে আহ্বান, নিরোধন—যে-কাল পর্য্যন্ত পূজা হইতে থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত দেবতাকে রাখা।

২৭। বিসর্জ্জন—পূজা সমাপ্তি হইলে দেবতাকে স্থানান্তর-করণ।

৩৫। হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিচন্দ্র-

অনুভাষ্য

২০। পাঠান্তরে,—'বাউলকে কহিও, লোক হইল আউল।' আউল-শব্দে আতুর অর্থাৎ প্রেমপূর্ণ। কেহ কেহ উহার 'শিথিল', 'অসংলগ্ন' অর্থও করেন ; আউল-শব্দে 'নিষ্কিঞ্চন', 'আর্ত্ত' ও 'আতুর' প্রভৃতিও বুঝায়।

২১। 'কাযে নাহিক আউল'—কেহ ব্যাখ্যা করেন, প্রেম-প্রচার-কার্য্যে আর উচ্ছৃঙ্খলতা নাই।

৩৫। হে সখি (বিশাখে,) নন্দকুলচন্দ্রমাঃ (নন্দয়তি ইতি

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ব্রজবাসি-জীবন কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণদর্শন-তৃষ্ণার্ত্তা শ্রীরাধা ঃ—

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥ ৩৭ ॥ ধ্রু ॥

গোপীপ্রাণধন কৃষ্ণচন্দ্র ঃ—

এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ, সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে চূড়ার ঠাম, শিখীপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥ ৩৯ ॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঠা।
নারী-মনে পশি' যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে—সেয়াকুলের কাঁটা ॥ ৪০ ॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার রসসার ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না ছানি',
জানি' বিধি নিরমিলা তায় ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণকান্তি-বর্ণন ঃ—

কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥ ৪২ ॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন!!" ৪৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

কার (ময়ূরপুচ্ছের) দ্বারা (অলঙ্কৃতি বা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই) বা কোথায়? সেই মন্দমুরলীধর (ধ্বনিকারী কৃষ্ণই) বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণি কৃষ্ণ বা ইন্দ্রদ্যুতি কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? আমার জীবনরক্ষার ঔষধি (স্বরূপ শ্যামই) বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।

৩৬। নন্দের কুল—ক্ষীরসমুদ্রসদৃশ, তাহাতে পূর্ণচন্দ্ররূপী কৃষ্ণ উৎপন্ন হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন। যে ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর-প্রাপ্য কৃষ্ণকান্তিরূপ অমৃত নিরন্তর পান করে, সেই জীবিত থাকে।

৩৬। উজোর—আলোকিত (উজ্জ্বল)।

অনুভাষ্য

নন্দঃ ক্ষীরসিন্ধুঃ ইব তৎতস্মিন্ কুলে জাতঃ চন্দ্রমাঃ নন্দবংশ-শশধরঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে)? শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ (শিখিচন্দ্রকং ময়ূরপিচ্ছকম্ অলঙ্কৃতিঃ ভূষণং যস্য সঃ) ক্ব তিষ্ঠতি? মন্দমুরলী-রবঃ (মন্দঃ অনুচ্চঃ অস্ফুটঃ মুরলীরবঃ যস্য সঃ) ক্ব বর্ত্ততে? সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ (সুরেন্দ্র ইব ইন্দ্রনীলমণিরিব নীলা দ্যুতিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) ক্ব? রাসরসতাণ্ডবী (রাসে ক্রীড়ায়াং রসেন তাণ্ডবং নৃত্যং যস্য সঃ) ক্ব? জীবরক্ষৌষধিঃ (জীবস্য জীবনস্য রক্ষায়ৈঃ পরিত্রাণায় ঔষধিস্বরূপঃ যঃ সঃ) ক্ব? মম সুহৃত্তমঃ (পরম-প্রিয়তমঃ) নিধিঃ (সর্ব্বসম্পৎপ্রসূঃ) ক্ব? বত (খেদে) হা হন্ত, বিধিং (বিধাতারং) ধিক্।

৩৮। গোপীগণের কাম—অর্কতুল্য ; গোপীহৃদয়—কুমুদিনী-তুল্য ; কৃষ্ণকামতাপিত-গোপীহৃদয়—অর্ককিরণতপ্তকুমুদিনী-রূপ। 'নিজ'-শব্দে কৃষ্ণের 'কর' অর্থাৎ কিরণ, অথবা হস্ত, সেই অমৃততুল্য কিরণ অথবা পাণি-প্রদাতা কৃষ্ণচন্দ্র (চন্দ্রোপম কৃষ্ণ)।

৩৯। বকপাঁতি—বক-পঙ্‌ক্তি বা শ্রেণী।

৪০। আম্র-আঠা—আম্র-বৃক্ষের আঠা একবার কোথাও লাগিলে তাহা ছাড়ান কঠিন ; যে-স্থানে লাগে, তথায় ক্ষত-পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪২। নবাম্বুদ—নবীন মেঘ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। কামরূপ সূর্য্যোত্তপ্তকুমুদিনীরূপ ব্রজরমণীদিগকে নিজ করামৃত অর্থাৎ কিরণামৃত দিয়া।

৪০। 'তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা'—কৃষ্ণতনুকে সেয়া-কুলের কাঁটার সহিত তুলনা করা যায় ; তাহার ধর্ম্ম এই যে, তাহা একবার লাগিলে ছাড়ান দুষ্কর।

৪১। ছানি'—মিশাইয়া, (নিংড়াইয়া)।

৪৩। 'দেহ জীয়ে তাহা বিনে'—তাঁহাকে ছাড়িয়া দেহ যে এতক্ষণ জীবিত আছে (তজ্জন্য)।

বিধি-নিন্দা ঃ—

'যে-জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়',
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক ।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণবিরহ-সংঘটক বিধির নিন্দা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৯।১৭)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ৪৫ ॥

শ্লোকার্থ ; চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

যথা রাগ—

"না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর-চেষ্টা—বালক-সমান ।
তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥ ৪৬ ॥
অরে বিধি, তুই বড়ই নিষ্ঠুর ।
অন্যোঽন্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
অকৃতার্থা কেনে করিস দূর ?? ৪৭ ॥ ধ্রু ॥
অরে বিধি অকরুণ, দেখাঞা কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলা মোর ।
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি' নিলা অন্যস্থান,
পাপ কৈলি 'দত্ত-অপহার' ॥ ৪৮ ॥

'অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,'
ইহা যদি কহ 'দুরাচার' ।
তুই অক্রূর-মূর্ত্তি ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥ ৪৯ ॥

আপনার দুরদৃষ্ট-ধিক্কার (চিত্রজল্প) ঃ—

আপনার কর্ম্মদোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর ।
যে—আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যার সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর!! ৫০ ॥

কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়রোষপূর্ব্বক দোষারোপ ঃ—

সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥ ৫১ ॥

পুনর্নিজাদৃষ্ট-ধিক্কার ঃ—

কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব-দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল ।
যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥" ৫২ ॥

গোপীভাবে দিব্যোন্মাদগ্রস্ত প্রভু ঃ—

এইমত গৌর-রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
"হাহা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি ?"
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্যে বিলাপয়ে,
'গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥' ৫৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫। হে বিধাতঃ, তোমার দয়া নাই! মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা দেহিদিগকে সংযোগ করত অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেও। তোমার এইরূপ চেষ্টাগুলিকে শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে।

৪৭। যাহাদের পরস্পর মিলন—দুর্ল্লভ, প্রেমের দ্বারা তাহাদের মিলন করাইয়া, মিলন করার যে তাৎপর্য্য, তাহা না হওয়ার পূর্ব্বেই পুনরায় পরস্পরকে কেন দূরে রাখ?

অনুভাষ্য

৪৩। কলানিধি—চতুঃষষ্টি কলার আধার ; পক্ষে, যোড়শ-কলায় পূর্ণ ; বিড়ম্বন—ছলনা, প্রতারণা।

৪৬। কৃষ্ণগতপ্রাণা কৃষ্ণবল্লভা ব্রজগোপীগণ যখন শুনিলেন যে, শ্রীঅক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্যই ব্রজে আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় অতিশয় শোক-কাতর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৯। 'ওহে দুরাচার বিধে, তুমি যদি একথা বল যে, 'অক্রূর দোষ করিয়াছে, আমার প্রতি কেন ক্রোধ কর?' তবে বলি।

৫০। বিদূর—অতি দূরে।

অনুভাষ্য

অহো (খেদে) বিধাতঃ, তব ক্বচিৎ দয়া ন [অস্তি, যতঃ] মৈত্র্যা (হিতাচরণেন) প্রণয়েন (স্নেহেন) দেহিনঃ (শরীরধারিণঃ জীবস্য) [অন্যোঽন্যান্] সংযোজ্য অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্তভোগান্ অপি) তান্ চ বিযুনঙ্ক্ষি (বিয়োগং বিঘটয়সি) ; তে (তব) বিচেষ্টিতং (কর্ম্ম) অর্ভক-চেষ্টিতং (মৌঢ্যাৎ বালকেহিতং) যথা (তথা) অপার্থকং (হেতুরহিতম্)।

৪৬। পরিশ্রম—সৃষ্টি-কার্য্যাদি।

৪৮। 'দত্ত-অপহার'—কোন দ্রব্য কাহাকেও দিয়া পুনরায় উহা কাড়িয়া লইলে দত্তাপহার হয় ; ইহা প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপের অন্যতম।

ভাবোপযোগি-গানদ্বারা প্রভুকে স্বরূপের আশ্বাসন ঃ—

তবে স্বরূপ রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন মঙ্গলগীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৫৪ ॥

গম্ভীরায় প্রভুর শয়ন ঃ—

এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ॥ ৫৫ ॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥ ৫৬ ॥

নামকীর্ত্তনে রাত্রিযাপন ঃ—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন ।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি' করেন জাগরণ ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর মুখসংঘর্ষণরূপ দিব্যোন্মাদ (উদ্‌ঘূর্ণা) ঃ—

বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥ ৫৮ ॥
মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার ।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥ ৫৯ ॥
সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ।
গোঁ-গোঁ শব্দ করেন,—স্বরূপ শুনিলা তখন ॥ ৬০ ॥

প্রভুকে স্বরূপের গৃহে আনয়ন ঃ—

দীপ জ্বালি' ঘর গেলা, দেখি' প্রভুর মুখ ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥ ৬১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুর অবস্থা-জিজ্ঞাসা, প্রভুর উত্তর ঃ—

প্রভুরে শয্যাতে আনি' শয়ন করাইলা ।
"কাঁহে কৈলা এই তুমি?"—স্বরূপ পুছিলা ॥ ৬২ ॥
প্রভু কহেন,—"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ।
দ্বার চাহি' ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে ॥ ৬৩ ॥
দ্বার নাহি পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে ।
ক্ষয় হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥" ৬৪ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ-লক্ষণ ঃ—

উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।
যেই করে, যেই বোলে,—উন্মাদ-লক্ষণ ॥ ৬৫ ॥

ভক্তগণসহ যুক্তির পর স্বরূপের প্রভুপাদোপাধানরূপে শঙ্কর-পণ্ডিতকে নির্ব্বাচন ঃ—

স্বরূপ গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে ।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে ॥ ৬৬ ॥
সব ভক্ত মেলি' তবে প্রভুরে সাধিল ।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥ ৬৭ ॥
প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ প্রসারণ ॥ ৬৮ ॥

দ্বাপরযুগে বিদুরের সদৃশ শঙ্করের ভগবৎসেবা ঃ—

'প্রভু-পাদোপাধান' বলি' তাঁর নাম হইল ।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণপাদোপাধানরূপী বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়ের কীর্ত্তন ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৩।৪)—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপাধানম্ ।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥ ৭০ ॥

শঙ্করের প্রভু-সেবা ঃ—

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥ ৭১ ॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ।
প্রভু উঠি' আপন- কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥ ৭২ ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন ।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭৩ ॥

তদুপস্থিতি-হেতু প্রভুর উন্মাদ-বিরাম ঃ—

তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে ।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীরঘুনাথকর্ত্তৃক স্ব-কৃত গ্রন্থে প্রভুর উন্মাদদশা-বর্ণন ঃ—

এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৭৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭০। সহস্রশীর্ষপুরুষ কৃষ্ণের চরণোপাধানস্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়মুনি ভগবৎ-কথায় আনন্দবশতঃ হৃষ্টরোম হইয়া বলিতে লাগিলেন।

৭২। উঘাড়-অঙ্গে—অনাবৃত-শরীরে।

অনুভাষ্য

৭০। মহাভাগবত মৈত্রেয় ঋষির নিকট মহাত্মা বিদুর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার কার্য্যকলাপ জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বিদুরের প্রশ্নোত্তরে মৈত্রেয়-কর্ত্তৃক হরিকথা-কীর্ত্তন বর্ণন করিতেছেন,—

(শ্রীশুক উবাচ,—) ভগবৎকথায়াং (শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে) প্রণীয়মানঃ (বিদুরেণ প্রবর্ত্তমানঃ) প্রহৃষ্টরোমা (প্রহৃষ্টানি রোমাণি যস্য সঃ) মুনিঃ (মৈত্রেয়ঃ) ইতি ব্রুবাণং পৃচ্ছন্তং সহস্রশীর্ষ্ণঃ (সহস্রশীর্ষা শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য) চরণোপাধানং (চরণৌ উপাধীয়েতে যস্মিন্ তং—শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যোৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়-

কৃষ্ণবিরহে প্রলাপোন্মাদময় প্রভু ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭৬ ॥

বিপ্রলম্ভ-প্রেমরসাস্বাদক প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥ ৭৭ ॥

একদিন জগন্নাথবল্লভোদ্যানে প্রভুর মহাভাবাবেশে দশপ্রকার চিত্রজল্প-বর্ণন ঃ—

এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে ।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥ ৭৮ ॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান-প্রধানে ।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৭৯ ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন ।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥ ৮০ ॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন ।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥ ৮১ ॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥ ৮২ ॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥
"ললিত লবঙ্গলতা" পদ গাওয়াঞা ।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ৮৪ ॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥ ৮৫ ॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা ।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥ ৮৬ ॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা ।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে ।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥ ৮৮ ॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল ।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর চিত্রজল্প ঃ—

কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা ।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণগন্ধাকৃষ্টা শ্রীরাধার উক্তি ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্য—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥ ৯১ ॥

শ্লোকার্থ ; কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-মাধুর্য্যবল-বর্ণন ঃ—

যথা রাগ—

"কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥ ৯২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। নিজের অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।

৯১। যিনি মৃগমদজয়ী স্বীয় বপুগন্ধের ঊর্ম্মিদ্বারা স্ত্রীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধদ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদনমোহন আমার নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

অনুভাষ্য

তীত্যর্থঃ) বিনীতং (বিনয়ান্বিতম্) বিদুরম্ অভ্যচষ্ট (অভ্যভাষত)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে আসিয়া তৎ-ক্রোড়ে পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রা গিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (সারার্থ-দর্শিনী টীকা দ্রষ্টব্য)।

৭৬। স্বকীয়স্য (আত্মনঃ) প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য (প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশস্য অসংখ্যপ্রাণতুল্যস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য) বিরহাৎ (উন্মাদাৎ দিব্যোন্মাদাৎ হেতোঃ) সততং (নিরন্তরম্) অতিপ্রলাপান্ কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ (ব্যগ্রমতিঃ সন্) ভিত্তৌ শশ্বৎ (নিরন্তরং) বদনবিধুঘর্ষেণ (মুখচন্দ্রসঙ্ঘর্ষণেন) ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ (ধারয়ন্) গৌরাঙ্গঃ হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি।

৮১। মলয়পবন স্বয়ং পুষ্প-গন্ধবহ হইয়া আবার নটনগুরু (নৃত্যশিক্ষক)-রূপে বৃক্ষ-লতাকে নৃত্য-শিক্ষা প্রদান করিতেছিল।

৯১। হে সখি, কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ (মৃগ-মদকস্তুরিকাবিজয়িবপুষঃ অঙ্গস্য সুগন্ধপ্রবাহেণ কৃষ্টা আকৃষ্টা অঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ) স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে (স্বকানাং অঙ্গ-নলিনানাং নিজাঙ্গপদ্মনাম্ অষ্টকে মুখনাভিনেত্রদ্বয়করদ্বয়পদযুগ-

গোপীবশকারক কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ ঃ—

সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায় ।
নারীর নাসাতে পশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লঞা যায় ॥ ৯৩ ॥ ধ্রু ॥

পদ্মসদৃশ কৃষ্ণাঙ্গসমূহের গন্ধমাধুর্য্য-বর্ণন ঃ—

নেত্র, নাভি, বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥ ৯৪ ॥
হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করে ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী ।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্বঅঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি' তারে যেন কৈল চুরি ॥ ৯৫ ॥

গোপীচিত্তোন্মাদী কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ঃ—

হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥ ৯৬ ॥

কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ-আস্বাদনার্ত্ত গোপীচিত্ত ঃ—

সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায় ।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥ ৯৭ ॥

চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

মদনমোহন-নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায় ।
বিনা-মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥" ৯৮ ॥

প্রভুর উন্মাদাবস্থা ঃ—

এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায় ।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥ ৯৯ ॥

স্বরূপ ও রায়ের চেষ্টায় প্রভুর বাহ্যদশায় আগমন ঃ—

স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥ ১০০ ॥

প্রভুর মাতৃভক্তি-প্রদর্শন, কৃষ্ণবিরহে উদ্‌ঘূর্ণা-
চিত্রজল্প বর্ণিত ঃ—

মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্যনৃত্য ।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥ ১০১ ॥

এইমত মহাপ্রভু পাঞা চেতন ।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ-দরশন ॥ ১০২ ॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণলীলা—অক্ষজ-
জ্ঞানী জড়-বিদ্যা-মত্ত পণ্ডিতাভিমানী
তর্কপন্থীর অগম্যা ঃ—

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্য শক্তি তার ।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥ ১০৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৫। হেমকীলিত—স্বর্ণনিবদ্ধ ; চুরি—গোপন, (আচ্ছাদন)।

৯৬। বাউরী—উন্মত্তা।

১০১। 'কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য'—এই পদ্য পাঠ করিয়া অনেকের মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—রূপ-গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য। কিন্তু অন্যান্য স্থান পাঠ করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এস্থলে শ্রীরূপকৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর শিক্ষা অবলম্বন করিয়া রস বিস্তার করিতেছেন বলিয়া, শ্রীল কবিরাজ-প্রভু শ্রীরূপের কেবলমাত্র নাম লইয়া থাকিতে পারেন ; অথবা গোস্বামিভৃত্য কৃষ্ণদাসরূপ এই লেখক এই পদ্য রচনা করিলেন,—এ অর্থও হইতে পারে।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

কমলাষ্টকে) শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ (কর্পূরযুতস্য পদ্মগন্ধস্য প্রথা বিস্তারো যস্মিন্ সঃ) মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ (কস্তুরী-কর্পূরশুভ্রচন্দনানাং সুগন্ধচর্চ্চাভিঃ অর্চ্চিতঃ বিলেপিতঃ সঃ) মদনমোহনঃ মে (মম) নাসাস্পৃহাং তনোতি (বর্দ্ধয়তি)।

৯৪। দুইচক্ষু, নাভি, মুখ, দুই হস্ত, দুই পদ,—এই অষ্টাঙ্গ।

৯৫। চর্চ্চা—লেপন ; পাঠান্তরে—'মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি' ও 'কামদেবের মন কৈল চুরি'।

৯৮। 'জগন্নারী-গ্রাহকে লোভ—জগতে ব্রজনারী-গোপী-গণকে ক্রেতারূপে প্রলোভিত করায়।

এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে ।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥ ১০৪ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।৪।১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি ।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১০৫ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত প্রভুর অধোক্ষজ-লীলায় বিশ্বাস সংস্থাপনার্থ অনুরোধ ঃ—

অলৌকিক প্রভুর 'চেষ্টা', 'প্রলাপ' শুনিয়া ।
তর্ক না করিহ, শুন, বিশ্বাস করিয়া ॥ ১০৬ ॥

ভ্রমরগীতায় শ্রীরাধার প্রলাপ ও মহিষীগণের গীতে দশপ্রকার চিত্রজল্পোক্তি ঃ—

ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে ।
শ্রীরাধার প্রলাপ 'ভ্রমর-গীতা'তে ॥ ১০৭ ॥

অনুভাষ্য

১০৫। মধ্য ২৩শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৭। (ক) 'শ্রীরাধার প্রলাপ ভ্রমর-গীতাতে'—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ, ১২-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

"মধুপ কিতব-বন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ কুচবিলুলিত-মালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ। বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।। ১।।"

উদ্ধবের আগমনে ব্রজে ব্রজবালা। কৃষ্ণকথা গাহি' কাঁদি' ত্যজে অশ্রুমালা।। সেইকালে গোপী এক ভৃঙ্গে লক্ষ্য করি'। উদ্ধবেরে 'দূত'জ্ঞানে বলে প্রিয় স্মরি'।। গোপী কহে,—হে ভ্রমর, তুমি ধূর্ত্তমিত্র। পদস্পর্শ-কার্য্য তব বড়ই বিচিত্র।। তব নমস্কারে কভু না হব প্রসন্ন। তব শ্মশ্রুপ্রান্তে দেখি কুঙ্কুমের চিহ্ন।। সপত্নীর বক্ষোদ্বয়ে কৃষ্ণ-বনমালা। মর্দ্দিত-কুঙ্কুম দেখি' হয় মম জ্বালা।। মানিনীর প্রসন্নতা-সংগ্রহে মাধব। ব্যস্ত আছে সেই কার্য্যে মাথুর-বান্ধব।। ব্রজজনে যার কভু নাই প্রয়োজন। গোপীতুষ্টি-তরে তাঁর নাহিক কারণ।। তুমি—যদুপতি-দূত, তোমার কি কায? তোমা' তরে সভামধ্যে কৃষ্ণ পাবে লাজ।। ১।।

"সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্। পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ।।" ২।।

গোপীস্থানে করে কৃষ্ণ কিবা অপরাধ? যাহা লাগি গোপী-চিত্তে হয় এই বাধ?? হেতু শুন,—কৃষ্ণচন্দ্র স্বকীয় মোহিনী। অধরের সুধা পান করাইয়া যিনি।। সদ্য ত্যাগ করি' হরি' গোপীকার মন। যেরূপ তোমার মত অর্ব্বাচীন জন।। সুকুসুম ত্যাগ করি' যায় অন্য-মনে। তদ্রূপ কৃষ্ণের কার্য্য আমাদের সনে।। অচতুরা পদ্মা কৃষ্ণপাদপদ্ম কেন। ত্যাগ নাহি করি' এবে যতনে সেবেন?? কৃষ্ণ-মিথ্যাবাক্যে পদ্মা ক'রেছে প্রত্যয়। পদ্মাসম অবিদগ্ধা গোপী কভু নয়।। ২।।

"কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনামধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্। বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ ক্ষয়িতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ।।" ৩ ।।

গোপীতুষ্টি-হেতু ভৃঙ্গ করে কৃষ্ণগান। এই বুঝি' কহে গোপী শুনিয়া সুতান।। শুন হে ভ্রমর, কৃষ্ণ—ভবনরহিত। যদুপতি আমাদের চিরপরিচিত।। শুনিয়াছি তার কথা মোরা বহুবার। তাঁরে জানিয়াছি, গান শুনিব না আর।। কৃষ্ণ-নিজপ্রিয় জন যাঁহারা এখন। তাঁদের নিকটে গিয়া করহ গায়ন।। কৃষ্ণ-আলিঙ্গন যাঁরা লভেছে সুমতি। বক্ষোরোগ হ'তে মুক্ত কৃষ্ণপ্রেমবতী।। সেই ধনী প্রিয়বরা তব কৃষ্ণগান। শুনিয়া আদর করি' দিবে তব মান।। ৩।।

"দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ কপটরুচির-হাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ। চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্ব্বয়ং কা অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ।।" ৪।।

হে মধুপ, কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকে স্মরিয়া। অনঙ্গ-বেদনাখিন্ন ব্যাকুল হইয়া।। পাঠায়েছে দূতরূপে মম তুষ্টি তরে। বলিও না এই কথা আমার গোচরে।। স্বরগ-মরত-তলে আছে যত নারী। সবেই কৃষ্ণের প্রাপ্য, তা বলিতে পারি।। কপট রুচির হাস্য কৃষ্ণের ভ্রূদ্বয়। বিরাজিত দেখি' লক্ষ্মী সদাই সেবয়।। লক্ষ্মীদেবী-তুলনায় আমরা—সামান্য। কপট হ'লেও কৃষ্ণ সহসা বদান্য।। বোলো তাঁরে, দীনপ্রতি অনুগ্রহ যাঁর। 'উত্তমঃশ্লোকাখ্য'-শব্দে পরিচয় তাঁর।। ৪।।

"বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈরনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্।।" ৫।।

ভ্রমরে দেখিয়া গোপী নিজ-পাদমূলে। ক্ষমাইছে অপরাধ পশি' পদাঙ্গুলে।। ত্যজ' শির পদ হ'তে ভ্রমর কুশল। মুকুন্দ কি শিখায়েছে, মোরে তাহা বল।। মিষ্টবাক্য-প্রার্থনায় আর দৌত্য-ধর্ম্মে। চতুরতা আছে, ভৃঙ্গ, জানিলাম মর্ম্মে।। মুকুন্দের অপরাধ কিবা আছে বল? বলিও না এই কথা, তুমি ভৃঙ্গ-খল।। পতিপুত্র ছাড়ি' আর পরলোক-ধর্ম্ম। কৃষ্ণসেবা বিনা মোর নাহি কোন কর্ম্ম।। অসংযত-চিত্ত কৃষ্ণ অনায়াসে ভুলি'। কায নাই কথা তার, সন্ধান না তুলি।। ৫।।

"মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্। বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্যস্তদল-মসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।।" ৬।।

নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর মহামহা-অক্ষজজ্ঞানী পণ্ডিতম্মন্য জড়বিদ্যা-মত্তেরও অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরস-বোধে অসামর্থ্য ঃ—

মহিষীর গীত যেন 'দশমে'র শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥ ১০৮ ॥

অনুভাষ্য

কৃষ্ণ-পূর্ব্বজন্মকথা যবে উঠে মনে। ওহে ভৃঙ্গ, ভয় হয় গোপিকার গণে।। রাম-অবতারে যবে ব্যাধবৎ হরি। অবিচারে ক্রূর হই' বালি বধ করি'।। কামপরা শূর্পণখা যবে রাম-স্থানে। যায়, তবে সীতা-বাধ্য কাটে নাক-কাণে।। বলিরাজ হ'তে হরি বামনমূর্ত্তিতে। পূজা-উপহার লভি' তাহাকে বঞ্চিতে।। কাকবৎ বান্ধিলেন সেই গুণধর। তার সহ সখ্য ভাল নয়, হে ভ্রমর।। তার কথারূপ অর্থ সুদুস্ত্যজ জানি'। সে-কারণে ত্যাগ-কার্য্যে বলহীন মানি।। ৬।।

"যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।।" ৭।।

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-লতা-ত্রিবর্গ-নাশিনী। কৃষ্ণকথা এত বল ধরে মোরা জানি।। কৃষ্ণলীলামৃতকণ কর্ণে পান করি'। রাগদ্বেষমুক্ত-ধর্ম্মী সর্ব্ব পরিহরি'।। ভোগহীন পক্ষিতুল্য ভিক্ষাজীবি-জন। দুঃখময় গৃহ আর কুটুম্ব-ভবন।। সহসা সকল ত্যজি' সর্ব্বতোভাবেতে। উচিত হইলেও মোরা অসমর্থ তাতে।। ৭।।

"বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানা কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্রস্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্ত্তাঃ।।" ৮।।

ওহে দূত, মূঢ়পক্ষী ব্যাধের সঙ্গীতে। যেরূপ বিশ্বাস করি' বাণ-বিদ্ধ-চিতে।। ক্লেশ ভোগ করে যথা,আমরা তেমন। কৃষ্ণকথা বিশ্বাসিয়া পেয়েছি বেদন।। কৃষ্ণনখস্পর্শে পীড়া সুতীব্র মদন। জারিতেছে মোরে, বল অপর বচন।। ৮।।

"প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ। নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।।" ৯।।

এই সব কথা শুনি' ভ্রমরে ফিরিতে। দেখিয়া গোপিকা কহে বিচারিয়া চিতে।। তুমি—প্রিয়কৃষ্ণ-সখা, কৃষ্ণের আজ্ঞায়। তথা হ'তে আসিয়াছ এথা পুনরায়।। তুমি তবে পূজনীয় মম, দূতবর। প্রার্থনা বলহ মোরে,—কিবা ইচ্ছা ধর।। শ্রীকৃষ্ণ যুগল-ভাব কভু না ছাড়িবে। গোপিকায় তুমি এবে কেন বা লইবে?? শ্রীকৃষ্ণের বধূ লক্ষ্মী প্রভুবক্ষে রহি'। সতত সেবিছে এবে, তব পাশে কহি।। ৯।।

"অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্। ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু।।" ১০।।

গুরু (নিত্যানন্দ)-গৌরাঙ্গ-সেবকের কৃপাবলেই প্রভুর অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভলীলায় বিশ্বাসোদয় ঃ—

মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥ ১০৯ ॥

অনুভাষ্য

'সৌম্য' সম্বোধিয়া বলে গোপী হর্ষভরে। গুরুকুল হ'তে এবে মথুরা-নগরে।। সুখে বসে আর্য্যপুত্র ভুলি' ব্রজাঙ্গনা। পিতার আবাস-কথা মনে কি পড়ে না?? কিঙ্করী ছিলাম মোরা, আমাদের কথা। মুখে আনে কভু কিবা ভুলিয়া সর্ব্বথা?? ক্ষেমাস্পদ মোরে জানি' কবে পরশিবে? অগুরু-সুগন্ধি-কর গোপীশিরে দিবে??১০।।

১০৮। (খ) মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে,—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৯০ অঃ, ১৫-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ; যথা—

'কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি ক্বচিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা নলিন-নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন।।" ১।।

জলক্রীড়া সমাপিয়া, কৃষ্ণচিন্তা-পর হিয়া, চিন্তামগ্ন মহিষীর গণ। হে সখি কুররি, এবে, নিশায় নিদ্রিত দেবে, মোরা করি' কৃষ্ণে জাগরণ।। তাঁর নিদ্রাসুখ-ভঙ্গ, আমাদের দেখি' রঙ্গ, তুমি করিতেছ বিলাপন। নাই কেন নিদ্রা তোর, কৃষ্ণচিন্তা সুবিভোর, কিবা বিঁধিয়াছে হাস্যেক্ষণ?? কৃষ্ণের মধুর স্মিত, কৃষ্ণদৃষ্টিবিদ্ধ-চিত, মহিষীগণের ভাবচয়। আমাদের মত তব, অবস্থা ঘটেছে সব, মহিষীর ততি তারে কয়।। ১।।

"নেত্রে নিমীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধুস্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি। দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্।।" ২।।

রাত্রে বন্ধু না দেখিয়া, চক্ষুর্দ্বয় না মেলিয়া, চক্রবাকি, তুমি দুঃখভরে। কারুণ্যে রোদন কর, কিবা তুমি কিবা স্মর, স্পৃহা কর ধরিবার তরে।। অচ্যুতচরণজুষ্ট, মহিষী যাহাতে তুষ্ট, সেই মালা শিরেতে ধরিতে। রোদন-কারণ তব, স্পষ্ট করি' কহ সব, চক্রবাকি, মহিষী বুঝিতে।। ২।।

"ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ। কিম্বা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং তঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্।।"৩।।

জলনিধে, রাত্রিকালে, না লিখেছে তব ভালে, নিরন্তর নিদ্রা-সুখসঙ্গ। জাগিয়া রোদন-কর্ম্ম, পাইয়াছ এইধর্ম্ম, আমাদের মত চিত্তভঙ্গ।। কুঙ্কুমাদি-চিহ্ন-নাশ, মুকুন্দের সুপ্রয়াস, মহিষীবৃন্দের প্রতি যথা। পাইয়া সে ব্যবহার, সমদশা কি তোমার, জলধি কি লভিয়াছ তথা?? ৩।।

"ত্বং যক্ষ্মণা বলবতা নিগৃহীত ইন্দো ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধি-

প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ বিপ্রলম্ভভাবানুসরণেই অনর্থনিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

নিত্য নবনবায়মান হৃৎকর্ণরসায়ন চৈতন্যলীলামৃত ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

তিভিঃ ক্ষিণোষি। কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।।" ৪।।

অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে। কিবা কৃষ্ণ-গানে ভ্রান্ত, বাক্য-ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি' মোরা আমাদের দলে।। ৪।।

"কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্।।" ৫।।

আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন, হে মলয়-সমীরণ। গোবিন্দকটাক্ষবিদ্ধ, কন্দর্প-প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ-গ্রহণ-কারণ।। ৫।।

"মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়-মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ। অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ।।" ৬।।

শুন, মেঘ, কৃষ্ণমিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস-চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করি', উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি', সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা-প্রায়।। ৬।।

"প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা। করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল।।" ৭।।

সুকণ্ঠ কোকিল, শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃতসঞ্জীবনী তব কথা। তব প্রিয়-আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা।। ৭।।

" ন চলসি ন বদস্যুরদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্। অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্।।"৮।।

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ-চিন্তায় মগন। তুমি আমাদের মত, হৃদয়ে রাখিতে ব্রত, বসুদেব-তনয়-চরণ।।৮।।

"শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ। যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম।।" ৯।।

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্কনীর দেখি' তব, অরবিন্দ-শোভা নাই আর। কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ-হারা, সিন্ধুসুখ করে না বিস্তার।। মহিষীসকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি—প্রণয়-রহিত। তোমরা কি সেইমত, তোয়হীন শোভা-হত, তাঁর প্রেমদৃষ্টি-বিবর্জ্জিত ?? ৯।।

"হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদর্জিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চল-সৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।।" ১০।।

সুখে আসিয়াছ, হংস, এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল, দুগ্ধ পান করি'।। 'কৃষ্ণদূত' বলি' তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী ?? সুখে ত' আছেন কৃষ্ণ ?—জানিবারে চাই। আমাদের কথা কি তাঁর মনে কিছু নাই ?? একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে, আমরা—কিঙ্করী। অ-কামদ-বাক্যব্যয়ি-জনে কিসে বরি ??

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে প্রভু (জয়দেব-কৃত) শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, (শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত) শ্রীকর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন,—ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

এইপ্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন বলিয়া গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রভুর কৃষ্ণবিরহজ বিপ্রলম্ভভাবানুসরণেই অনর্থনিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেমলাভ ঃ—

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল-দুঃখ ॥ ১১০ ॥

নিত্য নবনবায়মান হৃৎকর্ণরসায়ন চৈতন্যলীলামৃত ঃ—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—নিত্য নূতন ।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥ ১১১ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বিরহ-প্রলাপ-মুখ-সঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং
নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

অনুভাষ্য

তিভিঃ ক্ষিণোষি। কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ।।" ৪।।

অতিশয় যক্ষ্মাক্রান্ত, অশক্ত নাশিতে ধ্বান্ত, শশধর স্বীয় কান্তিবলে। কিবা কৃষ্ণ-গানে ভ্রান্ত, বাক্য-ব্যয়ে রহ ক্ষান্ত, দেখি' মোরা আমাদের দলে।। ৪।।

"কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্ম্মলয়ানিল তেঽপ্রিয়ম্। গোবিন্দাপাঙ্গ-নির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্।।" ৫।।

আমাদের আচরণ, অনুচিত কি এমন, শুন, হে মলয়-সমীরণ। গোবিন্দকটাক্ষবিদ্ধ, কন্দর্প-প্রেরণে সিদ্ধ, প্রতিশোধ-গ্রহণ-কারণ।। ৫।।

"মেঘ শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং শ্রীবৎসাঙ্কং বয়-মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ। অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ।।" ৬।।

শুন, মেঘ, কৃষ্ণমিত্র, চিন্তিছ শ্রীবৎস-চিত্র, প্রেমবদ্ধ মহিষীর ন্যায়। কৃষ্ণসঙ্গ ধ্যান করি', উৎকণ্ঠায় দুঃখে মরি', সিঞ্চিতেছ বাষ্পধারা-প্রায়।। ৬।।

"প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা। করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ কোকিল।।" ৭।।

সুকণ্ঠ কোকিল, শুন, অনুকারে সুনিপুণ, মৃতসঞ্জীবনী তব কথা। তব প্রিয়-আচরণ, মহিষীর সুকরণ, সেইরূপ সাধি, বল তথা।। ৭।।

" ন চলসি ন বদস্যুরদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্। অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্।।"৮।।

উদারধী ক্ষিতিধর, অচঞ্চল মৌনবর, মহদর্থ-চিন্তায় মগন। তুমি আমাদের মত, হৃদয়ে রাখিতে ব্রত, বসুদেব-তনয়-চরণ।।৮।।

"শুষ্যদ্ধ্রদাঃ করশিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্ত্তুঃ। যদ্বদ্বয়ং মধুপতেঃ প্রণয়াবলোকমপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম।।" ৯।।

সিন্ধুপত্নী নদী সব, শুষ্কনীর দেখি' তব, অরবিন্দ-শোভা নাই আর। কৃশাঙ্গ হয়েছে তারা, নিদাঘে আনন্দ-হারা, সিন্ধুসুখ করে না বিস্তার।। মহিষীসকল দীনা, শুষ্কচিত্ত তনুক্ষীণা, মধুপতি—প্রণয়-রহিত। তোমরা কি সেইমত, তোয়হীন শোভা-হত, তাঁর প্রেমদৃষ্টি-বিবর্জ্জিত ?? ৯।।

"হংস স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ শৌরেঃ কথাং দূতং ত্বাং নু বিদাম কচ্চিদর্জিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা। কিং বা নশ্চল-সৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্।।" ১০।।

সুখে আসিয়াছ, হংস, এস সমাদরি। কৃষ্ণের সন্দেশ বল, দুগ্ধ পান করি'।। 'কৃষ্ণদূত' বলি' তোমা মোরা সদা জানি। হরি কিছু আমাদের বলিয়াছে বাণী ?? সুখে ত' আছেন কৃষ্ণ ?—জানিবারে চাই। আমাদের কথা কি তাঁর মনে কিছু নাই ?? একা লক্ষ্মী সেবে তাঁরে, আমরা—কিঙ্করী। অ-কামদ-বাক্যব্যয়ি-জনে কিসে বরি ??

ইতি অনুভাষ্যে ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—দৈন্যোদ্বেগাদি-উৎকণ্ঠার সহিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদনে স্বরূপ-রামানন্দের সহিত মহাপ্রভু রাত্রি যাপন করিতেন। সময়ে সময়ে প্রভু (জয়দেব-কৃত) শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত, (শ্রীরায়-রামানন্দ-কৃত) শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটক, (শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত) শ্রীকর্ণামৃত হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইতেন,—ইত্যাদি এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

এইপ্রকারে দ্বাদশ বৎসর রসাস্বাদনপূর্ব্বক ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলা সমাপ্ত করেন বলিয়া গ্রন্থকার আভাস দিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্ত্যলীলার বিবরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

জাতপ্রেম ভক্তেরই প্রভুর বিপ্রলম্ভভাবানুসরণে যোগ্যতা ঃ—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্ ।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

পুরীতে অনুক্ষণ বিপ্রলম্ভভাব-ব্যাকুল প্রভু ঃ—

এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে ।
রজনী-দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥ ৩ ॥

প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিত্য-সঙ্গিদ্বয় ঃ—

স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন-সনে ।
রাত্রি-দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥ ৪ ॥

আটটী সাত্ত্বিক ও তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবোদয় ঃ—

নানা-ভাব উঠে প্রভুর—হর্ষ, শোক, রোষ ।
দৈন্যোদ্বেগাদি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥ ৫ ॥

স্বয়ং বা ভক্তদ্বয়-সহ তত্তদ্ভাবোদ্দীপক শ্লোক-পাঠ বা শ্রবণ ঃ—

সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া ।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা ॥ ৬ ॥
কোন দিনে, কোন ভাবে শ্লোক-পঠন ।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥ ৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধ্য-সাধন বা উপেয়-উপায়ের অভেদ-বর্ণন ; সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট চরম অভিধেয় বা শাব্দিকাবতার শ্রীনাম-কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

হর্ষে প্রভু কহেন,—"শুন, স্বরূপ-রামরায় ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীই একমাত্র সুবুদ্ধিমান্ ঃ—

সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩০)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

শুদ্ধনামের ফল—নিঃশ্রেয়স ও কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ ১১ ॥

শ্রীমুখনিঃসৃত ***শ্রীশিক্ষাষ্টক*** (বা শ্রীভাগবত-নির্য্যাস) ;
নামাভাস ও নামের ফল ঃ—
পদ্যাবলীতে (১০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন ।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥ ১৩ ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥" ১৪ ॥

অশোক, অভয়, অমৃতাধার শ্রীনাম ঃ—

উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক ।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥ ১৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তি-মিশ্রিত বিলাপ নিষেবণ করেন।

১২। চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

১। ভাগ্যবদ্ভিঃ (প্রেমসম্পন্নৈঃ মহাত্মভিঃ এব) গৌরচন্দ্রস্য প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং (প্রেম্নঃ উদ্ভাবিতা জাতাঃ চিত্তোল্লাসাসহিষ্ণুতাস্থিরতা-নিজক্ষুদ্রমননকাতরাদিভাবাঃ তাভিঃ মিশ্রিতং) লপিতং (প্রলাপং) নিষেব্যতে (আস্বাদ্যতে)।

৯। আদি ৩য় পঃ ৭৬-৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০। আদি ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২। চেতোদর্পণমার্জ্জনং (চেতঃ এব দর্পণঃ আদর্শঃ তস্য মার্জ্জনং মালিন্যস্য অপাকরণং যস্মাৎ তৎ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং (ভবঃ সংসারঃ এব মহাদাবাগ্নিঃ তস্য নির্ব্বাপণং যস্মাৎ তৎ) শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (শ্রেয়াংসি এব কৈরবাণি কুমুদানি তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তস্যাঃ বিতরণং যস্মাৎ তৎ) বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যা এব বধূঃ পত্নী তস্যাঃ জীবনং প্রাণধারণং যস্মাৎ তৎ) আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং (আনন্দঃ প্রেমা এব অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য বর্দ্ধনং যস্মাৎ তৎ) প্রতিপদং (প্রতিক্ষণং) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যস্মাৎ তৎ) সর্ব্বাত্মস্নপনং (সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং সর্ব্বতোভাবেন আত্মনো বা স্নপনং যস্মাৎ তৎ) পরং (কেবলমদ্বিতীয়ং) শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে)।

নামসাধনের সুলভত্বের কারণ বা কৃষ্ণের মহাবদান্যতা ;
দুর্দ্দৈবরূপ অপরাধাবস্থায় জীবের
শুদ্ধনামোচ্চারণাভাব ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৯) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ১৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥ ১৭ ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ !! ১৯ ॥

প্রেমলাভার্থ নামকীর্ত্তন-লক্ষণ-বর্ণন ঃ—

যেরূপে লইলে নাম, প্রেম উপজয় ।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥ ২০ ॥

সাধ্যনাম-প্রেমলাভার্থ নামসাধনের প্রণালী বা সর্ব্বাপরাধমূলক
দেহাত্মবুদ্ধির নিষেধ ও নৈরন্তর্য্যের বিধি ঃ—

পদ্যাবলীতে (২০) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ২১ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

অনুভাষ্য

২১। হে ভগবন্, (প্রভো কৃষ্ণ,) [ভবতা অহৈতুক্যা কৃপয়া] নাম্নাং বহুধা (বহুপ্রকারঃ) অকারি (প্রকটিতবান্) তত্র (নাম্নি) নিজসর্ব্বশক্তিঃ (আত্মনঃ অনন্তা শক্তিঃ) অর্পিতা (নিহিতা), [অতঃ তস্য] স্মরণে কালঃ অপি ন নিয়মিতঃ (ন বিহিতঃ, অপেক্ষিতঃ; সর্ব্বকালেহপি ন কোহপি বিধিঃ)—তব এতাদৃশী কৃপা ; [কিন্তু তথাপি] মম অপি ঈদৃশং দুর্দ্দৈবং যৎ ইহ (নাম্নি) অনুরাগঃ ন অজনি (ন জাতঃ)।

২১। আদি ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতানুকণা—২১। শ্রীগৌরসুন্দরের মুখোদ্‌গীর্ণ উপদেশ বা শিক্ষাষ্টক ব্রহ্মসূত্র তথা শ্রুতিমন্ত্রসমূহের পল্লবিত, মঞ্জরিত ও পুষ্পিত ফলোদ্যান। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকের প্রথম পাদের 'তৃণাদপি সুনীচেন' মহাবাক্যটী "অহং ব্রহ্মাস্মি"-শ্রুতিমন্ত্রেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞাপন করে। যদিও 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ও 'তৃণাদপি সুনীচেন' বাক্যদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আপাতবিরোধ দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাতে অতীব সুন্দর সমন্বয় শ্রীরূপানুগ গৌরজনের কৃপায় দৃষ্ট হয়। 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ "অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই বিজ্ঞানই স্বরূপজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান, তাহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রের পরিস্ফুট তাৎপর্য্য। আমি মায়াশক্তিজাত জড়বস্তু নহি বা জড়ের ভোক্তা নহি, আমি চেতন—আমি স্বরূপে পূর্ণচেতনেরই আলিঙ্গিত বস্তু—তৎক্রোড়ীভূত বস্তু। জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান—যাহা তৃণের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে, আমি তাহাও নহি ; তাহা হইতেও আমি কেশাগ্রের শত-সহস্রভাগরূপ অনুচেতনময় স্বরূপকে পৃথক্ করিয়া রাখিব, যাহাতে জড়ের সহিত সমন্বয়-চেষ্টা কখনও না ঘটে। শ্রুতি ভূতশুদ্ধির যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্র শিখাইয়াছেন, তাহাই 'তৃণাদপি সুনীচ' মহাবাক্য সুষ্ঠুতা লাভ করিয়াছে।

উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়-পাদের 'তরোরপি সহিষ্ণুনা' মহাবাক্যটী "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭) অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই—এই শ্রুতিমন্ত্রের পরিব্যক্ত-রূপ। যিনি পরব্রহ্মের বস্তু বা যিনি পরব্রহ্ম-জাতীয় বস্তু, তিনি পার্থিব কোন ক্ষুদ্র অবাস্তব-বস্তুতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না। জড়বস্তু জড়ের দ্বারা ক্ষুব্ধ ও লুব্ধ হয়, তাই তাহাতে অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়ে ; আর চেতনবস্তু জড় হইতে কোন প্রতিদান চায় না, কেবল চেতনের নিকট অসকৃৎ চেতনের বার্ত্তা বহন করে।

শিক্ষাশ্লোকের তৃতীয়-পাদে "অমানিনা মানদেন" মহাবাক্যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৩।১৪।১), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপে কোন জড়ীয় ভেদ নাই—এই শ্রুতিমন্ত্রেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ। যিনি সমস্ত বস্তুতে পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান দর্শন করেন—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (গীতা ৭।১৯), যিনি ব্রহ্মস্বরূপে জড়ভেদ দর্শন করেন না, তিনি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র অমানী ও মানদানকারী হইতে পারেন।

চতুর্থ-পাদের "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" (ঐতঃ ১।৫।৩) অর্থাৎ প্রেমভক্তি অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ—এই শ্রুতিমন্ত্রকে পুষ্পিত করিয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের 'উপক্রম'-সূত্র "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" হইতে 'উপসংহার'-সূত্রে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রসমূহের সার্থকতা সম্পাদনা করিয়াছে। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—হরিকীর্ত্তনই বস্তুতঃ প্রকৃত প্রজ্ঞা, যেহেতু হরি ও হরিকীর্ত্তন উভয়ই অভিন্ন, অপ্রাকৃত ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।" (ভাঃ

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥ ২৩ ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শনরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযোগে
নামসাধনে প্রেমলাভ ঃ—

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ ২৫ ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥" ২৬ ॥

শুদ্ধা অধোক্ষজ-কৃষ্ণভক্তি-কামনা ঃ—

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ ২৭ ॥

প্রেমভক্তের লক্ষণ বা স্বভাব ঃ—

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥' ২৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮। প্রেমের এই এক স্বভাব যে, যে-ব্যক্তিতে প্রেমের সত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, তিনি দৈন্যসহকারে মনে করেন যে, 'আমার কৃষ্ণে ভক্তিগন্ধও হয় নাই'।

অনুভাষ্য

২৮। যাহারা—প্রেমধনে দরিদ্র, তাহারা কপটতা-বশে প্রেম না পাইয়াই জগতের নিকট আপনাদিগের প্রেমপ্রাপ্তির কথা মিথ্যা করিয়া প্রচার করে, বস্তুতঃ লোকের নিকট বহিঃপ্রকাশ

১১।৫।৩২)—যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তনাত্মক যজ্ঞের দ্বারা "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ"—এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য রুক্মবর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে সুমেধা—প্রাজ্ঞ।

"আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ,"—শ্রীভগবন্নাম-রূপ শব্দব্রহ্মের আরাধনা—'অসকৃৎ' অর্থাৎ মুহুর্মুহুঃ 'আবৃত্তি' তথা কীর্ত্তনদ্বারাই করিতে হইবে, যেহেতু সমগ্র শাস্ত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৫।৬), "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" (বৃঃ আঃ ৪।৪।২১) প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আত্মবিষয়ক অনুশীলনাদি একবারই করিতে হইবে, না পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে? কোন কোন অনুষ্ঠান একবার পালন করিলেই শাস্ত্রার্থ পালন হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ পালন করা অনর্থক—বরং পুনঃ পুনঃ পালন করিলে শাস্ত্রোল্লঙ্ঘন-দোষেরই সম্ভাবনা হয়। সেইরূপ একবার শ্রবণাদি করিলে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে না—ইহাই কি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য? না, যেমন, যে-পর্য্যন্ত ধান্য হইতে তণ্ডুল নির্গত না হয়, সে-পর্য্যন্ত মুষলাবঘাত করণীয়—তেমনই যে-পর্য্যন্ত আত্মদর্শন না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে। শিষ্য গুরুর উপাসনা করিতেছে, প্রার্থী রাজার চিন্তা করিতেছে, বিরহিণী স্ত্রী পতির ধ্যান করিতেছে ইত্যাদি স্থলে 'উপাসনা', 'ধ্যান', 'চিন্তা' প্রভৃতি শব্দে একই বিষয়ের বার বার সংঘটনই লক্ষিত হইতেছে। যদি কেহ প্রোষিতভর্ত্তৃকাকে অনুক্ষণ উৎকণ্ঠার সহিত পতির চিন্তা করিতে দেখে, তাহা হইলেই বলিয়া থাকে—'অমুকী পতি-চিন্তা করিতেছে।' এইসকল কারণে বেদও 'উপাসিতব্য' প্রভৃতি শব্দে একবার-মাত্র উপাসনার উপদেশ করেন নাই।

কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন,—যে-শাস্ত্র, যে-যুক্তি, কিম্বা যে-উপদেশ একবার প্রয়োগে বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তাহা যে শতবার প্রয়োগে জ্ঞান জন্মাইবে, তাহার কি আশ্বাস আছে? সূত্রকার পরবর্ত্তী "লিঙ্গাচ্চ" সূত্রে তাহা নিরাস করিয়া বলিয়াছেন,—ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বারম্বার উপদেশ করিয়াছিলেন, তবেই শ্বেতকেতু ফল লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, একবার শুনিয়া সম্যক্ বুঝিতে অসমর্থ হইলে লোকে অন্যবারে তাহা বুঝিতে পারে। কারণ, বাক্যার্থ-বোধ পদার্থবোধপূর্ব্বকই উৎপন্ন হয়। পদার্থবিজ্ঞান না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান লাভ হয় না। এই পদার্থবিজ্ঞান উৎপত্তির জন্যই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক।

শ্রীগীতায়ও দেখা যায়,—"**সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং** যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।" (গীতা ৯।১৪)। "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ** **কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্**" (গীতা ১০।৯) ইত্যাদি।

আচার্য্য শঙ্কর যে প্রোষিতনামা বিরহিণীর উৎকণ্ঠাময়ী আবৃত্তির উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাষ্টকের শিক্ষায় সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রোষিতভর্ত্তৃকা পতিকে সম্মুখে পাইয়াও অর্থাৎ সম্ভোগের মধ্যেও বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া থাকে। এই বিপ্রলম্ভ সম্ভোগকে পরিপুষ্ট করে, আবার সম্ভোগ বিপ্রলম্ভের অধিকতর উদ্দীপনা করিয়া পতির স্মৃতিকে অবিশ্রান্ত করিয়া রাখে।

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা-ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি দর্শন করিয়া শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে ব্রহ্মসূত্রে ফলাধ্যায়েরও তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে পারা যায়। উহার প্রবৃত্তি বা উপক্রম-সূত্রে 'আবৃত্তি'-শব্দ এবং নিবৃত্তি বা উপসংহার-সূত্রে 'অনাবৃত্তি'-শব্দের প্রয়োগ আছে—অর্থাৎ যিনি অভিধেয় পরাবিদ্যার অসকৃৎ (পুনঃ পুনঃ) আবৃত্তি করিবেন, তাঁহারাই অনাবৃত্তি সম্ভব, অপরের নহে। আবৃত্তি সকৃৎ বা স্তব্ধ হইলে জগতে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইবে—অনাবৃত্তি বা অনর্থ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। তাই উপসংহার-সূত্রে অনাবৃত্তির কথা বলিয়াও আপনার উপদেশকে অসকৃৎ আবৃত্তি করিয়াছেন অর্থাৎ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এইরূপ একাধিকবার বলিয়া "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই ভগবৎমুখোদ্গীর্ণ-বাক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।—("আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"—গৌড়ীয়, ১২শ খণ্ড)

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীশিক্ষাষ্টক-অবলম্বনে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'সন্মোদিনী-ভাষ্য', উক্ত ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ এবং শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ-কৃত 'বিবৃতি'-সম্বলিত 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নিষ্কপট সাধকের একমাত্র নিত্য ও শুদ্ধ কাম্য 'শুদ্ধভক্তির স্বরূপ' ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৫) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী ।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি' ॥" ৩০ ॥

দীনতা ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ঃ—

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান ।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥ ৩১ ॥

সাধকের স্ব-স্বরূপে চিদ্বিলাসী অধোক্ষজ-সমীপে কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৩) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৩২ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া ।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥ ৩৩ ॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম ।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥" ৩৪ ॥

নামসঙ্কীর্ত্তনের সিদ্ধি-প্রার্থনা ঃ—

পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম ।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির বাহ্যলক্ষণ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৮৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন ॥" ৩৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯। হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

৩২। ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর।

৩৬। হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ্-স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে?

অনুভাষ্য

বা ঘোষণাদ্বারা কপট কৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তিহীন দরিদ্রগণের প্রেম-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজের সৌভাগ্য-জ্ঞাপনের জন্য কপটতাশ্রয়ে অনেকস্থলে বাহ্য-প্রেমের চিহ্ন পরস্পর প্রকাশ করে। শুদ্ধভক্তগণ এই কপট সহজিয়া-গণকে 'প্রেমিক' বলা দূরে থাকুক, তাহাদের সঙ্গকে পর্য্যন্ত ভক্তি-নাশের কারণ জানিয়া বর্জ্জন করেন ; কপটতাপূর্ব্বক তাহাকে 'ভক্ত' আখ্যা দিয়া শুদ্ধভক্তের সহিত তাহাকে সমজ্ঞান করিতে উপদেশ দেন না। যথার্থ প্রেমের উদয় হইলে, জীব নিজের মহিমা গোপনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনের জন্যই প্রয়াস করেন। কপট প্রাকৃত-সহজিয়াদল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি-লোভে শুদ্ধভক্ত-গণকে 'দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর', 'তত্ত্ববিৎ', 'সূক্ষ্মদর্শী' প্রভৃতি সংজ্ঞায় গর্হণপূর্ব্বক আপনাদিগকে 'রসিক', 'ভজনানন্দী', 'ভাগবতোত্তম', 'লীলারস-পানোন্মত্ত', 'রাগানুগীয়-সাধকাগ্রগণ্য', 'রসজ্ঞ', 'রসিকচূড়ামণি' প্রভৃতি ভূষণে সমলঙ্কৃত করে। বস্তুতঃ তাহারা স্ব-স্ব-চিত্তের প্রাকৃত-ভাবরঙ্গে ভজন-প্রণালীকে কলুষিত করিয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া আপনাদিগের মিছা-বৈষ্ণবত্বেরই বহুমানন করে। এই শ্রেণীর লেখকগণ অপ্রাকৃত-রসের কথা লিখিতে গিয়া নিজ-নিজ প্রাকৃত ভাব-সমূহকে কৃষ্ণসেবার অঙ্গীভূত করে। তাহারা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ-রসের স্বরূপ না জানিয়া বৈরস্যাত্মক প্রাকৃত-সম্ভোগকেই 'রস' বলিয়া জানে।

২৯। হে জগদীশ, জগন্নাথ, অহং ধনং ন, জনং ন, সুন্দরীং কবিতাং বা (ইত্যাদি কৈতবাত্মক ত্রিবর্গমূলং কর্ম্ম) ন কাময়ে (ন প্রার্থয়ে কিন্তু) মম জন্মনি জন্মনি (অতঃ অপৌনর্ভবরূপং জ্ঞানমপি ন কাময়ে, অপি তু) ত্বয়ি (অধোক্ষজে) অহৈতুকী (নিষ্কামা ব্যবধানরহিতা) ভক্তিঃ ভবতাৎ (ভূয়াৎ,—অহং ধর্ম্মার্থ-কামাত্মিকাং ভুক্তিং ভববন্ধমোচনাত্মিকাং মুক্তিং ন প্রার্থয়ে, কেবলাং শুদ্ধামেব সেবাং ত্বচ্চরণে অহং যাচে ইত্যর্থঃ)।

৩২। অয়ি নন্দতনুজ, (সেবানন্দলীলারসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রসুত) বিষমে ভবাম্বুধৌ (সংসার-সমুদ্রে) পতিতং কিঙ্করং কৃপয়া (অনু-কম্পয়া) তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং (পাদঃ এব পঙ্কজং পদ্মং তস্মিন্ স্থিতা অধিষ্ঠিতা সংলগ্না যা ধূলী তস্যাঃ সদৃশং নিজচির-ক্রীতদাসমেব) মাং বিচিন্তয় (ভাবয়)।

৩৬। হে প্রভো, তব নামগ্রহণে (নাম-ভজনকালে) মম গলদশ্রুধারয়া (গলন্তী যা অশ্রুধারা তয়া সহ) নয়নং, গদ্গদ-রুদ্ধয়া (গদগদেন স্বরভেদেন রুদ্ধয়া) গিরা (বচসা) বদনং, পুলকৈঃ (রোমাঞ্চৈঃ সহ) নিচিতং (ব্যাপ্তং) বপুঃ কদা ভবিষ্যতি?

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির অন্তর্লক্ষণ ; অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ (কৃষ্ণবিরহ)-মূলক-ভজন ঃ—

রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ ৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে (৩২৭) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥" ৩৯ ॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ঃ—

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!! ৪০ ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ ৪১ ॥
কৃষ্ণ উদাসীন হৈলা করিতে পরীক্ষণ ।
সখী সব কহে,—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥' ৪২ ॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৪৩ ॥

একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রা-শিরোমণি শ্রীরাধাভাবময় প্রভু ঃ—

হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ।
এতভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥ ৪৪ ॥
এতভাবে রাধার মন অস্থির হৈলা ।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥ ৪৫ ॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা ।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥ ৪৬ ॥

সিদ্ধি বা সাধ্যভক্তির নিষ্ঠা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণপরতন্ত্রতা ঃ—

পদ্যাবলীতে (১৩৪) ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৪৭॥

শ্লোকার্থ-ব্যাখ্যা ; "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে?" ঃ—

আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনু-মন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৪৮ ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ ৪৯ ॥

মদীয়ত্ব ও তদীয়ত্ব-স্নেহ, বা মধু ও ঘৃত স্নেহ-মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য-বর্ণন ; তৎসঙ্গে আমার সুখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥ ৫০ ॥

তদ্বিরহে আমার দুঃখকালেও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছু আমি তৎপরতন্ত্রা ঃ—

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৯। হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে ; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে!

অনুভাষ্য

ভক্তিসন্দর্ভে ৬৯ সংখ্যায় ধৃত প্রভূক্তি—"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রু-পুলকাদয়ঃ।।"*

৩৯। গোবিন্দবিরহেণ (ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য বিচ্ছেদেন) মে (মম) নিমেষেণ (ত্রুটিলবপরিমিতকালেন অত্যল্পেন) যুগায়িতং (যুগ-পরিমিত-কালবৎ তদ্বৎ আচরিতং) চক্ষুষা (নয়নেন) প্রাবৃষায়িতং (বর্ষাকালীন-মেঘবৎ আচরিতং) সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং (শূন্যবৎ আচরিতম্—আভাতীত্যর্থঃ)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৭। এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শনদ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

৫০। 'মোর বশ তনুমন'—কায় ও মনের একান্ত বাধ্য।

অনুভাষ্য

৪৭। সঃ পাদরতাং (চরণ-সেবৈকপরায়ণাং কিঙ্করীং) মাং (রাধাম্) আশ্লিষ্য (গাঢ়তরং সমালিঙ্গ্য) বা পিনষ্টু (আত্মসাৎ করোতু) বা অদর্শনাৎ (বিচ্ছেদাৎ) মাং মর্ম্মহতাং (মর্ম্মসু প্রপীড়িতাং) করোতু বা, সঃ লম্পটঃ (নিজেন্দ্রিয়তর্পণসুখাভিনিবিষ্টঃ) যথা তথা বিদধাতু (যদৃচ্ছয়া অন্যাভিঃ বল্লভাভিঃ সহ বিহরতু বা) তু (তথাপি) সঃ (কৃষ্ণঃ) এব মৎপ্রাণনাথঃ (মদ্দয়িতঃ এব), অপরঃ ন।

** হরিকথামৃত হইতে শুদ্ধজীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প, অশ্রু, পুলকাদি অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ উপনিষদ্-উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান-শ্রবণে হয় না, অতএব উহা দূরে থাকুক।*

মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ ৫১ ॥

ঐকান্তিকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—'তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ" ঃ—

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য ।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥ ৫২ ॥

নিরন্তর অনুক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কৃষ্ণসুখবর্দ্ধন-চেষ্টা ঃ—

যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী ।
মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥ ৫৩ ॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে ।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণের সম্ভোগ-কামিনীকে তিরস্কার ঃ—

সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ।
নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণসুখবিধায়িনী স্বপ্রতিকূলা কৃষ্ণসেবিকাকেও আদর ঃ—

যে-গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥ ৫৬ ॥

কুষ্ঠরোগি-বিপ্রপত্নীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা ।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা ॥ ৫৭ ॥

"কৃষ্ণপ্রেমভাবিত-চিত্তেন্দ্রিয়কায়া" ঃ—

কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। কথিত আছে যে, কোন কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণের পতিব্রতা স্ত্রী পতির তুষ্টির জন্য পতির প্রিয় বেশ্যাকে সেবা করিয়াছিলেন; পতির মরণ-সময়ে পাতিব্রত্য-বলে সূর্য্যের গতি রোধপূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার মৃতপতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, দৃঢ়-পাতিব্রত্যই কৃষ্ণের শৃঙ্গার-রসোদ্গত জীবের উত্তমধর্ম্ম।

অনুভাষ্য

৫২। ভক্ত নিজের সুখ-দুঃখ গণনা করেন না ; যাহাতে কৃষ্ণের সুখোদয় হয়, তজ্জন্যই অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণের সুখোদয় ব্যতীত ভক্তের নিজের স্বতন্ত্র সুখ আর কিছুই নাই। ভক্তকে কৃষ্ণ দুঃখ দিয়া মহাসুখী হইলে ভক্ত তাদৃশ দুঃখকেই সর্ব্বোত্তম নিজ-সুখ মনে করেন। প্রাকৃত রসিকাভিমানী অতত্ত্বজ্ঞ সহজিয়া-সম্প্রদায়ে কেহ কেহ নিজ সুখাভিলাষকেই কাম্যফল মনে করে, কেহ বা প্রাকৃতসুখ অপেক্ষা কৃষ্ণসেবার উপলক্ষণে 'স্বয়ংই অধিকতর সুখভোগ করিব',—ইত্যাদি নানাপ্রকার স্ব-সুখভোগতাৎপর্য্যময় কর্ম্মকাণ্ডকেই তাহাদের ভজন-চেষ্টার 'ফল' বলিয়া মনে করে ; বস্তুতঃ তাহাদের ঐ প্রকার চেষ্টা ও কল্পনা—শুদ্ধভজন-বিষয়ে কাপট্যমূলক অনভিজ্ঞতার ফলমাত্র।

৫৫। যে ভক্ত নিজসুখে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে, তাহার সর্ব্বনাশ হয় ; সে প্রাকৃতসম্ভোগপরায়ণ সহজিয়া 'অভক্ত' হইয়া যায়।

অনুভাষ্য

৫৭। আদিত্য-পুরাণে ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণে (১৫।১৯) এবং পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, কোন কুষ্ঠরোগাপন্ন ব্রাহ্মণের পতিব্রতাললামভূতা পত্নী স্বীয় অযোগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য পাপনিকেতন বেশ্যাভবন সংস্কার করিয়া বেশ্যার সহিত নিজের অকর্ম্মণ্য কামুক স্বামীর সম্মিলন প্রয়াস করেন। বেশ্যা স্বীকৃত হওয়ায় পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বীয় কুষ্ঠরোগী ভর্ত্তাকে তাহার ইচ্ছানুসারে বেশ্যাগৃহে লইয়া গেলেন। সেই কুষ্ঠী পাপিষ্ঠ বিপ্রবন্ধু পতিব্রতার নিষ্ঠা অবলোকনপূর্ব্বক অবশেষে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব-গৃহে রাত্রিতে প্রত্যাগমনকালে মাণ্ডব্যঋষির গাত্রে তাহার পদস্পৃষ্ট হওয়ায় অভিশপ্ত হন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পতির অজ্ঞান-কৃত-কর্ম্মে ঋষি তদীয় সমাধিভঙ্গহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া 'সূর্য্যোদয়ের পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছেন এবং তৎফলে পাতিব্রত্য-সত্ত্বেও তাঁহার বৈধব্য—অবশ্যম্ভাবী, তখন তৎপ্রতিষেধকল্পে সূর্য্যোদয় বন্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস-দর্শনে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব,—এই প্রধান দেবত্রয় তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক পতিব্রতার পতিপরায়ণতায় সন্তুষ্ট হইয়া পতির পুনরায় নিরাময়তা ও নবজীবন-লাভের ব্যবস্থা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, এইরূপ নিজস্বার্থবর্জ্জিত হইয়া কেবল-পাতিব্রত্যই (কেবল-সেব্যসুখবাঞ্ছাই) শুদ্ধভক্তজনোচিত।

হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণসুখবিধান ও নিরন্তর কৃষ্ণৈকৈঙ্কর্য্যাভিমান ঃ—

মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান ।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি', কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি',
মোর হয় 'দাসী'-অভিমান ॥ ৫৯ ॥

সম্ভোগ অপেক্ষা সেবনেই সেবিকার অসীম প্রীতি ঃ—

কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী'-অভিমানী ॥" ৬০ ॥

শ্রীরাধা-ভাবময় প্রভুর কেবল প্রেম-আস্বাদন ঃ—

এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায় ।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধারণ না যায় ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাভাব ; স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার মহাবদান্য গৌরের শিক্ষাষ্টক-দ্বারা জীবকে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত-ফল-নির্য্যাস-বিতরণ ঃ—

ব্রজেশ্বর-শুদ্ধপ্রেম,— যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।
স্ব-প্রেম জানা'তে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে,
পদ কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥ ৬২ ॥

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ।
প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥ ৬৩ ॥

এই শিক্ষাষ্টকের স্বয়ংই আস্বাদক ও স্বয়ংই প্রচারক ঃ—

পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা ।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা ॥ ৬৪ ॥

'শ্রীশিক্ষাষ্টক'-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে ।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তা'র বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৬৫ ॥

পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্রোদ্বেলনের ন্যায় অতুল-গাম্ভীর্য্য সত্ত্বেও বিপ্রলম্ভোত্থ দিব্যোন্মাদ-মহাভাবে প্রভুর সর্ব্বদা অস্থিরতা ঃ—

যদ্যপি প্রভু—কোটীসমুদ্র-গম্ভীর ।
নানা-ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥ ৬৬ ॥

মহাভাগবত, মুক্ত, পরমহংসগণের নিত্য আস্বাদ্য ও বিপ্রলম্ভ-ভাবাবিষ্ট প্রভুর প্রিয় গ্রন্থাবলী ঃ—

যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে ।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে ॥ ৬৭ ॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে ।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে ॥ ৬৮ ॥

শেষ দ্বাদশবর্ষে অন্ত্যলীলায় অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা—রাত্রি-দিনে ।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥ ৬৯ ॥

সাক্ষাৎ ভগবান্ শেষ-বিষ্ণুরও প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমদশা-বর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

সেই রস-লীলা সব আপনে অনন্ত ।
সহস্র-বদনে বর্ণি' নাহি পা'ন অন্ত ॥ ৭০ ॥

মহাসুকৃতিফলে জীব সেই সিন্ধুর বিন্দুস্পর্শে ধন্য ঃ—

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে ?
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥ ৭১ ॥

গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে প্রভুর প্রেমচেষ্টা-বর্ণন-বিরাম ঃ—

যত চেষ্টা, যত প্রলাপ,—নাহি পারাবার ।
সে-সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥ ৭২ ॥

চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত বর্ণনহেতু এইগ্রন্থে সংক্ষেপে বর্ণিত, তথায় সংক্ষেপে বর্ণন-হেতু এস্থলে বিস্তৃত বর্ণিত ঃ—

বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
সেইসব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥ ৭৩ ॥
তাঁর ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল ।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥ ৭৪ ॥
অতএব সেইসব লীলা না পারি বর্ণিবারে ।
সমাপ্ত করিলুঁ লীলা করি' নমস্কারে ॥ ৭৫ ॥
যে কিছু কহিলুঁ এই দিক্‌দরশন ।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥ ৭৬ ॥

স্বয়ং শ্রীচৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত হইয়াও গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ ৭৭ ॥

মানদ-গ্রন্থকারের শ্রোতৃবর্গকে বন্দনা ঃ—

সব শ্রোতা-বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলুঁ সমাপন ॥ ৭৮ ॥

অনুভাষ্য

৬২। পাঠান্তরে, 'ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম' ; পাঠান্তরে, 'সে-প্রেম'।

৬৭। 'জয়দেব'—অর্থাৎ তৎকৃত অষ্টপদী বা গীতগোবিন্দ।

অলৌকিক অধোক্ষজ গৌরলীলা-সিন্ধু—বদ্ধজীবের স্পর্শাতীত, জীবাভিমানে দৈন্যভরে গ্রন্থকারের তদ্বিন্দুস্পর্শচেষ্টা-মাত্র ঃ—

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষীগণ ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ ৭৯ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার ।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ?? ৮০ ॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥ ৮১ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও গৌরলীলা ঃ—

নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন-দাস ।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস' ॥ ৮২ ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥ ৮৩ ॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া ।
লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৮৪ ॥

বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও শুদ্ধবিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে চূড়ান্ত গ্রন্থ চৈতন্যভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঃ—

চৈতন্য-মঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে ॥ ৮৫ ॥
"সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় কথনে ।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে ॥ ৮৬ ॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে ।
সত কহেন,—'আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥' ৮৭ ॥

অমানী ও মানদ-গ্রন্থকারের আপনাকে ঠাকুর-বৃন্দাবনের উচ্ছিষ্টভোজি-জ্ঞান ঃ—

চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান ।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান ॥ ৮৮ ॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ ৮৯ ॥

পুনর্দৈন্যোক্তি ঃ—

আমি—অতি ক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি ।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥ ৯০ ॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার ।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ ৯১ ॥

প্রাকৃত কবি ও সাহিত্যিকের ন্যায় অপ্রাকৃত কবিসম্রাট্ গ্রন্থকার অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা না হইয়া সম্পূর্ণ কৃষ্ণপরতন্ত্র ও চৈতন্যেচ্ছা-পরিচালিত ঃ—

'আমি লিখি',—ইহ মিথ্যা করি অনুমান ।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥ ৯২ ॥

আপনাকে যন্ত্রজ্ঞানে স্বীয় অযোগ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

বৃদ্ধ-জরাতুর আমি অন্ধ, বধির ।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ ৯৩ ॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি ।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥ ৯৪ ॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন ।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥ ৯৫ ॥

স্বীয় উপাস্যবিগ্রহগণের বর্ণন ঃ—

শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ।
শ্রীরঘুনাথ-দাস শ্রীগুরু, শ্রীজীবচরণ ॥ ৯৭ ॥

মদনমোহন-কৃপা-লাভরূপ স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ঃ—

ইঁহা-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে ।
আর এক হয়—তেঁহো অতিকৃপা করে ॥ ৯৮ ॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি' ।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥ ৯৯ ॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ ।
দম্ভ করি' বলি, শ্রোতা, না করিহ রোষ ॥ ১০০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। রাঙ্গাটুনী—ক্ষুদ্র টুন্‌টুনীপক্ষী।

৯২। আমি কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য ; আমি যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছি,—ইহা অনুমান করা বৃথা। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ ও ভক্তগণই আমাকে এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন।

অনুভাষ্য

৭৯। ভাঃ ১।১৮।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৮২। কেহ কেহ বলেন,—পরবর্ত্তী শুদ্ধ গৌরলীলা-লেখক আচার্য্যগণও 'আদিব্যাস' শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে তদভিন্ন অঙ্গ বা 'প্রকাশ-ব্যাস'-শব্দবাচ্য।

অনুভাষ্য

৮৭। পাঠান্তরে,—'আগে ব্যাস করিবেন বর্ণনে' অর্থাৎ চৈতন্যভাগবতে ১ম অঃ—"শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস। বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস।।" ইত্যাদি বহু বচন শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রমুখ পরবর্ত্তী গৌরলীলা-লেখক শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যগণকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছে,—এইরূপ ব্যাখ্যাও কেহ কেহ করিয়া থাকেন।

৯৭। 'শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু'—গ্রন্থকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর ভজনশিক্ষাগুরুই শ্রীরূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিপ্রভু। পরবর্ত্তী ১৪৫ সংখ্যা ও আদি ১ম পঃ সর্ব্বপ্রথমে অনুভাষ্যে শ্রীরূপানুগ-আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্য দ্রষ্টব্য।

শ্রোতৃগণকে বন্দনা ঃ—

তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা হৈল যে কিছু লিখন ॥ ১০১ ॥

ভাগবতে ব্যাসরীত্যনুসরণে সংক্ষেপে অন্ত্যলীলার পরিচ্ছেদ-সমূহের বর্ণনমুখে পুনরাবৃত্তি ঃ—

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
'অনুবাদ' কৈলে পাই লীলার 'আস্বাদ' ॥ ১০২ ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥ ১০৩ ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাঞা মুক্ত করিলা ॥ ১০৪ ॥
দ্বিতীয়ে—ছোট হরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥ ১০৫ ॥
তৃতীয়ে—হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈলা প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥ ১০৬ ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা-স্থাপন ॥ ১০৭ ॥
চতুর্থে—শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁর করিলা রক্ষণ ॥ ১০৮ ॥
জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥ ১০৯ ॥
পঞ্চমে—প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা করিলা।
রায়-দ্বারা কৃষ্ণকথা তাঁরে শুনাইলা ॥ ১১০ ॥
তার মধ্যে 'বাঙ্গাল'-কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কৈলা বিগ্রহের মহিমা-স্থাপন ॥১১১॥
ষষ্ঠে—রঘুনাথ-দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা ॥ ১১২ ॥
দামোদর-স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
'গোবর্দ্ধন-শিলা', 'গুঞ্জামালা' তাঁরে দিল ॥ ১১৩ ॥
সপ্তম-পরিচ্ছেদে—বল্লভ-ভট্টের মিলন।
নানা-মতে কৈলা তাঁর গর্ব্ব-খণ্ডন ॥ ১১৪ ॥
অষ্টমে—রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তাঁর ভয়ে কৈলা প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥ ১১৫ ॥
নবমে—গোপীনাথ পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতে লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥ ১১৬ ॥
দশমে—কহিলুঁ ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥ ১১৭ ॥

অনুভাষ্য

১০৯। পাঠান্তরে—"জ্যৈষ্ঠমাসে ধূপে তাঁরে।"

তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥ ১১৮ ॥
একাদশে—হরিদাস-ঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্ত-বাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর-ভগবান্ ॥ ১১৯ ॥
দ্বাদশে—জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈলা শিবানন্দেরে তাড়ন ॥ ১২০ ॥
ত্রয়োদশে—জগদানন্দ মথুরা যাই' আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥ ১২১ ॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি' পাঠাইল বৃন্দাবন ॥ ১২২ ॥
চতুর্দ্দশে—দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।
'শরীর' এথা প্রভুর, মন গেলা বৃন্দাবন ॥ ১২৩ ॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ, অনুভাবের উদ্গম ॥ ১২৪ ॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১২৫ ॥
পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে—উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা করিলা প্রবেশে ॥ ১২৬ ॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিলা রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥ ১২৭ ॥
ষোড়শে—কালিদাসে প্রভু কৃপা করিলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥ ১২৮ ॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥ ১২৯ ॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিলা।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥ ১৩০ ॥
সপ্তদশে—গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥ ১৩১ ॥
কৃষ্ণের শব্দগুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা।
"কাস্ত্র্যঙ্গ তে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥১৩২॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥ ১৩৩ ॥
অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদে—সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥ ১৩৪ ॥
তাঁহাই দেখিলা কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥ ১৩৫ ॥
ঊনবিংশে—ভিত্ত্যে প্রভুর মুখসঙ্ঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥ ১৩৬ ॥

বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ॥ ১৩৭ ॥
বিংশতি-পরিচ্ছেদে—নিজ-'শিক্ষাষ্টক' পড়িয়া ।
তার অর্থ আস্বাদিলা আবিষ্ট হঞা ॥ ১৩৮ ॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা ।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥ ১৩৯ ॥

অনুবাদ, পুনরালোচন বা পুনরাবৃত্তি-ফলেই লীলা-স্মরণোদয় ঃ—

মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলুঁ কথন ।
'অনুবাদ' হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥ ১৪০ ॥

বাহুল্যভয়ে প্রধান প্রধান ঘটনামাত্র বর্ণিত ঃ—

এক এক পরিচ্ছেদের কথা—অনেক প্রকার ।
মুখ্য-মুখ্য কহিলুঁ, কথা না যায় বিস্তার ॥ ১৪১ ॥

গ্রন্থকারের স্বোপাস্য-বিগ্রহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেব গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীরাধা-মদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ ঃ—

শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন' ।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ'-চরণ ॥ ১৪২ ॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ' ।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ' ॥ ১৪৩ ॥

সপরিকর গৌরের প্রণাম ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত, নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১৪৪ ॥

গ্রন্থকারের গৌরশক্তিস্বরূপ গুরুবর্গের প্রণাম ঃ—

শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ।
গুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবচরণ ॥ ১৪৫ ॥

তাঁহাদিগের নমস্কারেই অভীষ্টসিদ্ধি ঃ—

নিজ-শিরে ধরি' এই সবার চরণ ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ১৪৬ ॥

চৈতন্যময়ী নিত্যানন্দ-কৃপার আনুগত্যেই জিহ্বা বা বাক্যের চৈতন্যলীলা-কীর্ত্তনে সামর্থ্য ঃ—

সবার চরণ-কৃপা—গুরু 'উপাধ্যায়ী' ।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥ ১৪৭ ॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা ।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥ ১৪৮ ॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে ।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রোতৃগণের বন্দনা ও কৃপা-প্রার্থনা ঃ—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন ।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥ ১৫০ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে ।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥ ১৫১ ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥ ১৫২ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৩ ॥

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্ যঃ ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রীচৈতন্যে এই গ্রন্থামৃতার্পণ ঃ—

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে ।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥ ১৫৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৪। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশি চরিত্র আস্বাদন করেন, এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস অতিশয় আস্বাদন করেন।

অনুভাষ্য

১৪৭। উপাধ্যায়ী,—'উপেত্য অধীয়তে অস্মাৎ' ; "এক-দেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ। যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থমুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ।।" *—(মনু সং) ; কলাবিদ্যা-শিক্ষক। পাঠান্তরে—'মোর বাণী শিষ্যা।

১৫৪। যঃ শ্রদ্ধয়া শ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ এতৎ অশুভনাশি শুভদং চরিতম্ আস্বাদয়েৎ, সঃ অয়ং তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতাম্ এত্য (প্রাপ্য) প্রেমমাধ্বীকপূরং (প্রেমমদিরাপূর্ণং) রসম্ উচ্চৈঃ (অতিশয়েন) রসয়তি (আস্বাদয়তি)।

১৫৫। শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে এতৎ

** উপাধ্যায়ী—নিকট গমন করিয়া, ইঁহা হইতে অধ্যয়ন করা হয়। মনুসংহিতা—'যিনি জীবনধারণের জন্য বেদের একদেশ, আবার বেদের ষড়অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ) অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তিনি উপাধ্যায় বলিয়া কথিত হন।*

অমৃতানুকণা—১৫৫। শ্রীরাধাসহ শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের প্রীতিবিধানের জন্য এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যদেবে সমর্পিত হউক্।

কৃষ্ণপাদপদ্মই অপ্রাকৃত অনন্ত-রসাধার ঃ—

পরিমলবাসিতভুবনং

স্বরসোন্মাদিত-রসিকালম্বম্।

গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ

খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥ ১৫৬ ॥

নিজাভীষ্টদেব শ্রীরাধাগোবিন্দে প্রপত্তি ঃ—

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো-

র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ।

প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং

শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥ ১৫৭ ॥

গ্রন্থসমাপ্তির কাল-নির্দ্দেশ ঃ—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।

সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥১৫৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অন্ত্যলীলা সমাপ্তা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। কৃষ্ণের যে চরণকমল পরিমলের দ্বারা ভুবনকে সৌরভিত করিয়া, স্বীয় রসে উন্মাদিত করিয়া, রসিকদিগের আলম্বনস্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন?

১৫৭। আমার প্রাণসর্ব্বস্বের পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণের অধিক ও সর্ব্বস্বরূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপত্তি করি।

১৫৮। ১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

বিপিনবিহারী হরি, তাঁর শক্তি অবতরি',
বিপিনবিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামি-রূপে, দেখি' মোরে ভবকূপে,
উদ্ধারিল আপন-কিঙ্কর ॥

তদাজ্ঞা-পালনকামে, 'অমৃতপ্রবাহ'-নামে,
চৈতন্যচরিতামৃত-অর্থ।
রচিলাম সযতনে, অর্পিলাম ভক্তগণে,
পাঠ করি' ঘুচাও অনর্থ ॥

যে-সব আত্মজ মম, করিয়াছে পরিশ্রম,
এই গ্রন্থ প্রস্তুত-কারণে।
নির্ব্বিঘ্ন-জীবনে সবে, সাধুসঙ্গ-মহোৎসবে,
করুক ভক্তি শ্রীহরিচরণে ॥

বৈষ্ণব-চরণে ধরি', সদৈন্য প্রার্থনা করি,
এ দাসের জীবনাবশেষে।
শ্রীগোদ্রুমে সাধুসঙ্গে, চিদানন্দ-রসরঙ্গে,
যায় দিন কৃষ্ণনামাবেশে ॥

এ সংসার—সারহীন, এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥

অনুভাষ্য

চৈতন্যচরিতামৃতং গ্রন্থং চৈতন্যার্পিতং (শ্রীচৈতন্যে সমর্পিতম্) অস্তু।

১৫৬। কঃ রসিকঃ (রসজ্ঞঃ কৃষ্ণভজনশীলঃ) পরিমল-বাসিতভুবনং (সুগন্ধেন সুরভিতং ভুবনং যেন তং) স্বরসো-ন্মাদিত-রসিকালম্বং (শৃঙ্গাররসোন্মাদিত-রসিকাবলম্বনং) গিরি-ধরচরণাম্ভোজং হাতুং (পরিত্যক্তুং) সমীহতে (সংচেষ্টতে)?

১৫৮। অয়ং (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাখ্যঃ) গ্রন্থঃ বৃন্দাবনান্তরে জ্যৈষ্ঠে অসিতপঞ্চম্যাং (কৃষ্ণপঞ্চম্যাং) সূর্য্যাহে (রবিবারে) সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ' ইতি ন্যায়েন, ১৫৩৭ শকাবনীপতেরতীতাব্দে) পূর্ণতাং গতঃ।

১৫৬ হইতে ১৫৮ পর্য্যন্ত শ্লোক অনেক পাঠে দৃষ্ট হয় না।

চারিশত ঊনত্রিংশে, জ্যৈষ্ঠে দিন একত্রিংশে,
চৈতন্যাব্দে, মাস—ত্রিবিক্রম।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি', 'গৌরহরি' বলি' ডাকি,
দয়িতদাসিয়া নরাধম ॥ ১ ॥

নবদ্বীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ নাতিদূরে,
অনুভাষ্য কৈল সমাপন।
শ্রীগৌরকিশোর-দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস,
যাঁর ভৃত্য—এই অভাজন ॥ ২ ॥

আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে,
সুখবার্ত্তা জানাব কাহারে?
'অনুভাষ্য' শুনি' যেই, পরম প্রফুল্ল হই',
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥ ৩ ॥

তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥ ৪ ॥

সেই প্রভু-শক্তি পাই', এবে 'অনুভাষ্য' গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

গৌর চারিশত-দশে, মেষ-শুক্ল-একাদশে,
শ্রীসুরভিকুঞ্জ-বনান্তরে ।
সম্পূর্ণ হইল ভাষ্য, ইহাতে পূরিল দাস্য,
দোষ-ক্ষমা মাগি অতঃপরে ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য** সমাপ্ত ।

অনুভাষ্য

যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥ ৫ ॥
গদাধর-মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
সদা কাল গৌর-কৃষ্ণ যজে ।
জগতের দেখি' ক্লেশ, ধরিয়া ভিক্ষুক-বেশ,
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥ ৬ ॥

অনুভাষ্য

শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা ।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥ ৭ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজজন, ভকতিবিনোদ-গণ,
অপ্রাকৃত-ভাবে যাঁর স্থিতি ।
'অনুভাষ্য' সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে,
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥ ৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থের **অনুভাষ্য** সমাপ্ত ।